CONTENTS

Monday, the 31st August, 1998

Sl. No.	Subject-matter—	Page(s)
1.	MATTER RAISED BY MEMBER	1—4
2.	DISCUSSION ON PREVAILING SITUATION IN THE STATE	4—61
	—Shri Samir Ranjan Barman	4—7 and 57—61
	—Shri Samir Deb Sarkar	7—9
	—Shri Dipak Kumar Roy	9—11
	—Shri Badal Choudhury, Minister	11—15
	—Shri Jawhar Saha	15—17
	—Shri Pranab Deb Barma	17—19
	—Shri Ashok Kumar Bhattacharya	19—21
	—Shri Manik Dey	21—24
	—Shri Syama Charan Tripura	24—27
	—Shri Gopal Chandra Das, Minister	27—29
	—Shri Bijoy Kumar Hrangkhawl	29—30
	—Shri Keshab Majumder, Minister	30—36
	—Shri Kajal Chandra Das	37—38
	—Shri Aghur Debbarma, Minister	39—43
	—Shri Ratan Lal Nath	43—45
	—Shri Manik Sarkar, Chief Minister	45—56
3.	ANNOUNCEMENT MADE BY THE CHAIR	61 and 108—109
4.	GOVERNMENT BILLS—Considered and Passed	61—109
	i) —Shri Ratan Lal Nath	66—69
	—Shri Amitabha Datta	70—71

—Shri Rabindra Deb Barma 71—73

—Smt. Bijay Laxmi Sinha 73—74

—Shri Manik Sarkar, Chief Minister 74

ii) —Shri Subodh Ch. Das, Minister 77—79 and 98—99

—Shri Nagendra Jamatia 79—84

—Shri Samir Deb Sarkar 84—87

—Shri Sudip Roy Barman 87—89

—Shri Sudhan Das 89—91

—Shri Shyama Charan Tripura 91—93

—Shri Khagendra Jamatia 93—97

—Shri Bijay Kr. Hrangkhawl 97—98

5. SHORT DISCUSSION ON THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE 109—133

—Shri Samir Ranjan Barman 110—123

—Shri Ratan Lal Nath 124—128

—Shri Manik Sarkar, Chief Minister 129—133

6. PAPERS LAID ON THE TABLE (Questions and Answers) 134—313

i) Written replies to the Starred Questions (ANNEXURE—'A') 134—159

ii) Written replies to the Un-Starred Questions (ANNEXURE—'B') 159—304

iii) Written Statement of Reference Cases (ANNEXURE—'C') 305—309

iv) Written Statement of Calling Attention (ANNEXURE—'D') 309—313

Tuesday, the 1st September, 1998

Sl. No.	Subject-metter	Page(s)
1.	MATTER RAISED BY MEMBERS	1–3 & 18–20 & 36–37
2.	ANNOUNCEMENT MADE BY THE CHAIR	3
3.	QUESTIONS AND ANSWERS	4—18
	Oral answers given to the starred question Nos. 25, 111, 121, 194 and 248 were answered orally and all the supplimentaries raised by member thereto.	
4.	REFERENCE PERIOD	20—36
	i) Shri Manik Sarkar, Chief Minister made a statement on the reference notice given of by Shri Birajit Sinha, regarding a circular issued by Chief Secretary to Commissioner, Secretary, Directors presence Co-ordinators of Extremists in Various Govt. officers.	20—24
	ii) Shri Pabitra Kar, Minister made a statement of the reference notice given of by Shri Manik Dey and Shri Ratanlal Nath regarding lifting of natural Gas in Tripura.	25—31
	iii) Shri Sudhir Das, Minister, on the reference notice given of by Shri Amitabha Datta regarding Public Inconvenience due to flood in the Agartala City.	
	And Oral replies given by respective Minister to all clearifications raised by Member.	31—36
5.	CALLING ATTENTION	37—54
	i) Shri Pabitra Kar, Minister made a statement on the Calling Attention notice given of by Shri Sudhan Das regarding crisis of wood based Industry due to shortage of wood.	37—42
	ii) Shri Manik Sarkar, Hon'ble Chief Minister, who is also the Minister-in-Charge of Home Department, made a statement on the Calling Attention notice given of by	

	Shri Prakash Ch. Das, regarding attempt the kill Congress Legislaturers.	42—50
	iii) Shri Keshab Majumdar, Minister in-charge of the Revenue Department, made a statement on the Calling Attention notice given of by Shri Bijoy Kr. Hrangkhawl regarding creation of new Administrative District and Sub-Division greater interest of the state.	50–54
6.	LAYING OF PAPERS ON THE TABLE	54 55
7.	GOVERNMENT BILLS—Considered and passed	55—75
a)	i) Shri Pabitra Kar, Minister	55 & 59–61
	ii) Shri Ratanlal Nath	56—58
	iii) Shri Nagendra Jamatia	58-59
b)	i) Shri Keshab Majumdar, Minister	63—65 & 71
	ii) Shri Shyama Charan Tripura	65–67
	iii) Shri Ratanlal Nath	67—68
	iv) Shri Rabindra Deb Barma	69–71
	—Shri Manik Sarkar, Chief Minister	72—74
8.	HALF AN HOUR DISCUSSION	75—86
	i) Shri Ratanlal Nath	76–80
	ii) Shri Anil Sarkar, Minister	80—86
9.	SHORT DISCUSSION ON THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE	86–93
	i) Shri Shyama Charan Tripura	87—89
	ii) Shri Ratanlal Nath	89—90
	iii) Shri Bijoy Kr. Hrangkhawl	90—91
	—Shri Manik Sarkar, Chief Minister	91–93
10.	STATEMENT BY THE CHIEF MINISTER	93—96
11.	VALEDICTORY SPEECH MADE BY THE SPEAKER	96
12.	PAPERS LAID ON THE TABLE (Questions and Answers)	97—132
	i) Written replies to the starred question (ANNEXURE—'A')	

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The House met in the Assembly House Agartala on Monday, the 31st August; 1998 at 11 A. M.

PRESENT

Shri Jitendra Sarker, Hon'ble Speaker. The Chief Minister, 16 Ministers and 38 Members.

MATTER RAISED BY MEMBER

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (বিশালগড়) :— স্যার, আমি একটা বিষয় এনেছি যে, গত ২৯ এবং ৩০ তারিখে রাজ্যে যেভাবে তথাকথিত উগ্রপন্থী হামলার ফলে মানুষের মৃত্যু ঘটছে, অপহরণ ঘটছে। আমি পত্রিকার হেডিং পড়ে শুনাচ্ছি-দৈনিক সংবাদ-৩০-৮-.৯৮ইং তারিখ-'কমলপুরের শিব বাড়ীতে বৈরী দস্যুদের আক্রমনে ৭ জন দিন মজুর নিহত, আহত ৮ জন।" আজকের দৈনিক সংবাদ-এ "মড়াছড়ার স্বজন হারাদের চোখের জল না শুকাতে ফের হত্যালীলা। বেতছড়া, কাঞ্চনপুর বৈরী হামলা। হতাহত—১৬। 'তিন পাওয়ার গ্রিড কর্মী সহ অপহৃত ৪। তেলিয়ামুড়া থেকেও অপহৃত হয়েছে।'

স্যার, এই পরিস্থিতিতে আপনার ক্ষমতা আছে রুল ৯৮ সাবরুল ৮-এ ডিসকাশান হোক। এসেম্বলীর আজকের সমস্ত বিজনেস বন্ধ করে দিয়ে ইভেন কোয়েশ্চান আওয়ার বন্ধ করে-দেয়ার আর প্রেসিডেন্স ইন দ্য রুলস অব প্রসিডিউর, অলসো পার্লামেন্টারী প্র্যাকটিস এ্যাণ্ড প্রসিডিউর আমি চাইছি সমস্ত কিছু বন্ধ করে দিয়ে আগে এটা নিয়ে আলোচনা করা হোক। প্রায়ই ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে বলা হয়, গত পরশু দিনও মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী বলেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহার একটা প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, সর্বদলীয় টীম নিয়ে দিল্লী যেতে। নীতিগত ভাবে এটাতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু তার আগে একটা থ্রেড বেয়ার ডিসকাশান হওয়া উচিৎ। স্যার, রুম নগরী যখন জ্বলছে, সম্রাট তখন বেহালা বাজাচ্ছেন। এখানের মন্ত্রীরাও বেহালা বাজাচ্ছেন। স্যার, হত্যা বন্ধ হওয়াতো দূরের কথা, সেটা আরও দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। এই হাউস করে কি লাভ ? কোয়েশ্চান আনসার দিয়ে কি লাভ ? হ্যাঁ বাজেট পাস না হলে বিলো দা পভার্টি লাইন যারা আছে, তাদের অসুবিধা হবে। কর্মচারী ভায়েদের অসুবিধা হবে। তাই আমরা বাজেট পাশ করিয়ে দিয়েছি। আজকে তো আর বাজেট নেই। আপনার কাছে

অনুরোধ করছি, আপনার ডিস্ক্রিশনারী পাওয়ার আছে রুল ৯৮, সাবরুল-৮-এ আপনি সমস্ত বিজনেস বন্ধ করে পার্লামেন্টেও এ রকম হয়েছে, এই বিধান সভাতেও ইনষ্ট্যান্স আছে কোয়েশ্চান আওয়ার বন্ধ করে আলোচনা হয়েছে। আমরা চাই ডেমোক্রেটিক নর্মস মেনে সংসদীয় গনতন্ত্রের প্রতি আস্থা রেখে এই হাউস চলুক। এমনিতেই আমাদের জনসাধারণের পিঠ দেওয়ালে লেগে গেছে, আমাদেরও পিঠ দেওয়ালে লেগে গেছে। আপনার ডিস্ক্রিশনারী পাওয়ারের কাছে, এই মন্ত্রীসভার কনসাসের কাছে, ট্রেজারী বেঞ্চের বন্ধুদের কনসাসের কাছে আবেদন করছি- লেট আস ডিসকাস দ্য মেটার। সিচুয়েশান ইজ ভেরী গ্রেভ। এখানে ডিসকাস করার যেখানে স্কোপ আছে, পার্লামেন্টারী প্রেকটিসে যেখানে স্কোপ আছে আমরা সেই স্কোপ নিতে চাই। আমি আশা করছি আপনি এলাউ করবেন। আননেসেসারী সীন যেন ক্রিয়েট না হয়, উনারা চীৎকার করবেন, আমরাও চীৎকার করব, এই হাউস এডজার্ন্ড হবে, সেই পরিস্থিতি যেন না হয়। আপনার কনসাসের কাছে আমি করজোরে প্রার্থনা করে আবেদন করছি।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় বিরোধী দলনেতা যে প্রস্তাবের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন এতে গোটা রাজ্যবাসী উদ্বিগ্ন এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই বিষয়ের প্রতি আলোচনা হতে আমার কোন আপত্তি নেই। বিজনেস যেহেতু আমাদের নির্দ্ধারণ করা আছে এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলি আছে সেগুলির আলোচনার পাশাপাশি এই বিষয় আলোচনা করা যেতে পারে। তার জন্য আপনি যদি সময় নির্দ্ধারণ করে দেন আমার কোন আপত্তি নেই।

মি: স্পীকার :— ঠিক আছে, আলোচনা করতে আমার কোন আপত্তি নেই। এছাড়া কলিং এটেনশানও আছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :— স্যার, মানুষের জীবন চলে যাচ্ছে। এর চেয়ে আর্জেন্ট আর কি হতে পারে? স্যার, আমি আপনার বিবেক প্রার্থী। মানুষ অপহৃত হচ্ছে, জীবন চলে যাচ্ছে বাড়ীঘর অগ্নি দগ্ধ হচ্ছে, কর্মচারীরা কাজে যেতে পারছেন না। এর চেয়ে আর্জেন্ট আর কি হতে পারে? আমার আবেদন হাউস যেন এডজার্ন না করতে হয়, আমরা ডিসকাশান চাই।

শ্রীদীপককুমার রায় (বড়জলা) :— স্যার, আজকে মানুষের কোন নিরাপত্তা নেই, শ্রমজীবী

মানুষের রক্ত ঝরছে। এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কি হতে পারে? এটাই আগে আলোচনা হবে। সমস্ত বিজনেসকে বাদ দিয়ে এটাকে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনার সুযোগ দেওয়া হোক। এই অবস্থায় মানুষ বাস করতে পারে না।

মিঃ স্পীকার :—আপনারা যদি সবাই এক মত হন তাহলে কোয়েশ্চান আওয়ার বাদ দিয়ে এটা ষ্টার্ট করে দিতে পারি। সবটা দরকার নেই। কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে, আপনাদের বক্তব্যের মাধ্যমে আপনারা যদি মনে করেন তাহলে রেফারেন্স পিরিয়ডও বাদ দিয়ে আলোচনা শুরু হতে পারে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন ঃ—স্যার, এমন কি স্যার, প্রাক্তন পরোলোকগত মন্ত্রী বিমল সিন্‌হা হত্যা সংক্রান্ত আরজেন্ট পাবলিক ইমপোরটেণ্ট যে বিষয়টা এনেছি সেটা আমি রিজেকট্‌ করতে রাজী আছি কারণ এই বিষয়টা অত্যন্ত স্পর্শ কাতর।

মিঃ স্পীকার :—এটা তো আলোচনা হয়ে গেছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :—স্যার, আপনি প্রবলেমে গিয়েছেন সে জন্য স্যার। প্রথমতঃ হচ্ছে মানুষের জীবন ধ্বংস হচ্ছে, ধন-সম্পত্তি ধ্বংস হচ্ছে তাই স্যার, আগে এটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

মিঃ স্পীকার :—আমি তো এডমিট করেছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, প্রশ্ন হচ্ছে বিজনেস অলরেডি আছে, কোয়েশ্চান আওয়ার হচ্ছে ফাণ্ডামেণ্টাল রাইট। কোন সময় পার্লামেণ্টে কোয়েশ্চান আওয়ার বাদ যায় নি। তিনি কোন নোটিশ আনেন নি। লিডার অব দি হাউস যদি বলেন আলোচনা করতে অসুবিধা নেই। বিজনেস ঠিক রেখে আপনি স্যার দুই দিনের মধ্যে টাইম এলট করতে পারেন, আলোচনার ব্যবস্থা করতে পারেন তাহলে আপত্তি করার কোন কারণ নেই। বিজনেস অসমাপ্ত হওয়ার কোন কারণ নেই।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :—স্যার, উনি রুলের কিছুই জানেন না।

মিঃ স্পীকার :—আমি তো এডমিট করেছি কোয়েশ্চান আওয়ার এবং রেফারেন্স পিরিয়ড বাদ দিয়ে

দুই ঘণ্টা আলোচনা হোক। মাননীয় সদস্য আপনার (শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন) বক্তব্য আরম্ভ করুন।

DISCUSSION ON PREVAILING SITUATION IN THE STATE

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সারা রাজ্যে আজকে অসহনীয় পরিস্থিতি। ইতিমধ্যে মাননীয় সদস্য জওহর সাহা সে দিন একটা নোটিশ দিয়েছিলেন যে, এক লাখের উপর ফেমিলি সারা রাজ্য থেকে এমন কি ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরে আন্তর্জাতিক সীমা পার হয়ে চিটাগাং হিল থেকে মিজোরামে পাহাড়ী ভাই-বোনেরা বেরিয়ে গেছে। আগরতলা টাউনের কাছাকাছি এমন কি আগরতলার টাউনের মধ্যে উগ্রপন্থী ধরা পড়েছে। এই পরিস্থিতি আজকে এটা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। তৃতীয় বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার আমলে যে পরিস্থিতি ছিল তার থেকে পরিস্থিতি এখন আরও খারাপ দিকে চলে গেছে ফলে আমরা যারা বিধায়ক বিধায়করা কি ট্রেজারী বেঞ্চের, কি বিরোধী দলের আমরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিধায়করা যেতে পারি না, কারণ বর্তমান সরকার সেটা চান না, যে বিধায়করা ভিতরে ঢুকে গিয়ে রাজ্যের কি পরিস্থিতি সেটা তুলে হাউসে আনেন এবং সেটা পত্র-পত্রিকায় উঠুক সেটা চায় না শাসক দল। পত্র-পত্রিকার সাংবাদিক বন্ধুদের জীবন বিপন্ন করে তাদের কাছ থেকে যতটুকু নিতে পারি তাতেই দেখা যায় যে দৈনিক গড়ে ৩ / ৪ জন মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে, মানুষ অপহৃত হচ্ছে, ধর্ষিতা হচ্ছে তার কোন বিচার আমরা পাচ্ছি না। আমরা কি দেখতে পাচ্ছি অপহরণ বাণিজ্যে জড়িত যারা তারা মানুষকে অপহরণ করছে, যারা শ্রমিক, কর্মচারী ভাই বন্ধুদের কাছ থেকে মাসিক হারে চাঁদা নিচ্ছে, তাদের পরবর্তী কালে কিছু আণ্ডার-গ্রাউণ্ড নামধারী আত্মসমর্পণকারী তাদের প্ল্যান হেডের টাকা ডাইভার্ট করে সেই টাকা তাদের দেওয়া হয়, আন টাইড ফাণ্ডের টাকা দেওয়া হচ্ছে, তাদের চাকুরী দিচ্ছে কিন্তু বেকাররা চাকুরী পাচ্ছে না, মন্ত্রীর আত্মীয়রা চাকুরী পাচ্ছে। যারা বেকার, যারা বিলো পোভার্টি লাইন কি পাহাড়ী, কি বাঙ্গালী, কি অন্য জাতিগোষ্ঠীর লোক তারা কেউই সেটা পাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে ত্রিপুরার সার্বিক স্বার্থের কথা বিবেচনা করে আজকের যে এই অবস্থা এটা নতুন না, চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সারা রাজ্যে এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে এবং এই অবস্থা দিনে দিনে খারাপের দিকে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আমরা আজকের আলোচনা দাবী করছি। আলোচনা করতে গিয়ে একটা জিনিস জানা দরকার, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় গত বিধানসভায়ও আপনি অধ্যক্ষ ছিলেন, আপনার নিশ্চয়ই স্মরণে আছে যে আমি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে হাউসে বলেছি, চিঠি পড়ে শুনিয়েছি। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দশরথবাবুকে আমি চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলাম

যে, সারা রাজ্যের এই যে উগ্রপন্থীর তাণ্ডব, যা ত্রিপুরার ১৩০০ বৎসরের ইতিহাসে ছিলনা, কংগ্রেস যখন ৩০ বৎসর ৭৭সন পর্য্যন্ত ক্ষমতায় ছিল ত্রিপুরার মানুষ সেটা জানত না যে উগ্রপন্থার কার্যকলাপ কি। এমনকি আমাদের মধ্যে অনেকে উগ্রপন্থী, উগ্রপন্থা, এক্সট্রিমিজম, এক্সট্রিমিস্ট এই সমস্ত শব্দের সাথে অনেক শিক্ষিত লোক পরিচিত ছিলেননা। কি কারণ ঘটল যে ৭৮সনে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ৭৯সনে ১১ মাসের মধ্যে প্রথমে তেলিয়ামুড়াতে উগ্রপন্থীর হামলা শুরু হল। তারপর ৮০ সন থেকে সেটা কনটিনিউয়াস প্রসেস দৈনন্দিন কাজ হিসাবে পরিগনিত হল। আমি মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছিলাম, তখন তারা বলেছিলেন এবং সি, পি, এমের মুখ্যমন্ত্রী বলে থাকেন যে টি, ইউ, জে এসের দল, টি, এন, ভির দল, কংগ্রেসের দল এরা এগুলি প্রশ্রয় দিচ্ছে এবং সারা রাজ্যে উগ্রপন্থীর সৃষ্টির পেছনে কংগ্রেস। আমি বলেছিলাম, আমি তাদের কথার কোন প্রতিবাদ করিনি। তখন আমি তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী দশরথবাবুকে চিঠি দিয়েছিলাম যে ঠিক আছে আপনার বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই হাউসেও বলেছি সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারপতিকে দিয়ে, যিনি সিটিং জাজ তাকে দিয়ে, তিন মাসের সময় দিয়ে একমাত্র টার্মস অফ রেফারেন্স যে ত্রিপুরায় উগ্রপন্থী সৃষ্টি কারা করল, তাদের জন্ম কারা দিল এবং কি কারণে এই উগ্রপন্থার সৃষ্টি হল, সেটা সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারপতিকে দিয়ে তদন্ত করা হোক। যদি দেখা যায় টি, ইউ, জে, এস, টি, এন, ভি, কংগ্রেস দায়ী তাহলে আমরা নির্বাচনে অবতীর্ণ হবনা, আমরা নির্বাচনে দাঁড়াবনা। আমি কংগ্রেসের তরফ থেকে, টি, ইউ জে এসের তরফে, টি, এন, ভির তরফে এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে আমি এটা বলেছিলাম। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীকে আমি চিঠি ও দিয়েছিলাম। আজকেও মুখ্যমন্ত্রীকে জানাচ্ছি এখনও আমরা রাজী, সুপ্রীম কোর্টের একজন ন্যায়াদীশকে দিয়ে তদন্ত করা হোক। তাহলে আসল বেরিয়ে যাবে। আপনারা আপনাদের ভোটের স্বার্থে, আপনাদের রাজনীতির স্বার্থে উগ্রপন্থীর জন্ম ৭৮ সনে ক্ষমতায় আসার পরে আপনারা দিয়েছেন, আপনারা তাদের লালন পালন করছেন, আপনারা তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন ত্রিপুরার মানুষ কি পাহাড়ী, কি বাঙ্গালী তাদের জীবনের বিনিময়ে। আপনারা ৭৮ সনে ক্ষমতায় এসেছেন, আজকে ৯৮ সন এই ১৯—২০ বৎসরে আপনারা যখন ক্ষমতায় এসেছেন তখন যে ছেলের জন্ম হয়েছিল, সেই ছেলে আজকে রাজ্যের একজন ভোটার, সে ভোটাধিকার পেয়েছে। স রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে স্কুলগুলি বন্ধ হওয়ার ফলে তাকে আপনারা শিখিয়েছেন থ ইমপ্রেশান দেওয়া, তাকে আপনারা আঙ্গুলের ছাপ কি করে দিতে হয় সেটা শিখিয়েছেন, লেখাপড়া করার সুযোগ পায়নি। আপনারা ইচ্ছা করে দেননি। কারণ তাদের সর্বহারা বানাতে হবে। তাদের রাইফেল তুলতে হবে, তাদের বন্দুক ধরতে হবে। আপনাদের পার্টির যে ফিলসফি মানে দর্শন, সেই দর্শনে আপনারা তাকে সর্বহারা বানিয়েছেন। কারণ সর্বহারা দলের প্রতিনিধত্ব

করেন আপনারা। কাজেই এই পরিস্থিতিতে আজকে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই, আমরা সবাই শ্যামাবাবু থেকে শুরু করে আমরা গতকালকে কথা বলেছি, আজকে কথা বলেছি, এখানে শ্যামাবাবুরা বলবেন, আমাদের বিধায়করা বলবেন।

বলবেন আমরা এখনই রাজী সর্ব্বদলীয় টিম নিয়ে যেতে। কিন্তু তার আগে আমাদের জানতে হবে এন-এফ-টি দল, মুখ্যমন্ত্রী, তার দলীয় নেতারা, মন্ত্রীরা এবং তার সম্পাদক মণ্ডলী তারা বলেন যে রাজ্য উগ্রপন্থী সৃষ্টির জন্য উগ্রপন্থীর কার্য্যকলাপের জন্য এবং বিমল সিনহার হত্যার জন্য কংগ্রেস দায়ী। তারপর গৌতম দত্ত এবং কালিদাস দেববর্মার হত্যার জন্য কংগ্রেস দায়ী। আমরা তাইতো বলছি যে, এই সমস্ত গুলি সি বি আইকে দাও, কিন্তু সেটা দেওয়ার, সাহস তাদের নেই। এই সরকারের এবং মুখ্যমন্ত্রীর সাহস নাই সি বি আই তদন্তের দিকে যাওয়ার কারণ হাত পুড়ে যাবে, সি বি আই তদন্ত দেওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই। যাই হোক, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে যারা ট্রেজারী ব্যাঞ্চে আছেন শাসক দলের প্রতিনিধিরা বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রীকে আমরাও অনুরোধ জানাচ্ছি এই হাউসে দাঁড়িয়ে পরিস্কার ভাষায় বলছি আনইকুয়িভোকাল টার্মে ত্রিপুরার জনসাধারণকে কর্মচারী ভাইদেরকে শ্রমিকদের এবং কৃষকদের জানাচ্ছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে অফার দিয়েছেন দলের তরফ থেকে সর্ব্বদলীয় প্রতিনিধি দেওয়ার জন্য কংগ্রেস টি ইউ জে এস তাতে রাজী। কিন্তু তার আগে জানতে হবে দোষী কারা, কারা উগ্রপন্থীদের জন্মদাতা, কারা উগ্রপন্থীদের লালন পালন করছে। আমরা বলছি এগুলি তারা করছে আর তারা বলছে এগুলি আমরা করছি, আসলে কে করছে সেটা ত্রিপুরার মানুষের জানার জন্য রেসপনসিবিলিটি ফীক্স করার জন্য কংগ্রেস, টি ইউ জে এস, টি এন ভি করছে, না ওরা করছে। সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারপতিকে দিয়ে দুই মাস সময় দিয়ে সেই ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত দরকার, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি যে আদেশ দেবেন তিনি যদি বলেন আমরা করছি তাহলে আমরা তা মাথা পেতে নেব। একটা দল সরকার চালাবে সেই সরকার যদি তার প্রয়োজনের তুলনায় আর্মিই বলুন, আর পুলিশই বলুন সি আর পিই বলুন আর বি এস এফই বলুন তার নিজের তাগিদে যদি না আনতে পারে কেন্দ্র থেকে তাহলে আমিতো মনে করি সেই সরকারের ক্ষমতায় থাকার কোন অধিকার নাই। আমরা ১৯৮৮ সাল থেকে ৯৩ সাল পর্য্যন্ত ক্ষমতায় ছিলাম, আজকে ত্রিপুরায় যে ফোর্স আছে তখন তার অর্ধেকও ছিল না, কিন্তু তখনতো রাজ্যে এই রকম অসহনীয় পরিস্থিতি ছিল না। তাই আজকে যদি ওনারা না পারেনতো পদত্যাগ করুন, কেন্দ্রীয় সরকারকে বলুন মানুষকে রক্ষা কর, কংগ্রেসকে ক্ষমতা দিন আমি সেটা বলছি না। আপনারা শুধু কেন্দ্রকে বলুন মানুষকে রক্ষা করতে অ্যাসেমব্লিকে সাসপেণ্ড করে ত্রিপুরার মানুষকে বাঁচাও এবং যতক্ষন পর্য্যন্ত না রাজ্যের স্বাভাবিক

অবস্থা সৃষ্টি হয় ততক্ষন পর্য্যন্ত অ্যাসেম্‌ব্লি সাসপেণ্ড থাক। কেন্দ্রীয় সরকারকে বলুন আমরা সর্ব্বসম্মত ভাবে অনুরোধ জানাই এই রাজ্যের মানুষকে বাঁচানোর দায়িত্ব এবং রক্ষা করার দায়িত্ব তোমরা নাও, আমরা পদত্যাগ করছি। তোমরা অ্যাসেম্‌ব্লিকে সাসপেণ্ড করে রাজ্যের শান্তি ফিরিয়ে আন. শান্তি ফিরিয়ে আনার পর আবার এই সরকার ক্ষমতায় থাকবে। কারণ আপনাদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয় মানে মুখ্যমন্ত্রীকে, পূর্ত্তমন্ত্রীকে যদি বলা হয় যে রাস্তাটা ঠিক করতে হবে, প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিশুকে ডাক্তার দেখাতে হবে, বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে রেশন দিতে হবে তো উত্তরে আপনারা বলেন যে আর্মিকে বলেছি, আর্মি ডাক্তার নিয়ে যাবে, আর্মি রেশন পৌঁছে দেবে। তা সবই যদি আর্মি করে তাহলে আপনারা ক্ষমতায় আছেন কিসের জন্য ? লজ্জা করে না ? লজ্জা থাকা দরকার।

মি: স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য সমীর বাবু প্লিজ কনক্লুড করুন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মন :—ধন্যবাদ !

মিঃ স্পীকার :—শুনুন আপনাদের একটা অ্যানাউন্স্‌মেন্ট দিচ্ছি. সময় হচ্ছে দুই ঘণ্টা, তার মধ্যে প্রত্যেক দলেই প্রায় ৯ জন করে বক্তা আছেন। কাজেই ৫ থেকে ৬ মিনিটের বেশী সময় দেওয়া যাবে না। মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার।

শ্রী সমীর দেব সরকার (খোয়াই) ;— মি; স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে প্রথমে আমি এই কয়েক দিনের উগ্রবাদীদের হামলায় যারা নিহত হয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে আমি আলোচনায় অংশ গ্রহন করছি স্যার. অনেকদিন আগে অম্বিকা নাট্য কোম্পানীর একটা যাত্রাপালা দেখেছিলাম-সয়তানের চর। বিধানসভায় সেই সয়তানের চরদের দেখতে পেয়ে পূর্ব কথাগুলি আজকে আবার মনে পড়ছে। মাননীয় বিরোধী দল নেতা তার আলোচনায় জানতে চেয়েছেন-উগ্রপন্থী কারা তৈরী করেছে ? রাজ্যের ৩০ লক্ষ মানুষের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মানুষ বাচ্চা শিশুদের বাদ দিলে তাদের জানা ভারতবর্ষের তথাকথিত পাঞ্জাবের ভিন্দ্রানওয়ালাকে কারা সার্টিফিকেট দিয়েছিল তাও জানেন ভারতবর্ষের মানুষ। রাজ্যে তৈদু সম্মেলনের কথা ভুলে যান নি এই রাজ্যের মানুষ। স্যার, বিস্তৃত আলোচনা করার সুযোগ নেই তাই আমি সংক্ষেপে এই কথাগুলি বল্‌লাম যে কারা এই উগ্রপন্থী সৃষ্টি করেছে।

ভারতবর্ষের ৫০ বছর স্বাধীনতার পর কংগ্রেসের সৃষ্ট রাজনৈতিক ও দেউলিয়া নীতি যে সমস্যা তৈরী করেছে তারা যেমন মানুষকে উগ্রপন্থার পথে ঠেলে দিচ্ছে, ঠিক তেমনি সাম্রাজ্যবাদীর এজেন্টরা, সি. আই, এ. এবং আই এস. আই তাদের কাজকর্ম এবং এখানকার কিছু হতাশাগ্রস্ত রাজনৈতিক দল বিশেষ করে কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরে আসার তাদের যে স্বপ্ন সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার প্রশ্নে সেই তৈদু সম্মেলন থেকে শুরু করে প্রতিদিন রাজ্যে যখনই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসে তখনই তারা দেখেছি গোপন দরজা দিয়ে মিটিং করে করে এই ধরনের উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপে মদত দিচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী এজেন্টরা যেমন এখানে রয়েছে ঠিক তেমনি তার যেসব সাকরেদ রয়েছে তাদেরকে গদীতে ফিরে আসার প্রশ্নে উগ্রপন্থীদেরকে নানাভাবে সাহায্য করে যাচ্ছে। স্যার, শুধু এখানেই নয়, সি, আই, এ, এবং আই. এস, আইকে বাদ দিলেও তাদের কার্য্যকলাপকে বাদ দিলেও আমরা দেখেছি বামফ্রন্টের দশ বছরের শাসনকালে টি. এন, ভি, উগ্রপন্থীদের হাতে বামফ্রন্টের এবং মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির ঘাড়ে চারশর মত নেতা ও কর্মীকে—যেমন প্রদ্ধা ত্রিপুরা, কালিদাস দেববর্মা, চুড়ামনি কলই, থেকে শুরু করে প্রথম সারির নেতা ও কর্মী খুন হয়েছেন-সেটা আমরা দেখেছি। স্যার, এখনো আমরা দেখছি বিশেষ করে প্রচণ্ডভাবে আক্রান্ত আমাদের মহকুমা যে খোয়াই সেখানে আমরা দেখেছি প্রতিদিনই বামফ্রন্টের প্রথম সারির নেতা, শান্তির জন্য যারা লড়াই করেছেন, এবং এজন্য রাষ্ট্রপতির পুরস্কার পেয়েছেন সেই ক্ষিরোদ দেববর্মা, তারপর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মী উপেন্দ্র দেববর্মা, চন্দ্রমোহন দেববর্মা খুন হয়েছেন এবং এই বিধানসভায় আমরা তাদের স্মৃতি তর্পণও করেছি। কাজেই কারা সৃষ্টি করেছে এই উগ্রপন্থী, কি তাদের উদ্দেশ্য, কারা তাদের আক্রমণের টার্গেট হয়ে যাচ্ছে এটা আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি, কি উদ্দেশ্যে তারা এই ধরনের কাজ করছে। রাজ্যের শান্তি ও সম্প্রীতি বিনষ্ট করার জন্য, বামফ্রন্ট সরকার তাদের যে উন্নয়ন মূলক কার্যাসূচী তৈরী করেছেন সেটাকে বানচাল করার জন্য, এই ধরনের চক্রান্ত করছে। কাজেই এটাকে অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার। এবং এখানে রাজ্যসরকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক মিলিটারী এবং প্যারা মিলিটারী ফোর্স পাঠাবার জন্য কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে যে দাবী করেছেন সেটা ন্যায়সঙ্গত দাবী। সেই দাবীকে পূরণ না করে উপরন্তু এখান থেকে আরো দুই ব্যাটেলিয়ন আসাম রাইফেলস্ তোলে নিয়ে গেছেন। কাজেই রাজ্য সরকারের দাবীমত আরো কেন্দ্রিয় নিরাপত্তা বাহিনী দেওয়ার জন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে বি, এস. এফ, এর ক্ষমতাকে আরো বৃদ্ধি করার জন্য যেন কেন্দ্রিয় সরকার উদ্যোগ গ্রহন করেন। আমরা দেখেছি বর্তমানে বর্ডার এলাকায় বি, এস, এফ, এর সংখ্যা কম থাকায় নজরদারীর ব্যবস্থা তেমন ভাল নয় ফলে সীমান্ত পথ দিয়ে বাংলাদেশ থেকে উগ্রপন্থীরা এবং সমাজদ্রোহিরা অনবরত যাতায়াত করছে। আমাদের খোয়াই মহকুমার গৌরনগর এলাকা এবং

তার আশপাশের এলাকা দিয়ে উগ্রপন্থীরা প্রতিনিয়ত আনাগোনা করছে। কাজেই সেখানে যাতে বি, এস, এফ এর ক্যাম্পের সংখ্যা আরো বাড়ানো হয় সেই দাবীও করছি। তেমনি আমাদের এখানে যে আরক্ষা বাহিনী রয়েছে তাদেরকে, টি, এস, আর, এবং পুলিশ বাহিনীকে আরো বেশী শক্তিশালী করার জন্য প্রচেষ্টা নিতে হবে। তাছাড়া এখানে রাজনৈতিক দলগুলি এবং বিরোধী দলের সদস্যরা যারা আছেন তাদের অনুরোধ করছি—আপনারা মেকি অভিনয় না করে সত্যি সত্যি সেই শয়তানের ভূমিকা গ্রহণ না করে ত্রিপুরার জনগণের যে আশাআকাঙ্খা সেটাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার যে পরিকল্পনা নিয়েছেন সেটাকে বাস্তবায়িত করার জন্য তারা যেন এগিয়ে আসেন। তাহলে এই ত্রিপুরায় যারা খুন হয়েছেন তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে এই ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে তার জন্য শান্তি ও সম্প্রীতির বাতাবরণ তৈরী করা যাতে যায় সেজন্য তারা বামফ্রন্ট সরকারকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসবেন তাহলে আজকের এই আলোচনার সার্থক হবে। আমার আলোচনা আর দীর্ঘায়িত করবোনা। আমার আলোচনার শেষে আমি তাদের অনুরোধ করব রাজ্যে শান্তি ও সম্প্রীতির বাতাবরণ সৃষ্টি করার জন্য এবং উগ্রপন্থী মোকাবিলায় বামফ্রন্ট সরকার যে প্রচেষ্টা নিয়েছেন সেটাকে বাস্তবায়িত করার জন্য তারা সাহায্যের হাত প্রসারিত করছেন এবং তারা যাতে সত্যি সত্যি শয়তানের ভূমিকা না নিয়ে গণতান্ত্রিক ভূমিকা নেবেন। এই বলে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীদীপককুমার রায় মহোদয়। আপনার সময় পাঁচ মিনিট।

শ্রীদীপককুমার রায় :— মি: স্পীকার স্যার, আজকে এমন একটা পরিস্থিতির উপর দাঁড়িয়ে এই বিধানসভায় এসে বলতে হচ্ছে যখন রাজ্যে ছাত্র/ছাত্রী, কৃষক শ্রমিক-কর্মচারী সহ প্রায় প্রত্যেকটি জনগণের জন নিরাপত্তা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। বিঘ্নিত হচ্ছে জন নিরাপত্তা। রাজ্যের তথা-কথিত উগ্রপন্থীদের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছেন না কেউই। একদিকে রয়েছে রাজ্য প্রশাসন এবং অন্য দিকে উগ্রপন্থীরাও রাজ্যব্যাপী চালাচ্ছে সমান্তরাল প্রশাসন। আবার এরই পাশাপাশি ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্য-মন্ত্রীরা রাজ্যব্যাপী একটিই প্রচার চালাচ্ছেন যে এই অশান্তি তথা উগ্রপন্থীর পিছনে রয়েছে বিরোধী কংগ্রেস (ই), টি, ইউ, জে, এস এবং টি, এন, ভি। আশ্চর্যের বিষয় এটা আমরা প্রায়ই শুনি যে আমাদেরকে দোষারোপ করা হচ্ছে। আজ আমি এই হাউসে থেকে দাবী করছি এর ব্যাখ্যা আপনাদের দিতে হবে এবং যদি কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস এবং টি, এন ভি এর সঙ্গে যুক্ত থাকে তাহলে রাজ্য প্রশাসনে থেকে কেন আপনারা আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে

পারছেন না? তাহলে কি রাজ্যের প্রশাসন বলতে কিছু নেই? নাকি প্রশাসনে থেকে কার্যত: আপনারা ব্যর্থ? আজকে সেটা আপনাদের ক্লীয়ার করে দিতে হবে। দোষী যদি আমরা হয়েই থাকি তাহলে আপনারা কেন আমাদের গ্রেপ্তার করতে পারছেন না?

রাজ্যে উগ্রপন্থীদের দ্বারা হত্যালীলা সংঘটিত হওয়ার পর আপনারা শুধু মাত্র শোক ব্যক্ত করছেন। এটাই কি সব? মানুষের নিরাপত্তা বিধানের জন্য আপনারা কতটুকু ব্যর্থ সেটা আজ প্রমাণিত হয়েছে। সরকারে থেকে জনগণের নিরাপত্তা বিধানে আপনারা বারংবার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে বিরোধীদের উপর কথায় কথায় দোষারোপ করে চলেছেন।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ক্ষমতায় আসার পরই বিরোধীদের সাহায্য নিয়ে চলার আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন। উগ্রপন্থা সমস্যার সমাধানে আমরা রাজ্যের জনগণের স্বার্থে সরকারের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। প্রস্তাবনুসারে মিলিতভাবে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনার কথা ছিল আমরা রাজীও ছিলাম। কিন্তু উনারা উগ্রপন্থী সমস্যা সমাধানে কতটুকু আন্তরিক ছিলেন সেটা আমরা বুঝতে পারলাম উনাদের প্রস্তাবগুলি থেকে। কাজেই পরবর্তী সময়ে আমাদের দূরে চলে আসতে বাধ্য করেছেন উনারা। উনাদের এই ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট ভুমিকা সুস্পষ্ট বক্তব্য কিছুই পরিলক্ষিত হয় নি। তার ফলেই আমাদের আর দিল্লীতে যাওয়া হয়ে উঠেনি আসলে আপনারা চান না যে রাজ্যে উগ্রপন্থী সমস্যার বাস্তব ভিত্তিক সমাধান হোক। কারণ তাদেরকে দিয়েই আপনারা বেলট বাক্স ভেঙ্গে নির্বাচনী বৈতরণী পার হচ্ছেন। উগ্রপন্থী না থাকলে যে রাজ্যে আপনারাও থাকবেন না সেটা ভাল করেই জানেন।

আমরা পত্র পত্রিকায় দেখছি আগরতলার কৃষ্ণনগরে বসে রাজ্যে উগ্রপন্থা চালানোর ছক আঁটা হচ্ছে। কেন জেনেও তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না? এরা কাদের আশ্রয়ে এই সব করে চলেছে? রাজ্যের মানুষ এগুলি জানেন। কাজেই স্যার, উনারাই এগুলি করে বিরোধী-দের উপর দোষ চাপাচ্ছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রস্তাব দিচ্ছি আসুন, সবাই মিলিতভাবে একটি গঠনমূলক উদ্যোগ নিয়ে সমস্যার সমাধানে এগিয়ে চলি। কারণ উগ্রপন্থীদের হত্যালীলায় কেউ হবেন পুত্রহারা, কেউ হবেন স্বামী হারা বা কেউ হবে পিতৃ হারা এসব আর দেখতে চাই না। কাজেই এগুলিকে বন্ধ করার জন্য এগিয়ে চলুন। আর আপনারা একের পর এক চাকুরী দেবেন, টাকা দেবেন, এত একটা বিরাট ব্যাপার। মরে গেলে কোন দুঃখ নেই চাকুরী আর টাকাতো রয়েছে। এই যে

ব্যবসা এই ব্যবসা বন্ধ করতে হবে। ভারতবর্ষের কোথাও উগ্রপন্থীরা এইভাবে করে না টাকার বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। এইভাবে চলে না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য কনক্লুড করুন।

শ্রীদীপককুমার রায় :— আপনারা পাঞ্জাবের উগ্রপন্থীর কথা বলেছেন, আসামের কথা বলেছেন মনিপুরের কথা বলেছেন। আমরাও বলেছি আছে। কিন্তু এইভাবে জোড় করে ধরে নিয়ে টাকা নেওয়া মোটা অংকের আর শ্রমিকদের গুলি করে হত্যা করা ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে নেই, এটা শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে হচ্ছে। এখানে শ্রমিক শ্রেণীর সরকার থেকে শ্রমিকরা এইভাবে হত্যা হচ্ছে আবার তারা বলে শ্রমিক দরদী সরকার বামফ্রন্ট সরকার মেহনতি মানুষের সরকার। একের পর এক এইভাবে মেহনতি মানুষ খুন করা হবে নিপীড়ন করা হবে শ্রমিকদের আন্দোলনের উপর আক্রমণ করা হবে, উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে কথা বললে সেখানে আক্রমণ করা হবে এইভাবে তো এটা চলতে পারে না।

মিঃ স্পীকার :— প্লীজ শেষ করুন।

শ্রী দীপককুমার রায় :— তাই এখানে বিরোধী দল নেতা যে প্রস্তাব রেখেছেন যে, সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারপতিকে দিয়ে এটার মূল সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা নেওয়া এটাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করে আমি প্রস্তাব রাখছি এটার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হউক এবং সুস্পষ্ট রাস্তা বের করা হউক আলোচনা মাধ্যমে যে কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যায় এই রাস্তা বের করে প্রয়োজনে আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে দিল্লী যেতে পারি এই কথা বলে এই ধরনের উগ্রপন্থী সমস্যা সমাধানের জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুধু দুঃখ প্রকাশ করে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিবৃতি না দিয়ে এটাকে কিভাবে সমাধান করা যায় এটার জন্য একটা বিশেষ ব্যবস্থা একটা বিশেষ পদক্ষেপ নিন এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বাদল চৌধুরী মহোদয়। আপনার সময় ৮ মিঃ।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলনেতা যে আলোচনা এখানে সূত্রপাত করেছেন এবং যে সমস্ত দাবীর কথা বলেছেন আমি এগুলির তীব্র বিরোধিতা করছি।

প্রথমতঃ যেটা বলেছেন যে, সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারপতি নিয়োগ করে উগ্রপন্থীর পেছনে কারা আছে কারা তারজন্য দায়ী এগুলিকে খোঁজে বের করা। আমি মাননীয় সদস্যদের জিজ্ঞাস করতে চাই উগ্রপন্থীর সমস্যা কি শুধু ত্রিপুরায় গত ৫০ বছর সময় ধরে নাগাল্যাণ্ড, কাশ্মীর, পাঞ্জাব, মনিপুর, এবং মিজোরামের কথা আমরা সবাই জানি। কংগ্রেসতো ৫০ বছরের মধ্যে প্রায় ৪৫ বছর দিল্লীতে সরকারে ছিলেন, সমস্ত ক্ষমতার কৃতিত্ব তাদের হাতে ছিল। আমি যদি বলি যেখানে ৫০ বছরের উপর এই উগ্রপন্থী কার্যকলাপ চলছে এই রাস্তায় চলছে ভারতবর্ষ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার জন্য কিছু শক্তি ষড়যন্ত্র করছে কোথায় কোন জায়গায় এই কংগ্রেস সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগ করে এখানে উগ্রপন্থী সমস্যার সমাধান করা কি আছে খোঁজে বের করছে এমন একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারবেন, একটা নজীর আছে? সুতরাং এই প্রশ্ন এখানে আসে না এখানে। দ্বিতীয়তঃ তারা বলেছেন উগ্র-পন্থীর পেছনে কাদের মদত আছে? আমরা তো বার বার বলেছি এটাতো স্বীকার করছে শুক্লা কমিশন সেই কথাটাই বলে গেছেন যে কংগ্রেস যারা বেশীর ভাগ সময় এখানে রাজত্ব করেছে অগ্রগতি হয়নি তা না অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু কিছু জায়গায় সবুজ বিপ্লব হয়েছে, কোন জায়গায় শিল্প বিপ্লব হয়েছে। কিন্তু দেশের কিছু কিছু জায়গায় যেটা অবহেলিত হয়েছে, বঞ্চনার শিকার হয়েছে এটার একটা অনুভব চলছে। কাশ্মীরের সঙ্গে চুক্তি হলো নেহেরু শেখ আবদুলার। সেখানে সংবিধানের ৩৭১ ধারা তৈরী করা হল, সৃষ্টি করা হল।

তারপর আমরা দেখি দিল্লীতে যারা ক্ষমতায় ছিলেন কাশ্মীরের সরকারের সঙ্গে কি ব্যবহার করছে? তারপর কংগ্রেস আজকে যেটা চূড়ান্ত রূপ নিল ফারুক আবদুলা সরকারকে সর্বশেষ এই কাশ্মীরের ক্ষমতা থেকে কে সরিয়েছে? যার পরিণতি গ্রহণ করেছে আই, এস, আই, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। কংগ্রেস অস্বীকার করতে পারবেন? এই কাশ্মীরের ব্যাপারে, পাঞ্জাবের ব্যাপারে অস্বীকার করতে পারবে। আমাদের ক্ষেত্রে যখন ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতা চ্যুত হলেন জরুরী অবস্থার সময়। এই যে আজকে যে ছাত্র সংগঠন যারা জঙ্গলে গেছে এই আলফা তারাতো তখন ছাত্র ছিল তাদের সভায় বক্তৃতা করেন নি ইন্দিরা গান্ধী, তাদের আশীর্বাদ করেন নি এবং তিনিইতো সেই দিন জনতা দলের নেতৃত্বে সরকার আসামের সরকার উচ্ছেদ করার জন্য জঙ্গলে পাঠালেন এই উগ্রপন্থার পথে পাঠালেন। এটা কি ত্রিপুরা রাজ্যের অজানা যে, বিজয় রাংখল বাবু তো এখানে আছেন আমি বাজেট আলোচনার মধ্যে তুলেছি রাজীব রাংখল লালথান ওয়ালার মাঝখানে চুক্তি হয়েছিল এটা কি এই রাজ্যের মানুষের কাছে অজানা? আমিতো এখানে বলেছি সুধীরবাবুদের চিঠি এগুলি কি অজানা? আমি সেই দিন বলেছি বীরজিৎ সিনহার চিঠি ঐ বিজয় রাংখলবাবু, যখন জঙ্গলে ছিলেন এটা বলার অপেক্ষা

রাখেনা এখন যারা উগ্রপন্থী জঙ্গলে আছে স্বাধীন ত্রিপুরার শ্লোগান দিচ্ছেন, বাঙ্গালী তাড়ানোর কথা বলছেন ১৯৪৯ সালের পরে যারা এসেছেন তারা এখানে কেউ থাকতে পারবে না।
আমরা সবাই জানি স্বাধীন ত্রিপুরার শ্লোগান বিজয়বাবু দিয়েছিলেন। তিনিও জানেন যে স্বাধীন ত্রিপুরার শ্লোগান একটা অবাস্তব। জঙ্গলে যারা আছে তারাও এটা জানে কোন দিন স্বাধীন ত্রিপুরা হবে না। ভারতবর্ষ থেকে কোন অঙ্গ রাজ্য আলাদা করা যাবে না। ভারতবর্ষ ঐক্যবদ্ধ থাকবে, এক থাকবে। এই কথাটা সারা ভারতবর্ষের মানুষের মনের মধ্যে আছে। কিন্তু জঙ্গলে যারা আছে তাদের লক্ষ্যটা হচ্ছে এখানে যারা বিরোধী ব্যাঞ্চে আছেন। আমি জানি না শ্যাম-বাবু নগেনবাবুরা কি বলছেন-বলছেন এসেমব্লী সাসপেণ্ড করে দাও। যাদের গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস আছে তারা কোন দিন এই কথা বলতে পারে? এখানে বসে আজকে আমরা আলোচনা করছি কেন? যখন যেখানে সংকটময়, অবস্থার সৃষ্টি হয় বিধান সভাকে বাতিল করার প্রশ্ন কি করে আসে? সেখানে কোন দেশ-প্রেমিক মানুষ গণতন্ত্র চেতনা সম্পন্ন মানুষ সেই দাবী করতে পারে? উগ্রপন্থী সমস্যা সমাধানের মূল উৎসগুলির খোঁজ করতে পারে। কিন্তু সমীরবাবুদের মুখ থেকে আজকে এই কথাটা কেন বেড়িয়ে আসছে? জঙ্গলে যারা আছে তাদের মূল লক্ষ্যটা হচ্ছে বামফ্রন্টকে হটানো। বিরোধী ব্যাঞ্চে যারা আছেন তাদেরও একই লক্ষ্য। তারা জানেন অন্য জায়গায় যেভাবে সরকারকে হঠানো যায় এখানে এই কথা তুলে সরকারকে হঠানো যাবে না। বামফ্রন্ট সরকার অনেক কাজ করেছেন। সেখানে কোন দুর্নীতির অভিযোগ আনতে পেরেছেন? এখানে গত সাতদিন ধরে বাজেট আলোচনা হল কোন একটির সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনতে পেরেছেন? তারা ভাল করে জানেন অন্য জায়গায় যেভাবে সরকারকে হঠানো যায়। মানুষকে ক্ষেপিয়ে আন্দোলনে নামানো যায়, ঐ সমস্ত পদ্ধতিতে এখানকার জনগণকে উত্তেজিত করা যাবে না। সুতরাং তারা একটাই রাস্তা নিয়েছেন সেই রাস্তা হচ্ছে দাঙ্গা লাগাও। বামফ্রন্টের শক্তির ঐক্য হচ্ছে পাহাড়ী-বাঙ্গালী গরীব মেহনতি মানুষ। আমরা জানি এখানে তাদের সংবিধানিক অধিকার রক্ষা করতে না পারলে এখানে কেউ সরকারে থাকতে পারবে না। এখানে তারা সমস্ত রকমের ঐক্যকে নষ্ট করার জন্য তারা ষড়যন্ত্র করছেন। তার এই ষড়যন্ত্রতে হাতে হাত মিলিয়েছে। স্বাধীনতার নামে যারা আজকে বাঙ্গালীকে প্রধান শত্রু হিসাবে ধরে নিয়েছে তারা কাজ করেছে একটা লক্ষ্যে জঙ্গলে যারা আছে, তারাও কাজ করছে। পাহাড়ী-বাঙ্গালীর দাঙ্গা লাগানো, ভাই, ভাই এর রক্ত ঝরানো সেখানেও সেই অবস্থা পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য। সমীরবাবুর কণ্ঠ থেকে আজকে বেড়িয়ে এসেছে। আজকে আমি সতর্ক করে দিতে চাই, হুঁশিয়ার করে দিতে চাই-ত্রিপুরা রাজ্যে আজকে যদি এই অবস্থায় সৃষ্টি হয় তার জন্য দায়ী সমীরবাবু বা শ্যামাচরনবাবু কোন মতে এড়িয়ে যেতে পারবেন না।

সর্বদলীয় মিটিং এ বলেছেন যে বিষয়ে এক হয়েছে আমরা যাব, যদি এক মত হয়ে থাকে যাবেনই, পরে এই সব প্রশ্ন তুলছেন কেন ? আজকে বলছেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হবে কিনা, তাহা শর্ত দিয়ে হবে, তাহলে আমরা যাব, এইগুলি শর্ত হয় কিনা ? আপনি যদি ত্রিপুরাকে ভালবাসেন, ত্রিপুরার লোককে ভালবাসেন, দাঙ্গা যদি এখানে প্রতিহত করতে চান, আমরা বসে সবাই একমত হয়েছে যে না সেই পরিস্থিতি এখন আর নেই-- । কিন্তু পরিস্থিতি কোথায় । এখানে বিদেশী শক্তি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তারা তার পিছনে আছে, আই, এস, আই আছে সি, এস, আই আছে । এখন শুধু আমার পুলিশ বাহিনী তাহা দিয়ে হবে না । তাহাদের হাতে যে সমস্ত অস্ত্র আছে সেই অস্ত্র দিয়ে পরিস্থিতি মোকাবেলা করা যাবে না । সেই জায়গায় আমরা বলছি যারা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যকে আলাদা করে নিতে চায় সেখানে সেই লক্ষ্যে তারা পৌছতে পারবেনা । কিন্তু এই সমস্ত কিছুকে রুখতে গেলে সেখানে সেইগুলি প্রতিহত করার মত বাহিনী আমাদের দরকার । সেই কথাটাই আমরা বারবার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জানিয়ে এসেছি । এখানে আজে বাজে তথ্য দিয়ে কিছু বলে চ্যাম্পিয়ান হতে চাইলেও চ্যাম্পীয়ন হওয়া যায় না এই কথা আমি সমীরবাবুকে বলছি ।

বিমল সিনহার ব্যাপারে সি, বি, আই, তদন্ত হচ্ছেনা বলে এখানে মায়াকান্না কাঁদছেন । আমরা জানিনা, আমাদের পার্টির নেতা, আমাদের মন্ত্রী । খুনীদের খুঁজে বের করার দায়িত্ব আপনাদের বেশী না আমাদের বেশী ? আমরা অবশ্যই খুনীদের খুঁজে বের করব । খুনীদের চিহ্নিতকরণ হচ্ছে । ঐ অনউপজাতি যারা খুনের সঙ্গে জড়িত ছিল, যারা উগ্রপন্থীদের ডেকে এনেছে, তারা কার লোক, তা জানেন না আপনারা ? আপনাদের আত্তজতো সেখানে যে আমরা ধরা পরে যাচ্ছি বিমল সিনহের খুনের ব্যাপারে । এই অ-উপজাতিরা কারা তা বের হবে, তা মানুষ জানবে । তা কমলপুরের মানুষ জানেন । সুতরাং হত্যার তদন্ত ঠিক মত হচ্ছে না, তার দুরনাম দিতে হবে, বদনাম দিতে হবে । দৃষ্টিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে, আমার কংগ্রেসের নামটা যদি এসে যায় সেই নামটার উপর যাতে বদনাম দিতে না পারে সেই জন্য দৃষ্টিটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী কনক্লোড করুন ।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— আমি শেষ করে দিচ্ছি স্যার, তার জন্য সি বি, আই, এর নাম । তখন সমীর বাবু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন' সুধীর বাবু মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, শ্যামহরির হত্যা

হয়েছে এই আগরতলা শহরে। সি, বি, আই, আজ পর্যন্ত একটা রিপোর্ট দিয়েছে। খুনীদের চিহ্নিত করেছে, খুনীদের নাম এসেছে, সেটা কি আজকে কারোর কাছে অজানা? সুতরাং আমরা সেই দিক থেকে বলব যে উগ্রপন্থী সমস্যা জাতীয় সমস্যা, আসুন জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা সব দল মিলে এটাকে সমাধানের জন্য উদ্যোগ গ্রহন করি। শুক্লা কমিশন বলেছে, বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়িত্ব ঠিক করে দিয়েছে, হ্যাঁ এটাকে রূপায়িত করার জন্য আসুন একদিকে উন্নয়ন আরেক দিকে এটার বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ ঐক্যবদ্ধ হই। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ করব আপনারা রাজ্যসরকারের চাহিদা অনুসারে সৈন্য পাঠান, সহযোগিতা করুন এবং এখানকার গণতান্ত্রিক বাতাবরণ যেটা আছে এটাকে জিয়িয়ে রেখে আমরা যাতে এর সমাধান করতে পারি তার জন্য সবাই এগিয়ে আসুন এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা মহোদয়, আপনার সময় ৫ মিনিট।

শ্রীজওহর সাহা (বীরগঞ্জ) :-- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী দলনেতা স্বাভাবিক ভাবেই রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাব যেটা এনেছিলেন, আপনাকেও ধন্যবাদ সমস্ত বিষয়গুলিকে বাদ দিয়ে রাজ্যের বর্তমান অবস্থার গুরুত্ব দিয়ে রাজ্যের এই পরিস্থিতির আলোচনার সুযোগ দেওয়ার জন্য। মাননীয় অর্থমন্ত্রী উনার ভাষণে বলেছেন পাঞ্জাব, কাশ্মীর ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের কথা স্যার, কাশ্মীরের সরকারটাকে কখন বরখাস্ত করা হয়েছিল। স্যার, আমরা কেউ ইতিহাস পড়ি আবার কেউ ইতিহাস লিখেন। আর সেই লেখাটাকে যদি আমি বিকৃত ভাবে পড়ি তার জন্য কিন্তু লেখক দায়ী থাকেনা। যদি বিকৃতি ভাবে এটাকে গ্রহন করেন দায়িত্ব তার থাকে। কাশ্মীরে উগ্রপন্থী তৎপরতা এত বেড়ে গিয়েছিল যে রাজ্যসরকারকে স্বীকার করতে হয়েছিল আপনাদের মত যে তার আয়ত্ব আমাদের কন্ট্রোলের বাইরে এবং সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য হয়ে ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল। ফারুক আব্দুলাকে ইচ্ছা করে ইন্দিরাগান্ধী সরিয়ে দেননি। স্যার, গত কালকে এবং গত পরশু মিলে মোট ১১ জন খুন হয়েছে শ্রমিক সহ। ১৮ জন অপহরন হয়েছে। আগরতলার শহরে স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে ভূপেন সিং অস্ত্র সহ ধরা পরেছিলেন। এই ভূপেন সিং কার দলের লোক স্যার। এই ভূপেন সিং এর মা গনতান্ত্রিক নারী সমিতির খোয়াই বিভাগীয় কমিটি নেত্রী, তা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন। স্যার, সাম্প্রদায়িক সুরসুরী দেওয়ার জন্য

এখানে প্রচার হয়েছে—তার প্রকৃত নাম হচ্ছে ভুপেন সিং সে হল মনিপুরী, কিন্তু এখানে পাশাপাশি দেওয়া হয়েছে ভুপেন সিং দেববর্মা।

স্যার, এটা কে প্রচার করছে? কি কারণে প্রচার হচ্ছে? এটা প্রচার করা হচ্ছে এই কারণে. উপজাতিদের বিরুদ্ধে মানুষের মনে ঘৃণা আরো বেশী জাগিয়ে দেওয়ার জন্য। স্যার, এক সময় শুনেছিলাম, 'দিল্লীকা লাড্ডু যে খায় সেও পস্তায় যে না খায় সেও পস্তায়। এই ট্রেজারী বেঞ্চের অনেক সদস্য আছেন যারা দিল্লী কা লাড্ডু কোন দিন খাননি। কিন্তু আমরা যারা খেয়েছি. আমরা জানি. ত্রিপুরার লাডডু খেতে অনেক ভাল। দিল্লী যেতে আমাদের কোন আপত্তি নেই তবে তার আগে জানা দরকার. উগ্রপন্থী ব্যাপারে সরকারের নির্দিষ্ট প্রস্তাব কি? আমরা এই বিধান সভায় উগ্রপন্থীদের নিয়ে অনেক প্রস্তাব এনেছি। কিন্তু কোন কাজ হয় নি। ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যদের পকেটে ২/৩টি রুমাল থাকে সব সময়। কারণ কান্নায় তাদের রুমাল সব ভিজে যায়। রুমাল থাকলে কি হবে? আন্তরিকতা কোথায়? আমরা প্রস্তাবে এনেছি. সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারপতিকে দিয়ে বিষয়টির বিচার করা হউক। স্যার, পাশাপাশি আমরা দাবী করছি, একটি শ্বেতপত্র সরকার বের করুক। স্যার, গাঁদা বন্দুকের কাহিনী সবার জানা।

মিঃ স্পীকার :— কনক্লোড্ করুন। আর সময় দেওয়া যাবে না।

শ্রীজওহর সাহা :— এই গণ মুক্তি পরিষদের নেতাদের, ভাইদের, ছেলেদের হাতে কে গাঁদা বন্দুক তুলে দিয়েছিল? এটা কি কংগ্রেস টি. ইউ. জে. এস. তুলে দিয়েছিল? এটা তাদের হাতে এই কারণে তুলে দেওয়া হয়েছিল যাতে এই বিধান সভায় কংগ্রেস টি, ইউ জে, এস, আসতে না পারে। জেলা পরিষদে কংগ্রেস টি. ইউ জে. এস. আসতে না পারে। আর এই ভাবেই আজকে রাজ্যে উগ্রপন্থী তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অপহরণের ফলে রাজ্যের তথাকথিত বৈরীরা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছ থেকে কত টাকা হাতিয়ে নিয়েছে? বিভিন্ন উন্নয়নের তহবিলের টাকা সরকার তাদের হাতে পৌঁছে দিয়েছেন। এতে তাদের হাতে এসেছে এ. কে, ৪৬ এবং এ. কে, ৫৭ নামক অত্যাধুনিক অস্ত্র। বিমলবাবু এই হাউসে দীর্ঘদিন মর্যাদা সহকারে কাজ করেছেন। তাই বলব, সি. বি, আই তদন্ত হতে আপত্তি কেন? ত্রিপুরা রাজ্যে কত ফোর্স আছে? ১৮ হাজার ফোর্স আছে বলেই আমরা জানি। আর উগ্রপন্থীর সংখ্যা ৫০৫ জন বলেই সরকার বলেছেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, সবটা না মানলেও কিছুটা মানুন। আপনার সময় শেষ, এবার আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রী জওহর সাহা :— স্যার, ১৮ হাজার ফোর্স ৫০৫ জন উগ্রপন্থীকে চিহ্নিত করতে পারছে না। তাছাড়া এখানে আছে আরো ২টি সাদা হাতী। একটি আছে রাজ ভবনে। আর একজন আছেন, এডভোকেট জেনারেল। তাদের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হচ্ছে এ দিকটি একটু দেখুন। চলুন, আমরা অবশ্যই দিল্লীতে ধর্ণা দেব, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি কিংবা সি, বি, আই, দেওয়ার জন্য। পাশাপাশি শ্বেত পত্র বের করুক। প্রকৃত ঘটনা চিহ্নিত করা হউক। এই আবেদন রেখে আমাকে এখানে আলোচনার সুযোগ করে দেবার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী প্রনব দেববর্মা। মাননীয় সদস্য আপনার ৬ মিনিট সময়।

শ্রী প্রণব দেববর্মা (সিমনা): মি : স্পীকার, স্যার, এখানে উগ্রপন্থীর বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে। এই বিষয়টি খুবই সেনসেটিভ। আমি একথা বলতে চাই. এই উগ্রপন্থীর বিষয় শুধু ত্রিপুরা রাজ্যেই নয় ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে এই সমস্যা আছে। তারমধ্যে সমগ্র উত্তর পূর্বাধলে যে উগ্রপন্থী সমস্যা তা বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। এটা দিনের পর দিন বাড়ছে তা সকলের জানা। আমরা জানি যে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শপথ নিয়ে বিরোধী দল সহ সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে আহ্বান জানিয়েছিলেন. যে এই সমস্যা শুধু শাসক দলের সমস্যা নয়। এই সমস্যা সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর সমস্যা. আসুন আমরা সবাই মিলে একতাবদ্ধ হয়ে এই উগ্রপন্থী সমস্যা কি ভাবে সমাধান করা যায়, কিভাবে মোকাবিলা করা যায় এই আহ্বান করে তিনি একটা সভা ডেকেছিলেন। আমরা পত্রপত্রিকায় দেখেছি অনেক বিরোধী দল সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের লোকেরা সেখানে সেদিন অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এর একটা প্রস্তাব ও নেওয়া হয়েছিল যে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আরও বেশী করে কি করে ফোর্স আনা যায় এবং সম্মিলিত ভাবে একটা প্রতিনিধি দল দিল্লী যাবেন। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে আমরা দেখেছি যে বিরোধী দলের এই ব্যাপারে অনীহা। আমরা লক্ষ্য করেছি ত্রিপুরা রাজ্যের এই উগ্রপন্থী সমস্যা সম্পর্কে বিরোধী দলের বরাবরই অভিযোগ যে শাসক দল কিছুই করছেন না। এই উগ্রপন্থী সমস্যার সমাধান হিসাবে আমরা লক্ষ্য করেছি বামফ্রন্ট সরকার প্রথমেই বলেছেন এই উগ্রপন্থী সমস্যা শুধু পুলিশ ও ফোর্স দিয়ে সমাধান হবে না। তাদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত ক্ষোভকে কিভাবে প্রশমিত করা যায়, দুর্গমাঞ্চলে আরও কিভাবে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়, উন্নয়ন মূলক কাজ যাতে ব্যাহত না হয় তার জন্য এক গুচ্ছ প্রস্তাব নিয়ে সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য সামগ্রিক ভাবে রাজ্যের মানুষের কাছে

সেদিন বামফ্রন্ট সরকার আবেদন করেছিলেন। এই উগ্রপন্থী সমস্যা শুধু বামফ্রন্ট সরকারের একার সমস্যা নয়। তার জন্য রাজ্যের ঐক্যবদ্ধ সহায়তা প্রয়োজন। কিন্তু মাননীয় বিরোধী দলের পক্ষে থেকে এই সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যায় তার স্বপক্ষে কোন বক্তব্য আমরা কোনদিন শুনি নি। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার ক্ষেত্রে কি করে সুনির্দিষ্ট ভাবে শাসক দলের সঙ্গে আলোচনা করে একটা প্রস্তাব নেওয়া যায় তার কোন প্রচেষ্টা আমরা বিরোধীদের মধ্যে দেখিনি। বা সমস্যা কি ভাবে সমাধান করা যায় তারও কোন প্রস্তাব তাঁরা দেন না। বামফ্রন্ট সরকারের তরফ থেকে তাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে এবং আমরা জানি এই উগ্রপন্থী যাতে আর না বাড়তে পারে, পুলিশ যাতে সঠিক ব্যবস্থা নিতে পারে তার জন্য এন. এল, এফ, টি এবং এ. টি. টি, এফকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে উগ্রপন্থী আছে এটা সকলেই স্বীকার করে, কিন্তু উগ্রপন্থীদের কার্যকলাপ বন্ধ করা, ওদের পেছনে কাদের সমর্থন আছে, কোথা থেকে শক্তি পাচ্ছে সে সম্পর্কে কোন বক্তব্য নেই। স্যার, বিগত ৫/৭ বছর ধরে আমরা লক্ষ্য করেছি যারা খুন হয়েছেন বা অপহৃত হয়েছেন তারা সবাই সি. পি, আই (এম) দলের লোক। কিন্তু বিরোধী দলের কোন লোক খুন হয়েছে বা অপহৃত হয়েছেন বলে তো শুনি নি। এই সি. পি, আই (এম) দলের মন্ত্রী, এম, এল, এ এবং সাধারণ লোকেরাই খুন হয়েছেন, অপহৃত হয়েছেন। কাজেই আমি অনুরোধ করব, এই উগ্রপন্থী সমস্যা সমাধানের জন্য কি রাস্তা হতে পারে এটা দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ ভাবে আমরা সমাধান করতে চাই। তাদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত ক্ষোভকে আমরা প্রশমিত করতে চাই তাদেরকে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে চাই। বিগত ৫০ বছর ধরে অবহেলিত হওয়ার ফলে তাদের মধ্যে যে পুঞ্জিভূত ক্ষোভ ও বিক্ষোভ জন্ম নিয়েছে, যে সমস্ত ছেলেরা বিপথে গিয়েছে বামফ্রন্ট সরকার তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন এবং তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য একক ভাবে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু বিরোধী দলের তরফ থেকে উগ্রপন্থীদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবার জন্য কোন আহ্বান আমাদের চোখে পড়ে নি এবং এর সমস্যার সমাধান কি হতে পারে তারও কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য আমাদের চোখে পড়ে নি। এই সমস্যার জন্য তাঁরা বামফ্রন্ট সরকারকে দোষারূপ করছেন এবং এখানে এসে মায়াকান্না কাঁদছেন। প্রতিনিয়ত একটা কথাই তাঁরা বলেছেন কেন যে-"খুন হয়ে গেছে, এই সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে।" উনাদের এই ছল ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ মেনে নেবেন না। যারা উগ্রপন্থীদের এই ঘৃণ্য কার্য্যকলাপে সাহায্য করছেন তারা কোন রেহাই পাবেন না। ত্রিপুরাবাসীর কাছে তাদের জবাব দিতে হবে। যারা তাদের এই শক্তি যোগাচ্ছে তারা একদিন না একদিন ধরা পড়বেই, ১০/২০ বছর পরে হলেও এটা প্রমাণিত হবে যে কারা উগ্রপন্থীদের শক্তি যোগাচ্ছে।

কাজেই স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শাসক দলের তরফ থেকে যে প্রস্তাব রেখেছেন এবং মাননীয়

অর্থমন্ত্রী যে প্রস্তাব রেখেছেন আসুন সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এটার জন্য কি বিকল্প রাস্তা হতে পারে তার জন্য আমরা দাবী করব এবং কি ভাবে তার সমাধান করা যায় এটাই সঠিক পথ। বিচ্ছিন্ন ভাবে অন্য কোন বিষয় যেমন বিচারপতি দিয়ে, অমুককে দিয়ে আসলে আমাদের রাজনৈতিক দলের কোন গোষ্ঠী যদি তার পিছনে শক্তি যোগায় তাহলে সেখানে সমাধানের কোন রাস্তা খুঁজে পাওয়া যাবে না, একমাত্র ঐক্যবদ্ধভাবে সকলে মিলে চেষ্টা করলে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে এবং এটাই সঠিক পথ। এইটুকু বলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ — মাননীয় সদস্য শ্রীঅশোককুমার ভট্টাচার্য্য। আপনার সময় ৫ মিনিট।

শ্রীঅশোককুমার ভট্টাচার্য্য (টাউন বড়দোয়ালী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, উগ্রপন্থী সমস্যা সম্পর্কে আপনি চিন্তিত সেটা আজকে যে কোয়েশ্চান আওয়ার আপনি সাসপেণ্ড করে আলোচনা করার জন্য যে সুযোগ দিয়েছেন এটাতেই বুঝা যায় যে উগ্রপন্থী সমস্যা সম্পর্কে আপনি চিন্তিত। আপনার চিন্তার কারণ, আছে, তেলিয়ামুড়া এখন উগ্রপন্থীর কবলে। কাজেই আপনার চিন্তার স্বাভাবিক ভাবেই কারণ আছে। আমরাও চিন্তিত এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষও চিন্তিত। আমরা বলেছি যে আমরা চাকুরী চাই না, আমাদের রক্ষা করুন। আমাদের বাঁচান এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষও একই কথা বলেন আমাদের রক্ষা করুন। সর্ব প্রথম হচ্ছে যদি আমরা জানে বাঁচি তখন চাকুরী করব, তখন উন্নয়নের সুফল আমরা ভোগ করতে পারব। কিন্তু সেটা সম্ভব হচ্ছে না। স্যার, সেটার কারণ এর আগেও আমি আমার বক্তব্যে রেখেছি যে "উগ্রপন্থী কোথা থেকে এসেছে"? সেটা আমি আগের বক্তব্যে ও রেখেছি। তাই আমি সেটা রিপিটেশান করতে চাই না। যে কথাগুলি বলেছিলাম সে কথাগুলির ২/১ লাইন আমি বলছি। ১৯৮০ইং সালে যখন দাঙ্গা হয়েছিল সেটা সুপরিকল্পিত ভাবে এই দাঙ্গা লাগানো হয়েছিল এবং সেই দাঙ্গার নায়ক তদানিন্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং চীফ সেক্রেটারী উনারা এই রাজ্যে ছিলেন না। আমি জানি না স্যার, আপনি (মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়) তখন কোথায় ছিলেন? কারণ তখন আমি অনেকবার তেলিয়ামুড়ায় গিয়েছিলাম কিন্তু ১৯৮০ইং সনে আপনাকে দেখি নি। সেই সময় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু বলেছিলেন "এই দাঙ্গা কংগ্রেস লাগিয়েছে। তদানিন্তন মুখ্যমন্ত্রী আমাকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে কংগ্রেস এই দাঙ্গার জন্য দায়ী নয় এবং এটা আনন্দবাজার পত্রিকায় দিয়েছিলেন। জ্যোতিবাবু এবং তদানিন্তন মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি আমার কাছে আছে স্যার। জ্যোতি বাবুর যে বক্তব্য সেই বক্তব্যের বিরোধিতা করে তিনি আমাকে চিঠি দিয়েছেন। কাজেই কংগ্রেস এই রাজ্যে দাঙ্গায় জড়িত আছে এ কথাটা ঠিক নয়। দাঙ্গার জন্য এডমিনিস্ট্রেটিভ আমি যদি ধরে নিই যে আজকে এই চতুর্থ লেফট্ ফ্রন্ট গভর্ণমেণ্ট তাদের অতীতের দাঙ্গাবাজ নেতৃত্ব থেকে দূরে আসতে চাইছে। আমি বলতে পারি যে কতগুলি ভুল ট্রেজিডির ফলে এই দাঙ্গা বেড়ে যাচ্ছে।

প্রথম কথা হচ্ছে যে, দাঙ্গাবাজরা জানে আমরা যদি ৫টা বন্দুক হাতে নিয়ে গিয়ে সারেণ্ডার করি তাহলে আমার জন্য নগদ টাকা আছে, আমার জন্য লাইসেন্স আছে আমার জন্য চাকুরী আছে এবং আমার পরিবারের পুনর্বাসন আছে। আর যারা বাড়ীঘর থেকে উৎখাত হয়েছে, তারা হয়ত রাস্তার কাছে ঐ খালের পারে একটা খুপড়ি করে আছে। কাজেই মূল কথা গালাগাল নয়, মূল কথা হচ্ছে যে পরিস্থিতি চলছে, যে নীতি চলছে, সেই নীতিতে যদি আমরা স্বীকার করি যে হ্যাঁ, দাঙ্গাবাজরা ঐ লিগেসি থেকে আপনারা সরে আসতে চাইছেন তবে এই জিনিসগুলি রক্ষা করতে পারবেন। যারা মৃত, যাদের পরিবার উৎখাত হয়েছে, তাদের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। ৬০ কোটি টাকা— খরচ করে দিয়েছেন দাঙ্গাবাজদের জন্য। দাঙ্গাবাজরা 'তোমরা দয়া করে এসে আমাদের কাছে একটা ভাঙ্গা বন্দুক উপহার দাও। আমরা তোমাদের টাকা দিচ্ছি।' ৭ কোটি টাকা খরচ করেছেন। এবার কত টাকা রেখেছেন সেটা বাদলবাবু বলতে পারেন। আজকে ২নং প্রশ্ন হচ্ছে যে আজকে অ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের মধ্যে ফার্মনেসের অভাব রয়েছে। একটা দাঙ্গাকে, একটা রায়টকে, একটা উগ্রপন্থাকে দমন করতে গেলে ফার্মনেস নিয়ে করতে হয়, সেটার অভাব রয়েছে। যার জন্য প্রত্যেকদিন নিহত হচ্ছে। একটা সফ্‌ট টারগেট দেখেই ওরা আক্রমণ করছে। সমস্ত রাজ্য একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করছে। আজকে আগরতলা শহরে কামান চৌমুহনীতে এসে কিছু সংখ্যক লোককে গুলি করে মেরে যায়, আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নেই। আপনার বাড়ীর আশেপাশে যদি এসে মেরে যায়, তবে তেলিয়ামুড়াতে-ত আছেই, বাদলবাবুর বাড়ীতেও যদি এসে মেরে যায় কোন অসুবিধা নেই, কেশববাবুর বাড়ীর কাছে-ত হয়েই গেছে। মানিকবাবু আছেন কের চৌমুহনীতে বা কৃষ্ণনগরে, উনার বাড়ীর আশেপাশে যদি মাইন পুঁতে রাখা হয় আশ্চর্য্যের কিছু নেই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় আর ২ মিনিট।

শ্রীঅশোককুমার ভট্টাচার্য্য :— আমি শেষ করছি স্যার, আমি এখানে সাজেশান দিচ্ছি স্যার, আমি গালিগালাজ দিচ্ছিনা। পাঞ্জাবের উগ্রপন্থা আজকে উৎখাত হয়েছে, সেটার একমাত্র কারণ হচ্ছে ফার্মনেস এবং এই ফার্মনেসের জন্য জনসাধারণ এসে সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছে। আজকে ফার্মনেসের জন্য ফারুক আবদুল্লার পাশে এসে জনগণ দাঁড়িয়েছে। কাশ্মীরের কতগুলি স্পটে সফ্‌ট টারগেট দেখে উগ্রপন্থীরা হানা দিচ্ছে। কাজেই এই ত্রিপুরাতে ক্রমবর্দ্ধমান উগ্রপন্থার দমন করতে হলে ফার্মনেসের দরকার। সরকার যদি দেখায় যে আমরা আমাদের যা আছে, তা দিয়েই আমরা উগ্রপন্থীকে রোধ করতে হবে, তা দিয়ে ফার্মলি আমি উগ্রপন্থাকে

করব জনসাধারণ আপনার পেছনে দাঁড়াবেন, আমরা আসি আর না আসি, জনসাধারণ দাঁড়াবে। কিন্তু আপনারা সেটা করতে পারেন না। কিন্তু দলের ভিতরে এই উগ্রপন্থাকে সাপোর্ট দিয়ে লিগেসি যারা বহন করছেন, আর লিগেসি যারা বহন করছেন না তাদের সংগে যে দ্বন্দ, সেই দ্বন্দ্বে আজকে প্রশাসন গতিশীল হচ্ছে না উগ্রপন্থীর জন্য। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই আবেদন রাখব যে উগ্রপন্থাকে দমন করতে প্রশাসনকে ফার্ম করে তুলুন গতিশীল করে তুলুন, যা আছে আপনার তাই দিয়ে। কেন্দ্রের দিকে নাতাকিয়ে আপনি সেটাকে গতিশীল করে তুলুন। বন্ধ করে দিন উগ্রপন্থীদের জন্য যত কনসেশন, বন্ধ করে দিন কিছু। কারণ উগ্রপন্থীরা যদি মনে করে যে আমরা গুলি করলেই সুবিধা পাব তবে সেই উগ্রপন্থা কোন দিনই শেষ হবে না। স্যার, আমার বলার আরও অনেক কিছু ছিল কিন্তু আপনি আমাকে অনেকক্ষণ বেশী সময় দিয়েছেন আমি আর সময় নিতে চাই না। আমি সরকারকে বলব যে, তারা ফ্রেমনেস নিয়ে উগ্রপন্থীকে দমন করতে এগিয়ে আসুন তাতে জনসাধারণও আপনার পাশে থাকবে। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে মহাশয়, আপনার সময় ৬ মিনিট।

শ্রীমানিক দে (মজলিশপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে বিরোধী দলনেতা এবং বিরোধী সদস্যগণ যে আলোচনাটা এনেছেন এই আলোচনার মধ্যে নূতন কিছু আমি দেখিনি, একই বিষয় এবং একই কায়দায় গত কয়েক দিন যাবত আলোচনা হচ্ছে। স্যার, শকুন যেমন মৃতদেহ দেখলে খুশি হয় আমাদের এই রাজ্যেও সেই রকম কিছু শকুন আছে যারা মৃতদেহ দেখলে খুশি হয় এবং এই নিয়ে সমস্যা দেখিয়ে অনেক কথা বলেন, কিন্তু তাদের মুখের মধ্যে উদ্বেগের কোন ছাপ নেই। বরঞ্চ মনের দিক থেকে তারা খুশি। এখানে আলোচনা করতে গিয়ে তারা বলল যে আমরা আনটাইড ফাণ্ডের টাকা দিয়ে উগ্রপন্থী তৈরী করছি, তা আমি ওনাদেরকে প্রশ্ন করছি গত কিছু দিন আগে নাগাল্যাণ্ডে একটা নির্বাচন হল পত্রিকায় উঠেছে সেই নির্বাচনে টোট্যাল বাজেটের অধিকাংশ টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যা দিয়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কংগ্রেস দল চার ভাগের তিন ভাগ আসনে জয় লাভ করেছেন উগ্রপন্থীদের সাহায্য নিয়ে কংগ্রেস দল। এতে কারও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে কারা উগ্রপন্থীদের সাহায্য নিয়ে ক্ষমতায় ফিরে আসতে চায় এবং এখানে আরও এই রকম অনেক দৃষ্টান্ত আছে। আমি জেনারেলের আজকের পত্রিকায় একটা বক্তব্য আছে ভারতবর্ষের উগ্রপন্থীদের সমস্যা, কাশ্মীর সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে এবং সেখানেও পরিস্কার ভাবে

বলেছে যে, এর একটা সমাধান রাজনীতিগত ভাবে দরকার। বিরোধী দলনেতা ওনার আলোচনার মধ্য দিয়ে আমার দেশের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য সমস্ত মানুষ যে জিনিষটা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন সেটা হচ্ছে সি, আই, এ এবং আই, এস, এর কাজকর্ম নিয়ে, এটা নিয়ে কিন্তু ওনার টোট্যাল বক্তব্যের মধ্যে একবারও এই সি আই এ এবং আই এস-এর নাম শুনা যায় নি। স্ত্রীরা যেমন স্বামীর নাম বলতে অনেক সময় লজ্জা পায় জানি না ওনাদের সেই রকম লজ্জা হয় কিনা। এখানে এই যে উগ্রপন্থীর সমস্যা এটা সম্পর্কে আমরা মনে করি এটার সমাধান করার জন্য রাজনীতিগতভাবে তার একটা সমাধান হওয়া উচিৎ। এই সম্পর্কে আমাদের মন্ত্রীসভায় অনেক আগেই অনেক ধরনের আলোচনা করেছেন এবং কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবও দিয়েছেন। কিছুক্ষণ আগে ওনারা আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে শান্তি চাই তবে তার একটা কনডিশান আছে, শান্তির ক্ষেত্রে কি কোন কনডিশান থাকতে পারে, আগে শান্তি ফিরুক। একটা ঘরে আগুন লাগলে তখন আগে তা মানুষের দায়িত্ব হল আগুন নেভানো তারপর দেখা যাবে কে দোষী আর কে নির্দোষী। কাজেই শান্তির ক্ষেত্রে কনডিশান থাকার অর্থ বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ওনারা কি চায়। সেই পুরোনো কথা রাষ্ট্রপতির শাসন, বিধানসভার সাসপেনশান। অশোকবাবু তখন সম্ভবত কংগ্রেস দলের প্রেসিডেন্ট, আমি তখন পঞ্চায়েত প্রধান ১৯৮০ইং সালের দাঙ্গার পর দীনেশ সিং কমিটির সঙ্গে উনিও গেলেন, মানুষ দাঁড়িয়ে আছে মানুষের বাড়ীঘর জ্বলে গেছে, মানুষ তাই বলছে আমাদেরকে বাড়ীঘর তৈরী করার জন্য টাকা দিন, রেলের জন্য সাহায্য দিন, আমাদের অন্ন সংস্থানের জন্য রাজ্যে শিল্প কারখানা গড়ে তুলুন এবং এখানকার উন্নয়ন ঘটান। তখন উনি বলছেন যে 'আরে বেটা আগে রাষ্ট্রপতির শাসন চাও, এই সব দিয়ে কি হবে আগে রাষ্ট্রপতির শাসন চাও।'

শ্রীঅশোককুমার ভট্টাচার্য্য :— পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার, আমি এই রকম কোন কথা বলিনি, নাম্বার ওয়ান আর নাম্বার টু হচ্ছে- আমি ওনাকে সেখানে দেখিনি, উনি এলাকা ছেড়ে কোথায় পালিয়ে গিয়েছিলেন আমি জানি না। আমি দীনেশ সিং কমিটি এনেছি এবং সেখানে গিয়েছি। কিন্তু আমি স্পষ্ট ভাষায় বলছি যে, উনি এলাকায় ছিলেন না।

মিঃ স্পীকার :— অশোকবাবু, প্লীজ বসুন।

শ্রীমানিক দে :— স্যার, এটা পত্রিকায় উঠেছে। দীনেশ সিং কমিটি যখন সেখানে গিয়েছিল

তখন আমরা যারা জনপ্রতিনিধিরা সেখানে উপস্থিত ছিলাম ডেপুটেশান দিয়েছিলাম সেখানে উনিও উপস্থিত ছিলেন এবং তখনকার এম, পি কিরীট বিক্রমও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। দীনেশ সিং কমিটি তখন পরিস্কারভাবে বলেছেন যে, এই সমস্যার সমাধান রাষ্ট্রপতির শাসনে নয়।

এই সমস্যার সমাধান হচ্ছে রাজ্যের ডেভেলাপমেন্ট। এই সমস্যার সমাধান করার জন্য আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে কিছু প্রস্তাব দিয়েছেন এবং গত ১৫ই 'আগষ্ট ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতির ভাষণের মধ্যে সে সম্পর্কে কিছুটা উল্লিখিত হয়েছে। তিনি বলেছেন উত্তর পূর্বাঞ্চলের এই সমস্যার মোকাবেলা করার জন্য সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।' কাজেই ইতি-হাস থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিৎ। এটা এমন একটা আতংকবাদ যেটা সারা বিশ্বের সমস্যা, সারা ভারতবর্ষের সমস্যা, সারা ত্রিপুরারাজ্যের সমস্যা। কাজেই সবাই মিলে আলোচনা করে একটা নির্দিষ্ট প্রস্তাব নিয়ে এই সমস্যার সমাধান করা উচিৎ। কিন্তু উনাদের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট কোন প্রস্তাব আসে নাই।

(নেপথ্যে শ্রীকাশীরাম রিয়াং-কে বলেছেন-আমরা প্রস্তাব দিই নি-আমরা বহুবারই প্রস্তাব দিয়েছি।)

এবং এখানে আমরা এই ব্যাপারে আলোচনা করতে গেলে উনারা বলেন যে-না বিধানসভাকে সাস্‌পেণ্ড রাখা দরকার তা না হলে নাকি সমস্যার সমাধান হবে না। কিন্তু বিধানসভাকে সাস্‌-পেণ্ড রেখে এই সমস্যার সমাধান করা কখনই সম্ভব নয়। আসলে এইসব প্রস্তাবের মাধ্যমে উনারা পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসতে চান। এত তাড়াতাড়ি কেন? আমরাতো বিধান-সভায় এসেছি জনগণের রায়ে নির্বাচিত হয়ে। এটা উত্তর প্রদেশ নয়, মহারাষ্ট্র নয় যে, বিধান-সভাকে সাস্‌পেণ্ড করে পেছনের দরজা দিয়ে বিধানসভায় চলে আসবেন। আমরা জনগণের রায়ে নির্বাচিত হয়ে এখানে এসেছি। কাজেই স্যার, উনারা ফ্যাসিষ্ট কায়দায় উগ্রপন্থীকে ব্যবহার করে এই রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের যে উন্নয়নমূলক কর্মসূচী সে কর্মসূচীকে বামফ্রন্ট সরকার যাতে বাস্তবে রূপায়ণ করতে না পারেন তারজন্য উনারা এটা করছেন। এই রাজ্যের জন্য যদি কেন্দ্রিয় সরকার থেকে টাকা বেশী আনা যায় তারজন্য রাজ্য সরকার দাবী করছেন। টাকা বেশী এলে রাজ্যের উন্নয়ন করা সম্ভব হবে। এতে যেমন রাজ্যবাসী উপকৃত হবেন আপনারাও উপকৃত হবেন। এই রাজ্যের উপজাতি অংশের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে যে প্রতারনা ও লাঞ্চনা পেয়েছেন এবং যারফলে

আজকে তাদের মনে একটা ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছে-যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে সে সমস্যার সমাধান করার জন্য আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে প্রস্তাব দিয়েছেন-সেই প্রস্তাবকে মেনে নিয়ে আসুন, এই সমস্যার সমাধান করার জন্য এগিয়ে আসুন। কিন্তু আপনারা এটা চাননা, আপনারা চান শুধু গণ্ডগোল সৃষ্টি করতে এবং ফ্যাসিষ্ট কায়দায় ক্ষমতায় আসতে চান। আমরা কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে প্রস্তাব দিয়েছি যে বাংলাদেশ বর্ডার সীল করে দেওয়া হোক এবং বাংলাদেশে উগ্রপন্থীদের যে সমস্ত ক্যাম্প রয়েছে সেগুলিকে গুটিয়ে ফেলার জন্য বাংলাদেশে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা হোক। এই ব্যাপারে আমরা বার বার দাবী করে আসছি। কিন্তু আপনাদের তরফ থেকে এই ব্যাপারে একটি কথা বলেন নি। গত কয়েকদিন ধরে এই বিধানসভায় এই ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছে কিন্তু একটা দিনও আমরা আপনাদের নিকট থেকে শুনিনি যে, বক্তব্যকে স্বীকার করে এই সমস্যার সমাধান করা উচিৎ। আশা করি আপনাদের বোধোদয় হবে। আজকে এই যে উগ্রপন্থী সমস্যা. এটা শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্যা নয়. এটা সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের সমস্যার, সারা ভারতবর্ষের সমস্যা, এই সমস্যা নিয়ে আজকে সারা ভারতবর্ষেই আলোচনা হচ্ছে। কাজেই আপনারা বাস্তবকে স্বীকার করে আপনাদের এই সমস্যার সমাধান করার জন্য আমাদের বামফ্রন্ট সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছেন তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য আপনারা সাহায্য করবেন। বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা। আপনার সময় পাঁচ মিনিট।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (অম্পিনগর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা কেউ বলব না, আমাদের সময়টা আমাদের চারজনের সময়টা উনাকে দিয়ে দিন।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা (ছাউমনু) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা এখানে যে মূল বিষয় নিয়ে আলোচনা করার কথা সেটা থেকে আমরা সরে যাচ্ছি। উগ্রপন্থী সমস্যা যে শুধু ত্রিপুরায় রয়েছে তা নয়-এটা সারা উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে রয়েছে, মনিপুরে রয়েছে এবং মনিপুরে এটা সবচেয়ে বেশী ওয়ার্স্ট। এটা বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়' দীর্ঘদিনের প্রতারণা, প্রবঞ্চণা ও লাঞ্ছনার ফলে যে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছে তারই বহিঃপ্রকাশ।

DISCUSSION ON PREVAILING SITUATION IN THE STATE

এগুলি আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা থেকে হয় বলে, ধীরে ধীরে হয় বলে এটার সমাধানের বিভিন্ন প্রচেষ্টা খুঁজতে হঠাৎ করে বন্দুক বা সি. আর. পি. এফ. দিয়ে এটার সমাধানও করা যাবে না। সম্ভব নয়। কাজেই বাস্তবিক দৃষ্টিকোণ থেকে কি কি পদক্ষেপ এই ব্যাপারে নেওয়া যেতে পারে সেটাও এখানে বলার প্রয়োজন রয়েছে।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এবং আমরাও বিশ্বাস করি যে রাজ্যে আরও সৈন্যের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কিন্তু ১৯৬৬ সালে মিজোরামে যখন স্বাধীন মিজোরামের দাবী উঠল তখন সেখানে পাঁচ ব্রিগেড সৈন্য মোতায়েন করেও মিজোরামের জনগনকে কাবু করা সম্ভব হয় নি। সেখানে আজও উগ্রপন্থীদের আয়ত্বে আনা যায়নি। আজকে আমরা জানি যে পাঞ্জাব ও আসামে উগ্রপন্থী মোকাবেলা করতে গিয়ে যথাক্রমে ৭,৮০০ কোটি টাকা এবং ৩৫০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যেও প্রায় ২৯ কোটি টাকা খরচা হয়েছে উগ্রপন্থীদের জন্য। এটা খুবই কম হয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতি যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে ত্রিপুরা রাজ্যটিও যে একদিন মিজোরাম, আসাম বা কাশ্মীর হয়ে যাবে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এখন থেকেই এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় প্রিকসনারী মেজারস্গুলি নিতে হবে। পাঞ্জাবের মত একটি উন্নত রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকার যদি ৭,৮০০ কোটি টাকা রি-এডজাস্ট করতে পারে তা হলে ত্রিপুরার মত ছোট রাজ্যে এটা করা যাবে না কেন? কেন ত্রিপুরার টাকাটা রি-এডজাস্ট করা যাবে না? এটা আমাদের চিন্তা করতেই হবে। এখানে যদি সামরিক খাতে অধিক টাকা খরচ হয়ে যায় তাহলে রাজ্যের উন্নয়ন হবে কি করে? আমার মূল কথাটা হচ্ছে এখানকার পরিস্থিতিটা ভয়ংকর। এই রাজ্যে গতকাল বা পরশু যা হয়েছে সেটাতো রাজ্যের জন্য নতুন কিছুই নয়। এটাতো নিত্য দিনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি মাত্র। প্রতিদিনই হচ্ছে। এর সমাধান করতে হলে প্রথমে আমাদের দেখতে হবে উগ্রপন্থী তৎপরতা প্রতিরোধে রাজ্যে প্রশাসনিক স্তরে যে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তাতেই গলদ রয়েছে। এটা আমার ধারনা। মুখ্যমন্ত্রী বা অন্যদের সেটা নাও থাকতে পারে। যদি কিছু গলদ থেকে থাকে তাহলে সেটা ফাইণ্ড আউট করা উচিৎ ছিল।

রাজ্যের চিফ্ সেক্রেটারীর নেতৃত্বে যে সমস্ত সিকিউরিটি মেজারস্গুলি নেওয়া হচ্ছে সেটা ডিফেকটিভ। কারণ পুলিশের ইনভলভমেন্ট, ডি. জি, বা ডি, আই, জির কোন ইনভলভমেন্ট দেখছি না। পুলিশ যখন দেখবে যে তার দায়িত্ব হালকা করে দেওয়া হচ্ছে তখন স্বাভাবিক কারণেই পুলিশ হালকাভাবেই যতটুকু প্রয়োজন সেটাই করবে। আর আর্মির হাতে পুরোপুরি ক্ষমতা দিলে কি হতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে মিজোরাম এবং নাগাল্যাণ্ড। সেখানে আইনের শাসন

পাওয়া যায় নি। মনিপুরে ডি. এম এসলটেড হয়েছেন। সেটা দেখার জন্য এস. পিকে স্পটে যেতে দেওয়া হয়নি। তারা সেটা বাধা দিয়েছে। এই ধরনের অনেক ঘটনাই মনিপুরে নিত্য-দিনই হচ্ছে। এটা হচ্ছে ঘটনা। কাজেই আর্মিদের হাতে ত্রিপুরা রাজ্যের নিরাপত্তা দেওয়া যেমনি ভয়ংকর ঠিক তেমনি সিভিল এডমিনিষ্ট্রেশন-এর হাতে ক্ষমতা রেখে দেওয়ার ফলেও কাজ হচ্ছে না। এখানে যে কো-অর্ডিনেশনটা দরকার সেটা বোধ হয় সঠিকভাবে হচ্ছে না। তবে এখানে আরোও সৈন্য বা আধা-সামরিক বাহিনীর যে প্রয়োজন রয়েছে সে সম্পর্কে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। ত্রিপুরা রাজ্যের ২৭টি থানাকে উপদ্রুত এলাকা আইনের আওতায় আনা হয়েছে। কাজেই এখানে এটার দরকার রয়েছে। এখানে তিনটা বা চারটা ব্যাটেলিয়ন দিয়ে কি করে মোকাবেলা করা যাবে। চাওমনু উপদ্রুত এলাকার মধ্যে রয়েছে। সেখানে কোন সৈন্য নেই।

রাজ্য সরকারের সুনাম হোক, তাতে আমাদের কোন বাধা নেই। এই রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা যদি আরোও সৈন্য বাহিনী দাবী করি এটাতো বোধ হয় ক্ষতির কোন কারণ হবে না।

কাজেই আমাদের আরও আসাম রাইফেলস অবশ্যই দরকার স্যার, আমিও বিরোধী দলের সদস্য এবং বিরোধী দলনেতার একটা ব্যাপারে আমি অত্যন্ত দ্বিমত পোষন করি সাসপেনশন অব অ্যাসেম্বলি। আমরা দেখছি পাঞ্জাবে ৯ শতাংশ ভোট দিয়ে সেখানে বিয়ন্ত সিংকে মন্ত্রী করে বসাতে হয়েছিল। তিনিও মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে সফল হয়েছিলেন। গৌহাটিতে আমরা দেখেছি হিতেশ্বর সইকিয়াকে ভোট ছাড়া বিনা ভোটে মুখ্যমন্ত্রী করা হয়েছিল। গৌহাটির মত একটা শহরে যেখানে চার পাঁচ লক্ষ ভোটার। তিনশ ভোট পড়েছে, তিনশ ভোট নিয়ে হার জিত হয়েছে। এবারও হিতেশ্বর সইকিয়া উগ্রপন্থীর ব্যাপারে সফল। কাজেই গণতন্ত্র ছাড়া আমার মনে হয় কোন বিকল্প আছে বলে এখন পর্যন্ত কেউ বলেনি এটা বার বার প্রমাণ হয়েছে। মনিপুরে সমস্যা ভয়ংকর অগ্নিদগ্ধ পরিস্থিতি। সেখানে তো মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দিতে পারত কিন্তু সেটা সমাধান নয়। বিভিন্ন ঘটনা থেকে আমরা এই শিক্ষা পেয়েছি। কাজেই আমি এই দাবী করব না যে মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দাও। বিধানসভা না থাকলে আমরা কোথায় গিয়ে আলোচনা করব, দোষ গুন আলোচনা করার এটাইতো জায়গা। যাই হউক. এই উগ্রপন্থী এখনকার না তখনকার সেটা বড় জিনিস নয়। যে মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া আমার পাশে বসে আছেন ১৯৭১ইং সালের ১০ই ডিসেম্বর হি ওয়াজ এ ফার্ষ্ট ভিকটিম তাকে আক্রমণ করা হয়েছিল. ৪৫ মিনিট গোলাগুলি হয়েছিল একজন মারা গিয়েছিল। তিনি কোন রকমে গাড়ীর নিচে শুয়ে বেঁচেছিলেন। এরপর

হচ্ছে মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা তার বাড়ীতে গিয়ে আক্রমণ করে তার ভাইকে হত্যা করা হয়েছিল এটাতো ঘটনা। কাজেই এখানে কার হাত আছে কার পা আছে এগুলি আমরা দেখব না। আমরা দেখব শান্তি প্রক্রিয়ায় প্রচেষ্টা কিভাবে সকলে মিলে বিরোধী হউক, সরকার পক্ষ হউক যদি সহমত করতে পারি তাহলে দিল্লী যেতে পারি কোন অসুবিধা নেই এই একটা ইস্যুতে। আমার মনে হয় আমাদের পারস্পরিক দোষারূপ করাটা ঠিক হবে না। রাজ্যের শান্তির কোন বিকল্প নেই। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস মহোদয়। আপনার সময় ৬ মিনিট।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে উগ্রপন্থী সমস্যা নিয়ে যে আলোচনার এখানে সূত্রপাত করেছেন, মাননীয় বিরোধী দলনেতা উনার একটা অভ্যাস আমরা লক্ষ্য করছি যে, কিছু ঝামেলার সৃষ্টি করতে চান। শ্যামাচরণবাবুকে ধন্যবাদ জানাই যে উনি বাস্তব সম্মত সত্যটাকে স্বীকার করে নিয়েছেন যেটা পরস্পর দোষারূপ করে এই সমস্যার সমাধান হবে না। এই হাউসে বার বার যে প্রশ্নটা উঠেছে এবং বিরোধী দলের নেতাও আজকে এই প্রশ্নটা তুলেছেন যে এই উগ্রপন্থী সমস্যার উৎস কোথায় ? স্যার, ইতিহাস বাদ দিয়ে চললে হবে না। আজকে কি দেখি, যে ত্রিপুরা রাজ্যে যারা উপজাতি তারা নিজ ভূমে পরবাসী এই সত্যটাকে আজকে অস্বীকার করলে হবে না। আমরা এটা কি অস্বীকার করতে পারি যে ১৯৪৯ সালে ত্রিপুরা যখন ভারত ভূক্তি হয় তখন মহারাণীর সঙ্গে ভারত সরকারের যে চুক্তি হয়েছিল সেখানে তাদের জন্য যে রিজার্ভ অঞ্চল ছিল সেখানে জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে যে রেসট্রিকশন ছিল এগুলি মানা হয়নি। এটা কি আমরা অস্বীকার করতে পারি যে ১৯৬০ সালে যে ল্যাণ্ড রিফরমস, ল্যাণ্ড রেভিনিউ যে এক্ট হয়েছিল এবং সেখানে ডি এমদের যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল যে উপজাতিদের জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ডি, এমের অনুমতি ছাড়া সেই জমি বিক্রি করা যাবে না ? সেই আইন কি মানা হয়েছিল ? তখন ক্ষমতায় কে ছিল ? তখন ক্ষমতায় কি কংগ্রেস ছিলনা ? তখন কি এইসমস্ত বে-আইনীভাবে জমি হস্তান্তর হয়নি ? এইগুলি কি উপজাতিদের মনে ক্ষোভ তৈরী হয়নি, এই বাস্তব সত্যটাকে আজকে অস্বীকার করছেন কেন ?

আজকে উগ্রপন্থী তৈরীর ক্ষেত্রে এই বাস্তব সত্যকে কে অস্বীকার করবে ? যে ১৯৭২ সালে সেই সুখময় সেন গুপ্তের আমলে সেই সময় যখন এই সমস্ত রিজার্ভ অঞ্চল ভেঙ্গে দেওয়া হলো

সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আগুন জ্বলে উঠেনি, বিক্ষোভ হয়নি, মিছিল হয় নি তখন ক্ষমতায় কে ছিলেন ? তখন কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিলেন। ১৯৭৪ সনে যখন এল. আর. এ্যাক্ট এর সেকেণ্ড এমেণ্ডমেণ্ট এখানে আনা হয় সেই সময় তো ডিসক্রিমিনেসন তৈরী করা হয়েছে যে ১৯৬৯ সালের ১লা জানুয়ারীর আগে যে সমস্ত জমি হস্তান্তরিত হয়েছে তাকে আইনী সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এই বাস্তব সমস্যাকে বাদ দিয়ে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের উগ্রপন্থী সমস্যা সমাধানের কথা চিন্তা করা যায় না। দুর্নীতি নিয়ে যেখানে প্রশ্ন আজকে তারা যখন দেখছে এই সমস্ত শিক্ষিত অর্ধ-শিক্ষিত আজকে তাদের যে সমস্যা জীবিকার সমস্যা। এবং সেই ১৯৮০ সালের দাঙ্গা সেখানে আমরা কি দেখেছি সেই কংগ্রেস এ ডি সি গঠন নিয়ে তীব্র বিরোধীতা করেছিলেন। সেই দিন যখন পঞ্চম ও ষষ্ট তপশীল মোতাবেক যখন বামফ্রন্ট সরকার এ ডি সি ঘোষণা করেছিলেন তখন তারা বিরোধীতা করেছেন। এই বাস্তবকে কেউ অস্বীকার করবে ? বাস্তব অবস্থাটাকে স্বীকার করে নিতে হবে। সেই সমস্ত কথা চিন্তা করে আজকে আমাদের সমস্যা সমাধানের দিকে এগোতে হবে। সেই দিন দেখেছিলাম ত্রিপুর সেনা থেকে আরম্ভ করে টি এন ভি, এ টি পি এল ও, এ টি টি এফ আজকে এন এল এফ টি অনেকগুলি। আগের ইতিহাসকে বাদ দিয়ে আজকের ঘটনাকে আলোচনা করলে সমস্যা সমাধান হবে না। আজকের যে সমস্যা এখানে অনেকে উল্লেখ করেছেন শ্যামাবাবু ও এখানে উল্লেখ করেছেন. উগ্রপন্থী যে সমস্যা সারা উত্তর-পূর্বাঞ্চল কেন সারা ভারতবর্ষ তথা সারা পৃথিবীতে একটা জ্বলন্ত সমস্যা কারণ সবখানেই দেখেছি মূল সমস্যা হচ্ছে ভূমি। সেই ভূমির সমস্যা সমাধান না করে সেখানে কোন সমস্যা সমাধান হবে না। আজকে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে বামফ্রন্ট সরকার এখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের লোকদেরকে নিয়ে তারপরও আমরা বলেছি যে সমস্ত ইস্যুতে এক হবে সেই সমস্ত ইস্যুকে নিয়ে আমরা রাজ্যের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে অগ্রসর হব। সেখানে আমরা দেখলাম সর্বদলীয় বৈঠক থেকে বেড়িয়ে গিয়ে দুইদিন পরে স্ট্যাটমেন্ট দিলেন সম্পূর্ণ অনৈক্যতার সুরে।

আজকে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বিরোধী দলনেতা বলেছেন সুপ্রিম কোর্টের একজন প্রাক্তন বিচারপতিকে দিয়ে এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের তদন্ত করা হউক। আমি জানি না কোন গণতন্ত্র রাষ্ট্রে এই ধরনের ব্যবস্থা আছে কি না সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টের বিচারপতিকে দিয়ে এই ধরণের ব্যবস্থা হয়। শ্যামা বাবু ঠিকই বলেছেন "গণতন্ত্রকে দুর্বল করে এইভাবে কোন সমস্যাকে সমাধান করা ঠিক হবে না।" কাজেই এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি অনুরোধ করব, যে বিষয়ের উপর আমরা ঐক্যমত পৌঁছতে পেরেছি সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে ই আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ করব কি করে রাজ্যের উগ্রপন্থী সমস্যা সমাধান করা যায় আমাদের সকলের সম্মিলিত

চেষ্টায় একমাত্র রাস্তা বলে আমি মনে করি। আমি আশা করি বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা এই ব্যাপারে সরকারকে সহযোগিতা করবেন এই আশা রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ ।।

মি: স্পীকার:— মাননীয় সদস্য শ্রীবিজয়কুমার রাংখল। আপনার সময় ৫ মিনিট।

শ্রীবিজয় কুমার রাংখল (কুলাই) :— মি: স্পীকার স্যার, আমি সব ব্যাপারে খুব অপটিমেষ্টিক এবং এখানে তার সলিওশান পাওয়ার ব্যাপারে আমার আশা আছে। আমার যদি সময় কম হয় তা হলে আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে ৫ মিনিট সময় নেব। এবং আপনারা আমার বক্তব্য শেষ করতে দেবেন। স্যার, গত কালকের পত্রিকাতে ত'রা যে ফেস্ক করেছে সেই ফেস্ক. তারা নিশ্চয়ই জঙ্গল থেকে করেনি। দৈনিক সংবাদে যে নিউজটা বেরিয়েছে এবং তাতে উগ্রপন্থীরা যে সমস্ত শর্ত দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে এই সমস্যার সমাধান ভারত সরকারের সংবিধানের ভিতরে নেই। এই সংবাদ সম্পর্কে আপনারা সকলে জানেন। তারা যে সমস্ত শর্ত দিয়েছে তা সংবিধানের বাইরে। কাজেই আমার মনে হয়না এটার কোন সমাধান আসবে। আজকে বিরোধী দল কিংবা সরকার পক্ষের সদস্য যা বলছেন তারা সকলে একটা জায়গাতেই আছেন। তার সমাধানের জন্য কোন প্রস্তাব আনতে পারেনি এবং এখানে একে অপরের দোষারূপ করার চেষ্টা করছে। স্যার, আমার বিশ্বাস যদি রোলিং পার্টী থেকে একটা অপটিমিষ্ট ভাব এবং গ্যাচিউলেটরি হউক এই ভাবে যদি এগিয়ে আসেন তা হলে আমি বিরোধী দল সকলের কাছে অনুরোধ করব যে হুয়েদার উই কেন এগ্রি টু সার্টেন কণ্ডিশান স্যার। এই কনডিশান কেন এক্সসেপটেড ডিস্কাস অভার এবং এটা যদি ঠিক হয়ে থাকে যে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে কনভিন্স করতে পারব দেন দে উড বি ফ্রুডফুল মিশন অলসু। এখানে কয়েকটা কনডিশান আছে যেটা কেন্দ্রীয় সরকার নাও মানতে পারেন। বিভিন্ন কনডিশন এবং ডিমাণ্ড যদি আমরা রাখি আমার মনে হয় সেখানে সাক্সেসড হতে পারব। এখানে কয়েকটা তারা সেন্টিমেন্টাল ইস্যু মেনশান করেন যে সংখ্যালঘুতে পরিনত ট্রাইবেলরা তাদের অর্থ-নৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এই একটা পয়েন্ট তারা লিখেছেন। নিশ্চয়ই এটা সেন্টি-মেন্টাল ইস্যু। এখানে মাননীয় সদস্য অনেকে উল্লেখ করেছেন তাদের রাইট, লেণ্ড, পজেশান ইত্যাদির ব্যাপারে। আমিও এটা বিশ্বাস করি যে, কয়েকটা ইস্যুর ব্যাপারে আমরা যদি অগ্রসর হই, পজিটিভ ভাবে যদি অগ্রসর হই তা হলে একটা জায়গাতে পৌছতে পারব। তা না করে আমরা যদি

আমাদের বিভিন্ন উইক পয়েন্টগুলি নিয়ে খোচাখোচি করি আমার মনে হয় ইট উইল রিমেন হিয়ার, ইট উইল নট্ গো আউট সাইড। আমার এখানে জম্মু কাশ্মিরের কথা অনেকে বলেন, পাঞ্জাবের কথা অনেকে বলেন। এই ইস্যুতে তারা ভারতের সঙ্গে যুক্ত।

কেহ জম্মু-কাশ্মীর, কেহ পাঞ্জাবের কথা বলেছেন। স্যার, জম্মু-কাশ্মীরের ইস্যু রিলিজিয়াস ইস্যু। সেখানে মুসলিম মেজরিটি। ওরা বলছে, আমরা আমাদের মুসলিম কান্ট্রি পাকিস্তানের সঙ্গে যাব। এটা আর একটা ব্যাপার। আর খালিস্থান ? শ্যামা বাবু বলেছেন, সেখানে হাজার হাজার কোটি টাকা ইউজ করে উন্নয়ন করার পর সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। আর আসাম ত্রিপুরার কথা আলাদা। এখানে মাইনর ট্রাইবেল একজিসটেন্সের ব্যাপার। কাজেই কাশ্মীর, পাঞ্জাব সিচুয়েশন আলাদা। জম্মু কাশ্মীরের উগ্রপন্থীদের জন্য ব্যাটেলিয়ন করল। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের ইস্যু হতে পারে। তবু আমি বলব, এক্ষেত্রে ত্রিপুরা সরকার ইনিসিয়েটিভ নিতে পারেন। আসামে হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে আন্তরিক চিন্তা ভাবনা থাকতে হবে। এখানে আই, এস. আই, সি. আই, এ, ইত্যাদি বহু নাম আলোচিত হয়েছে। সি. আই, এ. কে তা অবশ্য আমি জানি না, আমার মনে হয়, অনেক মাননীয় সদস্যই এ ব্যাপারে পরিস্কার নন। আমি জানি না, এটা কাদের একটিভিটিজ। আই. এস, আই, কারা তা জানি। এটা পাকিস্তানের। এখানে এটা ইনভলভ থাকতে পারে। স্যার সি. আই. এ. খুব সম্ভবত মার্কিনের। তবে সি. আই. এ একটিভ কিনা তা কিন্তু ভারত সরকারও বলতে পারেন নি। আমি বলব, যদি অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আন্তরিকতা না থাকে, তবে কিছু হবে না কাজেই এই সমস্যা সমাধানের জন্য সবাইকে ফিজিক্যালি, স্পিরিচুয়েলি এবং মেন্টালি এগিয়ে আসতে হবে মনে করি। থ্যাঙ্ক ইউ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রী কেশব মজুমদার।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, রাজ্যের খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে এখানে আলোচনা হচ্ছে। এ বিষয়টি যে ভাবে এসেছে যে যার যার দৃষ্টি কোন থেকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন, তবু বলি, এ কথা বলার কোন অপেক্ষা রাখে না, আগে এই সমস্যা ছিল না, তৈরী করা হয়েছে। এটা হয়েছে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর দেশের ভুল অর্থনীতি গ্রহণ করার পরিণতি হিসাবে। "ভূমি সংস্কার করার কথা ছিল, তা হয় নি তার ফলে হয়েছে। ভারতের সংখ্যালঘুদের জন্য ধর্মীয় বা অন্যান্য অংশের সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের সংবিধানের যে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছিল তদানীন্তন শাসক

যারা ছিলেন তাঁরা সেটা ভুল প্রয়োগ করার ফলে এটা হয়েছে। যার ফলে আস্তে আস্তে এই হতাশা সব অংশের মানুষের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। আজকে এখানে উনারা বড় বড় কথা বলার চেষ্টা করছেন। বলছেন, স্বাধীনতা উনারা এনেছেন। সংবিধান উনারা প্রনয়ন করেছেন। তাহলে কি কেন্দ্রে, কি রাজ্যে উনারাইতো শাসন করেছেন। সে দিকে দৃষ্টি দেন নি কেন? আমি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি না, উপজাতি কিংবা নীচু অংশের মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্য ১০ বছরের মধ্যে ১৯৬০ সালের মধ্যে কেন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি? কি জবাব দেবেন এর? আপনারা যে অপরাধ করে গেছেন তার ফলশ্রুতি হচ্ছে আজকের এই সব সমস্যা। ক্ষমতায় টিকে থাকার জনা কংগ্রেস দল মানুষের এই বিক্ষোভকে ব্যবহার করছেন। কি কেন্দ্রে কি রাজ্যে যাতে বিরোধী দল আসতে না পারেন তার জন্য এই সব করেছেন। আমরা জানি, পাঞ্জাবের মন্ত্রী সভাকে ফেলে দেওয়ার জন্য ভিন্দেওয়ালাকে তৈরী করেন ইন্দিরা গান্ধী। এটা কি অস্বীকার করতে পারবেন? আবার এই ভিন্দেওয়ালাকেই খুন করার জন্য ইন্দিরা গান্ধী কি করেছিলেন সেটা সবার জানা। এটা অস্বীকার করতে পারবেন? আমাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, আমরা দেশের শত্রু। এই সব ভুল পদক্ষেপ নিয়ে এখন চুপ। ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হল।

স্যার, আমরা যখন হাউসের মধ্যে দাবী এনেছিলাম যে উপজাতিদের অন্ততঃ শ্বাস ফেলার একটা জায়গা, আত্মমর্যাদা নিয়ে যাতে তারা বসবাস করতে পারেন এ, ডি, সি, তে। আমি তখন মেম্বার

Expunged or ordened by The chair.

ছিলাম। তখন আমরা শুনেছি এই হাউসের মধ্যেই যে জমি দেব না, রক্ত দেব। রক্ত দেব কিন্তু এ, ডি. সি, দেব না। এখন ও যদি আমরা কেও খুঁজি তাহলে দেখব তার মধ্যে এই লেখা গুলি এখনও লেখা রয়েছে যে-জমি দেব না, দেব। ট্রাইবেলদের জমি দেব না রক্ত দেব, এ, ডি. সি. দেব না রক্ত দেব। অস্বীকার করতে পারবেন?

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, উনি যখনকার কথা বলছেন সেই সময়ে আমি মেম্বার ছিলাম। এই হাউসের প্রসিডিংস থেকে উনাকে দেখাতে বলুন। উনি এখানে অসত্য বক্তব্য রাখছেন। পাহাড়ী বাঙ্গালীদের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্যে এই সমস্ত কথা বলছেন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—স্যার, সত্য-অসত্য ত্রিপুরাবাসী জানেন। ইতিহাসকে বিকৃত করার ক্ষমতা

সমীর বাবুর নেই আমারও নেই। মানুষের মগজটাকে এত ছোট করে দেখবার অধিকারতো কাউকে দেওয়া হয় নি। মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামা চরণ ত্রিপুরা মহোদয়কে ধন্যবাদ যে বাস্তবতার দিকে তিনি লক্ষ্য দিয়েছেন। আমি একটা বিষয়ই বলব. অন্য বিষয়গুলি উত্থাপন করতে চাই না। সমীর বাবু এখানে যে বিষয়টা উত্থাপন করেছেন যে-এত ফোর্স আছে তারপরও এগুলি বন্ধ করা যাচ্ছে না কেন ? স্যার, আমাদের এখানে সমস্যাটা একটু ভিন্ন ধরনের। আমাদের রাজ্যে আন্তর্জাতিক সীমানা রয়েছে। আমাদের এখানে অপরাধ সংঘটিত করে তারা বাংলাদেশে চলে যায়। গত পরশুদিন যে ঘটনাটি ঘটলো সেখান থেকে বাংলাদেশের সীমানা ২০০ মিটারেরও কম। ফলে তারা এই সমস্ত ঘটনা গুলি সংঘটিত করছে।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে অসত্য বক্তব্য রাখছেন। এটা কে এ্যাকসপাঞ্জও করবেন না ? আবার আপনার কাছ থেকে রুলিংও পাব না। আপনি বলুন আমরা চলে যাই। উনি তো বললেন যে ওয়ালে লেখা রয়েছে, প্রেসিডিংস-এ লেখা আছে যে জমি ছাড়া হবে না। এখানে হাউসের ওয়ালেও লেখা রয়েছে। অশোক বাবুর মুখেই শুনুন না এটা। এটা স্যার এ্যাকসপাঞ্জ করতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— জমি ছাড়া হবে না। এটা আপনাদের স্লোগান ছিল।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এই কথা কোন দিনই বলা হয় নি যে জমি দেব না রক্ত দেব।

মিঃ স্পীকার :— এটা স্লোগান ছিল, আমরা বাঙ্গালী দলের স্লোগান ছিল।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— হাউসে এই ধরনের স্লোগান ছিল না। এটা অসত্য।
মিঃ স্পীকার :— আপনি বসুন।

শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য :— স্যার, এখানে অসত্য কথা বলা হয়েছে। আপনি যদি এ্যাক-সপোজ না করেন তাহলে একটাই আছে- চলে যাওয়া।

মিঃ স্পীকারঃ— আপনি বলুন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :— আপনি ঠিক আছে, ঠিক আছে বলছেন। হাউসে যেটা হয় নি সেটা প্রমান করতে বলুন। আমরা চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি হাউসে এই ধরনের কোন কথাই হয় নি।

মিঃ স্পীকার ঃ— এই হাউসে এগুলি রেফারেন্স হিসাবে অনেক বার আলোচনা হয়েছে। আপনি বলুন।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :— স্যার, এই ধরণের কোন কথা হাউসে আলোচনা হয় নি। এমন কি পাবলিক মিটিং- এ ও আলোচনা হয় নি। ওয়ালেও লেখা হয় নি।

মিঃ স্পীকার :— পাবলিক মিটিং-এ বলা হয়েছে, এগুলি আছে।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :— স্যার, আপনি এই কথা বলতে পারেন না। এই ধরনের কোন কথা বলা হয় নি।

মিঃ স্পীকার :— আপনি বলুন। এটা ঠিক আছে যে এই এসেমব্লীতে দাঁড়িয়ে কেউ জমি দেব না রক্ত দেব, এই কথা বলে নি। এটা বাইরে বলা হয়েছে। হাউসে এই কথা বলা হয়নি যে-রক্ত দেব, জমি দেব না। এটা রেফারেন্স হিসাবে আলোচনা হয়েছে, ওয়ালিং হয়েছে দাবী হয়েছে।

(গণ্ডগোল)

(ভয়েসেস ফ্রম দি অপজিশান ব্যাক- স্যার, এটা হাউসে বলেছেন মাননীয় মন্ত্রী)।

মিঃ স্পীকার :— এই এ্যাসেম্বলীতে দাঁড়িয়ে রক্ত দেব জমি দেব না এই কথা কেউ বলেন নি।

(গণ্ডগোল)

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, এটা প্রসিডিংস থেকে বাদ দিতে হবে স্যার।

মিঃ স্পীকার ঃ— হাউসে এই কথা কেউ বলেন নি রক্ত দেব জমি দেব না।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— স্যার, উনি বলেছেন হাউসে।

মিঃ স্পীকার :— হাউসে রক্ত দেব জমি দেব না এই কথা কেউ বলেন নি।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, কংগ্রেস দল সেদিনও এ. ডি. সির. বিরোধিতা এই হাউসে করেছিলেন এবং বাইরেও বিরোধিতা করা হয়েছিল এটা অস্বীকার করতে পারবেন ? কারণ তখন হাউসে আমিও ছিলাম। এই সব গলাবাজীর কোন প্রশ্ন নয় স্যার।

মিঃ স্পীকার :— হাউসে এটা রেফারেন্স হিসাবে আনা হয়েছে। কিন্তু ধরুন আমরা বাঙ্গালীর যে মেম্বার ছিলেন ঐ সময় আমিও ছিলাম আমরা বাঙ্গালী বা অন্য কোন মেম্বার বলেন নি হাউসের মধ্যে আমি রক্ত দেব জমি ছাড়ব না এই কথা বলা হয় নি। রেফারেন্স হিসাবে আলোচনা হয়েছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, উনি বলেছেন হাউসে এইগুলি আলোচনা করা হয়েছে তাই উনার বক্তব্য এ্যাকস্‌পানজড্‌ করা হোক। (ঐ সময় অশোক বাবু হাউসে ছিলেন না।)

শ্রীকেশব মজুমদার [মন্ত্রী] :— কি অদ্ভুত ব্যাপার স্যার,

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— অশোক বাবু যখন হাউসে ছিলেন তখন এই ধরনের উক্তি হয় নি।

মি স্পীকার :— অশোক বাবুর বক্তব্য কি এটা আমার জানা নেই।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— উনি তো বলেছেন স্যার।

মিঃ স্পীকার :— এটা আমি জানি না, দেখে বলতে হবে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— স্যার, উনি যদি এই কথা বলে তাহলে এ্যাকস্‌পানজড হবে ?

DISCUSSION ON PREVAILING SITUATION IN THE STATE

মিঃ স্পীকার :— অশোক বাবুর বক্তব্য যেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন প্রসিডিংসে না যদি পাওয়া যায় তাহলে এ্যাকস্‌পানজড্‌ হয়ে যাবে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— স্যার, আপনি অধ্যক্ষ। যদি দিয়ে অধ্যক্ষের রুলিং হয় না। যদি এই না হয় তাহলে এই হবে এই ধরণের রুলিং হয় না স্যার। আপনার এই সিদ্ধান্ত সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিপন্থী। লজ্জাকর।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য বসুন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— আমি বলেছিলাম সে জন্য এটা শুধু ভেতর থেকে চালানো হবে না, আমাদের ফোর্সের দরকার। কারণ আন্তর্জাতিক বর্ডারকে সীল করতে হবে। কতবার আমরা দাবী উৎথাপন করেছি এই বর্ডারকে সীল করে দেবার জন্য, এই বর্ডারে অন্ততঃ রাস্তা হোক, কারণ এখন পর্য্যন্ত আমরা পাই নি। কংগ্রেস আমল থেকে সেগুলি নেগলেটেড হয়েছে। স্যার, ঘটনাটা ঘটছে কেন, অপরাধটা কি ? ওদের মেরেছে, বকেছে সব কিছু করেছে অপরাধ হচ্ছে এখানে কেন বর্ডার রোড তৈরী হবে ? এই হচ্ছে এ্যাকসট্রিমিষ্টদের দাবী এবং এই কারনেই ওখানে আক্রমন হয়েছে। আমি তো গিয়েছি যাদের আক্রমন করে তাদের সঙ্গে কথা বলেছি এবং তারা বলেছে সব জেনেছেন তো এই ব্যাপারে। উনারা সব সময় বলেন যে এখানে চোরাচালান হচ্ছে, ওপাড়ে যাচ্ছে, এই নিয়ে কথা বলতে আমাদের আপত্তি কি ? কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা যেটা অশোক বাবু বলেছেন দাঙ্গাবাজদের জন্য ৩৭ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে কিন্তু যারা খুন হয়েছে তাদের জন্য কোন খরচ হয় নি। এটা কি রকম কথা ? এটা অন্ততঃ কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের যারা আছেন তাদের সঙ্গে মিলে টি. এন. ভি চুক্তি হয়েছে, উনারা তো এখানে আছেন স্যার, এই চুক্তিতে কত কোটি টাকা খরচ হয়েছিল ? ৩৩ কোটি ২১ লক্ষ টাকা সম্ভবতঃ যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে। সেই টাকা খরচ হয়েছে এখানে। এর অর্থ কি ? এই ভাবে উল্টো বলে তো এই সমস্যা সমাধানের রাস্তা পাওয়া যাবে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব্‌ অর্ডার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যেটা টি, এন, ভি চুক্তি সম্পর্কে বলেছেন আমরা আমাদের এই দুটোর বৈশিষ্ট্য আলাদা। একটা হচ্ছে তারা যে ৭ কোটি টাকা দিয়েছেন, এটা টোট্যাল ট্রাইবেলদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করেন নি। যারা আ্যাক-

চুৎেলি সারাম ভার করেছে তাদেরকে জনে জনে পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু টি. এম, ভির সঙ্গে যেটা অ্যাগ্রিমেন্ট হয়েছিল, সেখানে ৩৩ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে সেটা টি. এম. ভির ইনডিভিজুয়েল স খরচের জন্য নয়। সেটা এনটায়ার ট্রাইবেল আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য যেমন জুমিয়া পুনর্বাসন, শিক্ষার ক্ষেত্রে কারিগরী শিক্ষা এবং আরও অন্যান্য এই ধরনের উন্নয়নমূলক কাজে খরচ করা হয়েছে। কাজেই এই দুটো একসঙ্গে দেখলে চলবে না।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা ত্রিপুরার মানুষের অভিজ্ঞতা আছে, এটা কিভাবে হয়েছে। যাই হোক আমি সেজন্য এটা বলতে চাইনা। আমি যেটা বলতে চাইছি যে এই ধরনের উৎপত্তি কোথায় এই বিষয়ে সেই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সুতরাং আমি সেইসব বলব না। আমি এইটুকু বলব যে এই জলন্ত সমস্যা রাজ্যে চলছে। এটা কোন সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সমস্যা নয়। এই সমস্যা সার্বিক ত্রিপুরার সমস্যা। এই সমস্যা জাতি, উপজাতির মধ্যের সমস্যা। এখানে আরও একটি বিষয় ভুলভাবে পেঁছাচ্ছে আমরা মনে করিনা যে না, উন্নয়নের কাজকে স্থগিত রেখে আগে উগ্রপন্থী দমন হোক, তারপর উন্নয়ন হোক। এটা হতে পারে না। এটা ভুল রাস্তা, এটা সঠিক রাস্তা নয়। রাস্তা হচ্ছে উন্নয়নও একদিকে চলবে, আর এদিকে কার্য করবার জন্য যে ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা সেই ব্যবস্থাও গ্রহণ করবে। তার জন্য আমি সব দলের মাননীয় সদস্যদের কাছে আবেদন জানাব, এই হাউসের মধ্যে আপনার মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার মানুষের কাছে এই আবেদন জানাব যে আসুন, এটা পরস্পর কাদা ছোঁড়াছুড়ির ব্যাপার নয় অসত্য তথ্যের বিষয় নয়। বিষয় হচ্ছে সার্বিকভাবে ত্রিপুরা রাজ্যকে এইসব থেকে মুক্ত করে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য, উন্নয়ন করার জন্য এবং জাতি উপজাতির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করবার জন্য, তাকে সুদৃঢ় করবার জন্য আমরা আসুন, সকলে মিলে এই সমস্যা সমাধানের জন্য লড়ি। আমরা যে উদ্যোগ রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছিলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা যে সর্বদলীয় মিটিং ইত্যাদি করেছিলাম, বিরোধ থাকতে পারে, যেসব বিরোধগুলি আছে সেগুলি বাদ দিন, যেখানে ঐক্যমত আছে, সেই ঐক্যমতের ভিত্তিতে আমরা অগ্রসর হই, আমরা যাই। তাহলেই আমি মনে করি একটা সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া যাবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীকাজল চন্দ্র দাস। সভার অবগতির জন্য জানাচ্ছি আমি ত ভেবেছিলাম দুটোর মধ্যে এই আলোচনা শেষ হয়ে যাবে। প্র্যাকটিকেলি কিন্তু এটা হচ্ছেনা।

আপনারা যারা বাকী আছেন তারা রিসেসের পরে বলবেন।

শ্রী কাজল চন্দ্র দাস (কল্যাণপুর) :— স্যার, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যখন মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন, বিভিন্ন দিকে যারা আত্মীয়স্বজন হারা হচ্ছেন আজকে সেই মুহুর্ত্তেই এই বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা যে বিষয়টি তুলেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করে বলতে চাই, এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি ? এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের স্বার্থে যখন বিরোধী দলনেতা জানতে চেয়েছেন এই সরকার জনস্বার্থে কি করবেন, কি ব্যবস্থা নেবেন ? তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মন্ত্রীসভার সদস্যরা বা এই সরকারের মাননীয় সদস্যরা বিরোধীদের জবাব দেবার জন্য ওরা তৈরী হচ্ছেন। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, সরকারে থেকে সরকারের যে দায়িত্ব বিরোধীদের কাঁধে দোষ চাপিয়ে দিয়ে ওরা এড়াতে চাইছেন সমস্যাটিকে। এটা কোনমতে সমর্থন করা যায় না। আমি বিশেষ করে বলতে চাই, আমাদের খোয়াই মহকুমার একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন বিরোধী দলের কর্ত্তৃক আনীত প্রশ্নের উত্তরে এটা কে ঢাকা দেওয়ার জন্য। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে কারা মরছেন ? ক্ষীরোদ দেববর্মা মরেছেন, প্রেমসিং ওড়াং মরেছেন। স্যার, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানে ক্ষিরোদ দেববর্মাকে কোথায় মারা হয়েছিল কখন মারা হয়েছিল, কে মেরেছেন এবং কোন্ ছাত্রাবাস থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়েছিল এবং তার পরিচিতি কি ? আমি শুধু এটুকু বলতে চাই মানুষ আজকে তার নিজস্ব অধিকার, বাঁচার অধিকার হারাচ্ছেন। মানুষের নিরাপত্তা বলতে কিছু নাই। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে যখন ত্রিপুরার নব-নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বিরোধী দলের সহযোগীতা কামনা করছেন। আমরা যখন ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের স্বার্থে একের পর এক এই নিরাপত্তা বিধানের জন্য, মানুষকে রক্ষা করবার জন্য, মানুষের রুটি রোজগারের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর পাশে দাঁড়াবার চেষ্টা করছি, তখনই দেখেছি এই বিধানসভার ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরা বিরোধীদের আক্রান্ত করে বিভিন্নভাবে মানসিকভাবে চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে এবং বাস্তব জিনিসটাকে অন্যভাবে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে।

আমি জানি না এই ট্রেজারী ব্যাঞ্চের বিশেষ করে শাসক দলের নেতা ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উনি দলকে রক্ষা করার জন্য এদের পক্ষে কথা বলবেন, না কি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের স্বার্থে উনি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে পদক্ষেপ নেবেন, সেটা আমি বুঝতে পারছি না। তবে আমি জানি এই খোয়াই অঞ্চলের একজন লোক যিনি পাহাড়ী বাঙ্গালীর মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন সৃষ্টি করেছিলেন প্রেমসিং ওড়াং ওনাকে দলের জন্য প্রাণ দিতে হয়েছে। ওখান থেকে তাদের দলের পরিচালিত লোকদের

আত্ম সমর্পণকারীরা যখন কিডনেপ করেছিল তখন সেখান থেকে তাদেরকে ছাড়িয়ে আনার জন্য প্রেমসিং ওড়াং নাম দিয়ে ওখানকার শাসক দলের কিছু লোক ওদের সঙ্গে টাকা পয়সা লেনদেন করত, যার দোষটা ঐ প্রেমসিং ওড়াং ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিল এবং সেই দোষকে স্বীকার করার জন্য তার প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করতে হয়েছিল প্রেমসিং এর মত একজন সৎ লোককে প্রান দিয়ে। তাই আমি ট্রেজারী ব্যাঙ্গের মাননীয় সদস্যদের বলব ত্রিপুরার বাস্তব চিত্রটাকে উপেক্ষা করার জন্য বিরোধী দলের ঘাড়ে চাপিয়ে না দিয়ে বাস্তব চিত্রটাকে সামনে রেখে কিভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের মান রক্ষা করা যায়, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের জনগনের চোখে ঘুম নাই, তারা শংকিত, এই অবস্থায় রাজ্য-বাসীর মনে শান্তির ব্যবস্থা আগে আপনারা করুন। আমি কিছু দিন আগে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছিলাম এই খোয়াই অঞ্চলে যেভাবে পাহাড়ী বাঙ্গালীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা হয়েছিল ১৯৮০ সালের দাঙ্গার সময় এবং তারই ফলশ্রুতি হিসাবে সেখানে একটা মিনি দাঙ্গা হয়েছিল। আজকে আবার নূতন করে দাঙ্গা লাগানোর জন্য সুড়সুড়ি দেওয়া হচ্ছে। ১৯৭৮ সালে যখন বামফ্রন্ট সরকার প্রথম ক্ষমতায় এসেছিল তখন তারা ক্ষমতায় আসার আগেই জানত যে কংগ্রেসের ভোট ভাগাভাগি হয়েছে এবং সেই কারণেই তারা ক্ষমতায় আসতে পেরেছিল। কাজেই তারা চিন্তা করেছে যে ভবিষ্যতে যদি সুন্দরভাবে নির্বাচন হয় তাহলে তারা আর ক্ষমতায় আসতে পারবে না, তাই তারা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে পাহাড়ী বাঙ্গালীর মধ্যে দাঙ্গা লাগিয়েছিল এবং পাহাড়ী বাঙ্গালীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য নূতন একটা দল সৃষ্টি করেছিল আমরা বাঙ্গালী নামে। আজকেও ওনারা জানেন যে, কিভাবে ওনারা ক্ষমতায় এসেছেন, এখানে মানিক বাবু বলেছেন যে ওনারা গণতন্ত্রের পুজারী, তা উনি জানেন না যে ওনার এলাকায় ৩৭,০০ লোক তাদের ভোটাধীকার হারিয়েছে এবং কিভাবে সেটা তারা হারিয়েছেন সেটা উনিও জানেন। আজকে ওনারা কিভাবে ক্ষমতায় এসেছেন সেটা ট্রেজারী ব্যাঙ্গের অনেকে জানেন। তাই নূতন করে ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ী বাঙ্গালীর মধ্যে দাঙ্গা লাগানোর জন্য এবং মুখ্যমন্ত্রীর ভাবমূর্তিকে নষ্ট করার জন্য এবং পরিকল্পিত ভাবে নূতন মুখ্যমন্ত্রী সৃষ্টি করার জন্য এটা করছেন কিনা আমি জানি না। মিঃ স্পীকার স্যার, এই উগ্রপন্থীর সমস্যার সমাধান করার জন্য রাজনীতির উর্দ্ধে থেকে কিভাবে মানুষের নিরাপত্তা দেওয়া যায় সেদিকে সরকার নজর দেবেন এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— এই সভা বেলা দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত মূলতবী রইল।

DISCUSSION ON PREVAILING SITUATION IN THE STATE
AFTER RECESS AT—2·00.P.M

মিঃ স্পীকার :— এখন আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন মাননীয় মন্ত্রী শ্রী অঘোর দেববর্মা ।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন :— মিঃ স্পীকার স্যার. আমি একটা মিনিট একটু বলতে চাই-একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-এই মাত্র আমি খবর পেলাম যে চতুর্থ পে কমিশনের রিপোর্ট পূর্ণাঙ্গ আকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং তার প্রতি কপি ২০০ টাকা করে সেল করা হচ্ছে। আমি আপনার কাছে অনুরোধ রাখছি যে, এই পে কমিশনের রিপোর্টের একটি করে কপি প্রত্যেক এম, এল, এ. কে যেন দেওয়া হয় এবং সাংবাদিক বন্ধুদেরও যেন ফ্রী অব্ কষ্ট একটা করে কপি দেওয়া হয়। স্যার. পে কমিশনের রিপোর্ট এমন সময়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রী সাংবাদিকদের কাছে প্রকাশ করেছেন যখন এই হাউস তার কয়েকদিন পরেই বসেছে। নিয়ম হল বিধানসভা যখন মাননীয় রাজ্যপাল কন্ভেন করেন তার কয়েকদিন আগে কোন সরকারী পলিসি বা নীতি ঘোষণা করা হলে সেটাকে পরে হাউসে পেশ করতে হয়। কাজেই আমি আপনার কাছে অনুরোধ রাখছি এই ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য যাতে করে এই পে কমিশনের রিপোর্টের একটি করে কপি প্রত্যেক এম, এল, এ এবং সাংবাদিকদের ফ্রী অব্ কষ্ট দেওয়া হয়।

মিঃ স্পীকার :— কিন্তু এটা তে গভার্ণমেন্টের ব্যাপার, আমার কি করার আছে ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন :— স্যার, যেহেতু এটা হাউসে পেশ করা হয়নি অথচ নিয়ম হলো মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে সেটা হাউসে পেশ করা ইট ইজ দ্যা, কন্ভেনশন, ইট্ ইজ্ দ্যা সেংকশান অব্ দ্যা 'ল' দ্যাট ইফ্ অ্যানী পলিসি ম্যাটার ইজ্ ডিক্লেয়ার্ড বাই দ্যা গভার্ণমেন্ট, দ্যাট পলিসি ম্যাটার মাষ্ট বি লেইড্ বাই দ্যা গভার্ণমেন্ট ইন্ দা হাউস্।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে আমি গভর্ণমেন্টকে অনুরোধ করতে পারি যাতে আপনারা ফ্রী অব্ কষ্ট পে কমিশনের রিপোর্টের একটা করে কপি পান এবং সাংবাদিকরাও যাতে সেটা পান।

আমি এখন মাননীয় মন্ত্রী শ্রী অঘোর দেববর্মা মহোদয়কে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী অঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী):— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকের প্রথম অধিবেশনে একটা

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।
এমনকি এই বিষয়ের উপর ত্রিপুরার নির্বাচিত জন প্রতিনিধিরা নয়, রাজ্যের আপামর জনগণও উৎ-কণ্ঠায় রয়েছেন। এই সম্পর্কে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। আমি লক্ষ্য করছি, অধিবেশনের প্রথম দিন থেকেই আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে আলোচনা করার জন্য বিরোধীদের বক্তব্যে উল্লেখ রয়েছে। কোন না কোন ভাবে এটা হাউসে চলে আসছেই। এই যে রাজ্যে উগ্রপন্থী তৎপরতা চলছে সেটা কি শুধু মাত্র ত্রিপুরা রাজ্যে হচ্ছে? নাকি সমস্যাটা শুধু মাত্র ত্রিপুরা রাজ্যেরই? গোটা ভারত-বর্ষে আজকে এই সমস্যা তৈরী হয়েছে। এটা সমগ্র দেশেরই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু রাজ্যের অবস্থাটা এমনটা কেন হতে চলছে সেটা আগে আমাদের উপলব্ধি করতেই হবে। কেন আজ দেশ জুড়ে এই সমস্যা তৈরী হচ্ছে সেটাও আমাদের বুঝতে হবে। তাহলে প্রথমেই আমা-দের চলে যেতে হবে স্বাধীনতার বছরটিতে। তখন দেশ শাসনের দায়িত্ব কারা নিয়েছিল সেটা আমা-দের সবারই জানা আছে। তখন থেকে আজ পর্যান্ত ৫০ টি বছর অতিক্রান্ত করে ৫১তম বর্ষে আমাদের বলতেই হচ্ছে দেশ পরিচালনগত পদ্ধতিটা যদি সঠিক থাকত তাহলে দেশের এই হাল কোন অব-স্থাতেই হতে পারত না। আমাদের রাজ্যে একটি দায়িত্বশীল সরকার রয়েছে। এই সরকার জনগণের সমস্যা সম্পর্কে সম্যক অবহিত আছেন। এবং আছেন বলেই বলতে দ্বিধা নেই গত ৫০ টি বছর দেশে দেশে অসম বিকাশের প্রতিফলনে যে সব সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ত্রিপুরার উগ্রপন্থা সমস্যাটিও। রাজ্য সরকার সেই জিনিষটি উপলব্ধি করে সমস্যার বাস্তব সমাধানের জন্য বিভিন্ন স্তরে আলোচনা করার উদ্যোগ নিয়েছেন।

এখানে বিরোধী দলের অনেক নেতাই তথা বিধায়কবৃন্দ উনাদের বক্তব্যে অনেক কিছু সুপারিশ করে বক্তব্য রেখেছেন। আমি উনাদের বলতে চাই, আপনারাতো প্রায় ৪৬ বছর দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন। দেশের পিছিয়ে পড়া গরীব-দুর্বল অংশের জনগণের জন্য আপনারা কি দৃষ্টি ভংগী নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন। কেন তাদের উন্নয়নের চিন্তা করা হয়নি এবং তাদেরকে দুর্বল করে প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ পুঞ্জীভুত করারও সুযোগ দিয়েছেন আপনারা। তখন আপনাদের তাদের কথা চিন্তা করারও অবকাশ ছিল না এই বিষয়গুলি নিয়ে আপনাদের আত্মসমালোচনা করার প্রয়োজন ছিল। সেটা আপনারা কেউ করেন নাই। তারা আজ সেই ক্ষোভ বিক্ষোভ থেকে বা সেটাকে পূজি করে এই সমস্যাকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুলছে। বিদেশী শক্তি তাদেরকে উৎসাহিত করছে এবং তারাও ভারতবর্ষের গণতন্ত্র প্রিয় শান্তিকামী মানুষের উপর বারংবার আক্রমণ করে চলছে। এই

দৃশ্য প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। এখানে এটা বামফ্রন্ট সরকার সমাধান করছেন না বা এর জন্য দায়ী বামফ্রন্ট সরকার এই বক্তব্য কতটুকু অবাস্তব সেটা শুধু রাজ্যের জনগণই নয় অন্য সবাই জানেন কিসের থেকে এর উৎপত্তি হয়েছে এবং কারা এতে উৎসাহ যুগিয়েছে। এটা সমাধান করতে আমাদের সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে।

কারণ, তাদের হাতেই দেশের দুই-দুজন প্রধান মন্ত্রী প্রাণ হারিয়েছেন। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী প্রাণ হারিয়েছেন নির্বাচিত মন্ত্রী, সাংসদ এবং বিধায়করাও। উগ্রপন্থীদের হাতে সবাই খুন হচ্ছেন বিরোধী সদস্যরা এখানে উপদেশ দিয়েছেন কিছু। আমাদের সরকারের সীমাবদ্ধ কতটুকু সেটাও উনারা জানেন। এর মধ্যে দিয়েই আমাদের লড়াই করে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে সন্ত্রাসবাদদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াই করার জন্য জনগণকে এগিয়ে মিছিল-মিটিং করতে দেখা যায় না কেন? মারা গেলে তারা সমবেদনা করতে পারেন।

বিরোধী দল থেকে মিছিল মিটিং জনমত সৃষ্টি করার জন্য কোন কর্মসূচী আছে? কোন কর্মসূচী নেই। কোন ঘটনা হলে সমবেদনা জানাচ্ছে, দৌড়ে যাচ্ছে গাড়ী নিয়ে সবাই। কিন্তু ওদের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব প্রকাশ করা তার বিরুদ্ধে মানুষের ঐক্যবদ্ধ করা এই বিষয়গুলির যথেষ্ট ঘাটতি আছে বলে আমি মনে করি। শুধু আমিনা ত্রিপুরার মানুষের কাছে অজ্ঞাত থেকে গেছে এখনপর্য্যন্ত। এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে উপজাতিদের সমস্যা কারা তৈরী করেছে? কারা ছিলেন এই রাজ্যের মধ্যে স্বাধীনতার পর ক্ষমতায় এই কথা কেন বলা হচ্ছে না? বিরোধী দলের মাননীয় শ্যামাবাবু, নগেন্দ্রবাবু তাঁরা আছেন জানেন না তা নয়। কারা সৃষ্টি করেছিল? ওদের মুখেও অনেক সময় কথা বলতে শুনা গেছে এই অবস্থা তৈরী হওয়ার পেছনে উপজাতিদের দুরবস্থার পেছনে কারা মূলত দায়ী এটা আমরা বলছি না উনাদের মুখ থেকে বিভিন্ন সময় বেরিয়ে আসছে অস্বীকার করতে পারবেন? অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। রেকর্ড আছে, বক্তব্য আছে প্রচার আছে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানেন না তা নয়। এই রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতি সংখ্যালঘুতে পরিণত হল ওদের ভাষা স্বীকৃত দেওয়ার ব্যবস্থা হয়নি গত কংগ্রেসের আমলে এটা অস্বীকার করবে নাকি আমরা বানিয়ে বলছি এমনওতো বলা হয়েছিল ককবরক ভাষা পড়ে লাভ নেই বাংলায় পড়তে হবে, উপজাতিরা শুধু মাত্র পিওন-এর চাকুরী করার মত শিক্ষা পেলে যথেষ্ট, এও শুনা গিয়েছিল ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেস শাসনে অস্বীকার করবেন, অস্বীকার করার কোন পথ নেই। মাতৃভাষা নিজেদের ভাষা পর্যন্ত ভুলে যেতে পেরেছিল ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিরা। প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা বিস্তার করার জন্য কোন চেষ্টা হয়েছিল এই রাজ্যে, হয়নি। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায়

আসার পর ত্রিপুরার মানুষ দেখেছে এখানেই প্রথম বামফ্রন্ট উপজাতিদের তাদের মাতৃভাষা তাদের অর্থনৈতিক বিকাশ তাদের সামাজিক বিকাশের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে একটার পর একটা কর্মসূচী গ্রহণ করে উপজাতিদের তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ব্যবস্থা করেছেন। অস্বীকার করার পথ নেই।

এখানে উপজাতিদের ওদের সময়ের মধ্যে বলা হল ১৯৬০ সালে জমির বিষয়গুলি এসেছে এই আলোচনার মধ্যে। আমরাতো জানি সরকারের রেকর্ড আছে, আজকের রেকর্ড না। আগের সরকারের রেকর্ড ৯০হাজার একর বে-আইনী জমি চলে গিয়েছিল অ-উপজাতিদের হাতে। আইন ছিল রক্ষা করা যেত কিন্তু করা হয়নি। চরম উদাসীনতার স্বীকার হয়ে গেল উপজাতিরা। আর ওদের সমস্যাকে নিয়ে আজকে দেশী বিদেশী শক্তিরা ওদের উস্কে দিচ্ছে। আজকে আমরা এই জায়গাতে গিয়েছি বলব না এখানে কিছু না বলে সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা এটাতো ঠিক আছে সমালোচনা আসতেই পারে। আজকে আমাদের বুঝতে হবে। চোরের গলায় বড় বড় কথা, অপরাধীদের মুখে বড় বড় কথা এটা শুভা পায় না। এই ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা না হয় অনেক দরবার করলাম একে অপরের দোষারূপ করেছি সেটা আলাদা জিনিস। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এটা জানেন না তা তো না, কোথায় লুকাবে, লুকাবার কোন সুবিধা নেই। এই ঘর থেকে বেড়িয়ে গেলে মানুষের কাছে যেতে হবে। আমরা কি করেছি আপনারা কি করেছেন এই রাজ্যের মানুষের কাছে লুকানো যাবে না। কাজেই মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যকে আমি অনুরোধ করব সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে এবং আপনাদের তরফ থেকেও এই উগ্রপন্থী সমস্যার জন্য বাস্তবমুখি একটা কর্মসূচী গ্রহণ করা উচিৎ, এটা যদি না করা যায় শুধু সরকারের বিরুদ্ধে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুললেতো হবে না।

কাজেই বিরোধী সদস্যদের কাছে অনুরোধ করব এই উগ্রপন্থী সমস্যা নিয়ে সরকারকে সহযোগিতা করা দরকার। এবং আপনাদের তরফ থেকেও একটা কর্মসূচী গ্রহণ করা দরকার। এটা না করে শুধু সরকারের বিরোদ্ধে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুললে তো হবে না, এখানে বলতে হবে যে ত্রিপুরা রাজ্যের বিধায়করা অপহরণ হচ্ছে মন্ত্রী সেখানে খুন হচ্ছে, তাহলে বামফ্রন্ট কি চায় তার নিজের পায়ে কুড়াল মারতে? কাজেই এই জায়গায় বুঝতে হবে। কাজেই বিরোধী বন্ধুদের কাছে অনুরোধ করব আত্ম সমীক্ষা করুন। ত্রিপুরার মানুষকে যদি ভালবাসেন যদি আমরা শান্তি সম্প্রীতি রক্ষা করে বাঁচতে চাই তাহলে এখানে না—সরকারের বিরোদ্ধে সমালোচনা করার সুযোগ আছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে নয়। কাজেই আমি আবারও রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলার প্রশ্নে সর্বদলীয়ভাবে ঐক্যে

যাতে পেঁৗছা যায় সেই চিন্তাভাবনা করার জন্য অনুরোধ রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ ॥

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে প্রশ্ন পর্ব সহ বিভিন্ন রেফারেন্সের সময় মাননীয় বিরোধী দল নেতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সভাতে উৎথাপন করাতে সেইগুলির উত্তর আমার পায়নি এবং এখানে সেই সমস্ত প্রশ্ন ও রেফারেন্সের উত্তর বলে করার জন্য বলা হয়নি। কাজেই আমি অনুরোধ করব সেই সমস্ত গুরত্বপূর্ণ উত্তর গুলি যাহাতে আমরা পেতে পারি সেই ব্যবস্থা যাতে করেন। দ্বিতীয়ত: হচ্ছে আজকে যে বিষয়ে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু ইদানিংকালে যে সমস্ত ঘটনায় নিহত হয়েছেন আমি মনে করি আলোচনা করায় তাদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো দরকার ছিল আলোচনার আগেই। আমি অনুরোধ করব দেরিতে হলেও তাদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হউক। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এমন একটা বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করছি সময় খুবই সংক্ষিপ্ত কিন্তু আলোচনা খুবই গুরুত্ব। এখানে বিভিন্ন বক্তা তাদের বক্তব্য বলে গেছেন এবং দৃষ্টি ভঙ্গির কথা বলছেন। মাননীয় সদস্য মানিকবাবুও বলেছেন। এখানে দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা হতেই পারে। যেহেতু দুইটা দুই ধরণের আইডিওলজির। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে মাননীয় বিরোধী দলনেতা প্রশ্ন তুলেছেন একটা কমিশন গঠন করার জন্য। মিঃ স্পীকার স্যার নাম্বার ওয়ান — কিসের জন্য এই অবস্থা? নাম্বার টু—কারা এর জন্য দায়ী? নাম্বার থ্রী—কিভাবে এর সমাধান করা যায়।

মিঃ স্পীকার স্যার, সমাধান সূত্রতে বের করতে হবে একটা জিনিষ পরিষ্কার হয়ে গেল। সেখানে কোন দলের রাজনৈতিক থাকুক প্রবলেম সল্ভ হতে হবে। মাননীয় মন্ত্রী অঘোর বাবু বলেছেন সেখানে দৃষ্টিভঙ্গিটা আলাদা সেটি হতেই পারে। যেহেতু ভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের লোক এখানে আছে। এখানে উনারা বলেছেন "যদি কমিশন বসাই তাহলে গণতন্ত্র বিপন্ন হয়ে যাবে।" মিঃ স্পীকার স্যার, বিমল সিনহা হত্যাকাণ্ড নিয়ে কমিশন বসেছে এটা কি এই রাজ্যের গণতন্ত্র বিপন্ন হয়েছে? আমি কিন্তু এর অর্থ খোজে পাইনি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি বলবেন অন্যরা কি বলবেন আমি জানি না। যেহেতু বৈরীদের পিছনে রাজনৈতিক মদত আছে এটা কিন্তু পরিষ্কার কিন্তু তারা কে এইগুলি বেড় করতে হবে। কাজেই এখানে একটা কমিশন বসিয়ে ইনকোয়ারী করতে হবে এর পেছনে কে এখানে কারা কিডন্যাপ হয়েছে প্রণববাবু, পূর্ণমোহন ত্রিপুরা ও দেবব্রত বাবু এম এল এ। নগেন্দ্র রিয়াং তার পরে বিমল সিংহ অপহরণের পরে হত্যা করা হয়েছে এই থেকে রাজ্য সরকার কি ইন্টারোগেশন করেছে কিভাবে এগিয়েছে এটা রাজ্য সরকারই জানেন এটা

এটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। স্বরাষ্ট্রের ফাইলে কি কি লেখা আছে সেটাতো আমি জানি না।

সেটা আমার জানার কথাও না তদন্ত করে কি পেয়েছে, এখন পর্যন্ত এটার কি কোন শ্বেতপত্র বের হয়েছে। এই ঘটনার জন্য অমুকরা জড়িত। এই ধরনের রেসপন্সিবল হাউজে তারা আছে। কারা কারা অপহরণ হয়েছেন, কি ভাবে হলো, তাদেরকে কারা নিল, নাকি তারা নিজেরাই চলে গেল সেইগুলি খুজে বের করার দরকার ছিল, তারা কে এই ব্যাপারটা আমাদের কিছু জানার কথা নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্যে মেশিনগান আছে। বন্দুক আছে কামান আছে। কোনটা ব্যবহার করবেন সেটা স্বরাষ্ট্র দপ্তর, সরকার ঠিক করবে। এই ব্যাপারে যদি আমাদের যুক্তি নিতে হয় তা হলে আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার কতগুলি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আছে কিন্তু মাত্র ৫, ৬ মিনিট আলোচনা করে এই সিরিয়াস বিষয় নিয়ে কি হবে। এই ৫, ৬ মিনিটে সাজেশান দেওয়া যায় না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে আমি কতগুলি সুনির্দিষ্ট সাজেশান দিচ্ছি আমি-সাজেশানগুলি হচ্ছে কোন রাজনৈতিক দল দায়ী, এর জন্য একটা কমিশন বসাতে হবে। দ্বিতীয় হচ্ছে সারা রাজ্যকে উপক্রত ঘোষনা করতে হবে। কারন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে রিপ্লাই দিয়েছেন আমার কাছে রেকর্ড আছে যে উপক্রত দিয়ে সুফল পেয়েছি। সেই রিপ্লাই আমার কাছে আছে তৃতীয়-ইউনিফাইড কমাণ্ড স্টাকচার গঠন করতে হবে। বর্তমানে যেটা আছে স্টেট লেভেল কোর্ডিনেশান কমিটি, এটাকে ভেঙ্গে দিতে হবে। এটাও আমি কালকের পত্রিকাতে দেখেছি যে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে তাদের কাজকর্মে উই আর নট হেপি'। চতুর্থ-হচ্ছে এখানে ইকনুমিক ডিক্লেয়ার ইকনুমি পেকেজ কর ট্রাইব, এটা ঘোষনা করতে হবে।

মি: স্পীকার:— মাননীয় সদস্য কনক্লুড্ করুন।

শ্রীরতনলাল নাথ:— স্যার, আমি সাজেশান দিচ্ছি। স্যার, ইকনমিক পেকেজ ঘোষণা করতে হবে। পঞ্চমত বর্তমানে রাজ্যসরকারের আত্মসমর্পণের ব্যাপারে কোন নীতি নির্দেশিকা নেই। এই ব্যাপারে যদি রাজ্যসরকার কেন্দ্রীয় হোম মিনিস্ট্রীর সঙ্গে কথা বলে আত্মসমর্পণের নীতি নির্দেশিকা প্রনয়ন করা হয়। ষষ্ঠ-এই রাজ্যে একটা হিউম্যান রাইট কমিশন গঠন করা হউক। সপ্তম-আত্মসমর্পনে পর সকলকে চাকুরী দেওয়া সম্ভব নয় কিন্তু যে নীতি নির্দেশিকা ঠিক করবেন

তা সেলিমেন্টেশান করার জনা একটা টাক্‌ফোর্স গঠন করা হউক।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য কনক্লুড করুন ।

শ্রীরতনলাল নাথ :— করছি স্যার, এখানে রিপ্লাই আছে যে অনেক জনকে চাকুরী দেওয়ার পর আর চাকুরী দিতে পারেনি।

মিঃ স্পীকার :— আপনি শেষ করুন। আর কত সময় নেবেন ? আপনার সাজেশান শেষ করুন।

শ্রীরতন লাল নাথ :— শেষ করছি স্যার শেষ করছি। এই প্রস্তাবগুলি আমার আছে এবং পাঞ্জাব এবং কাশ্মীর রেডিও, টি, ভি, এবং পত্র পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার কর্মসূচী আছে উগ্রপন্থীদের ব্যাপারে। স্যার আমি গত কালকে প্রিভিলেজ মোশান আনব ফোড মিনিস্টারে এগিনিস্টে। কারণ খাদ্য দপ্তরে যে সব দুর্নীতির কথা উঠেছে আমার কাছে সমস্ত রেকর্ড আছে। আমি রেফারেন্স দিয়েছিলাম তা আছে। কম্পিউটার কেনা নিয়ে সারা রাজ্যে কি ধরনের দূরনীতি হচ্ছে সেইতথ্য আমার কাছে আছে। সুতরাং সেই সমস্ত দূরনীতির কথা বলে লাভ নেই। বাস্তব দিকে আসুন। কনষ্ট্রাকটিভ আলোচনা নিজেরাই করবেন না। ৫/৬ মিনিটে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই রকম ভাবে চলতে দেওয়া যায়না আপনারা বললে হ্যাঁ নিশ্চই চলতে দেওয়া যায়না। এটা গুণ্ডারাজ চলছে।

মি: স্পীকার :— কনক্লুড করুন, আপনার ১০ মি, প্রায় হয়ে গেছে। শেষ করুন।

শ্রীরতন লাল নাথ :— স্যার, এই গুলি নিয়ে দুইদিন ডিস্‌কাশনের সুবিধা দেওয়া হউক অথবা হাউজের বাইরে নয়তবা এই হাউজে। সেখানে আমরা সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী এবং প্রস্তাব দেব। এবং ইতিমধ্যে আমরা যে প্রপোজাল দিয়েছি তা কার্য্যকরীর জন্য যাবে, ধন্যবাদ।

মি: স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

নিয়ে আমরা এখানে আড়াই ঘন্টা ধরে আলোচনা করছি। বিষয়টা এই নয় যে, আমরা এই প্রথম করছি। এই সেসানে এবং এর আগের সেসানেও বার বার আমরা আলোচনা করেছি। এই বিষয়টি নিয়ে যখন আলোচনা করার জন্য আজকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, আমরা তখন এগ্রি করেছি। বলেছি, আপনি রাজী থাকলে আমরা অন্য আলোচনা বাদ দিয়ে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব। আমি সুনির্দিষ্ট ভাবে বলতে চাই। মূল বিষয় হচ্ছে, সমস্যার সমাধান কি ভাবে হবে? ইতিহাস ঘাটাঘাটি করে লাভ নেই। ইতিহাস কথা বলে। আর সত্যের বিকল্প সত্যই। অন্য কিছু বিকল্প নয়। আমরা কি কথা বলেছি তা নয়। প্রথম কথা হচ্ছে, উগ্রবাদীদের দৌরাত্ম বাড়ছে এটা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। কেহ অস্বীকার করছে না। এই দৌরাত্ম বন্ধ করার জন্য এই মুহূর্তে আমাদের কি করা দরকার। আমি আগেও বলেছি, আবারও বলছি, কি ঘটনা ঘটছে। স্যার, এই জায়গায় ত্রিপুরার সঙ্গে বাংলাদেশের বর্ডার হচ্ছে, ২০০ কি, মিটার। ঘটনা করার পর ক্রস করছে। দুর্ভাগ্য হলেও সত্য যে, এই রাস্তা করার জন্য গ্রীফের আণ্ডারে এখানকারই কিছু শ্রমিক কাজ করেছিলেন। বি. এস, এফ, চৌকি আছে। তাদেরই এসকর্ট করার কথা। সে দিনও গাড়ী করে নিয়ে যাওয়ার সময় বি. এস, এফ, থেকে তাদের বলা হয়েছে, আপনারা যান, আমরা আসছি। এর উপরে বিশ্বাস করে তারা রওয়ানা হয়েছে। কিন্তু এস কট ফলো করে নি। পথে তাদেরকে গাড়ী থেকে নামাল, দৈহিক নির্যাতন করলো ফায়ার করল। সেখান থেকে যে ৩/৪ জন সৌভাগ্যবশতঃ বেঁচে এসেছে তারা বলেছে, আমরা ভাবছি বি. এস. এফ. এসে যাবে। আমরা প্রাণে বেঁচে যাব। দেখা গেল, সমস্ত ঘটনা হয়ে যাওয়ার পর তারা এসে কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে। এর আগেই যা ক্ষতি হবার তা হয়ে গেছে। ঘটনা ঘটিয়ে বাংলাদেশে চলে গেছে। আমাদের একটি মহকুমা আছে, উদয়পুর, যার সঙ্গে বাংলাদেশের টাচ নেই। সেটা ছাড়া বাকী সব কয়টা মহকুমা বাংলাদেশের টাচে আছে। একটা নির্দিষ্ট এলাকাকে চিহ্নিত করে আমরা বলেছি এখানে ফ্রেন্সিং দিতে। আমি এর আগেও বলেছি- ৮৩৯ কি, মিটার এলাকার মধ্যে ৪৪১ কি, মিটার সেনসেটিভ। ওখানে ফ্রেন্সিং দিতে বলেছি। ফ্রেন্সিং দিলে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে তা নয়। তবে ওটা একটা প্রাথমিক বাধা। ডাইরেকট আসা যাওয়ার পথে বাধা। যারা সীমান্ত চৌকি পাহারা দিচ্ছে তাদেরও সুবিধা হবে। আমরা বলেছি কিন্তু হয় নি। গত ৫ তারিখের মিটিংয়েও বলেছি। আমাদের এই প্রস্তাব স্বীকৃত হয়েছে। এই ৪৪১ কিলোমিটার রাস্তাতো এক সঙ্গে করা যাবে না। ফাইজ ম্যানারে করার কথা বলেছি। যখন থেকে বলেছিলাম, তখন থেকে হলে একটু করে এতদিনে হয়ে যেত সেনাবাহিনীর মধ্যে কেহ কেহ বলেছেন, এটা ওয়েষ্টফুল অ্যাকসপেণ্ডিচারা আবার সেনাবাহিনীর মধ্যে কেহ কেহ বলেছেন পাঞ্জাবে

ফ্রেন্সিং দিয়ে ভাল ফল পাওয়া গেছে। পাঞ্জাবে তো ফ্রেন্সিং-য়ের মধ্যে ইলেকট্রিক কারেন্ট সংযোজন করে দেওয়া হয়েছে। টাচ করলেই শক খাবে। আমরা বলেছি, এ সবের দরকার নেই। তাহলে তো মরে যাবে। শুধু ফ্রেন্সিংই করা হোক। কারণ, উগ্রবাদীরা যদি শুধু ষ্টেটে মধ্যে থেকেই এটা করত, তাহলে তাদেরকে এই ব্যাপারে একটা যুৎসই মোকাবেলা করা সহজ হতো।

এটা ব্যাখ্যা করার কোন দরকার নেই। মিলিটারী সাইন্স সম্পর্কে আমার খুব বেশী সেন্স আছে বলে আমি মনে করি না। সেই সেন্স আমার নেই। এই হাউসে আমি বলেছি যে— প্রধান মন্ত্রীর কাছে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নিকট, প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর নিকট বলেছি বাংলাদেশে কোথায় কোথায় এন, এল, এফ টি এবং এ, টি, টি, এফ ঘাঁটি করে আছে, ত্রিপুরা রাজ্যের কোন সীমান্ত থেকে কতটুকু দূরে-পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিনে আমরা এটা চিহ্নিত করে বলেছি। ওখানে শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের দুই উগ্রবাদী সংগঠনই না সেখানে এন, এস, সি, এন, উলফা এবং পি, এল, এ তাদের অবাধ গতি। ঘটনা আমাদের এখানে যা ঘটছে সেটা আমি কম বলছি না। এটাই আমাদের জন্য বেশী। হোম মিনিষ্টারের ডাক সাড়া দিয়ে আসামে, নাগাল্যাণ্ডে এক বছরের জন্য সীজ ফায়ার হয়েছে। তার মধ্যে এন, সি, এন এর আর একটা গ্রুপ যারা তার মধ্যে আসছে না, এটা মানছে না, তারা তারপরও কতগুলি এ্যাটাক করে যাচ্ছে। একজন আর্মি অফিসার আমাকে বলেছেন, 'আপনার রাজ্য ছোট। ছোট পাত্রের মধ্যে গরম জল রাখলে তার থেকে যে ধুঁয়া বের হয় এটার ব্যাপক মারাত্মক ভাবে অনুভূত হয়। আর বড় পাত্রের মধ্যে রাখলে পরে সেটা থেকে যে ধুঁয়া বের হয় সেটা চোখে পড়ে না। ফলে এতটা উদ্বিগ্ন হচ্ছেন কেন? আমি তার সাথে সহমত পোষণ না করে বলেছি এই সমস্ত বললে তো হবে না, আমরা এর থেকে মুক্তি চাই। একটা ঘটনাও কেন ঘটছে এর থেকে আমরা মুক্তি চাই। আমাদের রাজ্যটাকে ওরা করিডোর হিসাবে ব্যবহার করছে। ঘটনা যা ঘটছে তাতে ক্ষতি হচ্ছে। করিডোর হিসাবে এন, এল এফ, টি, টাইগার ফোর্সই নয় এন, এস, সি, এন, উলফা এবং পি, এল, এ ও করিডোর হিসাবে ব্যবহার করছে। ফলে সমস্যা হচ্ছে। ওখানে ওদের মিটিং হচ্ছে, কোর্ডিনেশান হচ্ছে, এখান দিয়ে ঢুকছে, ঢুকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গা গুলিতে চলে যাচ্ছে। এই কারনেই ত্রিপুরার সমস্যা আরও বেশী বারছে। এখানে যখন আমরা ষ্ট্রিনজেন্ট মেজার দিতে শুরু করেছি, আমাদের নিতেই হবে, তারা তাদের অবাধ গতির যে ব্যবস্থা এটাকে সুনিশ্চিত করার জন্য আক্রমনটা তীব্র থেকে তীব্রতর করার চেষ্টা করছে। এই ব্যাপারটা আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করছি। আর্মিকে প্যারা মিলিটারী ও বি, এস, এফকে আমরা বুঝাবার চেষ্টা করছি কলে এখানে বর্ডার সীল আপ করা অত্যন্ত প্রয়োজন দ্বিতীয়তঃ, বাংলাদেশে তাদের যে ক্যাম্প

গুলি আছে সেগুলি বন্ধ করতে হবে। এগুলি ডিমলিশ্ করতে হবে। ওখান থেকে যারা ট্রেনিং নিচ্ছে তাদেরকে ভারত সরকারের হাতে তুলে দেওয়া দরকার। তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে সেটা ভারত সরকার ঠিক করবেন। আসামের উলফার যে নেতা বাংলাদেশে ধরা পড়েছে, এখনও সে বাংলাদেশ সরকারের হেফাজতেই আছে। ভারত সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয় নি, ভারত সরকার দাবী করা সত্বেও। এই ভাবে আন্তর্জাতিক সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। এই জায়গায় বিরোধীতা করার কোন কারন নেই। এগুলি ডিমোলিশ করতেই হবে। না হলে সমস্যার সমাধান হবে না। শুধু বর্ডার সীল করলেইতো হবে না, তারপরও লোক ঢুকবে। একটা লোকের যদি একটাই প্রোগ্রাম থাকে ক্ষতি করার তাহলে এ দিক দিয়ে ঢুকতে না পারলেও অন্য দিকে ঢুকবে। আমাদের ৮৩৯ কি, মি বর্ডার এরিয়া। এত বড় এরিয়াতো আমরা এক সাথে করতে পারছি না। ৪৪১ করলেও তো আমরা প্রতি এক ইঞ্চি পরপর লোক দাঁড় করিয়ে রাখা যাচ্ছে না। কাজেই বাস্তব একটা সুষ্ঠ: মীমাংসা হওয়া দরকার। দুই জন প্রধান মন্ত্রী—ঠিক আছে দেব গৌড়াজী নেই বাজপেয়ী সাহেব আছেন, হি ইজ নট ডিসওনিং দ্যাট ষ্টেটমেন্ট। বাংলা দেশের প্রধান মন্ত্রী ষ্টেটমেন্ট উইথড্র করছেন না। আমি প্রধানমন্ত্রী, ফরেন মিনিষ্টার এর সাথে আলোচনা করেছি এটা কি হচ্ছে ? আমাদের যে রিসার্চ এ্যাণ্ড এনালাটিক্যাল আছে ভারত সরকারের, তাদের রিপোর্ট এটা। ৫ তারিখে মিটিং হলো দিল্লীতে হোম মিনিষ্টারের এবং ফিনান্স মিনিষ্টারের সঙ্গে সেখানে আমাদের এই বিষয়গুলি দেখভাল করেন কেন্দ্রীয় সরকারের যে দপ্তর, সে দপ্তর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের আণ্ডারে থেকে তাঁর যে মুখ্য পরিচালক তিনি সমস্ত ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন।

এন, এল, এফটিকে সাহায্য করে, টাইগার ফোর্সকে কে সাহায্য করে এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের কোন কোন সেনাবাহিনী সেখানে যায়। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তার জন্য তো আমাদের সবার তরফ থেকে বলতে হবে। তৃতীয়ত এখানে যেটা আমরা বলেছি সেটা হচ্ছে ফোর্স বাড়ানোর ব্যাপার এই নিয়ে তো আমার মনে হয় মাননীয় বিরোধী সদস্যদের আপত্তি থাকতে পারে না কারণ মাননীয় সদস্য শ্যামা বাবু পরিষ্কার বলেছেন ২৭টি জায়গায় আমরা যদি উপদ্রুত ঘোষণা করে দিতে পারি তাহলে এই ২৭ জায়গায় আর্মি তাদের থাকা উচিত তাহলে তো সুবিধা হবে কিন্তু সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। এক একটা থানায় এক একটা ব্যাটেলিয়ানের কথা বলছি না। একটা ব্যাটেলিয়ান মানে ৬ কোম্পানী আর্মি সেটা আমি এই ভাবে বলছি না। মিনিমাম যেটা এবং কতগুলি সেনসেটিভ এরিয়া সেখানে তাদের দায়িত্ব নেওয়ার প্রশ্ন কারণ সেখানে সমস্যা রয়ে গেছে এই জায়গায় ফোর্স লেবেল বাড়াতে হবে। এ, সি, সি, নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের এ, সি, সি

পরিচালনা করেন চীফ সেক্রেটারী। আমি আসামের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি যে, আপনাদের এখানে তো উগ্রবাদী সমস্যা আছে এটা মোকাবিলা করার জন্য কি পদ্ধতি নিয়েছেন? আপনাদের কি কোন কমিটি আছে? তখন উনি বললেন 'হ্যাঁ কমিটি আছে'। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম কে এই কমিটি পরিচালনা করেন? তখন উনি বলেন 'চীফ সেক্রেটারী পরিচালনা করেন'। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম আপনি কি এই কমিটিতে যান? তখন উনি বললেন জেনারেলি যাই না তবে যাওয়ার আগে তারা আমার সঙ্গে কথা বলেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তারা আমাকে জানাতে চেষ্টা করেন। তারপর উনাকে জিজ্ঞাসা করি এতে কি কোন অসুবিধা হচ্ছে? তখন উনি বলেন না। কিন্তু মনিপুরে সম্ভবত: এই ব্যাপার শ্যামাবাবু যা বললেন সঠিক বলেছেন রিয়েলি খুব জটিল অবস্থা। এখান থেকে দাঁড়িয়ে গত এক বছর আগে থেকে বলা হবে ফোর্স বাড়ানোর জন্য, কিন্তু তার পরিবর্তে দুই ব্যাটেলিয়ান ফোর্স তুলে নেওয়া হলো। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার একবারও বলছেন না যে আপনাদের যে ফোর্সের দাবী এই দাবী অযৌক্তিকতা কিন্তু বলছে না এবং দিচ্ছেন না। এই সময়ের মধ্যে গত দুই দিন আগে আদবানীর সঙ্গে কথা হয়েছে, অন্যান্যদের সঙ্গে কথা হয়েছে। যত বারই কথা বলেছি তত বারই তিনি বলেছেন আই য়ুয়িল সি ইউল, ইউ য়ুয়িল সি। এর কি অর্থ? আমি ও তাদের বলেছি যত বারই বলছি তত বারই তো একই কথা বলেছেন কিন্তু হচ্ছে না তো কিছু। কিছু মানুষ মারা যাচ্ছে। উদ্বেগ বাড়ছে উৎকণ্ঠা বাড়ছে, জটিলতা তৈরী হচ্ছে আপনাদের কি কোন দায়িত্ব নেই? ত্রিপুরা কি শুধু মাত্র ৩১ লক্ষ মানুষ আমরাই আমাদের সব কিছু হর্তা, কর্তা, বিধাতা, এটা কি ভারতবর্ষের অঙ্গ রাজ্য নয়? সেণ্ট্রালের কোন দায়িত্ব থাকবে না? আদবানী সাহেব বয়স্ক মানুষ উনি বলেছেন, না, না আমি দেখছি এই ভাবে কেন বলছেন? এই জায়গায় দাঁড়িয়ে ফোর্স বাড়ানো হবে ফোর্স না বাড়ালে তো হবে না। কারণ এই ফোর্স তো মন্ত্রীদের পাহাড়া দেবার জন্য নয়। মানুষের নিরাপত্তার জন্য এটা দরকার। ফোর্সের উপর, কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপর চিরস্থায়ী নির্ভরশীলতা এটা আমরা চাই না। বরং এটাকে আরও শক্তিশালী করতে হবে তার জন্য আমরা ধীরে ধীরে উদ্যোগ নেওয়ার চেষ্টা করছি কিন্তু এ জন্য পয়সা লাগে, সীমাবদ্ধতাও আছে। আমিও বলেছি এই বাজেটের মধ্যে পুলিশ খাতে যদি আর কম ধরতে পারতাম তাহলে আমরা সবচেয়ে বেশী খুশী হতাম, কিন্তু উপায় নেই, পরিস্থিতি আমাদের এই জায়গায় নিয়ে গেছে। এটা রেইস করতে একটু সময় লাগবে। এটা চাইলেই কিন্তু রেইস করা যায় না যেমন গাছ লাগালেই এক সঙ্গে ফুল ফল হয় না তেমনি সেটাও হচ্ছে আস্তে আস্তে। এটারও সময় লাগবে কিন্তু এটাকে সেই ভাবে পুর্ণাঙ্গ চেহারা দিতে গেলে যে সাহায্য দরকার আমাদের রাজ্যের যে হেতু সহায়

সবল কম আমাদের কেন্দ্রের সহায়তা দরকার। তাই এইগুলি নিয়ে আমরা সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিয়েছি, আগেও দেওয়া হয়েছে। গত ৫ তারিখের মিটিং-এ ডিটেলস্ বলেছি এবং সেখানে তারা কথা দিয়েছেন সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে বসবেন। আমি জানি না এই মিটিং-এর জন্য দুই মাস সময় নিয়েছেন। কারণ এই মিটিংটা দুই মাস আগে হওয়ার কথা ছিল। এখন আবার বলছেন সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কত দিন লাগবে আমি জানি না। এটার জন্য আবার কত বার চিঠি লিখতে হবে আমি জানি না, এটার জন্য আবার কত বার বলতে হবে আমি জানি না। ওখানে বসবেন এবং আমাকে বলেছেন আপনারা যে প্রস্তাবগুলি দিয়েছেন সেগুলি আমরা দেখব। পাঞ্জাবের মত একটা রাজ্য আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে অর্থনৈতিক কৃষিতে তো তারা আমাদের দেশের মধ্যে যদি বলি তাহলে দারুন সাফল্য অর্জন করেছে এবং তাদের এই অ্যাকটিভিটিস্ রিলেশান এ্যাকস্‌পেনডিচার ৮ শত কোটি টাকা এটা প্রধানমন্ত্রী দিয়ে দিলেন। কাশ্মীরের জন্য দিচ্ছেন, আসামের জন্য দিচ্ছেন কিন্তু আমাদের রাজ্যের জন্য তো মাত্র ৩০ থেকে ৩৫ কোটি টাকা লাগে সেই টাকাও আমরা পাচ্ছি না।

এটা বিদুরের ক্ষুদের মত। তাহলে সমস্যা এখানে, টাকা-ত দিতে হবে, সাহায্য করতে হবে। তা না হলে অসুবিধা হয়ে যাবে। একদিকে ষ্টেট পুলিশকে মর্ডানাইজেশানের জন্য আমরা যে উদ্যোগ নিচ্ছি তাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সাহায্য করতে হবে না হলে আমাদের আদার ডেভালাপমেন্টের যে এ্যাক্‌টিভিটিস অ্যাক্‌সট্রিমিষ্টদের ডিল করার জন্যও যে ডেভেলাপমেন্টের কাজটা আমাদের করতে হবে সেটা হেম্পার করে দেবে। এটা ইনডাইরেক্‌টলি কিন্তু অ্যাক্‌সট্রিমিষ্টদের কিন্তু সুবিধা হয়ে যাবে। কাজেই ওখানে যাতে আমাদের পয়সাটা কম খরচ হয় তার জন্য কেন্দ্রকে সাহায্য করতে হবে এই কথাটা আমরা বলেছি এবং অ্যাক্‌সট্রিমিষ্ট রিলেটেড যেসব অ্যাক্‌সপেনডিচার সব বেয়ার করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে। এটা-ত দল বা পক্ষ প্রতিপক্ষের প্রশ্ন নয়। কাজেই এটার মধ্যে বিরোধীতা থাকা কোন কারন নেই। এটাই-ত আমাদের মূল প্রশ্ন। এছাড়া এখানে তৃতীয় যে বিষয়টা, সেই বিষয় সম্পর্কে আমি বলতে চাইছি, সেটা হচ্ছে যারা উগ্রপন্থীর পথ বেছে নিয়েছে তারা আমার-ত ধারনা এবং এই হাউসের অধিকাংশ হয়ত এতে দ্বিমত পোষণ করবেন না যে, লার্জ মেজরিটি অফ দেম তারা মিসলিড হচ্ছে একটা অত্যন্ত ছোট অংশের যারা তাদের নেতৃত্ব করেছে। ঢাকা, বার্মা, ভুটানে সময়ে সময়ে তাদের মধ্যে কেউ নাকি আরও বিদেশে যায়, পাঁচতারা হোটেলে থাকে বিয়েসাধি করে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে এবং এরা স্কুলে পড়ে। এগুলি শুনি, সত্য-মিথ্যা কিনা জানিনা। এরা এবং এদের অনুসারী লাইন কিছু লোক ছাড়া বাকী যারা অধিকাংশ একেবারে নিঃস্ব-নিঃস্বতর উপজাতির

ঘরের ছেলে, জুমিয়া ঘরের ছেলে। ফাইভ্, সিক্স, সেভেন পর্য্যন্ত পড়াশুনা করা, এদের মধ্যে গ্র্যাজুয়েট কয়টা ছেলে আছে? নাইন, টেন পড়া ছেলের সংখ্যাও কম। কাজেই সেইদিক থেকে যেটা বলছি, তাদের পরিবারগুলি শেষ হয়ে যাচ্ছে। প্রথমতঃ যে পরিবারের ছেলে যাচ্ছে সেটা গ্রামের মানুষ জানে। এরা মনে করে গোটা পরিবারটা এর জন্য দায়ী। কোন বাবা, মা চাননা তার ছেলে অস্ত্র নিয়ে তার স্ত্রীকে ছেড়ে, তার ছেলেকে, মেয়েকে ফেলে জঙ্গলে ঘুরুক আর তাকে পুলিশ খুঁজবে এবং পেলে পরে তাকে পাখীর মত গুলি করে মেরে দেবে। কোন বাবা-মা এটা চাইতে পারে না। এটা আমি বিশ্বাস করিনা। কাজেই এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এদের দিকে নজর রেখেই আমাদের বক্তব্য যে ভুল পথ থেকে ফিরে আসুন। কাজেই, এইযে বলাটা, এটা কিন্তু দুর্বলতা নয়। এটা টেম্পারিং না, এটা সমস্যা থেকে বেড়িয়ে আসার জন্য বাস্তব সম্মত দৃষ্টিভঙ্গি। এটা আমাদের দেশে সব জায়গায় আছে। কাশ্মীরে আছে, হয়েছে, এখনও হচ্ছে পাঞ্জাবে হয়েছে, নাগাল্যাণ্ডে-ত আলোচনাই চলছে, আসামে আলোচনা চলছে, মনিপুরে আলোচনা চলছে, আমরা দরজা খোলা রেখেছি আলোচনা করতে। আন ল ফুল ডিক্লেয়ার করার পরেও আমরা বলেছি, এই দৃষ্টিভঙ্গী না থাকলে পরে, দরজা বন্ধ করে দিলে পরে যারা সর্বনাশ করতে চাইছে এটা ইনডাইরেক্টলি তাদেরকে সাহায্য করা হবে। দরজা-ত বন্ধ আর কি করে যাব, এখন যখন আমাদের জন্য দরজা বন্ধই, তাহলে-ত আমাদের আর কোন বিকল্প নেই। সেকেণ্ড থটের কোন সুযোগ থাকবে না। এই সেকেণ্ড থট, থার্ড থটের জন্য আমরা বলেছি দো বোথ অফ দি অরগেনাইজেশান ডিক্লেয়ারড আন-ল-ফুল স্টিল অ্যাক্সট্রিমিস দে ওয়ান্ট টু টক। আমরা বলেছি, কারোর আপত্তি থাকার কথা নয় এই জায়গাটায় প্রশ্নটা যেটা উঠেছে তারা যদি ফিরে আসতে চায়, রিহেবিলিটেশনের ব্যবস্থা করতে হবে। এটা-ত অসন্তোষ প্রকাশ করলে চলবেনা। ঘর-ত তার নষ্ট হয়েছে। সে ভুল করে হোক, যে ভাবে হোক নতুন করে ঘর তোলার জন্য সুযোগ দিতে হবে, সাহায্য করতে হবে তাকে। কাজেই কুয়ায় যখন ছেলেটা পড়ে, তখন তাকে গিয়ে কেউ জিজ্ঞাসা করে না কি করে পড়লি? তাকে প্রথম সবাই তুলে তোলার পরে তাকে কেউ চড় থাপ্পর মারেনা, তাকে প্রথম হাসপাতাল নিয়ে যায়, সুস্থ করার চেষ্টা করে। তা যদি ঘটনা হয় তাহলে যারা মিসলিড হচ্ছে তারা যদি ফিরে আসতে চায়, ফিরে আসার জন্য তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। নতুন জীবন, নতুন ঘর বাঁধার জন্য তাকে সাহায্যকরতে হবে। এটা আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিতে নিয়েছি। বিষয়টা এবং সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট আমাদের যেটা জানিয়েছেন, তারা সারেনডারের পলিসি কি হবে তারা এটা তৈরী করার চেষ্টা করছে আমরা

বলেছি পলিসি ইনক্লুডিং প্যাকেজ তোমরা কর। রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার আমরা মিলেই এটা কার্যকরী করতে চাই। খুব তাড়াতাড়ি করার চেষ্টা কর। লাষ্ট ৫ তারিখের মিটিং-য় আমরা এই কথা বলেছি। আমাদের ৫ তারিখের যে মিটিং তখন তারাই বলেছে যে আমরা প্রিপেয়ার করছি এবং ঐ যে রিলেটেড কোয়েশ্চন অ্যাক্সপেনডিচারের কথা বলেছি এটাও তারা লেইড- ডাউন করেছে গাইড লাইন। সেটা আমি বলেছি আগের মিটিং-এ কোন্ কোন্ বিষয় আসবে, কোন কোন বিষয় আসবে না। ঠিক আছে যেটা যেটা আসবে সেটার টাকা আমাদের দিয়েদাও. যেটা আসবে না, সেটা পরে আমরা তর্ক করব, এটা আমরা বলেছি তাদেরকে। কাজেই আমাদের এখানে এর আগে সরোন্ডার করেছে টি, এন, ভির সংগে চুক্তি হয়েছে, তার একটি চুক্তিপত্র আছে। এ, টি, পি, এল, ওর সংগে তার একটা চুক্তিপত্র আছে, এগুলি আমরা খুজে বের করার চেষ্টা করছি।

বা এ টি টি এফ-এর সঙ্গেও তার একটা চুক্তিপত্র আছে এগুলি আমরা পরীক্ষা করে দেখার চেষ্টা করছি। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট যখন বলছে এজ এ হোল এটা আমরা নিতে চাইছি, আমরা এটা বলেছি যে আমাদের সেনাবাহিনীর বন্ধুদের তরফ থেকে সরাসরিভাবে আমার সঙ্গে কথা বলেছেন যে কিছু এরকম সারেণ্ডার করতে চান তারা টাকা চায় পয়সা চায়, এই-চায় সেই চায় মামলা মকদ্দমার অনেক প্রশ্ন তুলেছে, এগুলি নিয়ে আপনাদের কি বক্তব্য। আমি পরিস্কার তাদেরকে বলে দিয়েছি আপনারা ডিস্কাশন, শুরু করুন আমাদের কোন আপত্তি নেই. তারা কি বলে দেখুন, এটা সবটাই ভারতবর্ষের সংবিধানের চুক্তি কোন রকম বিচ্ছিন্নতাবাদীর যে দাবী সেই দাবীর উপর ভিত্তি করে কোন আলোচনা চলতে পারে না। কাজেই যে সমস্ত অর্থনৈতিক বা গণতান্ত্রিক যে দাবী গুলি আমাদের এই ফ্রেমের মধ্যে রেখে আলোচনা করে তার মীমাংসা করা যায় তার জন্য টেবিলে বসার কোন অসুবিধা নাই আমরা এটা তাদেরকে কথা দিয়েছি এবং তার সঙ্গে আমরা এটাও বলে দিয়েছি যে, যারাই সারেণ্ডার করতে চাইবেন তাদের সংখ্যা পরিচিতি এবং তাতে তাদের কি টার্মস আছে এগুলি তারা দিক, দিলে পরে আমাদের পুলিশের তো একটা রেকর্ড আছে সবজিনিস হয়তো পুলিশের রেকর্ডে নাও থাকতে পারে, এটা মিলিয়ে দেখতে হবে কার নাম আছে কি ব্যাপার। শুধু একজন বলল আর অমনি বলে দিলাম ঠিক আছে সারেণ্ডার করিয়ে দিন এভাবেতো চলতে পারে না। কাজেই একটা পদ্ধতি মেনে চলতে হবে, আপনারাও সাহায্য করুন, আমরা এখানে খোলা মন নিয়ে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছি। গত

কালকে এই বিধানসভায় মাননীয় সদস্য শ্রীবিজয় রাংখল মহাশয় যে পত্রিকার ব্যাপারটা উল্লেখ করেছেন, আমিও সেটা দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় দেখেছি, উনি ঠিকই বলেছেন, ফেকসতো জার জঙ্গল থেকে হয় না, ফেক্স্ জঙ্গলে থাকে না। এটা কোন না কোন শহর থেকে হয়েছে যেখানে ফেক্স আছে, ত্রিপুরাতে তো আছেই ত্রিপুরার বাইরেও কয়েকটা বাহিরে ফেক্স আছে, এখানে দিল্লী থেকে বা কলকাতা থেকেও যেতে পারে সেটা অনুসন্ধান করার চেষ্টা আমি করছি। এটা যারা করে তারা হচ্ছে সম্ভবত টাইগার ফোর্সের পলিটিক্যাল আউটফিট, কারণ তারা বিভিন্ন লিডার ক্ষেত্রে মাঝেমাঝে এগুলি করার সুযোগ পায়। বিজয়বাবুই বলেছেন যে এগুলিতো আমাদের কনস্টিটিউশন্যাল অর্বিট-এর বাহিরে এগুলির উপর ভিত্তি করে আলোচনা চলে ? যাই হোক, তারা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছেন, সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট যদি এর পরে এর ভিত্তিতে কথা বলতে চান আমরা বাধা দেব না, আমরা ষ্টেট গভর্ণমেন্টকে বাধা দেব না। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে ৫ তারিখের মিটিং-এ বলে এসেছি, ওখানে সাংবাদিকরা জিজ্ঞাসা করেছেন বলেছি এবং আগরতলায় ফিরে আসার পর সাংবাদিক বন্ধুরা আবার কথা বলেছেন। আমি সেখানেও বলেছি যদি কোন উগ্রবাদী গোষ্ঠী কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলতে চায় রাজ্য সরকারকে মোটেই আমরা বাধা দেব না, তারা যদি আমাদের বলেন যে, তোমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আমাদের কথা বলার সুযোগ করে দাও আমরা উদ্যোগ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে বলব আপনারা এগিয়ে আসুন, কথা বলুন। আর আমাদের সঙ্গে যদি কথা বলতে চান তো কোন আপত্তি নেই, আমরা কথা বলতে রাজী আছি। তারপরের প্রশ্ন যেটা সেটা হচ্ছে, ডিভেলপমেন্ট, এখানে মূল যে বিষয়টা সেটা নিয়ে কাদা ছোড়াছুড়ি, তর্ক বিতর্ক যাই আমরা করিনা কেন, এটা যদি কেউ অস্বীকার করে তাহলে কিন্তু গোড়া কেটে জল ঢালা হবে। কোন কারণ ছাড়া এই সন্ত্রাসবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, কোন দল বা কোন ব্যক্তি বা কোন নেতৃত্ব তাদেরকে এইভাবে প্ররোচিত করে এখানে এনেছে সেটা পরের কথা, কিন্তু কোন কিছুর ভিত্তি না থাকলে পরে কারও কথায় মানুষ পাগলামী বছরের পর বছর করে না, এটা বুঝতে হবে। কাজেই কারণতো একটা আছে, সেটা কি, বঞ্চণা, তা এখন তার সমাধানের যে রাস্তা তারা বেঁছে নিয়েছে সেটা সঠিক নয় সেটাকে আমরা সমর্থন করতে পারি না। তাহলে এই জায়গাটার মধ্যে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে ডিভেলাপমেন্টের প্রশ্ন, শিক্ষা দীক্ষার প্রশ্নে এবং কৃষ্টি সংস্কৃতির প্রশ্নে এবং চাকুরীর প্রশ্নে। এখানে বিজয়বাবু যেটা বলার চেষ্টা করেছেন যে, কাশ্মীরের মধ্যে বা নাগাল্যাণ্ডের মধ্যে যারা সারেণ্ডার করেছে তাদের যেটা হচ্ছে, তা কেন্দ্রীয় সরকার যদি এই ব্যাপারে আমাদের

সঙ্গে আসেন আমি কথা বলব আমাদের তো আপত্তির কিছু নেই। আমি গত ৫ তারিখের মিটিং-এ বলেছি যে, ত্রিপুরার জন্য দরকটা আলাদা আসাম রাইফেলস ব্যাটেলিয়ান কর এবং এখান থেকে রিক্রুটমেন্ট কর এবং এখানে সারা দেশের যে রিজার্ভেশান আছে ট্রাইবেলদের জন্য এই রিজার্ভেশান এখানে এপ্লাই করলে হবে না। ত্রিপুরার যে রিজার্ভেশান আছে এটাকে নেওয়ার চেষ্টা করুন। কারণ সারা দেশে ট্রাইবেলদের সংখ্যা কম আমাদের ত্রিপুরায় ৩১ পারসেন্ট আছে ট্রাইবেলদের সংখ্যাটা, দরকার হলে এটাকে আরও বেশী হলেও এখান থেকে ট্রাইবেল ছেলেদের নেওয়ার চেষ্টা করুন। এট দা সেইম টাইম আমরা প্রস্তাব করেছি, দ্যা এডিউকেশান কোয়ালি-ফিকেশন ফারদার রিলাক্স করার জন্য।

এ্যাজ অ্যাণ্ড হাইট, এইটাকেও রিল্যাক্স করার জন্য চেষ্টা করেছি। অল, দিজ প্রোপোজেল হ্যাভ বীন পুট টু দ্যা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট অন বিহাফ অব দ্যা ষ্টেট গভার্ণমেন্ট। দেখুন আমরা সবাই যদি এই হাউসে একমত হই তাহলে উপজাতি ছেলেমেয়েদের যারা চতুর্থ শ্রেণী চাকুরী পেতে পারেন তারজন্য ন্যুনতম কুয়ালিফিকেশান যা দরকার হয় এইটাকে আরো রিল্যাক্স করতে পারি। আমরাতো ক্ষমতায় এসে কিছু রিল্যাক্স করেছি। শিক্ষকের চাকুরীর ক্ষেত্রে কক্-বরক টিচারদের চাকুরীর ক্ষেত্রে এবং চতুর্থ শ্রেণীর চাকুরীর ক্ষেত্রে যেখানে ক্লাস এইট ছিল সেটাকে ক্লাশ-ফাইভ করেছি। এই জায়গায় যদি এর পরেও কোন প্রস্তাব আসে নিশ্চয়ই আমরা রেসপোন্স করব। এই ব্যাপারে আমাদের আপত্তির কিছুই নেই। কাজেই সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে ডেভেলাপমেন্টের মানে জমির যে সীমাবদ্ধতা এটাকে বিবেচনায় রেখে তাদের আর্থিক যে পশ্চাদ্-পদতা এটাকে দূর করার জন্য তাদেরকে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য শিক্ষাদীক্ষা তাদের সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর পাশাপাশী এটা করতে হবে। এবং এটা আমাদের সীমাবদ্ধতার মধ্যে আমরা চেষ্টা করছি। এই ব্যাপারে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগীতা চাইছি। কিন্তু এই কাজগুলি বিঘ্নিত হচ্ছে সন্ত্রাসবাদের ফলে। এই ধরুন রাস্তায় একটা গোলমাল হলো ফলে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলো। অথচ এই রাস্তাটা না হলেতো ডেভেলাপমেন্টের কাজ করা যাবে না। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলে কিভাবে কাজ করা সম্ভব হবে। ফলে কোন গ্রোথ সেন্টারের ডেভেলপমেন্ট করা যাবে না। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলে অসুবিধাটা কার? এখানে মাননীয় সদস্য শ্যামাচরনবাবু বলে-ছেন মানিকপুরের কথা। সমস্ত কিছুই আছে, বোর্ডিং হাউস এর জন্য টাকা পয়সা আছে, স্কুলবাড়ী আছে, কিন্তু তবু স্কুল চালু করা যাচ্ছে না। এই জায়গার মধ্যে এটা একটা চ্যালেঞ্জ ছোড়ে দিচ্ছে। কাজেই এই জায়গায় যদি আমরা ডেভেলাপমেন্ট এ্যাকটিভিটিজ চালাতে চাই এবং

রিহাবিলিটেশনের যে একটা সর্ব্ববাদীসম্মত একটা ব্যবস্থা নিতে চেষ্টা করছি, তারপরেও যারা এই কাজটা চালাবেন তাদের তো এইখানে শৈথিল্য দেখানোর কোন সুযোগ নেই।

আমরা ফোর্স চাইছি এবং বাংলাদেশ বর্ডার একেবারে সীল করে দেবার জন্য বলেছি এবং বাংলাদেশে উগ্রপন্থীদের যেসব ক্যাম্প রয়েছে সেগুলিকে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে সেগুলি ডেমোলিশ করার কথা আমরা বলেছি। এখানে এই যে থানাগুলিকে উপদ্রুত এলাকা হিসেবে ঘোষনা করা হয়েছে আমরা তার বিরোধে ছিলাম। আমরা এখনো মনে করিনা যে উপদ্রুত ঘোষণা করলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সারা রাজ্যকে, সারা দেশকেও উপদ্রুত ঘোষণা করলেও এই সমস্যার সমাধান হবে না। কিন্তু টিউশেন কম্পেল করছে অনেকে মনে করছেন এইটা করলে বোধ হয় ভাল হবে। এটার প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য আমরা এটা করেছি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে উপদ্রুত এলাকার যে গুলিকে ঘোষণা করা হয়েছে সেখানেই এইসব ঘটনা বেশী হচ্ছে। এটা হচ্ছে ঘটনা। কাজেই এই জায়গায় দাঁড়িয়ে যারা সরকারটা চালাবেন তাদের তো ফাণ্ডামেন্টালিটি মেনটেন করতে হবে। এখানে দলমতের প্রশ্ন নেই, কোন দলের লোক এটা দেখার বিষয় নয়। এবং তাদেরকে যারা ব্যবহার করছেন যে উইল নট্ অলসো বি স্পেয়ার্ড।

লাষ্ট যে পয়েন্ট আমি বলব—সেটা হচ্ছে—কেন্দ্রিয় সরকারে কোন দল চালাবেন সেটা আমাদের দেখার বিষয় নয়। কিন্তু এই পাঁচ মাসে কেন্দ্রে যে সরকার এবং রাজ্যে যে সরকার আপনারা দেখছেন এই বিষয়গুলি সম্পর্কে সুনির্দ্দিষ্টভাবে আমরা যেটা বলেছি তার কোন ভেদাভেদ নেই এবং কোন জায়গাই তারা কোন কন্ট্রাডিক্ট করতে পারছেন না আমাদেরকে। কিন্তু তারা রেসপন্স করছেনা, তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তারা যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করছেন না। এইটা কিন্তু আজকে আমাদের উদ্বেগকে বাড়াতে সাহায্য করছে। এবং পরোক্ষ যারা সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপ সংগঠিত করছে, তাদেরকে উৎসাহিত করছে এবং তাদের সামনে রেখে অখিল ভারতীয় যে শক্তি, আমাদের দেশের যে সার্ব্বভৌমত্তা, ঐক্য সেগুলিকে বিনষ্ট করার চেষ্টা করছে। কাজেই তাদের সুবিধা কারা দিচ্ছে ? আমি আশা করব যে কেন্দ্রিয় সরকার এটা বুঝবার চেষ্টা করবেন। আজকে এই হাউসে যে আলোচনা উঠেছে যেটা ত্রিপুরারাজ্যের মানুষের চিন্তাভাবনার মধ্যে প্রতিফলন ঘটেছে এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে, এটাকে সম্মান দেবেন এবং দ্রুততার সাথে কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। .

এখানে সর্বদলীয় যে উদ্যোগের প্রশ্ন এটা আমরা আবেদন করেছি আমাদের বন্ধুরা বিভিন্ন-জন বিভিন্নভাবে প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু আমরাতো আর জোর করে পাঠাতে পারব না। আপনারা যদি দিল্লীতে যান সবাই মিলে একমত হোন। আমরা এর আগেও বলেছি। আজকে নয় পার্টি মিলিতভাবে এখানে আলোচনা করেছি। আজকে সব পার্টি থেকেই আপনারা একজন করে প্রতিনিধি দিল্লীতে যান, আমাদের সরকার থেকে আপনাদের সমস্ত সাহায্য করা হবে। কিন্তু এটা নিয়ে আমাদের তরফ থেকে তাদের উপর কোন চাপ সৃষ্টি করা হবে না। তারা যাবেন কি না বা কি করবেন সেটা তারাই ঠিক করবেন। এখন তারা যদি প্রাইম মিনিষ্টারের সঙ্গে কথা বলার জন্য বা অন্য কোন মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার জন্য উদ্যোগ নেন, তাহলে আমরা তাদের সাহায্য করার জন্য চেষ্টা করব। আর তারা যদি না যান তাহলে তো আমাদের করার কিছুই নেই জোর করে তো তাদের পাঠাতে পারব না। কিন্তু আমাদের কাজতো আমরা করে যাব এবং জনগনকে সাথে নিয়ে এই কাজ করে যাব। কাজেই, আমি আশাবাদী মাননীয় সদস্য শ্রীবিজয়কুমার রাংখল যেটা বলেছেন যে আমি পেসিমিষ্টিক না অপটিমিষ্টিক সেই দিক থেকে আমিও বলব যে এই ঘটনাগুলি খুবই বেদনাদায়ক, কোন হিউম্যান প্রিন্সিপল করে কোন মানুষের পক্ষে এই জিনিসগুলি স্বাভাবিকভাবে করা সম্ভব নয়। এবং তার সমস্ত যে প্রক্রিয়াটা সেটা মনে হচ্ছে একটা ব্লু-প্রিন্ট। আমরা এটাকে দ্বিমুখী একটা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অগ্রসর হচ্ছি একদিকে তাদের ডিল করে যাচ্ছি অপরদিকে ডেভেলাপমেন্টের কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এটা যদি আমরা না করি তাহলে তারা আমাদের ডাইভার্ট করে আমাদের ডেভেলাপমেন্টের কাজকর্ম করার যে এনার্জি সেটাকে ফ্রাষ্ট্রেট করার জন্য চেষ্টা করেছে কিন্তু সে চেষ্টা তারা যতই করুন না কেন তারা সফল হবে না। এই চেষ্টা সফল হবেনা, তাদের সফল হতে আমরা দেব না। ত্রিপুরারাজ্যের দলমত, জাত, ধর্ম বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমস্ত অংশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সহযোগীতা এবং সমর্থনকে পাথেয় করে রাজ্যসরকার আমরা নিঃশ্চয়ই এই জায়গায় আগামীদিনে তাদের মোকাবিলা করে আমাদের যে অগ্রগতির কর্মধারার মধ্যে দিয়ে অশুভশক্তির যে প্রচেষ্টা তাকে প্রতিহত করার জন্য আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে চেষ্টা করছি এবং আশা করি তাতে সাফল্য আসবে। এই কথা বলে এই আলোচনার ব্যবস্থা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় করেছেন বলে আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় বিরোধী দলনেতা শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন মহোদয়।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— স্যার, এখানে আমার একটি বিষয় ছিল যে সি. এসের নেতৃত্বে দীর্ঘদিন থেকে উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য যে কমিটি রয়েছে এটা সফল হচ্ছে না। কাজেই, এখানে রতনবাবুও বলেছেন যে ডি. জি. পির নেতৃত্বে সেই কমিটিটি থাকার জন্য এবং এটা করা যায় কিনা সেটা নিয়ে এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কিছুই বলেননি।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) : — মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যকে জানাতে চাই যে ঐ কমিটিতে সি. এসের পরের পোষ্টটিই হচ্ছে ডি. জি. পির কাজেই, উনিতো একই সাথে মিটিং-এ থাকেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম'ন : — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার যা মনে হয়, এতক্ষন এই হাউসে রবীন্দ্র সাহিত্য নিয়ে পর্যালোচনা হয়েছে। সমস্যা সমাধানের কোন ইঙ্গিত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে আমি পেলাম না। কাজেই, এই কারণে আমার মনে হয়, এতক্ষণ আমরা একটি সাহিত্য পর্যালোচনা সভায় ছিলাম।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মুখ্যমন্ত্রী একই মুখে অনেক কথাই বলতে পারেন। এই মুখ্যমন্ত্রী তারপর কংগ্রেস (ই)-এর কাছে সর্ব্বদলীয় কোন ব্যাপার সি. পি. এমের সঙ্গে যাওয়া- একথা উনি বলতেই পারেন, কারণ উনার মুখেই এটা শুভা পায়। স্যার, আমি পিপলস্ ডিমক্রেসির কিছু অংশ এখানে পড়ে শুনাচ্ছি।

The Congress (I), now consigned to the Opposition, played its own rol in encouraging extremism for its narrow political gains. The Tripura National, Volunteers (TNV) with its bases in Bangladesh started indulging in terrorism. "The sad thing is that when the unity and integrity of the country was in peril, when ethnic harmony was in peril, the Congress (I) tried to exploit the situation for its own partisan interests," the Chief Minister commented,

The North-East region, despite its abundant human natural resources, has remained the most under-developed area of the country because of prolonged negligence by successive Congress (I) central Governments both the central Govt. & in the State.

এই কথা বলার পর কোন মুখ্যমন্ত্রীর যদি তিল মাত্র লজ্জা জ্ঞানবোধ থাকে এটা আনকণ্ডিসনালি উইথড্র না করে সেই ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের সাহায্য মুখ্যমন্ত্রী চাইতে পারেন কিনা সেটাই আজ মূল প্রশ্ন স্যার। তবে এটা কিন্তু জনগনই বিচার করবেন। সেখানে ওরা বলছে যে আমরাই নাকি দায়ী।

কাজেই স্যার, যে রোগটা হল সেটার উপসর্গ না জেনে কি ভাবে ঔষধ দেওয়া হবে? অনেক উপসর্গ বুঝতে হবে।

স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বাদলবাবু আজ এখানে উপস্থিত নেই।

স্যার, বাদলবাবু বলেছেন আই. এস. আই. মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আন্তর্জাতিক চক্রান্ত রাজ্যে অস্থিরতার সৃষ্টি করছে। আমি এই জায়গায় পরে আসব তার আগে আমি অঘোরবাবু মাননীয় মন্ত্রী জিজ্ঞেস করতে চাই যে উপজাতিদের সমস্যা কারা সৃষ্টি করেছে? মুখ্যমন্ত্রীর সামনে বলেছি মুখ্যমন্ত্রী তখন বলেননি যে এই ভাবে কথা বলবেন না। তারপরে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য সর্বদলীয় চলুন, বেআইনী জমি হস্তান্তর ৯০ হাজার একর কারা দায়ী? মুখ্যমন্ত্রী তখন বলেননি এই অঘোরবাবু এটা কি বলছেন এক সঙ্গে যাব এখানে এগুলি বলবেন না ঠিক নয়। মুখ্যমন্ত্রী চুপ। স্যার, এটা ভুললে চলবে না আজকে রাজ্যের যে পরিস্থিতি আপনার সবচেয়ে এটা ১৯৯৭ সাল থেকে আপনারা এটার ভোক্তভোগী। বে-আইনী হস্তান্তর জমির মধ্যে এটা সীমাবদ্ধ নয়। স্যার, একটা জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে এটা সীমাবদ্ধ নয়। কারা আজকে যারা উগ্রপন্থী টাইগার ফোর্স আমরা যাদের বলি যে ওরা সৃষ্টি করেছে টি, এন, ভি, বাইরে বেরিয়ে আসার পর মেইন স্ট্রিমে বেরিয়ে আসার পর ওরা বলেছে যে ত্রিপুরার সার্বভৌমত্ব ওরা চায় ভারতের সংবিধানের ভেতরে ত্রিপুরার সমস্যার সমাধান নেই। আজকে সমস্যাটা কি শুধু জমির মধ্যে কিম্বা একটা কোন জাতি গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ না দি স্পীরিচুয়াল আউট লুক দিয়ে সমস্যা সমাধান করা যাবে না। একটা জাতিগোষ্ঠীকে দিয়ে এই আউট লুক দিয়ে কোন সমস্যার সমাধান আরও বাড়বে। যার জন্য ১৯৭৮ সালে যে সমস্যা ছিল ১৯৮৮ সালে তা বেড়েছে,আজকে যে সমস্যা আছে তা গত বছর থেকে বেড়েছে এটা বেড়ে যাবে যে পর্য্যন্ত সরকার শাসন ক্ষমতায় যারা আছে তারা তাদের দৃষ্টি শক্তির যদি পরিবর্তন না করে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাদলবাবু কেশববাবু আই, এস, আই, দেখিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীও কিনার কানার দিয়ে গেছেন, আমি পড়ছি আই, এস, আই, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আন্তর্জাতিক চক্রান্ত রাজ্যেও অস্থিরতা সৃষ্টি করছে। নিশ্চয়ই সরকারে যারা আছে ওরা যখন বলছেন হয়ত হবে। স্যার, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন উগ্রপন্থীরা রাজ্যের ভেতর থেকে এগুলি করছে না তা বাইরের থেকে এসে

করে আবার বাইরে চলে যাচ্ছে, ভিতর থেকে করলে ওদের নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। বাংলাদেশ ক্যাম্প থেকে ওরা চলে আসছে ওদের ডেমোলিশ করতে হবে। তাহলে আজকে প্রশ্ন হল যে আন্তর্জাতিক প্রশ্ন এসে গেছে যার জন্য মুখ্যমন্ত্রী এবং বাদলবাবু এই কথা বলায় আজকে কোন উপায় নেই রাজ্যে ৩৫৫ ধারার আশ্রয় না নেওয়া ছাড়া। ৩৫৫ ধারার ভারতের সংবিধানের আশ্রয় নিতে হবে। ৩৫৫ ধারায় কি বলেছে ইট শেল বি ডিউটি অব্ দি ইউনিয়ন, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন কেন্দ্রের এটা ডিউটি আমিও স্বীকার করি।

It shall be the duty of the Union to protect every State again external aggression and internal disturbance and to ensure that the Government of every State is carried on in accordance with provisions of this constitution.

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— আজকে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য এবং বাদলবাবুর বক্তব্য এটা অত্যন্ত পরিষ্কার এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা আই, এস, আই চক্রান্ত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। কাজেই, ইন্টারন্যাল ডিস্টার্ভেন্সকে তারাই স্বীকার করেছে সেটি আমাদের কথা নয়। এখন যেহেতু ক্ষমতায় আছেন নিশ্চয়ই জানেন তারা পিছনে কে আছে। সেটি হচ্ছে কন্স্টিটিউশনের বাইরে গিয়ে বক্তব্য নিজের কন্স্টিটিউশনের কথা তো বলতে হবে সেখানে যেতে হবে। কাজেই, আমি বলছিলাম একটি ইনকয়ারী কমিশন হউক সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিকে দিয়ে। এখানে যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী বলেছে সংবিধান আছে সেখানে সংবিধানকে বাদ দিয়ে সেখানে মুখ্যমন্ত্রী উবাচ, বা মানিক উবাচ বললে তো হবে না তাদের মনগড়া মতো। কাজেই, আজকে ৩৫৫ ধারা অনুযায়ী এই রাজ্যের সংখ্যা লঘিষ্ঠ জনগোষ্ঠীকে বাঁচানোর জন্য তাদের অর্থনীতি রূপায়নের জন্য এবং সংখ্যা গরীষ্ঠ তাদের রক্ষার জন্য প্রকৃতি জাতি সম্প্রদায় যারা আছে বিলু পোভার্টি লাইনে যারা আছে তাদের রক্ষার জন্য, আজকে রাজ্যের যে পরিস্থিতি যে দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আর অন্য দিকে যাবে এই ৩৫৫ ধারা আশ্রয় নেওয়া ছাড়া কোন প্রশ্রয় নেই। এখানে দাঁড়িয়ে কেন্দ্র সরকারকে দোষারূপ করতে পারব। কেন্দ্রীয় সরকার ব্যাটালিয়ন দেয়নি। ব্যাটালিয়ন দিয়ে কি হবে? এখানে মাননীয় শ্যামাচরণবাবু বলেছেন আর্মি দিয়ে সব সময় সব সমস্যা সমাধান হবে না। সেখানে সদিচ্ছা চাই সেই সদিচ্ছা থাকলে সেখানে সর্বদলীয় ভাবে ঐক্যমত গড়ে তোলা যেত। এখানে আছেন মাননীয় সদস্য রতনবাবু আমাকে এসে বললেন যে 'সর্বদলীয় মিটিং ডেকেছে কি করব' সেখানে আমি বলেছি আমাদের কারুর দ্বিমত নেই নিশ্চয়ই আমরা যাব। যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করে গেছেন কি বলব না বলব। কিন্তু ফিরে এসে যা

বললেন খুশি হয়ে রাজ্যে একটা সমস্যা সমাধান হবে পত্রিকায় একটা বিবৃতি দিলেন। কিন্তু সেখানে মানিকবাবু বলেছেন কংগ্রেস (আই) জড়িত। অত্যন্ত কুট চালে দুর্যোধনের চাল উনি করলেন কি পরের দিন বিজন ধরকে দিয়ে ডেইলি দেশের কথায় একটি বিজ্ঞপ্তি দিলেন, বিজন ধর কি বলেছেন বলেছেন যে মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রতনবাবু বিকৃত করেছে। বিমল সিনহার হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস. টি, এন, ভি জড়িত নয় বলে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের উপর বিস্ময় প্রকাশ করেছেন সি. পি, এম. এর সম্পাদক মণ্ডলীর বিজন ধর। ২৬ শে এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রীর ডাকা সর্বদলীয় সভায় বিজন ধরও সেখানে খগেন দাসের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। ঐ সভা সম্পর্কে পর দিন কংগ্রেস টি, ইউ, জে এস. টি, এন, ভি নেতৃবৃন্দ সভায় ভাষণ রেখেছিলেন বলে দর্পণ পত্রিকা সহ রাজ্যের বিভিন্ন পত্রিকায় বেরিয়েছিল। বিজন ধর তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। বিমল সিনহার হত্যাকাণ্ড তা রাজনৈতিক স্পষ্টভাবে মুখ্যমন্ত্রী তারা বক্তব্যে প্রকাশ করেছেন কিন্তু তাদের কর্মী সভায় কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস জড়িত নয় এই রকম কোন মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী করেননি। স্যার, তার পরে হত্যা হল বিমল সিংহ, কংগ্রেস জড়িত, জমি বন্টন নিয়ে গণ্ডগোল কংগ্রেস জড়িত সেখানে আপনারা জড়িত না কংগ্রেস জড়িত। যে দল ত্রিপুরার উপজাতিদের জন্য উন্নয়নের জন্য পাইলট প্রজেক্ট চালু করেছিলেন তারা কে। কংগ্রেস করেছিল পাইলট প্রজেক্ট শচিনবাবুর আমলে। ট্রাইবেল ব্লক কে করেছিল কংগ্রেস, সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা আপনাদের ছিল কে করছে ষষ্ঠ তপশীলের জন্য কংগ্রেস।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন : — স্যার, রাজ্যের এই পরিস্থিতিতে কে কি বলল না বলল আমি আমার দলের পরিষদীয় দল নেতা হিসাবে অত্যন্ত পরিস্কার ভাবে আবার জানাচ্ছি, উদের সঙ্গে কোন যৌথ আন্দোলনে যাওয়ার কোন প্রশ্ন নেই যে পর্যন্ত না ওরা বিবৃতি দিচ্ছেন যে কংগ্রেস (আই) এই কাজে জড়িত নয় বলে তারা বিবৃতি দিচ্ছেন। যে পর্য্যন্ত না কংগ্রেস (আই) ট্রাইবেলদের উন্নতির জন্য এই করেছে তা বলছেন, সেই পর্য্যন্ত উদের সঙ্গে যাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। আমরা রাজ্যের শান্তিশৃঙ্খলা চাই। আমাদের সময় এই রাজ্যে কোন দাঙ্গা হয়নি। আমাদের ৫ বছরে হয়নি, উদের সময় হয়েছে। উরা চাইছে কংগ্রেস (আই)কে আলাদা করে রাখার ফলে কংগ্রেস (আই) আসবে না। কিন্তু আমরা এই বিধান সভায় দাঁড়িয়ে এই কথা বলব। মানিকবাবু গেছেন ১০ তারিখে কমলপুরে বিমলবাবু মারা গেছে, সেখানেও কংগ্রেস (আই)। পত্রিকাতে বলছেন কংগ্রেস (আই) উপজাতিদের বঞ্চনা করছে কংগ্রেস (আই)। এই হাউজের একজন বিধায়ক উনার মৃত্যু হয়েছে উনার শোক সভাতে গেছেন উখানেও কংগ্রেস (আই)। এস, টি মরছে তাও কংগ্রেস

(আই)। কাজেই দুইটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে আজকে কারা বঞ্চিত। আজকে কারা বঞ্চিত? মানিক সরকার যে কমিনিটির, আমি যে কমিনিটির আমরা বঞ্চিত? নয়। আমরা যারা চক্রবর্ত্তী, ভট্টাচার্য্য আমরা বঞ্চিত নয়। আর আমরাও মরছি না। মরছে কারা? মরছে তপশিলী সম্প্রদায়ের লোকেরা আর মরছে এই রাজ্যের এস, টি, যারা তারা মরছে আমরা মরছি না। এই সমস্ত ভাষণ এখানে দাঁড়িয়ে দেওয়া জনগোষ্ঠীর নজর অন্যদিকে নেওয়ার জন্য খুব সহজ। কোন অবস্থাতে কংগ্রেস দল সর্বদলীয় কোন কিছুতে যাবে না। যতক্ষন পর্য্যন্ত না কংগ্রেস আইয়ের বিরুদ্ধে অহেতুক অসত্য কথা এবং কংগ্রেস (আই) এর কর্মীদের উপর সারা রাজ্যে অত্যাচার বন্ধ না হচ্ছে ততক্ষন পর্য্যন্ত তাদের সঙ্গে কোন মিটিংয়ে যোগ দেবেনা। বিমল সিনহা মারা গেল, কংগ্রেস (আই) ঘরে ঘরে মহিলা ধর্ষন। বিমল সিনহা মারা গেল কংগ্রেস আই কর্মীদের আক্রমন করা হলো। কংগ্রেস আইয়ের বাড়ী আক্রান্ত। ১৫০, ২০০ বাড়ী আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হল। কাজেই এই বলে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং শাসকদলীয় বিধায়করা যা বলেছেন তার সম্পূর্ণ বিরোধীতা করে, এই রাজ্যে কেন উগ্রপন্থীর জন্ম নিল তার জন্য তদন্ত কমিশন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিকে দিয়ে এই তদন্ত কমিশন গঠন করার জন্য এবং রাজ্যের সমস্ত জনগোষ্ঠীকে রক্ষার জন্য ৩৫৫ ধারা মোতাবেক রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের যে ডিউটি আছে সেই ডিউটি পালন করার জন্য এই হাউজ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে এবং আমি আশা করব যারা শাসক দলে আছেন তারা এটাকে সমর্থন করবেন। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার : — আলোচনা শেষ। আজকে কোশ্চেয়েন আওয়ার এবং রেফারেন্স পিরিয়ড এর যে যে প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার কথা ছিল এই গুলি স্টার্ড, আন স্টার্ড এবং রেফারেন্স এবং কলিং এ্যাটেনশানের এইগুলির উত্তর পত্র সভার টেবিলে লে করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অনুরোধ করছি। আর আজকে যেগুলি ছিল কলিং এ্যাটেনশান এবং রেফারেন্স পিরিয়ড ছিল সেইগুলি ক্লসড্ হলো

(ANNEXURES—A B C and D)

ANNOUNCEMENT MADE BY THE CHAIR

মিঃ স্পীকার :— একটি ঘোষনা-মাননীয় সদস্য বৃন্দ, আমি এই সভাকে জানাচ্ছি যে, মাননীয় বিরোধী দল নেতা শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মনের একটি প্রেরিত চিঠি মূলে নিম্নলিখিত কংগ্রেস দলের সদস্যগণ। কংগ্রেসসংসদীয় দলের বিভিন্ন পদ অলংকৃত করবেন, এখন আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের নাম এবং তাদের পদের নাম উল্লেখ করছি।

সর্ব শ্রী : বীরজিৎ সিনহা, বিরোধী দলের উপনেতা,
প্রকাশ চন্দ্র দাস, মুখ্য সচেতক,
মধুসুধন সাহা, সম্পাদক,
দীপক কুমার রায়, মুখপাত্র,

GOVERNMENT BILLS—Considerad and Passed.

সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল—The Code of Criminal Procedure (Tripura' Fifth Amendment) Bill, 1998 (Tripura Bill No.—7 of 1998) প্রস্তাব করতে এই সভায় বিবেচনার জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রী রতনলাল নাথ :— স্যার, যারা গত দু' দিনে নিহত হয়েছেন, এই ঘটনার জন্য একটা নিন্দা সূচক প্রস্তাব আনা উচিত ছিল এবং তাদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করে এক মিনিট অন্তত নীরবতা পালন করা উচিত ছিল বলে আমি মনে করি।

মিঃ স্পীকার :— এতক্ষণতো আলোচনা হয়েছে।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা যেতে পারে।

মিঃ স্পীকার :— আগে তো বলা যেতে পারত।

শ্রীরতনলাল নাথ ;— সুযোগ দিলেন কোথায় ?

মিঃ স্পীকার :— এই মর্মান্তিক ঘটনায় যারা নিহত হয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করে এই সভা দুই (২) মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করবে।

(সভা কর্তৃক দুই (২) মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়)।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, 'The Code of Criminal procedure (Tripura fifth Amendment) Bill 1998 (Tripura Bill No 7 of 1998) এই

GOVERNMENT BILLS—Considered and Passed.

সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Shri Manik Sarkar (Chief Minister) :— Mr. Speaker Sir, I beg to move that 'The Code of Criminal procedure (Tripura Fifth Amendment) Bill, 1998 [Tripura, Bill No. 7 of 1998). be taken into consideration.

মিঃস্পীকার :— আমি এখানে মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, মাননীয় সদস্য এই বিলের উপর একটি অ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন। এই অ্যামেণ্ডমেন্টটি সভায় দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— স্যার, আমি যতটুকু জানি, এই ধরনের অ্যামেণ্ডমেন্ট এই সব বিলের উপর আনতে গেলে সাব রুল ১, ২, ৩ অনুযায়ী ২ দিন আগে আনা উচিত। শুনেছি আজকে আনা যায় না।

শ্রীরতনলাল নাথ :— এটাও ঠিক, মাননীয় স্পীকার অনুমতি দিলে আনা যায়।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :— "The code of Criminal Procedure [Tripura Fifth Amendment] Bill, 1998 [Tripura Bill No. 7 of 1998). বিবেচনা করা হউক।

(সর্ব্ব সম্মতিক্রমে সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়)।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, যখন কোন বিল বিবেচনার জন্য আনা হয়, তখন এই বিলের উপর আলোচনা করার জন্য সুযোগ দেওয়া হয়। তা না করেই আপনি বিলটি বিবেচনার জন্য পাশ করিয়ে নিলেন।

মিঃ স্পীকার :— আপনারা আলোচনা করবেন ?

শ্রীরতনলাল নাথ :— আলোচনা করব স্যার।

মিঃ স্পীকার :— কত সময় নেবেন।

শ্রীরতনলাল নাথ:— ১০ মিনিট সময় নেব।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে করুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— এখানে পদ্ধতিগত একটু ভুল হয়ে গেল। আগেই আলোচনা করা হবে কিনা জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। আর তাছাড়া যেহেতু অ্যামেণ্ডমেণ্ট এসেছে তখন অ্যামেণ্ডমেণ্টও তুলতে হয়। অ্যামেণ্ডমেণ্ট টিকল কিনা বুঝা যায় নি। এটা ভোটেও দেওয়া হল না। অ্যামেণ্ডমেণ্টতো আপনি সার্কুলেট করেছেন, কাজেই তা ভোটে দিতে হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— কনসিডারেশনে যখন দিলেন সঙ্গে সঙ্গে উনার এমেণ্ডমেণ্টটাও তুলতে হবে। তারপর আলোচনা হবে। তারপর কনসিডারেশন মোশানের উপর ভোট হবে।

মিঃ স্পীকার :— এমেণ্ডমেণ্টতো টিকলো না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— এটাতো স্যার ভোটে দেওয়া হয়নি। এমেণ্ডমেণ্ট আপনি এলাউ করেছেন। ইট ইজ ইওর ডিস্ক্রিশনারী আপনি এলাউ করেছেন। এটা ভোটে বাতিল হয় নি।

মিঃ স্পীকার :— এমেণ্ডমেণ্ট তো ভোটের দরকার নেই। এটা কনসিডারেশনে আসে নি, আমিই বাতিল করে দিয়েছি। এমেণ্ডমেণ্টতো টিকলো না। এমেণ্ডমেণ্ট টিকলে তারপরতো এটা হবে।

শ্রীশ্যামা চরণ ত্রিপুরা :— বাতিল করলেতো আপনি সারকুলেইট করতেন না। ওয়ানস্ ইট ইজ সারকুলেটেড ইট ইজ টুবী কনসিডারড এ্যাজ এন এমেণ্ডমেণ্ট এ্যাণ্ড দেয়ার শুড বী ভোটিং।

মিঃ স্পীকার :— এমেণ্ডমেণ্ট হয়তো আপনাদের এটা বিলি করে দিয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— অফিস থেকে যেটা বেড়িয়েছে — Amendment on The Code

of Criminal procedure (Tripura Fifth Amendment) Bill, 1998 (Tripura Bill No. 7 of 1998) "to be transacted in the House on today the 31st August, 1998, অতএব, আপনি এলাউ করেছেন। এখন এটা টিকবে কি টিকবে না এটা হাউজ ঠিক করবে। ভোটের মাধ্যমে এটা ঠিক হবে। আপনি এটা এলাউ করলেন আবার বাতিল করলেন এটাতো নিয়ম না।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা ঠিক আছে, রুলস কোট করে একজন মাননীয় সদস্য এর মধ্যে অবজেকশান রেইস করেছেন। এখন অবজেকশান রেইস করাতে রুলস যেটা কোট করা হয়েছে রুলস-এর প্রভিশানটা বলে তারপর আপনি আপনার ডিসিশান নেবেন এবং সেটা জানাবেন ভোট হবে কি হবে না। এই ভাবে সেটা হবে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— ইট ইজ অলরেডি এডমিটেড এ্যাণ্ড সারকুলেটেড। এডমিটে না হলে সারকুলেইট হত না। ইট ইজ দ্য ডিক্রিশনারী পাওয়ার অব দ্য স্পীকার টু এডমিট এনি এমেণ্ডমেন্ট।

মি: স্পীকার :— আমি রুলসটা বলে দিচ্ছি— "If notice of an amendment to a clause or schedule of the Bill has not been given two days before the day on which the Bill is to be considered any member may object to the moving of the amendment, and such objection shall prevail, unless the speaker allows the amendment to be moved.

শ্রীরতনলাল নাথ :— ইয়েস স্যার, আপনি এডমিট করেছেন তো।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, আপনি অলরেডি এডমিট করেছেন এবং এডমিট করে আমাদের সবার টেবিলে সারকুলেইট করেছেন।

মি: স্পীকার :— এটা দিয়েছি। কিন্তু অবজেকশান যখন দিল তখন আমি এটা বাতিল করে দিলাম।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— লাষ্ট মোমেন্ট স্পীকার বাতিল করতে পারেন। সারকুলেইট না করলে

কিছু হত না। আপনি বলতে পারতেন- আমি এডমিট করি নি।

শ্রীসমীর দেববসরকার :— এমেণ্ডমেন্ট যদি না আসতো আমাদের জানারও কথা না। যেহেতু এসেছে, আমরা প্রোগ্রাম পেয়েছি, আমরা অবজেকশান দিয়েছি। মাননীয় স্পীকার মহোদয় এটাকে বাতিল করতে পারেন। এখানে ভোটাভুটির প্রশ্ন আসে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন কনসিডারেশনের একটা প্রস্তাব এনেছেন, তখন এই ষ্টেজে উনার এমেণ্ডমেন্টও উত্থাপিত হবে। এক সঙ্গে আলোচনা হবে। এমেণ্ডমেন্ট আগে আলোচনা হবে।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, আলোচনা করুন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার সংশোধনী প্রস্তাবটি হলো—

'The code of criminal procedure (Tripura Fifth Amendment Bill. 1998 (Tripura Bill No. 7 of 1998.)

আমার সংশোধনীটি হলো :—

2. Under the clause 2, in the 3rd and 4th lines in place of the words 'One Thousand Five Hundred Rupees' the words "As the Magistrate may decide to be appropriate having regard to the circumstances of the case" may be inserted,

2. Under clause 3, in the 2nd line in place of the words "One Thousand Five Hundred Rupees" the words 'As the Magistrate may decide to be appropriate having regard to the circumstances the case' may be inserted.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার সংশোধনীটি খুব সংক্ষিপ্ত. সরকারী ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১২৫ এবং ১২৭ ধারায় যে সংশোধনীটি এনেছেন এটার স্পীড খুবই ভাল। কিন্তু আরও ভাল হত যদি আমি যে সংশোধনীটি এনেছি যদি এটা বাস্তবায়িত হয়। কারণ বর্ত্তমান বিলে সরকার

যে বিল এনেছেন এটাতে বিচারকের হাত-পা বেধে দেওয়া হয়েছে। আগেও ছিল ৫০০ টাকা কিন্তু যখন আমরা সংশোধনী এনেছি যেখানে সংশোধনী প্রস্তাব এখানে এ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি সহ অন্যান্য কারণে এই বিল পাশ হলো। বর্ত্তমান যে বিল পাশ করেছেন রাজ্য সরকারের তরফ থেকে তা এই বিল পাশ হলে যারা শিল্পপতি, যারা বড় বড় ব্যবসায়ী, যারা আয় কর দেন যে সব সরকারী উচ্চ পদস্থ অফিসার এবং যারা ধনাট্য ব্যক্তি তাদেরকে বাচানোর জন্য এই বিল। কারণ এই সব পরিবারে যারা স্ত্রী, পিতা-মাতা, নাবালক সন্তান-সন্ততি তাদের জীবন যাত্রার মান অনুযায়ী তাদেরকে আদালত ১৫ শত টাকার বেশী ভরণ-পোষণ বা খোরপোষ যেটাকে বলে এটা দিতে পারছেনা বর্ত্তমান যে এ্যামেণ্ডমেন্ট বিল এনেছে স্যার, অনেক বিষয় আছে স্যার, শিক্ষার ব্যাপারও আছে স্যার যেমন নাবালক ছাত্রছাত্রী তাদের শিক্ষার কথা বলছি স্যার, আমরা বর্ত্তমানে দেখি স্যার, শিক্ষা খরচের জন্য অন্তত এক একজন ছাত্র-ছাত্রীর পিছনে অন্ততঃ দুই হাজার টাকা প্রতি মাসে লাগে। এই পরিস্থিতিতে এই আইনের ফলে বিচারক তো ১৫ শত টাকার বেশী দিতে পারবেন না কিন্তু জীবন যাত্রার মান যাদের বেশী তাদের যদি এই ১৫ শত টাকা দেওয়া হয় তাহলে এই টাকা দিয়ে তারা কি করবে ? যেমন গত কালকের পত্রিকায় দেখেছি, আজকের পত্রিকায়ও উঠেছে এক অধ্যাপক তার স্ত্রীকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে তার ভরণপোষণ দেবেন না। মহিলা কমিশনের শ্রীমতী তপতী চক্রবর্ত্তী, শ্রীমতী অনুরূপা মুখার্জ্জী কিছু করা যায় কিনা তার জন্য চেষ্টা করেছেন। সুতরাং উনার ষ্টেটাস অব লাইফ আর সাধারণ মানুষের ষ্টেটাস অব লাইফ-এ গালফ অব ডিফারেন্স। স্যার, তার স্ত্রী বা শিশু বা পিতা-মাতা যে কেহই অসুস্থ হতে পারে এবং অসুস্থ হলে তার একজন এটেনডেন্টের দরকার এবং সেই এটেনডেন্টকে যদি ১৫ শত টাকা দিতে হয় তাহলে তার সংসার কি ভাবে চলবে ? স্যার, বর্ত্তমান বিলে তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা রাখা হয় নি তাদেরকে সেইভ করে দেওয়া হয়েছে। স্যার, এই রকম অনেক ঘটনা ঘটতে পারে কিন্তু এখন আমরা হাউসে দাঁড়িয়ে বলতে পারব না অনেক কিছু ঘটনা ঘটতে পারে যে আমাদের অনেকেরই একটা লিমিট আছে দূরদর্শিতায় পারব না ১০ দিন পরে কি হবে, ২০ দিন পরে কি হবে, এক মাস পরে কি হবে। এই দূরদর্শিতার কারনে এখন এন্টিসিপেইট করতে পারি না যেমন কেউ একটা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলো কেনসার হলো চিকিৎসার জন্য তাকে রেফার করতে হতে পারে এবং তার জন্য আরও টাকার দরকার। সুতরাং ঐ পরিবারের লোক স্ত্রী, নাবালক সন্তান বা পিতা-মাতাই হোক তাদের ভরণপোষনের জন্য বিচারক তো টাকা বাড়াতে পারবেন না যেহেতু আমরা এ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছি। স্যার, এই

পরিস্থিতিতে যেমন কারও একটা অঙ্গ কেটে গেল বা কেটে দেওয়া হলো তাহলে তার জন্য বাইরের চিকিৎসার দরকার এবং সেখানে অতিরিক্ত টাকার দরকার কিন্তু সেই অতিরিক্ত টাকা দেবে কে? স্যার, আমাদের দূরদর্শিতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আদালতের হাত পা বেধে দেওয়া উচিত নয়।

কারণ অনেকে বলতে পারেন যে, যখন এইসব প্রশ্ন উঠবে তখন দরকার হলে আবার অ্যামেণ্ডমেন্ট করব। স্যার, এটা হওয়া উচিত না। কারণ দেখা যায়, দূরদর্শিতার অভাবে এমন অনেক আইন এখন অ্যামেণ্ডমেন্ট করলাম, ৬ মাস পরে আবার অ্যামেণ্ডমেন্ট করা দরকার। আবার এমন আইনও আছে যে ব্রিটিশ আমলে তৈরী করে দিয়ে গেছে, এখনও অ্যামেণ্ডমেন্ট করার প্রয়োজন হয়ে উঠে নি। যেমন ইণ্ডিয়ান অ্যাভডেন্সের অ্যাক্ট ১৮৭২/১১০ বৎসর পরে ১৯৮৩ সনে এবং ১৯৮৪ সনে দুই-দুইবার মাত্র অ্যামেণ্ডমেন্ট করা হয়েছে। আর অ্যামেণ্ডমেন্টের প্রয়োজন হয়ে উঠেনি। তাই আমি অনুরোধ করব আমি যে সংশোধন এনেছি এই বিলের উপর সেটা হবে বাস্তব সম্মত' আমার যে অ্যামেণ্ডমেন্ট সেটা ধার্য্য করা হোক অর্থাৎ বিচারক ঠিক করুক যেমন একজন গরীব দিন মজুর তার ব্যাপারে কি হবে? সে দিনমজুরের পরিবার ২০০-৩০০ টাকা হবে। সেটা আদালত পারবে। সেখানে আমরা লিমিট করে দিচ্ছি ফিফ্‌টিন হানড্রেডের উপর যেতে পারবেনা এবং সেখানে আদালত গরীব মজুরের স্ত্রীর জন্য ২০০ টাকা ঠিক করলেন। কিন্তু চীফ সেক্রেটারীর মিসেস যদি ১২৫ সি. আর, পি. সি. মোতাবেক মামলা করে, সেখানে যদি একজন ইনডাষ্ট্রিয়েলিষ্ট মামলা করে, ঐখানেও ১৫০০ টাকার উপর বেশী দিতে পারবেনা। কিন্তু ষ্ট্যাণ্ডার্ড অফ লাইফ, জীবন-যাত্রার মান তাদের অনেক উঁচু। সুতরাং তাদেরকে সেইভ করে দেওয়া হচ্ছে যে, না, তোমাদের দেড় হাজার টাকার বেশী দেওয়া যাবেনা এবং এতে-ত আরও প্রোব্লেম হবে। কিন্তু দেখা যায়, এইসব ঘটনা গরীবদের হয়না যে তা না, হয়, কিন্তু দেখা যায় হাই সোসাইটিতে বিশেষ করে ভরণ পোষণের জন্য বেশী হয়। হাই সোসাইটিকে এর আওতা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। এটা প্রোব্লেম হবে। ও'দের জীবন যাত্রার মান অনেক নীচে নেমে যাবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাই এখানে বিচারকের উপর দায়িত্ব দেওয়া হোক যে কেইস টু কেইস তৈরী করবে, প্রয়োজনবোধে ৪০০ হবে? অনেক সময় দেড় হাজার হবে, কোনটা ১ হাজার হবে, কোনটা ১৫ হাজার হবে। এটা ষ্ট্যানডার্ড অফ লাইফ, যার যার সোর্স অফ ইনকামের উপর ডিপেনড করবে। স্যার, এখানে একটা উদাহরণ দিয়ে বলছি স্যার, অনেকে জানেন, পত্র-পত্রিকায় দেখেছেন, বিখ্যাত গায়ক কুমার শানু, উনার স্ত্রী উনার বিরুদ্ধে মামলা করেন,

মামলা করেন, মামলা করার পরে আদালত রায় দিয়ে দিয়েছেন, এটা অবশ্য এই আইনে না। আইনটাতে যে স্পিরিট আছে, কি হওয়া উচিত সেক্সান ২৪ হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট, যারা আইনজীবী আছেন এখানে রমেন্দ্রবাবু আছেন দত্তসাহেব আছেন, এখানে বলে দেওয়া হয়েছে যে গাড়ী দেওয়ার জন্য, ফ্ল্যাট দেওয়ার জন্য মাসে টাকা দেওয়ার জন্য। ষ্ট্যাণ্ডার্ড অফ লাইফ জীবন-যাত্রার মানের উপর নির্ভর, করবে যে কার-কত ভরণ পোষণ হবে কার কত কি হবে। আর এখানে আর একজন বিনোদ মেহেরার স্ত্রী বিজয়া গোস্বামী মামলা করেছিলেন ডিভোর্সের। সেখানে ২৪ হিন্দু ম্যারেজঅ্যাক্টে সেখানেও ফ্ল্যাট, টাকা মাসে মাসে এবং এককালীন টাকা দেওয়ার প্রভিশান আছে। সুতরাং আমি অনুরোধ করব যে অ্যামেন্ডমেন্ট এনেছি এখানেই পরিষ্কার কি থাকবে, আমার অ্যামেণ্ডমেণ্টটা যাতে কার্যকরী করতে হাউস বিবেচনা করেন এখানে অসুবিধার কিছু নেই। গরীবদের কোন প্রবলেম নেই, তাদের জন্য যা ঠিক হবে, তাই-ই ঠিক হবে। কিন্তু সমাজের উঁচুস্তরের যারা, যারা আইনের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখায় তাদের জন্য এই সিষ্টেম করা উচিত। স্যার, এখানে ১২৫ যেটা বর্তমানে এনেছেন এই জায়গায় হবে অ্যাজ সাচ মানথলি রেট ঠিকই থাকবে নট অ্যাক্সিডিং ১৫০০। আমারটা হবে মানথলি রেট' ম্যাজিষ্ট্রেট মে ডিসাইড টু দি অ্যাময়েলিয়েট হ্যাভিং রিগার্ড টু দি স্যারকামষ্ট্যান্স অব দি কেইস। সেখানে উনিই চিন্তা করবেন। কেইস টু কেইস ভেরী করবে কাকে ৫ হাজার, কাকে ৪০০, কাকে ৫০০ কাকে ৭ হাজার কাকে ১৫ হাজার টাকা করে দেবে। এখানে ত অ্যানকারেজ করে দেওয়া হচ্ছে। যেন কোন চীফ সেক্রেটারীর বিরুদ্ধে মামলা করা যাবেনা, কোন আই. এ. এসের বিরুদ্ধে মামলা করা যাবেনা, শিল্পপতির বিরুদ্ধে মামলা করা যাবেনা। অর্থাৎ করলেও জীবন যাত্রার মান তাদেরকে কেটে দেওয়া হচ্ছে। তাই আমি অনুরোধ করব যে আমেন্ডমেন্টটা এনেছি সেটা বাস্তবসম্মত। বিরোধী দল থেকেই অ্যামেণ্ডমেন্ট আনলেই সেটা সবসময় যুক্তিগ্রাহ্য হবেনা এটা মনে করা ঠিক হবেনা। আমার মনে হয় একটু চিন্তা করে এই অ্যামেণ্ডমেন্টটিকে সমর্থন করার জন্য অনুরোধ রাখব। আমি কোন স্পিরিটকে চেঞ্জ করছি না, স্পিরিট যা আছে তাই থাকবে, সেই স্পিরিটটা ঠিক রেখে মূল আইনটাকে ঠিক রেখে আমি যে অ্যামেণ্ডমেন্টটা এনেছি সেটা বাস্তব সম্মত। আমি যে আমেণ্ডমেন্টটা এনেছি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন কারণে সব জায়গায় অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে। তাই আমার অ্যামেণ্ডমেন্টকে সমর্থন করার জন্য সবাইকে অনুরোধ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅমিতাভ দত্ত।

শ্রী অমিতাভ দত্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় "The Code of Criminal Procedure (Tripura Fifth Amendment) Bill. 1998 (Tripura Bill No. 7 of 1998) 2 আমি এই বিলের পূর্ণ সমর্থক। কেননা এই বিলের মধ্যে সেকসান ১২৫ এবং ১২৭ যে অ্যামেন্ড-মেন্ট চাওয়া হয়েছে সেটার যে প্রিন্সিপল অ্যাক্ট দি ক্রিমিন্যাল প্রসিডিউর কোড ১৯৭৩ তার সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য পূর্ণ।

আমরা পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার মধ্যেও দেখেছি ১৯৯২ সালে এই অ্যাক্টের অ্যামেণ্ডমেন্ট চাওয়া হয়েছে, সেখানেও একই জিনিষ যারা স্বামী পরিত্যাক্তা মহিলারা রয়েছেন, নাবালক পুত্র কণ্যা এবং পিতামাতারা যারা রয়ে তাদেরকেও এই সেকশন অনুযায়ী ৫০০ টাকার পরিবর্তে দেড় হাজার টাকা করে রিলিফ দেওয়ার বিধান সেখানেও গৃহীত হয়েছে। এছাড়া ও বর্তমান সামাজিক কাঠামোর মধ্যে দাঁড়িয়ে ১৯৭৪ সালে যেখানে মেনটেনেন্স ৫০০ টাকা নির্দ্ধারিত হয়েছিল এই সময়ের মধ্যে সারা ভারতবর্ষের গঙ্গা গোমতী বেয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে জিনিষপত্রের দাম প্রতিদিন বাড়ছে এবং তাতে মানুষের ব্যয়ও অনেক বেড়ে গেছে, এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে যে অ্যামেণ্ডমেন্ট এখানে এসেছে সেটাকে সমর্থন না করার মত কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রাসঙ্গিকভাবে কিছু বিষয় পরবর্তী সময়ে সরকারের বিবেচনার জন্য আমি এখানে উত্থাপিত করতে চাই, সেকশন ১২৫ অনুযায়ী মেনটেনেন্সের ক্ষেত্রে যে রিলিফ দেওয়া হয় সেখানে এড ইনসিলিন রিলিফেরও ব্যবস্থা আছে যদিও প্রিন্সিপাল অ্যাক্ট-এর মধ্যে বিষয়টা নেই। বিভিন্ন সময়ে আমাদের দেশের হাই কোর্ট এবং সুপ্রীম কোর্টের বিভিন্ন রুলিং অনুসরণ করে নিম্ন আদালতগুলি সেখানে এড ইনসিলিন রিলিফ দেওয়ার ব্যবস্থা করে থাকেন। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি যদি এড ইনসিলিন রিলিফ কোর্টের অর্ডার অনুযায়ী না দেন তখন সেটাকে এনফোর্সমেন্টের জন্য কোন বিধান এই অ্যাক্টের মধ্যে নেই। যদি ১২৫ এবং ১২৭ এর সেটাকে এনফোর্সমেন্টের জন্য সেখানে সেকশন ১২৮ রয়েছে। কাজেই বিষয়টা নিশ্চয়ই সরকার পরবর্তী সময়ে বিবেচনা করবেন। আর একটা জিনিস হচ্ছে, আমরা যখন সেকশন ১২৫ এবং ১২৭ অ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছি তখন এখানে এই রিলিফ দেওয়ার জন্য ম্যারেইজটাকে এষ্টাব্লিষ্ট করতে হয়, তাতে অনেক সময় দেখা যায় সামাজিক বিবাহের ক্ষেত্রে সেখানে স্বামী পরিত্যাক্তা নারী আদালতে গিয়ে সেই ম্যারেইজটাকে এষ্টাব্লিষ্ট করতে পারেন না। স্যার, পশ্চিমবঙ্গ সহ অনেক রাজ্যে সেখানে ম্যারেজ রেজিষ্ট্রেশানটা সেখানে মেণ্ডেটরী প্রভিশন করে দিয়েছে, আমাদের রাজ্যে সেটাকে এখনও মেণ্ডেটরী করা যায় নি। আমাদের রাজ্যে হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুযায়ী সেখানে ডি এম এবং এ ডি এমরা সেখানে স্পেশ্যাল ম্যারেজ বা ম্যারেজ রেজিষ্ট্রেশন করে থাকেন। এই

ক্ষেত্রে অনেকের ইচ্ছা থাকলেও তারা উৎসাহিত হন না। এই ক্ষেত্রে প্রতিটি মহকুমাতে যদি ম্যারেজ অফিসার নিয়োগ করা যায় বা সেখানে যদি মহকুমা শাসকদের ক্ষমতা দেওয়া যায় তাহলে ম্যারেজ রেজিষ্টেশানের জন্য তাহলে সেকশন ১২৫-এর যে জিনিষটা আছে সেটা সেখানে অনেক ক্ষেত্রে রক্ষা করা যাবে। স্বামী পরিত্যক্তা নারীদেরকে রিলিফ দেওয়ার ক্ষেত্রে আরও বেশী সহায়ক হবে স্যার, এই বিষয়গুলি পরবর্তী সময়ে নিশ্চয়ই সরকার ইতিবাচক দৃষ্টিকোন থেকে বিবেচনা করবেন। এই প্রত্যাশা রেখে এই বিলের প্রতি পূর্ণ সমর্থন রেখে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা।

ককবরক

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— মানগীনাং স্পীকার স্যার, অরু, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পজামানজাক্ স্বরাষ্ট্র দপ্তরনি মন্ত্রী ১২৫, ১২৭ নং ধারা সংশোধনী হীনাই যে প্রস্তাব তুবুমানি অমন আও বিরোধিতা নি খোলাইঅ। মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ যে অ্যামেণ্ডমেন্ট তুবুমানি, অমন আও সমর্থন খোলাইঅই আবি কক নারাগানো। স্যার, সাল কিসা সীকাং লোকসভাঅ ঠিক অন হাইন কাইসা অ্যামেণ্ডমেন্ট আংখা। তাবুক বিহিক বীসা যারা কাগীই রহরজাগনাইরগ, যারা বিয়ালঅ কীলাই তংগনাইরগ সংসারনি জীংজালঅ কীলাই তংনাইরগ বরগনি চাঅই, নীংগীই তংনানি বাগীই, একটা ব্যবস্থা নারীনানি বাগীই বিল পাশ খীলাইখা। অরখেব ঠিক সময়অ-ন সগফাইখা, হাইফান অর কিসা আতাই কীলাইঅ তামনি হীনাই যে, অর' রাং বগজাকমানি, অ রাং যতনি কীরাই বিগ্রারগনি বাগীই ঠিক তংগ। কিন্তু যারা গীনাং তাবুক ত্রিপুরা রাজ্যঅ সিমিয়া সারা ভারতবর্ষঅ চাও মুগখা যারা রাং পুইসা গীনাং ক্ষমতা ফুনুকমানাই বরগ বিহিক কীনাই, কীথাম মালাইঅ, পুইলানি বিহিকন খিকলাই তংগ, তাবুক প্রত্যেকটা অফিসঅ চাও মুগঅ যে বিহিক কীনাইনি উয়ালাইমানি আংগীই সীকাংনি বিহিকন তেই সাক্ নাংজাকয়া, বীসা বীতাইন সাক্ নাংজাকয়া, আহাইখেই চাও মুগঅ। মহিলা কমিশনঅ বরগ থাংগীই বিচার নাইঅ। বিচার মানয়া। তাহাইন কিফিল ফাইঅই বরগ কোর্টঅ মাথাংগ। কোর্টঅ থাংখে, কোর্ট বন' তামখীলাই, যে অর' রাং বগজাকমানি, হাইখে কিসা রাং বগজাকমানি নিনি যে বেতনমামানি অমন কিসা খাইকীলাই রীঅ। অরু বিয়ালঅ কীলাই তংনাইরগনি হয়তো কাহাম আংখা, যে গীনাং হয়তো ৮ হাজার ৯ হাজার বেতন মানবাইঅ বন' রীও খীলাই রহরখা ৫০০। হীনখে নিনি বীসা আংখা খরগবীয়াই, তেই কাইসা হয়তো নগ। অমতাই কীবাংমা তংগ। অ সরকারনি আমলঅ S. D. O. B D O খীলাই তংনাইরগব তংগ। অমনি বাগীই অরু রাং তেইব

কিসা বাড়িঅই রহরনানি যে কক্ মানগৌনাং শ্রীরতনলাল নাথ সামানি অন' বেলাইখে নাংমানি কক্ জরাগ্র তৌসাজাকথা। অমন' সমর্থন খৌলাইঅৗই, সংশোধনী আকারে তুবুমানি বাগৌই মাননীয় মুখ্য-মন্ত্রীন কবগৌই আনি কক্ অরন মৌথাকথা তেই কাইসা কক্ সানানি মৌচুংগ মানগৌনাং শ্রী অমিতাভ দত্ত যে কক্ সামানি যে ১২৮ ধারা কিন্তু ১২৮ ধারা অমত আলগা অৗংতংগ। হাইকান' ১২৫, ১২৭ ধারা অমনি বাগৌই যে অ্যামেণ্ডমেন্ট তুবুমানি আববাই অনান কোন মিল কৗরৗই। আও অর' সামানি উংকলকনি হুকলামতৗই মুগজাকমানি অমন, সমর্থনদে খৌলাই তংবাইখা ? কিন্তু অর' অ্যামেণ্ডমেন্ট খৌলাইনানি প্রয়োজন তংগ। আহাই হৗনৗই নৌও ব সামাকৗলাইখা। আসৗক জরা আনি কক্ন মৌথাকথা। খুলুমবাইখা।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা ভারপ্রাপ্ত স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী ১২৫, ১২৭ নং ধারার সংশোধনের জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে আমি বিরোধিতা করছি। মাননীয় সদস্য শ্রী রতনলাল নাথ যে অ্যামেন্ডমেন্ট এনেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, গত কয়েকদিন আগে লোকসভায়ও ঠিক একই রকমের একটি অ্যামেণ্ডমেন্ট হয়েছে। যারা স্ত্রী-পুত্র ছেড়ে দিচ্ছেন, যারা অভাবে আছেন, সাংসারিক ঝামেলা গ্রস্ত ব্যক্তিদের খাওয়া পড়ার একটা ব্যবস্থার জন্যই বিলটি পাশ হয়েছে। এখানেও ঠিক সময়েই বিলটি উত্থাপন হয়েছে। তবুও কিছু বলতে হয়—কারণ এখানে যে টাকা ধরা হয়েছে, এই টাকা দরিদ্রের জন্য ঠিকই আছে। কিন্তু যারা ধনী, এটা শুধু ত্রিপুরা রাজ্যেই নয়, সারা ভারতবর্ষেই আমরা দেখছি। যাদের টাকা পয়সা আছে, ক্ষমতা দেখাতে পারে, তারা দুইজন, তিনজন স্ত্রী নিচ্ছেন। প্রথম স্ত্রীকে ছেড়ে দিচ্ছে। এখন প্রায় প্রত্যেকটা অফিসেই আমরা দেখছি যে দুই স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়ার জন্য প্রথম স্ত্রীকে দেখতে পারে না, ছেলে মেয়েদেরকে দেখতে পারে না। ঠিক এই রকম অবস্থাই আমরা দেখি। তারা মহিলা কমিশনের নিকট গিয়ে বিচার চায়। বিচার পায় না। এমত অবস্থায় তারা কোর্টে যায়। কোর্টে গেলে, কোর্ট তাদেরকে কি করে ? যে এখানে শুধু টাকা দেওয়া। এভাবে টাকা দিয়ে আপনারা যে বেতন পাচ্ছেন সেটা নষ্ট করা হচ্ছে। এখানে যারা দরিদ্র হয়তো তাদের কিছুটা ভাল হয়েছে। যে ধনী ৮ হাজার ৯ হাজার বেতন পায় তাদেরকে হয়তো কমিয়ে ৫০০ টাকা দিলেন। তার সন্তান হয়তো চারজন, একজন হয়তো বাড়ীতে, এমন অনেক জনই আছে। এমন অনেক জন আছে যারা এই সরকারের আমলে S. D. O, B. D. O এর চাকুরী করেন। তার

জন্য মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ এখানে যে টাকা কিছু বাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলছেন সেটি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় উপস্থাপন করেছেন। এটাকে সমর্থন করে এবং সংশোধনী আকারে আমার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট আবেদন রেখে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। তাছাড়া আর একটি কথা বলতে চাই, মাননীয় সদস্য শ্রীঅমিতাভ দত্ত যে ১২৮ ধারার কথা বলেছেন, কিন্তু এই ১২৮ ধারা আলাদা বিষয়। এখানে ১২৫, ১২৭, ধারার জন্য যে অ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন সেটার সঙ্গে কোন মিলও নেই। আপনি এখানে বলেছেন যে আমি পিছনের দরজা দিয়ে উঁকি মেরেছি বলে এটাকে সমর্থন করছি। কিন্তু আসলে এখানে অ্যামেণ্ডমেন্ট করার প্রয়োজন আছে। তারজন্য আপনাকেও বলা প্রয়োজন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী সিন্‌হা।

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী সিন্‌হা (কমলপুর) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে—'দি কোড্ অব্ ক্রিমিন্যাল প্রসিডিউর অ্যামেণ্ডমেন্ট বিলটি এনেছেন-আমার তরফ থেকে এবং আমাদের গণতান্ত্রিক নারী সমিতির পক্ষে সেই বিলটিকে পূর্ণ সমর্থন করছি।

আজকে এই বিলটি সম্পর্কে বিরোধী দলনেতা যে আলোচনা করেছেন এটা এমন কিছু নয়— আমাদের মা-বোনদের বিভ্রান্তির পথে নিয়ে যাওয়ার রাস্তা। কারণ উনি বলেছেন ঠিকই যে মহিলাদের দুরবস্থার কথা চিন্তা করেই এটা আনা হয়েছে। ১৯৭৩ সালে যে সংস্থান রাখা হয়েছিল ৫০০ টাকা যা নির্ধারণ করা হয়েছিল সেই ৫০০ টাকার জন্য একজন মহিলাকে পুরুষের পেছনে কত দিন হয়রানি হতে হয়, সে কারণে মহিলা কমিশনের বারান্দায় গিয়ে বসে থাকতে হয়, আদালতের বারান্দায় গিয়ে বসে থাকতে হয়। এই সম্পর্কে উনাদের অভিজ্ঞতা নেই।

আমি মনে করি, ৫০০ টাকার পরিবর্তে ১৫০০ টাকা করার ব্যাপারে এই বিলে যে প্রস্তাব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় করেছেন সেটা এই হাউস সমর্থন করবে এবং বিলটি হাউসে সর্বসম্মত ভাবে পাশ করা হবে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আবেদন করব, যারা খরপোষের জন্য আবেদন করবেন তাদের বিষয়টি যেন দ্রুততার সঙ্গে করা হয় এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করা উচিৎ। বিশেষ করে সরকারী কর্মচারী হলে যাতে করে এটা বিলম্ব না হয় সেটাও যেন দেখা হয়, সরকারী নির্দেশ অনুসারে যাতে করে টাকাটা তাড়াতাড়ি মহিলার হাতে পেঁৗছে দেওয়া যায় সেই ব্যবস্থা নেওয়া দরকার বলে মনে করি। ইতিপূর্বে আমরা রাজ্যের তৎকালীন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দশরথবাবুর কাছে নারী সমিতির পক্ষ থেকে

এই ব্যাপারে ডেপুটেশান দিয়ে বিস্তারিতভাবে দুঃস্থ মহিলাদের বা স্বামী পরিত্যক্ত মহিলাদের দুর্দশা লাঘবের বিষয়টি তুলেছিলাম। হয়ত্তবা মহিলাদের দাবী অনুসারে বা মহিলা কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে এই হাউসে এই ব্যাপারে সংশোধিত আকারে বিলটি আনা হয়েছে। এই বিলে শুধু মাত্র স্বামী পরিত্যক্ত মহিলাই নয়, বৃদ্ধ পিতা-মাতাও সন্তানের উপার্জনের একটি অংশ জীবিকা নির্বাহের একটি সুযোগ পাবেন। তাদের আর্থিক দুর্দশাও কিছুটা লাঘব হবে। কাজেই এই হাউসে বিরোধী দলের সদস্যদেরও তাদের কথা চিন্তা করে বিলটিকে সমর্থন জানানো উচিৎ বলে মনে করি।

এই আশা রেখে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা ৫০০ থেকে ৫০০০ টাকা করতে পারলে ভাল হত। আমরা গত দিনগুলিতে এই নিয়েতো কিছু করতে পারিনি। ক্ষমতায় এসে এটা ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৫০০ টাকা করা হল।

মাননীয় সদস্য রতনবাবু যে প্রস্তাবগুলি এই বিলের উপর এখানে রেখেছেন তাতে আমি বলছি, কাউকে সাহায্য করার জন্য এটা করা হয় নি। এই ব্যাপারে ন্যূনতম বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমরা এটা কিছুটা বাড়িয়েছি। কাজেই এই নিয়ে আমি সময় বাড়াতে চাই না। আগে আমরা এটা হাউসে পাশ করিয়ে নেই। রতনবাবুও বলেছেন, যে হয়ত এই কথাই আমরা বলছি হ্যাঁ, এই কথাই বলছি। এই কথাই বলতে হবে। আমরা এটাকে কার্যকর করতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করব। তারপর এই নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা পরবর্তী সময়ে নেওয়া যাবে। তাতে কোন অসুবিধা নেই। তবে এটা পরিস্কার, যে বিষয়গুলি উনি এখানে তুলেছেন যে কেউ কেউ এখান থেকে পার পাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। তাহলে বিষয়টা হবে ঘৃণ্য। বিষয়টি এমনিতেই ঘৃণ্য। সামাজিক থেকে নিন্দা হওয়া উচিৎ এবং হয়। আর অন্যান্য জায়গাতে যেমন, কুমার শানু বা অন্য যাদের কথা উনি বলেছেন সেটা হিন্দু-ম্যারেজ এ্যাক্টে প্রভিশন করে করেছে ওরা। ডাইভোর্সের ক্ষেত্রে। আমি অনুরোধ করব যেহেতু মূল বিষয়টির সঙ্গে আমাদের কারোর কোন আপত্তি নেই। আমরা এটা আগে পাশ করিয়ে নেই এবং সুদূর বা অদূর ভবিষ্যতে প্রয়োজনে সেটা সংশোধন করা যাবে। ধন্যবাদ।

মি : স্পীকার :— এখন আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দেব। এক্ষেত্রে প্রথমে মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত সংশোধনী প্রস্তাব ভোটে দেব। এখন আমি বিলের অন্তর্গত ২ (দুই) নং ধারা এবং ৩ (তিন) নং ধারার উপর উত্থাপিত সংশোধনী প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি।

সংশোধনী প্রস্তাবটি হলো :— **1, Under the clause 2. in the 3rd and 4. lines in place of the words 'One thousand Five Hundred Rupees' the words 'as the Magistrate may decide to be appropriate having regard to the circumstances of the case, "may be inserted.**

2. Under clause 3, in the 2nd line in place of the words "One thousand Five hundred Rupees" the words "as the Magistrate may decide to be appropriate having regard to the circumstances of the case" may be inserted,

(অতএব সংশোধনী প্রস্তাবটি ধ্বনী ভোটে বাতিল হলো)।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো :— **"The code of Criminal procedure (Tripura Fifth Amendment) Bill, 1998 (Tripura Bill No. 7 of 1998.)"**

(অতএব, প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক ধ্বনী ভোটে গৃহীত হল)।

মি: স্পীকার :— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং হইতে ৩নং পর্য্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(অতএব, বিলের উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক ধ্বনী ভোটে গৃহীত হলো)।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো "বিলের শিরোনামটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

(অতএব, বিলের শিরোনামটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক ধ্বনী ভোটে গৃহীত হলো।)

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— "The code of criminal procedure (Tripura Fifth Amendment) Bill, 1998 (Tripura Bill No. 7 of 1998),"

পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উৎথাপন করার জন্য।

Shri Manik Sarkar (Chief Minister):— Mr. Speaker sir, I beg to move "The code of criainml procedure (Tripura fifth Amendment) Bill, 1998 (Tripura Bill No. 7 of 1998) be passed,

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো :— The code of criminal procedure (Tripura fifth Amendment) Bill, 1998 (Tripura Bill No. 7 of 1998).

[অতএব, আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক ধ্বনী ভোটে গৃহীত, হলো]।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, "The Tripura panchayata (Second Amendment) Bill, 1998 (Tripura Bill No. 9 of 1998)"

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি পঞ্চায়েত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

GOVERNMENT BILLS—Considered and Passed.

Shri Sobodh Das (Minister) :— Mr. Speakers, I beg to move that "The Tripura panchayate (Second Amendment) Bill, 1998 [Tripura Bill No. 9 of 1998]," be taken into consideration,

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, পঞ্চায়েত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো :— "The Tripura panchayate (Second Amendment) Bill, 1998 (Tripua Bill No. 9 of 1999)"

(অতএব, প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হলো)।

মিঃ স্পীকার :— আপনি আলোচনা করুন ।

শ্রীসুবোধ দাস (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, তৃণমূল স্তরে গণতন্ত্র সম্প্রসারণ, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষকে যুক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে ৭৩ তম সংবিধান সংশোধন হয়েছে এটা আমাদের দেশে একটা যুগান্তকারী ঘটনা। এই আইনকে আমাদের রাজ্য বিধানসভা প্রনয়ণ করে, রাজ্যের গ্রাম উন্নয়ন এবং জনকল্যাণে প্রয়োগ করার জন্য পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন যথা-সময়ে হয়েছে। এবং নির্ব্বাচনের পর অর্থ কমিশন গঠন করা হয়েছে। অর্থ কমিশনের সুপারিশকে এই বিধানসভা অনুমোদন দিয়েছে। সেই অনুসারে রাজ্যে উন্নয়ন মূলক কর্মসূচী গণতন্ত্র সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন মূলক কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই কাজগুলি করতে গিয়ে আমাদের যেসব কিছু সীমাবদ্ধতা ও অসম্পূর্ণতা ও রয়েছে তাহা দূর করার জন্যই তার কিছু অংশ এই হাউসের কাছে অনুমোদন চাওয়া হচ্ছে।

১ নং— পঞ্চায়েতের কাজ কর্ম স্বচ্ছতা ও নিশ্চিত করতে জনগণকে সরাসরি যোগ করতে নূতন সংখ্যা তথা বেনিফিসারী গ্রাম সংসদের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। তা ছাড়া আরও কয়েকটি সংস্কার পরিধি বাড়ানোর প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

২ নং— গ্রামসভা তার গ্রামপঞ্চায়েতের মিটিং ডাকা ও তার সম্পাদনের বিস্তৃত পরিবর্তনের জন্য ৭ নং ধারার কিছু পরিবর্তনের জন্য প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এতে প্রধানের অনুপস্থিতিতে উপপ্রধানকে কিছু ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। গ্রাম সভা এবং গ্রাম সংসদের বিচার বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করে ১০ নম্বর ধারার পরিবর্তনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

৩নং— কোন নূতন গ্রাম সৃষ্টি হলে সেখানে নির্ব্বাচন সম্পন্ন করার পদ্ধতি যথাযথভাবে নির্দিষ্ট করার জন্য ১৭ নম্বর ধারার কিছু নূতন উপধারা সংযোজন করার প্রস্তাব রাখা হচ্ছে।

৪নং— সদস্য সংখ্যা অনুসারে পঞ্চায়েতের সভা অনুসরণের জন্য গ্রামের ব্যাপারে সংখ্যা নির্দিষ্ট করে ২৭ নম্বর ধারা সামান্য পরিবর্তনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

৫নং— গ্রামপঞ্চায়েতের জনসংখ্যা বিস্তৃতি অনুসারে একাধিক পঞ্চায়েত সচিব নিয়োগ করতে ৫০ নম্বর ধারা সামান্য পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

৬নং— স্বাস্থ্য থাকা ও সৎ উপার্জনের জন্য অধিকতর আর্থিক শৃঙ্খলা আনতে ৫৮ ধারার পরিবর্তনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

৭নং— পুনর্গঠনের জন্য পঞ্চায়েত সমিতি জেলা পরিষদ এবং এলাকার পরিবর্তনের ফলে সেখানে পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনের সংরক্ষণ সমেত পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করতে ৭১ এবং ১২৩ নম্বর ধারায় পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

৮নং— আমবাসা ব্লক ও ধলাই জেলার মত পরিস্থিতি বিবেচনা করে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ন্যূনতম স্বাভাবিক বিবেচনা করে ৭৩ এবং ১২০ নম্বর ধারার পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

৯নং— পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও তার পদ্ধতি সম্পর্কে অন্য স্থানীয় সংস্থা যথা মিউনিসিপলিটি এ, ডি, সির আইনের বিধানের স্বার্থে সমতা রক্ষার্থে ১৭৭ থেকে ১৭৮ ধারা পরিবর্তনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এই পরিবর্তিত পদ্ধতিতে বিধানসভার নির্দিষ্ট এলাকার সর্বশেষ ভোটার তালিকা ভিত্তিতে পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনের ভোটার তালিকা প্রণয়নের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এরফলে খরচ এবং প্রশাসনিক কাজ কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

GOVERNMENT BILLS—Considered and Passed.

১০নং— জেলা পরিকল্পনা কমিটি গঠনের জন্য সংবিধানের ৭৪ নম্বর ধারাকে পরিবর্তন করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান আইনের ২২২ ধারা রোধ করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

পঞ্চায়েত আইনের বিভিন্ন ধারা প্রয়োগের অনিবার্য্য বাধা দূর করতে পদক্ষেপ নেওয়ার আরো সুযোগ বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে ২২৯ নং ধারায় সামান্য পরিবর্তনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। তা ছাড়া অন্য কয়েকটি ধারায় যথা ৬, ১২, ২০, ২৯, ৫১, ৬৭, ৬৮, (৭৯, ৮৭, ১৪০, ১৪১,) ১২১, ১৩১, ১৩৯, ১৫৮, সামান্য অসামঞ্জস্যতা দূর করতে সংশোধনীতে কয়েকটি প্রস্তাব রাখা হয়েছে। আমি এই বিলটি এখানে রাজ্যের পঞ্চায়েতকে জনকল্যাণে আরো সঠিক ভাবে এবং উন্নয়নমূলক কর্ম্মসূচীর ক্ষেত্রে যে সব সীমাবদ্ধতা রয়েছে এইগুলি দূর করার জন্য এই সব পরিবর্তন আনার জন্য বিলটি এখানে উপস্থাপন করেছি। আমি এই হাউজের মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ রাখছি এই সংশোধনী বিলটি পাশ করে এই গ্রাম ত্রিপুরার কল্যাণে কাজে লাগে সেই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

ককবরক

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— মানণীনাং স্পীকার স্যার, আংনি ত্রিপুরা পঞ্চায়েত 2nd Amendment, Bill, 1998 অমন তৌয়ীই কিছা সানানি নাইঅ। কক্‌বরক্‌ অনেকে বুচিয়া অংগ, আহাইফান কক্‌বরক্‌ বাইন কিসা সাসিনী। অর' যেমন দা বিজয় রাংখল ব জমাতিয়া ককন বুচিয়া, বরক, বর' কা থেপানাই সিসুগয়া, বাই নানীই ব হানীইব হানবাইঅ, জমাতিয়া কক বাই হানখে ক, কা কীবাং। বনি সীকাং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কোড অফ ক্রিমিন্যাল বিল পাশ খীলাইমানি, অ-বিল ট্যালনিকেল তংগ। কিন্তু ফিনানসিয়েল রিপোর্ট কীরীই। যদি অরপাধ আং থাংখা হাইফানী আং মুইতু খীলাইরীআনি নাইঅ। যেহেতু ৫০০ নি জায়গাঅ ১৫০০ খীলাইখা অর ফিনানসিয়েল রিপোর্ট তংনাবাস্তা। কাজেই অমম সংশোধন খীলাইনানি বাতা। পঞ্চায়েত যে সংশোধন খীলাইনা নাইমানি, অর আনি পুইলা কক আংখা পঞ্চায়েতন কাহামকে সীনামথাং। অমম অ সরকার ঠিক রাইদাতৗই রীমানয়াথ। যেমন ভৃগুদাস গাঁওসভা, অর' তামা তং ? ভৃগুদাস গাঁও সভাঅ কীলাইঅ, থামতৗই, অ ভৃগুদাস গাঁওসভাঅ যে পোজা পোজা রাংরগ তীলাংমানি, রিরগ তীলাংমানি, মাইক্লং, তীলাংমানি, সীবানানাই, সামুং সীবারগ মানাই-ভৃগুদাস পাড়ানি বররগ। অ রেশন ভৃগুদাস

পাড়ানি বরগবরগ নাবাইখে বা নাথা. নাবাইয়াখে নাবাইয়া, বারা তংখে ফালাই তংঅ। চাবাইগই, মাংবাইঅই' থামতাইচুগয়া। আনি কররুক গাঁওসভা, অর হাথাই জায়গা' বরগ কাবাং লেখাপড়া কারাংকাবাং। অ গাঁও সভানি নাংতংগা লুংপুং। লেখা কারাং ব কারাই, লাম কারাং ব কক কারাই কারাংব কারাই. বরগ কাথাই। হাইখে তা থালাইদি, হাচুক চিরিংখে থালাইদি। অরঅ রেশন সপুংখে ব হাথাই বাই হাথাই বরগ নালাইলাংথাং। মাইরুং সগাইখে ব বরগ বাগলাই নালাইথাং। বনি বাগাই অ এমেগুমেগুঅ কোন রকম পথ তিসাজাগনা কারাই। সুবোধবাবু অর' কাইসাদে ফুমুংমানাই? ব হাই কক কতর সাঅ। মাথাং ফেলাই বন' আং সানাই। নাও থালাইমানি সামুং হামিয়া। তেই কাইচা আংথা পঞ্চায়েত সমিতি বাই জেলা পরিষদ। অর এম, এল, এ মেম্বার আংবাইঅ! জওহরবাবু তংগ অমরপুর পঞ্চায়েত সমিতি বাই উদয়পুর জেলাপরিষদঅ। চাংতাবুক পর্য্যন্ত রিংজাকয়াখ। পঞ্চায়েত সমিতি জওহরবাবু নব-চিঠি রহয়াখ. আনব চিঠি রহয়াখ। রনজিৎ দেবনাথ আগিনী মন্ত্রী কাচাম. তাবুকনি ফেল, বন' বিসিং বিসিং লগে নাঅই আচুথ লাইবাইঅ। কেশববাবু, আনি মাষ্টার বন' তেই সানা হামলিয়া। আং বনি ছাত্র হীনাই মানিঅ। পঞ্চায়েত নির্বাচন অ ব তামা থালাই? আনি চুচু ব্রজমোহন জমাতিয়া সি. পি. এম, থালাইঅ, আগিনি এম, এল, এ, বন' আনি পাড়াঅ তালাংথাংঅই সাঅ নগেন্দ্র বলংনি বরগবাই তংঅ। হাইখে কক সাআই ভোট বারিয়াই তংঅ। ইলেকশন ফাইখে কেশববাবু মমুনি ব্রজমোহন জমাতিয়ান' গাড়ীবাই তুবুঅ। হাময়া হীনখে বিথিচারিঅই তুবু নাই। হাইখে চুয়াকরগ বাতাকরগ থারাচিআই সাসিদি হীনাই। কিন্তু নরেশ জমাতিয়া বনখে সারইমালিয়া। কারণ ব লেখা কারাং। ব্রজমোহনখে লেখা রাংয়া. সাসিদি হীলাংখে ব সাঅ নগেন্দ্র বলংনিবরগ বাই তংঅ। নগেন্দ্র জমাতিয়া কংগ্রেস বাই তংগ. কংগ্রেস ফেল, কামিনী দাস ফেল সুব্রত ধর ফেল হাইখে সাআই কেশববাবুনি ভোট বাড়িরাঅ। পঞ্চায়েত অ-ব হাইমাংনো। তাবুক পঞ্চায়েত সমিতি. জেলা সমিতি আনি যে অধিকার তংঅ বনত নিরথ মানিনাই (তংরাআ) সুবোধ বাবু সাসিদি আং জেলা সমিতিনি মেম্বারদে মেম্বারয়া? জওহর সাহা ব পঞ্চায়েত সমিতিনি মেম্বারয়াদে? ব জেলা সমিতিনি মেম্বারয়াদে? তামা আইন বাই নিরক চাওন চিঠি রায়াখে বিসিং বিসিং মিটিং থালাইবাই? নিরথ যেভাবে রাং চালাইমানি, তাবুক পঞ্চায়েত নির্বাচন থালাইদি কাইসা ব নিরথ জিতিঅই-মানগালক। কারণ যে রাঙ ফাইমানি চালাইবাইআ। মানগানাও সদস্যা শ্রীমতি বৈজয়ন্তী কলই এম, এল, এ, বনি নগ গান্দার, পুখার নাইবাইদি, পুখার খুরবাইথা। বনি' গাঁও সভাঅ অর্ধেক বলং অর' পঞ্চায়েত নির্বাচন আংখে ভোট মানবাইয়া। অ পুখারি মুগাই লাচবাইঅ। আং সুবোধবাবুন তাইলাংগা ফুমাগনা মুচুংগ। আনি ইয়াংব কাইঅই অম্পি, তৈছু

নাইবাইদি। অম্পি কলোনী মাচাইয়া তংগ মাররাং বিয়াং তালাংবাই, সামুং তালাখেব রিয়াং থাংবাই। রাজ্য সরকারনি ৯০০ মেগেজ সামুং কাইমানি কৗরৗইখা, ৫০০ মেগেজ এ, ডি, সি, নি রহবাইখা, অব' অমব কৗরৗইখা। অমরপুরঅ রাজ্য সরকারনি বাই এ. ডি. সিনি সামুং কাইবাইখে কাইছা খৗলাইজাকঅ তেই কাইছা খৗলাইজাকয়া। বাউচার হৗনখে চুয়াগ বোতল কাইবাঅ, অমখে বাউচার। অম হাইখে চালাইমুং চালাইমুং এলাকা-নি করগরগ বেক্রেং বুকুর খালাহা। চৗঙ আগে আলু কাহাম চৗংঅাই, আ কাহাম চৗরৗঅা, তাই কাহাম খায়অই তংগবাইমানি অ বরগরগ তাবুক বেক্রেং বুকুর অাংগৗইবাইখা। গৗনাং অাংখা ক্ষীতিশ দাস অনিরুদ্ধ দেববর্মা, পঞ্চায়েতনি প্রধানরগ। দেহ হাম-বাইলাংখা, সাগ হামবাইলাংখা, আচুকখে তিসা মানবাইলিয়া তামাখে হাই অাংবাই, উায়াকগান, আকৗরম গৗদক চাবাই মালাংনি, অরিনি অ তেই কাইছা অাংখা ইলেকটেড মেম্বার তরখে ঠিক তাঅ,। পঞ্চায়েত সমিতিঅ Samiti shall not be less then nine (9) and not more than 15 তেই কাইছা জেলা পরিসদঅ তামা অাংলাইখা The Member or Dircotly elected Member of Jila parisad shall not be less than nine (9) and net more than 14, অম সানানি কক্‌দে, অংকদে সিবাই ? বাহাইখে, যে সৗকাং মামলাই তলাদিকে কৗবাং খলনাই, সৗকৗবাই খলনাই অরদে মিনিরহমানাই অমন' বাজ মারৗনাই। অর' পঞ্চায়েত সমিতিনি হাইখে তুবুনাই। কম ইনখে বা সৗকৗ, কৗবাং ইনখে বা বিসিবা, আচুখখে নাইথৗকঅ, অরখে কৗরৗংসা জাগাঅ আংসিনাই, তেই কৗরৗংসা জায়গাঅ খলনাই আংচিনাই। হাইখে নাইথৗকয়া। যাইহোক চৗঙ যে পঞ্চায়েতন আশা খৗলাইমানি যদি ইলেকশন অাংলাংখে বিরোধী দল ভোট মানাই। অরখে বিল তুবুমানি চৗঙ অমন চাজাকয়া। আনি কক, আসৗকজরা'

বঙ্গানুবাদ

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি "ত্রিপুরা পঞ্চায়েত দ্বিতীয় এমেন্ডমেন্ড বিল ১৯৯৮" এই বিষয়ে কিছু বলতে চাই। কক্‌বরক অনেকে বুঝেনা। তবুও কক্‌বরকে কিছু বলতে চাই। এখানে যেমন বিজয় রাংখল দাদা তিনি জমাতিয়া কথা বুঝেন না। কোথায় ক, কোথায় কা উচ্চারিত হয় তা জানেন না। তারজন্যই তিনি বলেন যে, জমাতিয়া কথায় ক, কা অনেক বেশী উচ্চারিত হয়। তার আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে কোড অফ ক্রিমিন্যাল বিল পেশ করে-ছিলেন, এই বিলে ট্যাক্‌নিকেল পদ্ধতি আছে। কিন্তু ফিনানসিয়েল রিপোর্ট নেই। যদিও সেই

বিল পাশ হয়ে গেছে তবুও আমি এটা মনে করিয়ে দিতে চাই। যেহেতু ৫০০ জায়গায় ১৫০০ করা হয়েছে. তাই ফিনানসিয়েল রিপোর্ট থাকা দরকার। কাজেই এই সংশোধন করা প্রয়োজন। পঞ্চায়েত যে সংশোধনী, এখানে আমার প্রথম কথা হচ্ছে যে. পঞ্চায়েতের সঠিক গঠন। এই সরকার সঠিক কৌশল নিতে পারেনি। যেমন ভৃগুদাস গাঁও সভা এখানে কি আছে? এই ভৃগুদাস গাঁওসভা অন্তর্গত খামতুই. উঁচু পাহাড়ের গ্রাম।

এই ভৃগুদাস গাঁওসভায় যে বোঝা বোঝা টাকা যাচ্ছে, কাপড় যাচ্ছে, চাউল নেওয়া হচ্ছে, কে পাবে? কাজ কে পাবে-ভৃগুদাস গ্রামের লোকেরা। এই রেশন ভৃগুদাস গ্রামের লোকেরা নিলে নিচ্ছে, না নিলে নেই, উদ্বৃত্ত হলে বিক্রি করছে। খেয়ে নিয়ে তারা শেষ করতে পারছে না। আমার কররুকে গাঁওসভা, এটা পাহাড় অঞ্চল। লোক বেশী অনেকে পড়াশুনা জানে। এই গাঁওসভার পাশেই লুংপুং গাঁওসভা। লেখাপড়ায় শিক্ষিত লোক নেই, পথ প্রদর্শক নেই, কথা বলার লোক নেই। লোকেরা প্রায় মৃত। এভাবে পার্থক্য করবেন না। সমতা বজায় রাখা দরকার। এখানে রেশন দোকানও লোকেরা পাহাড়ে পাহাড়ে নিয়ে যাবে । রেশনের চাউল পৌঁছলেও তারা ভাগ করে নিবে। তারজন্য এই এমেণ্ডমেন্টে কোন রকম সংস্থান রাখা হয়নি। সুবোধবাবু এখানে একটি উদাহরণ দেখাতে পারবেন না। তিনি শুধু শুধু বড় বড় কথা বলছেন। উনার মুখে কলুপ দিয়ে আমি বলতে চাই। আপনার করা কাজ ভাল নয়। আর একটি বিষয় হচ্ছে পঞ্চায়েত সমিতি এবং জিলা পরিষদ।

এখানে এম. এল. এ গণ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হন। জহর বাবু হচ্ছেন অমরপুর পঞ্চায়েত সমিতি এবং উদয়পুর জিলা পরিষদের সদস্য। আমাদেরকে এখন পর্যন্ত ডাকা হয়নি। পঞ্চায়েত সমিতি জহরবাবুকে চিঠি দিচ্ছে না। আমাকেও চিঠি দিচ্ছে না। রঞ্জিৎ দেবনাথ প্রাক্তন মন্ত্রী, বর্তমানে পরাজিত. উনাকে চুপি চুপি নিয়ে মিটিং এ বসছেন। কেশববাবু, আমার মাষ্টার, উনার কথা আর বলে লাভ নেই। আমি উনার ছাত্র তাই সম্মান করি। কিন্তু পঞ্চায়েত নির্বাচনে উনি কি করেন? আমার দাদু ব্রজমোহন জমাতিয়া সি. পি এম এর সমর্থক. প্রাক্তন এম. এল. এ. উনাকে আমার গ্রামে নিয়ে যান। আর দাদু বলেন "নগেন্দ্র উগ্রপন্থীদের সঙ্গে থাকে।" এভাবে বলে তিনি ভোট বাড়িয়ে নিচ্ছেন। নির্ব্বাচন আসলেই কেশববাবু মন্ত্রুর ব্রজমোহন জমাতিয়াকে গাড়ী দিয়ে নিয়ে আসেন। অসুস্থ থাকলে ঔষধ খাইয়ে নিয়ে আসেন। এভাবে মদ, গাজি পান করিয়ে ভাষণ দিতে বলেন। কিন্তু নরেশ জমাতিয়া, তাকে এভাবে বলার জন্য বলতে পারে না।

কারণ সে লেখাপড়া জানে। ব্রজমোহন লেখাপড়া জানে না। কথা বলতে বললেই শুরু করে নগেন্দ্র উগ্রপন্থীদের সঙ্গে থাকে। নগেন্দ্র জমাতিয়া কংগ্রেসের সঙ্গে থাকে। কংগ্রেস ফেল, কামিনী দাস ফেল, সুব্রত ধর ফেল এই বলে কেশববাবুর ভোট বাড়িয়ে দিচ্ছেন। পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনেও ঠিক তাই। এমন পঞ্চায়েত সমিতি এবং জিলা সমিতিতে আমার যে অধিকার আছে সেটা তো আপনারা মানেন ? সুবোধবাবু বলেন তো আমি জিলা সমিতির সদস্য কি না ? জহর সাহা তিনি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নয় কি না ? তিনি জিলা সমিতির সদস্য নয় কি ? কোন আইনে আপনারা আমাদেরকে চিঠি না দিয়ে চুপি চুপি মিটিং করছেন। আপনারা যেভাবে অর্থ নয়ছয় করছেন, এমন যদি পঞ্চায়েত নির্বাচন করেন তা হলে আপনারা একটিও জিতবেন না। কারন যে অর্থ আসছে তাই আত্মসাৎ করছেন মাননীয়া সদস্যা শ্রীমতি বৈজয়ন্তী কলই উনার বাড়ীর পাশে পুকুর দেখতে পাবেন, পুকুর খনন করা হয়েছে উনার গাঁওসভার অর্ধেক জঙ্গল, পঞ্চায়েত নির্বাচন হলে ভোট পাবেন না। পুকুর দেখলে লজ্জা হয়। আমার সুবোধবাবুকে নিয়ে দেখাতে ইচ্ছা হয়।

আমার অম্পি, তৈদু এসে দেখুন অম্পি কলোনির লোক অনাহারে আছেন। চাউল নিলে কোথায় চলে যায় কাজ গেলেও কোথায় চলে যায়। রাজ্য সরকার থেকে ৯০০ ম্যানডেজ কাজ দেওয়া হয়েছে, তার হদিশ নেই। ৫০০ ম্যানডেজ এ, ডি. সি থেকে দেওয়া হয়েছে, তারও হদিশ নেই। অমরপুরে রাজ্য সরকারও এ. ডি. সি থেকে কাজ দেওয়া হয়েছে, তারমধ্যে একটি করা হয়েছে এবং অন্যটি করা হয় নাই। বাউচারের জন্য মদের বোতল আসে। এভাবে অনাহার, অর্ধাহারে এলাকার জনগনকে কংকালসাড়ে পরিনত করেছেন। আমরা আগে ভাল আলু খাইয়েছিলাম, ভাল মাছ খাইয়ে ছিলাম, বিশুদ্ধ জল পান করিয়ে ছিলাম এই লোকেরা এখন কংকালসাড়ে পরিনত হয়েছে। আর ধনী হয়েছে ক্ষীতিশ দাস, অনিন্দ্র দেববর্মা পঞ্চায়েতের প্রধানগণ। শারিরীক উন্নতি হয়েছে, স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে। বসলে উঠতে পারে না। কিন্তু কিভাবে এই অবস্থা হয়েছে-শুকরের মাংস সুটকির গোদক ইত্যাদি ভাল খাওয়া খেয়ে। এখানে আর একটি বিষয় হচ্ছে নির্বাচিত প্রতিনিধি। এটা ঠিক আছে। পঞ্চায়েত সমিতিতে নয়জন সদস্যর কম হবে না এবং ১৫ জনের বেশী হবে না। অন্যদিকে জিলা পরিষদে কি হচ্ছে ? জিলা পরিষদের সদস্যগণ প্রত্যক্ষ ভাবে জনগনের দ্বারা নির্বাচিত সদস্য হবেন। আর জিলা পরিষদে সদস্য সংখ্যা নয় জনের কম হবে না এবং ১৪ জন সদস্যের বেশী হবে

না। এটা কি বলার বিষয়? তারা কি অংক জানে? যে সব নিম্ন দিকে ১৭ জন আর সব-চেয়ে বেশী ১২ জন। ১৪ জন এবং ১২ জন কি কখনো মিলে, না এটাকে বাদ দিতে হবে। এখানে পঞ্চায়েত সমিতির অনুরূপ করতে হবে। কম হলেও হতে হবে ১৪ জন আর বেশী হলে ৫ এর বেশী নয়। এভাবেই সুন্দর হবে। এখানে একটি জায়গায় ১৪ জন হবে আর একটি জায়গায় ১২ জন হবে। এভাবে সুন্দর হয় না। যাই হোক, আমরা যে পঞ্চায়েত আশা করছি যদি নির্বাচন হয় তাহলে বিরোধী দল ভোট পাবে। এখানে যে বিল আনা হয়েছে আমি তা মানছি না এই বলে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসমীর দেব সরকার।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী এই হাউসে যে সেকেন্ড এমেনডমেন্ট বিল এনেছেন তাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এই বিলের মধ্যে বেশ কিছু বিষয় এসেছে। সব গুলি আলোচনা করার সুযোগ থাকবে না। আমি সামান্য ২/১ টা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। প্রথম হচ্ছে বেনিফিসিয়ারী। আগে আমরা পঞ্চায়েত দেখেছি একটা নির্দিষ্ট ব্যক্তি কে বেনিফিসিয়ারী হিসাবে ট্রিট করা হত এই এমেনডমেন্ট আনার ফলে এখন একটা গোষ্ঠী বা কো-অপারেটিভ সোসাইটিকেও বেনিফিসিয়ারী হিসাবে চিহ্নিত করা হবে। স্যার, পঞ্চায়েতে গ্রামে লেভেলে কোন পরিবার বা কোন ব্যক্তি বা কোন এনজি, ও যদি কোন ডেভে-লাপমেন্ট কাজে অংশ গ্রহণ করতে চায় পঞ্চায়েত ইচ্ছা করলে তাদের সাহায্য করতে পারে। আগে সেই সুযোগ ছিল না। কোন কো-অপারেটিভ সোসাইটি বা কোন এন, জি, ও তাদেরকেও এর আওতায় আনা যাবে। কাজেই এই সংশোধনী আনার ফলে পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে উন্নয়ন মূলক কাজ গুলকে মানুষের কাছে আরও বেশী করে পৌছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। স্যার, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত হওয়ার ফলে এবং পঞ্চায়েতের হাতে অর্থকরী দেওয়ার ফলে পঞ্চায়েতের আগে যে সমস্ত অসুবিধা গুলি ছিল সে অসুবিধা গুলি দূরীভূত হবে। আগে আমাদের এই অভিজ্ঞতা ছিল না। আগে ডি. এম, বা এস, ডি, ও উপর যে দায়িত্ব দেওয়া ছিল তারা পঞ্চায়েত গুলির কাজের ক্ষেত্রে সময় দিয়ে উঠতে পারতেন না। সেখানে সামান্য সংশোধনী এনে একটা বৃহত্তর সুযোগ তৈরী করা হয়েছে। সুতরাং এটাকে আমি সমর্থন করছি। স্যার, মাননীয় বিরোধী সদস্য মহোদয়দের আমরা দেখেছি যখন বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে আর কিছু বলার থাকে না

তখন সরকারী অর্থ লুঠপাট করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন। জোট সরকারের আমলে এই সমস্ত ব্যাপার গুলি করতে করতে তাঁদের অভ্যাস হয়ে গেছে। তাই এখন প্রায়সই এই সমস্ত কথা তাঁরা বলে থাকেন। আমি আশা করি তাঁরা ও এই এমেন্ডমেন্টকে সমর্থন করবেন। স্যার, ১৯৭৮ইং সালে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় বসে পঞ্চায়েত নির্বাচন করে গেল ব্যালট পেপারের মাধ্যমে। আমার অভিজ্ঞতা হয়েছিল, কারণ আমি তখন প্রধান হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলাম। সেদিন থেকে গাঁও পঞ্চায়েত সভায় জেনারেল মিটিং ডেকে গ্রামের লোকজনদের সামনে আমি হিসাব পেশ করতাম। আমরা দেখেছি তয় বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েতের হিসাব গ্রামের সাধারণ মানুষদের ডেকে হিসাব নিকাশ দেওয়ার পদ্ধতি চালু করার নির্দেশ দিলেন, তখন পঞ্চায়েত আইনে সে বিধান ছিল না।

স্যার, আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহাশয়কে এখানে যে বিধান এনেছেন গ্রাম সভা ডেকে আইনের মধ্যে অন্তভুক্ত করা না যে গ্রাম সভা ডাকতে হবে এবং সেই সভার কিছু কিছু ক্ষমতা এ্যানুয়্যাল ষ্টেটমেন্ট যেটা দেবেন পঞ্চায়েতের উপর তারা তাদের মতামত দিতে পারবেন এবং সেই ক্ষেত্রে শুধু এ্যানুয়্যাল ষ্টেটমেন্ট নয় বাজেটে গ্রাম পঞ্চায়েতের সারা বছরের যে বাজেট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রনয়ন করবেন তার উপর জেনারেল বডি গ্রামের সাধারণ মানুষ মতামত দিতে পারবেন এই বিধান এখানে আছে। এই বিধান এখানেও রাখা হয়েছে শুধু বাজেট নয় তার যে এ্যাকশান প্ল্যান যে পোগ্রামে সারা বছর কাজ করবে অর্থনৈতিক কাজকর্ম গ্রামের উন্নয়নের জন্য কৃষি ভিত্তিক হোক, শিল্প ভিত্তিক হোক যে উন্নয়নের যে কর্মসূচী নেবেন গ্রামের সাধারণ মানুষ তারা তাদের মতামত দিতে পারবেন এবং প্রয়োজনে পরামর্শ দিয়ে পঞ্চায়েতকে বা সাধারণ নীতিকে সাহায্য করতে পারবেন। কাজেই সেগুলি তৈরী করা এবং গ্রামের রিপোর্ট তৈরী করা সমস্ত কিছুই দেখে থাকেন। কাজের কাজ হচ্ছে সভা ডাকা এটাকে আইনের বিধানের মধ্যে আনা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ যে বিধান ভারতবর্ষে যদি বলা হয় দূর্নীতি ইদানিং কালে আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢোকানর প্রচেষ্টা চলছে দীর্ঘ দিন যাবৎ এটা বলে লাভ নেই হয়তো কেউ কেউ লজ্জাই পাবেন লজ্জা সরম বলে যদি কিছু থেকে থাকে বোফর্সের দেশে। আমরা বলব গ্রাম সংসদ ডেকে সাধারণ সারা ভোটার দলমত নির্বিশেষে তাদেরকে এই ক্ষমতা তুলে দেওয়া তাতে অন্ততঃ দুর্নীতি রোধে এটা সাহায্য করবে বলে মনে করছি। তৃতীয়তঃ আন-টাইড ফাণ্ড সম্পর্কে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা অনেক কিছু বলছেন দোষা রূপ করে এবং বহুল প্রচারিত পত্র-পত্রিকায়ও এ সম্পর্কে সংবাদ বের হচ্ছে যে বিশেষ করে আন-টাইড ফাণ্ড চালু হওয়ার পর থেকেই আমরা দেখেছি নানা জায়গায় আন-

ট্যাইড ফাণ্ডকে বিক্রি করার চেষ্টা করছেন এবং এটা নিয়ে অনেকে অনেক কিছু বলার চেষ্টা করছেন যে যেমন খুশী কেউ হয়তো বুঝেন. কেউ হয়তো বুঝার ধার ধারেন না বলার চেষ্টা করছেন। কিন্তু এখানে বেনিফিসিয়ারী শুধু নয় বেনিফিসিয়ারীর সংখ্যা যেমন নির্ধারিত হয়েছে এবং বেনিফিসিয়ারী সিলেকশান করার ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে স্বদলীয় স্বজন-পোষণ, দুর্নীতি এইগুলি জিনিস গুলি ছিল আবার আপনারা পঞ্চায়েতের বইটা পড়ে দেখবেন কি ভাবে প্রতিটি পঞ্চায়েতের কোন ওয়ার্ডে কি কি বিধান রাখা হয়েছে এবং পঞ্চায়েতের সমস্ত বিষয়গুলি এই বইয়ে আছে।

এখানে আইনের মধ্যে গ্রাম সংসদ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আমি ধন্যবাদ জানাব সেকশন ১০ (টেন) পরিবর্তন হয়েছে। সেকশান ১০ (টেন) নাম্বার ৬ (সিক্স) তাকে ৬ এর ২নং সাব ক্লজ যেটা আছে গ্রাম সংসদ সিলেকশান অব বেনিফিসিয়ারী সেটা নির্ধারিত হবে এটা গ্রাম সংসদ ঠিক করবেন। গ্রামের কোথায় টিউবওয়েল বসবে. কোথায় সেনিটারি ওয়েল বসবে তার যে জায়গাটা গ্রামের ১০ জন মিলে গ্রাম সংসদ বসে ঠিক করবেন। এই যে অবস্থা আমার বিশ্বাস বাইরে গিয়ে যে যতটা দলবাজী করুন না কেন যতই যা বলুন না কেন বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে কুৎসা করুন বা না করুন অন্ততঃ গ্রামের যদি সত্যিকারের উন্নতি চান কে আগে পাবেন, কার দরকার প্রয়োজন ভিত্তিক কাকে সবার আগে দেওয়া দরকার কংগ্রেস (ই) হোক, কমিউনিষ্ট হোক, আমরা বাঙ্গালীই হোক উপজাতি যুব সমিতিই হোক গ্রামের মানুষ তারাই ঠিক করবেন। তাই আমার মনে হয় এই জায়গায় কেউ বিরোধিতা করবেন না। এই ক্ষমতাগুলি গ্রাম সংসদকে দেওয়া হয়েছে। এ্যামেণ্ডমেন্ট সেকশান ফাইব (৫)-এ এখানে ক্লজ ফোর (৪)-এ এই যে বিধান রাখা হয়েছে আমি তাকে আন্তরিক ভাবে সমর্থন করতে বাধ্য হচ্ছি। পঞ্চায়েত যে ইলেকটেড মেম্বার তারা হয়তো সব সময় থাকেন না আগে যদিও এটা ছিল না পঞ্চায়েত সেক্রেটারী করতেন। প্রধান এবং পঞ্চায়েত সেক্রেটারী মিলে টাকা তুলছেন পঞ্চায়েত ফাণ্ড থেকে। প্রধানের অবর্তমানে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী এবং উপ প্রধান মিলে পঞ্চায়েত ফাণ্ড টাকা তুলতে পারতেন, খরচ করতে পারতেন।

এখানে যেটা বিধান রাখা হয়েছে পঞ্চায়েত প্রধান সেক্রেটারী অথবা প্রধানের অবর্তমানে উপপ্রধান, পঞ্চায়েত সেক্রেটারী তারাও শুধু পারবেন না, পঞ্চায়েতের আগাম অনুমতি নিয়ে সেই টাকা ফাণ্ড থেকে পঞ্চায়েতের যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বডি অথবা যে জায়গায় তার অ্যাকাউন্ট সেখান থেকে সরকারের অনুমোদন নিয়ে সেখান থেকে টাকা তুলতে গেলে পঞ্চায়েতের সভা বসে সিদ্ধান্ত নিয়ে এটা কার্যকরী করতে হবে। দুর্নীতিকে বন্ধ করার জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। যত ধরনের আছে. হয়ত আরো কিছু যদি থাকে পরবর্তী সময়ে চিন্তা করা যাবে। এখন অবদি আমাদের নজরে যেগুলি এসেছে

অন্ততঃ দুর্নীতিকে বন্ধ করার জন্য এই প্রচেষ্টাগুলি, এই বিধান রাখা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, শেষ করুণ।

শ্রীসমীর রঞ্জন সরকার : — এছাড়াও নির্বাচন সংক্রান্ত একেবারে ভোটারলিস্ট প্রনয়নসহ, পঞ্চায়েতের নির্বাচন অবধি বিধানগুলি রাখা হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি সেই বিধান, অন্ততঃ তথাকথিত তথাকথিত সেই কটিকরায়ের জমানাই বলি, নামান জমানায় তথাকথিত রিগিং-টিগিং যেসমস্ত শব্দ শুনেছিলাম এগুলি দমন করতে নতুন পঞ্চায়েত আইনে বিধানগুলি রাখা হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি সুষ্ঠুভাবে গণতন্ত্র সম্প্রসারিত হওয়ার স্বার্থে, গ্রামস্তরে ত্রিপুরার উন্নয়নের স্বার্থে এবং চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকারের গ্রামীণ উন্নয়নের যে কর্মসূচী তা বাস্তবায়িত করতে পঞ্চায়েতের অ্যামেণ্ডমেণ্টগুলি এগুলি সাহায্য করবে এবং এটা সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হবে বলে বিশ্বাস রেখে আমার আলোচনা এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুদীপ রায় বর্মন।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মন (আগরতলা): —আমি প্রথমেই ত্রিপুরা পঞ্চায়েত সেকেণ্ড অ্যামেণ্ডমেণ্ট বিল ১৯৯৮ ইং আমি অনুরোধ করব আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীকে এটা যেন সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হয়। আমি এখানে বেশী বলব না কারণ আমার সময়ও কম। সেকশান ১৮১ এখানে স্যার, বিগত অ্যাসেমব্লির নির্বাচনের অ্যাক্সপেরিয়েন্স নিয়ে আমি কয়েকটা কথা বলছি। আমি দেখতে পেয়েছি বিভিন্ন কনষ্টিটিউয়েন্সিতে হাজার হাজার নাম ভোটার লিষ্ট থেকে ডিলিটেড। সো ফার আজ মাই নলেজ গোজ আমরা জানি ভোটার লিষ্টের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে তিনটি ক্রাইটেরিয়া হয়। (১) দ্যাট হি ইজ টু বি এ সিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া (২) দ্যাট হি শুড অ্যাটেন মিনিমাম এইজ অফ ১৮ (৩) অ্যাণ্ড দ্যাট হি ইজ এন অর্ডিনারি রেসিডেন্স অফ দ্যাট কনষ্টিটিউয়েন্সি অর পার্ট অফ দ্যাট কনষ্টিটিউয়েন্সি। স্যার, এখানে সেকশান ১৮১, ১৮২ এর সাব সেকশান ৪ এ বলা আছে অবজেকশান। মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী, মন্ত্রীসভার অন্যান্য মন্ত্রীরা বলেছেন বিভিন্ন সময়ে এই হাউসে সারা ত্রিপুরায় উগ্রপন্থীর তাণ্ডবে গ্রামে-গঞ্জে ট্রাইবেল হোক, বাঙ্গালী হোক, বিভিন্ন কাষ্টস কমিউনিটির মানুষরা আজকে যার যার বাসস্থানে থাকতে পারছেনা। কেউ কেউ

আসামে চলে গেছে, কেউ কেউ আগরতলা চলে এসেছে। অমরপুর থেকে আমি জানি, আমার জানামতে মাননীয় সদস্য শ্রীজহর সাহা বাড়ীতে ৫-৬ জন আছে, খয়েরপুরের কিছু সংখ্যক ছেলেরা সুধীর বাবুর বাড়ীতে আছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে আজকে আগরতলা শহরে প্রচুর সংখ্যক লোক ইরেস্পেকটিভ অফ পার্টি, তারা চলে এসেছে। এখানে এই যে অবজেকশান, ক্লেইম্স অ্যান্ড অবজেকশান হাজার হাজার লোক তাদের বাসস্থানে থাকতে পারছেনা এই তিনটি ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে একটি ক্রাইটেরিয়া তারা কিন্তু ফুল-ফিল করতে পারছেনা। দে আর নো মোর দি অর্ডিনারি রেসিডেন্ট অফ দ্যাট পার্ট অফ দ্যাট কন্স্টিটিউয়েন্সি। স্যার, আমরা লাষ্ট নির্বাচনে দেখেছি কমপ্লেন গেছে বাড়ী বাড়ী। উক্ত লোক এখানে থাকেনা, উক্ত লোক এই এলাকায় আগে ছিল এখন বর্ত্তমানে নেই। নোটিশ কারা দেয়? নোটিশ দিয়ে যায় বিভিন্ন তহশীল থেকে, পঞ্চায়েত থেকে কর্মচারীরা। পাড়াতে যাওয়ার পর আমার ক্যাডার ভাইদের হাতে পড়ে।

হাতে পড়ে তখন বলা হয় যে, তোমরা নোটিশ গুলি দিয়ে দাও, পেছনে লিখে দাও নট অ্যাভেলেবল। স্যার, এখানে বলা আছে, If the person concerned against whom the objection is made, if do not turn-up on the stipulated date and time his name shall be deemed to rejected from the voter list.

স্যার, এখন যারা বাড়ীতে যেতে পারছে না, যারা মফসল থেকে গ্রামে গঞ্জে থেকে চলে এসেছে তাদের কি হবে? এই ব্যাপারে এখানে সুস্পষ্ট কিছু বলা হয়নি। এখানে বলা আছে যে, অবজেকশান অ্যাণ্ড ক্লেইম বা ক্লেইম অ্যাণ্ড অবজেকশান, ক্লেইমের ব্যাপারে আমি কিছু বলছি না, আমি শুধু অবজেকশনের ব্যাপারে বলছি দ্যাট্ হি ইজ নো মোর দা অর্ডিনারী রেসিডেন্ট অফ্ চামনু, এনি পার্ট অফ্ ছামনু কন্স্টিটিউয়েন্সি। ওনার নামে যদি একটা অবজেকশান দেই যে, ঐ ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলা এই এলাকায় থাকে না, এখন আর নাই অটম্যাটিক্যালি তার নামটা সেই অর্ডার থেকে বাদ পড়বে। ফলে কোন ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলা তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারছে না। এখানে আরও অনেক টেকনিক্যাল পয়েন্ট ছিল আমি সেদিকে যাচ্ছি না। আমি শুধু একটা পয়েন্ট নিয়ে, বলছি স্যার, এই জন্যই আমি বলছি যে, এই ব্যাপারে চট করে সিদ্ধান্ত না নিয়ে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার উনিও জানেন, উনি কিন্তু কয়েক মাস ধরে খোয়াই যেতে পারছেন না, কারণ উনি যে তিন কোম্পানী সৃষ্টি করেছেন আমি জানি মানে পত্র পত্রিকায় উঠে ওরা ওনাকে খুঁজছে কাজেই উনি

বাড়ীতে যেতে পারছেন না। কাজেই স্যার, এই রকম বহু নিরীহ লোকরা আছে যারা বাড়ী ঘরে যেতে পারছে না, তাদের কথা চিন্তা করে চট করে এটাকে পাশ না করিয়ে সিলেক্ট কমিটির কাছে পাঠিয়ে থরো যদি এগজ্যামিনেশন করানো যায় তাহলে তার আরও টেকনিক্যাল পয়েন্ট বেরিয়ে আসবে। তাই আমি অনুরোধ রাখব আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এত তাড়াহুড়ো না করে এই যে একটা চক্রান্ত, আমি এটাকে চক্রান্তই বলব, কারণ সত্যিকারের ভোটারদের নাম ভোটার লিষ্ট থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া এবং যেনতেন ভাবে পঞ্চায়েতে যাতে ওরা দখল করে নিতে পারে তার যে চেষ্টা সেটা এখানে হচ্ছে। কারণ আমরা দেখেছি হাজার হাজার ভোটারকে বাদ দিয়ে গত নির্বাচনে আমি কিছু দিন আগেও বলেছিলাম ভুয়া ভোটার নাম ঢুকিয়ে তার পরেও ২০৬৭ ভোটের জন্য এরা ক্ষমতায় এসেছে। কাজেই এই যে বিরোধিতা এটা যাতে এবার না হয় তার জন্য আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলব তড়িগড়ি না করে এটাকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠিয়ে ভালভাবে পরীক্ষা করিয়ে এটাকে সর্বসম্মতিক্রমে এই হাউসে পেশ করা হোক এবং পাশ করানো হোক এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস মহাশয়।

শ্রীসুধন দাস (রাজনগর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে দি ত্রিপুরা পঞ্চায়েত বিল সেকেণ্ড অ্যামেণ্ডমেন্ট বিল উত্থাপন করা হয়েছে এবং এটার উপর আলোচনা হয়েছে যে, কি কি বিষয়ে সংশোধনী আনা হয়েছে। এটা আমাদের কাছে গর্বের বিষয় যে, একমাত্র ত্রিপুরা রাজ্যেই সংবিধানের ৭৩ তম সংশোধনী মোতাবেক এখানে যে পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছে এস, টি, এস, সি মহিলাদের রিজার্ভেশন সহ এটা সারা দেশের কাছে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা, কাজ শুরু হয়েছে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দেখা গেছে কিছু বিষয় এই পঞ্চায়েত আইনের সঙ্গে সংযোজন করলে পরে এই কাজকে আরও গতিশীল করা যায় এবং উন্নয়নও সঠিকভাবে করা যাবে। এই জন্যই এখানে কিছু সংশোধনী আনা হয়েছে। প্রথমত এখানে আলোচনা হয়েছে বেনিফিসারী নিয়ে এটা অনেক লোকের উপকারে আসতে পারে ব্যক্তিগতভাবে এবং কো-অপারেটিভের মাধ্যমে, এটা একটা দারুন জিনিষের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হল এবং এই সমস্ত কাজকর্ম এই পঞ্চায়েতের কাছে একটা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। এটা সারা রাজ্যের মানুষ উপলব্ধি করেছেন এবং তারা নিজেরা সরাসরি একসঙ্গে যুক্ত হয়েছেন এই কাজ গ্রামসভা করে।

এখানে বাজেট অনুমোদিত হয়, পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। তেমনি সারা বছরের হিসেব সেই গ্রামসভার মধ্যে পরিবেশিত হয়। প্রতিটা টাকা কিভাবে আসলো কিভাবে খরচ করা হবে, কিভাবে খরচ করা হয়েছে এই বিষয়গুলি সেই গ্রামসভার মধ্যে পরিবেশিত হয়। এটা এই সংশোধনীর মধ্যে আনা হয়েছে। তেমনি বেনিফিস্যারীজ সিলেকশন করার প্রশ্নে এই গ্রাম সংসদ একটা বা কাছাকাছি একাধিক ওয়ার্ডস্‌কে নিয়ে গ্রাম সংসদ করে সমস্ত অংশের লোক দলমত নির্বিশেষে সমস্ত অংশের মানুষকে নিয়ে সভা ডেকে সেখানে বেনিফিস্যারীজ সিলেকশনের যে পদ্ধতি এইটা অলরেডি চালু হয়ে গেছে। এখন এইটাকে আইনে অন্তর্ভুক্ত করে তাকে কার্য্যকরী করার যে ব্যবস্থা এটা করা হয়েছে। এরফলে রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষ উন্নয়নমূলক কাজে নিজেদেরকে সরাসরি যুক্ত করতে পারবে। তেমনি গ্রামের সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজকর্ম পঞ্চায়েত সচিবদের দিয়ে করানোর অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হতো এখন সেটা দূর করার জন্য এখানে প্রস্তাব রাখা হয়েছে যে অন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মচারীরা গ্রামের মধ্যে পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে কাজ করে যে কৃষি দপ্তর হোক বা এই ধরনের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মচারীকে পঞ্চায়েতে কাজকর্ম করানোর ক্ষেত্রে সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। এই সংস্থানও এখানে রাখা হয়েছে। এতে করে যে ব্যাপক কাজকর্ম করার ক্ষেত্রে যে অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছিল সেটা দূর হবে।

এখানে বিরোধীদের মাননীয় সদস্যরা উল্লেখ করার চেষ্টা করেছেন যে আনটাইড ফাণ্ডের টাকা খরচের ক্ষেত্রে অনেক দুর্নীতি হয় এবং অসমবন্টন হয় ইত্যাদি। কিন্তু এই প্রশ্ন এখানে উঠেই না। কারণ জনসংখ্যার ভিত্তিতেই এখানে টাকা বরাদ্দ করা হয় এবং সেটা সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চায়েতগুলিকে জানিয়ে দেওয়া হয়। কাজেই এখানে বৈষম্য করার কোন প্রশ্নই আসে না।

এখানে নির্বাচনের ক্ষেত্রে কিছু সংশোধনী রাখা হয়েছে। ভোটার লিস্টে, বিশেষ করে যখন লাষ্ট নির্বাচনে যেটা হবে সেই ভোটার লিস্টকে ভিত্তি করেই ভোটার লিস্ট প্রনয়ণ করা হবে। কাজেই এরফলে হয়রানী অনেক কম হবে এবং সরকারেরও টাকা পয়সার দিক থেকে অনেক সাশ্রয় হবে, কাজেই সেই দিক থেকেও এইটা অনেক সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। পঞ্চায়েত গঠিত হবার পর থেকে সারা রাজ্যে গ্রামে উন্নয়নের প্রশ্নে একটা উল্লেখযোগ্য সাড়া সারা রাজ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে। গ্রামের সমস্ত অংশের মানুষ এই উন্নয়নমূলক কাজে নিজেদেরকে সামিল করে এই রাজ্যের উন্নয়নের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য এগিয়ে এসেছেন। এতে কারোকারো আপত্তি হচ্ছে এবং যারা আপত্তি তুলেছেন তারা দেখা যায় নির্বাচনের সময় জনগণকে ভয় পায়, জনগণের সামনে যেতে ভয় পায়। তারাই আজকে এই সম্পর্কে নানা ধরণের বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা বলছেন বিশেষকরে ভোটার লিষ্ট বা এই সমস্ত

ব্যাপারে। কাজেই এটা প্রমানিত হয়েছে যে একমাত্র বামফ্রন্টই নির্বাচনে জনগণের সামনে গিয়ে জনগণের রায় নিয়ে ক্ষমতায় আসতে পারে এটা প্রমানিত হয়েছে। আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট যখন ক্ষমতায় আসে তখনই রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়, আর বামফ্রন্ট যখন ক্ষমতায় থাকেনা তখন লুটপাট কমিটি হয়-নির্বাচন তারা কিছুতেই করে না কাজেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গণতন্ত্রকে আরো বেশী তৃণমূলস্তরে নিয়ে যাওয়া এইটা বামফ্রন্টের প্রতিশ্রুতি ছিল। তার ভিত্তিতেই এই কাজগুলি করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে সেটাই এই পঞ্চায়েত আইনের সংশোধনীর মধ্যে দিয়ে আরো বেশী স্বচ্ছভাবে কাজকর্ম করার এখানে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে- ধলাই জেলায় জেলাপরিষদ গঠন করা সম্পর্কে কিছুটা অসুবিধা ছিল। এই সংশোধনীর মধ্যে দিয়ে সেটা পরিস্কার হবে বলে আমি মনে করি। আমবাসা ব্লকে ৫টা পঞ্চায়েত আছে নন্-এ. ডি. সি। তো এইখানে জিলাপরিষদ এবং পঞ্চায়েত সমিতি গঠন করা যাবে। আগে যেটা জনসংখ্যাকে ভিত্তি করে হতো এখন এটার জনসংখ্যাকে ভিত্তি না ধরে যে জনসংখ্যা আছে এটার মধ্যেই অন্তত সীট ভাগ করে নির্বাচন করা হবে এবং তাদেরকে পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থার সুযোগসুবিধা তারমধ্যে সম্প্রসারিত করার জন্য সংস্থান এই সংশোধনীতে রাখা হয়েছে।

যার ফলে ধলাই জেলার মধ্যে পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ সহ ইত্যাদি গঠনের বিষয়টি সহজ হবে। এর মধ্য দিয়ে পঞ্চায়েত সমিতির কাজকর্ম করতে গিয়ে যে সমস্ত বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি হত সেটা এই সংশোধনীর মাধ্যমে দূর করা সম্ভব হবে। এবং এই সংশোধনীর মাধ্যমে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের যে সমস্ত উন্নয়ন মূলক কাজ শুরু হয়েছে সেগুলি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। এই জন্য আমি এই সংশোধনী বিলটিকে সমর্থন করছি এবং পাশাপাশি বিরোধী দলের উপস্থিত সদস্যদের কাছেও অনুরোধ করছি তারাও যেন রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে এই বিলটিকে সমর্থন করে রাজ্য সরকারের সহায়তায় পাশে এসে দাঁড়ান- এই আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয়।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— স্যার, ব্যাপারটা সমর্থন বা বিরোধিতা করার ব্যাপার নয়। মাননীয় সদস্য নগেন্দ্রবাবু এখানে যে সমস্ত বিষয়গুলি তুলেছেন-সেগুলি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। যেমন উনি বলেছেন লুঙফুঙ-এর কথা। এটা বড়মুড়া পাহাড়ের একেবারে শেষ প্রান্তে। এটা তৈদু বাজা-

রের সঙ্গে। এমনিতে দেখা যায় খুবই কাছে। আসলে কম করে এক কিলোমিটার দূরে হবে সেটা। এগুলি আলাদা করা দরকার। যেমন 'চাইলতাছড়া' গাঁওসভা। এটা শুরু হয়েছে লংতরাই থেকে এবং শেষ হয়েছে ছামনু বাজারে গিয়ে। এটা প্রায় ১৫ কিলোমিটার হবে। ৫০ টাকা গাড়ীভাড়া লাগে আসা-যাওয়া করতে। কাজেই এটা যদি মনুর সঙ্গে যুক্ত করা হত তাহলে খরচাটাও কম হবে। তারপর রয়েছে 'দারচই'। এটা আগে কুমারঘাট গাঁওসভার সঙ্গে যুক্ত ছিল। দারচইয়ের ডারলং সম্প্রদায় শিক্ষিত এবং তাদের টাকা পয়সাও আছে। কাজেই তারা আলাদা হয়ে গেল। কিন্তু দারচই থেকে পাঁচ কিলোমিটার ভিতরে যে সমস্ত রিয়াং সম্প্রদায়ের পরিবারগুলি রয়েছে তারা কিন্তু এখনও কুমারঘাট নোটিফায়েড এরিয়ার মধ্যে রয়েছে। গভীর জংগলের মানুষ নোটিফায়েড এরিয়ার মধ্যে ঢুকে রয়েছেন। 'লালছড়ায়' ত্রিপুরা, রিয়াং এবং চাকমা সম্প্রদায়ের লোকরা রয়েছেন। রিয়াংদের তুলনায় ত্রিপুরা এবং চাকমা সম্প্রদায়ের পরিবারগুলি বিভিন্ন দিক থেকে অগ্রসর হয়ে আছে। রিয়াংরা দুর্বল ও অনগ্রসর। এছাড়াও সংখ্যালঘু রূপিণী সম্প্রদায়ের কিছু পরিবার সেখানে রয়েছে যারা কোন সুযোগ বা সুবিধা পায় না। যখন ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের কেউ চেয়ারম্যান হয় তখন ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের লোকেরাই সব পায়-খায়। চাকমা সম্প্রদায়ের কেউ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলে চাকমারাই সব পায়-খায়।

কাজেই, এগুলি নতুন করে পরিবর্তন করে দেখাটা দরকার। কেননা ভৌগলিক অবস্থান জনিত কারণে কিছু কিছু অসুবিধা হয়।

আর একটি বিষয় এখানে মাননীয় সদস্য মিঃ রায় বর্মণ বলেছেন যেটা খুবই যুক্তিসম্মত বলে মনে করতে পারি। আমাদের দেশের সংবিধানের গত ৫০টি বছরে ১০০ টি সংশোধনী আনা হয়েছে। পক্ষান্তরে আমেরিকায় গত ২০০টি বছরে ৩০টিও সংশোধনী আনতে পারেনি তাদের দেশের সংবিধানের। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, আমরা ইচ্ছা করলেই আইন করতে পারি। এখানে সেটাই হচ্ছে। যেমন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে ৩০ টা ধারাতে সংশোধনী এনেছেন এটা কি বিরূপের ব্যাপার ? ৩০ টা সংশোধনী হলেতো নতুন করে একটা আইন তৈরী করা যায়। কাজেই এটা যে তাড়াহুড়ো করে করা হয়েছে সেটা কিন্তু পরিস্কার ধরা পরছে। সাধারনত: এসব ক্ষেত্রে আমরা তিনটা বা চারটা বা পাঁচটার উপর সংশোধনী দেখতে পাই। ৩০ টা সংশোধনী এখানে আনা হল। কাজেই যদি এইরূপ আনা হয়েই থাকে তাহলে এটাকে প্রথমে আমরা সিলেকট্ কমিটির কাছে বিচার বিশ্লেষণের জন্য পাঠাতে পারি। কমিটির সুপারিশ অনুসারে পরবর্তী পদক্ষেপ

নেওয়া হলে কি বিশেষ কিছু খারাপ হবে? মনে হয় না। এখন এটা আপনাদের ইচ্ছা। আপনারা এখানে এটাকে গায়ের জোরে বা সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে পাশ করিয়ে নিতে পারবেন। কিন্তু যেখানে মোর দ্যান টেন- সেখানে এটাকে সিলেকট্ কমিটির কাছে পাঠালে ভাল হবে বলে মনে করি।

মি : স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া।

ককবরক

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— মানগীনাং স্পীকার স্যার, অর চিনি পঞ্চায়েতনি বাগাই, যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত হীমানি বর' কীরাগ খালাইনানি, পঞ্চায়েতন কাহাম খীলাইনানি বাগাই কিছা সংশোধনী তুবুজাকখা, আও পুইলা সানানি মীচুংসতাবুক যে চাঙ পঞ্চায়েত হীমানি, আসলে অম আংখা পঞ্চায়েত রাজ যেটা চিনি জাতিনি, বুবাগীরা মহাত্মা গান্ধীনি কাইচা ইমাংনুগমানি বখে, গ্রাম স্বরাজ' উয়ানসীগমানি। চিনি বামফ্রন্ট সরকার উয়াইথাম ক্ষমতা ফাইমানি পরে পুইলা ত্রিপুরাঅ ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন খীলাইখা। কাইচা পঞ্চায়েত স্তর, কাইছা পঞ্চায়েত সমিতি, তেই কাইচা জেলা পরিষদ। আও অর' পুইলা চিনি পঞ্চায়েত মন্ত্রীন আনি খা কাহাম ইয়াফারাই যে এমেণ্টমেণ্ট তুবুমানি দি ত্রিপুরা পঞ্চায়েত সেকেণ্ড এমেণ্ডমেণ্ট বিল ১৯৯৮ ইং তা বিলঅ কিছা সংশোধন তুবুজাকখা। আনি সীথাং সানাইরগ সাইথাংখা। আও শুধু সানানি মীচুংগ, আনি পাড়া আংখা জগন্নাথ বাড়ী পঞ্চায়েতঅ। থাংনাই মাসঅ চাঙ গ্রাম সংসদ খীলাইমানি, প্রায় ১৮শ বরক গ্রাম সংসদঅ মাসুজাকফাইখা। অরসীবা কংগ্রেস, সীবা সি. পি. এম, সীবা আমরা বাঙালী কক কীরাই। গ্রাম সংসদঅ ১৮শ বরক যত আচুকগাই থাংনাই বিসিঅ চাঙ তীমা, তীমা পরিকল্পনা খীলাইখা এবং বীসখাং বিসিঅ তীমা, তীমা খালাইনাই পঞ্চায়েত সেক্রেটারী একটা হিসাব রীগনিকখা চাঙ সুকখা অর' যতন খা ফুরুই অ গ্রামসংসদ খীলাইমানি, বর' খা-ফুরুইগছি নালাইখা। চাঙ কীতাল সিস্টেমখীলাইমানি যে ওয়ার্ড যেমন চিনি অর' ছয়টা ওয়ার্ড তংগ। অর' যে ওয়ার্ড কীতাল ফ্ল্যাগ তুবুই, কাহামখে মিছিল খীলাইঅ বরক কীবাং তুবুইমনাই বরগ পঞ্চাশ হাজার রাং মানখা' অ ওয়ার্ডঅ খরচ খীলাইনানি বাগাই। দ্বিতীয় পুরস্কার চাঙ নারাকখা ৩০ হাজার রাং। যে ওয়ার্ড জিতিনাই বরগ ৩০ হাজার রাং মানলাই। তৃতীয় পুরস্কার ২০ হাজার রাং। এভাবে চাঙ তিনটা ওয়ার্ডঅ রাং একলক্ষ রহরখা, ওয়ার্ডনি উন্নয়নমূলক সামুং খীলাইনানি বাগাই যে কাইথাম ওয়ার্ড জিতিখা তীমা তীমা উন্নয়নমূলক সামুং খীলাইজাকনাই অর' আচুকগাই সালাইফাইখা। চাঙ সুকখা যায়া ২০ হাজার রাং জিতিখা বরগ অর' আচুকগাই লগে লগে সিদ্ধান্ত নামাকখা যে চাঙ এক হাজারখে ২০ জনার

পোন পাইয়ারীয়ানো। বুমুং পর্যান্ত রহবাইখা। চিনি অক্রা নগেত্ৰদা সামানি যে বরকনি অরঅ দুর্নীতি আংখানি বাগাই উয়ানাজাকখা। আঙ সানানি মাচুংগা, যে চাঙ যত সিনি বাইঅ খামারবাড়ী গাঁও সভানি দাবাখেলামুনি জমাভিয়ান। ব-খাংনাই জোট আমলঅ চেয়ারম্যান ভংমানি। যেহেতু আনি বীতা কালাইঅ, বনি ব্যক্তিগত কক আঙ অর' সানানি খাংয়া। শুধু আঙ সানামাইঅ যে, খাংনাই পাঁচ বছরঅ পঞ্চায়েতঅ ভংমানিবাই অনেক কিছু খালাইবাখা, দালান নগ পর্য্যন্ত তিছাবাইখা। অ-জায়গাঅ বরগ দুর্নীতিনী কক্তিসানানি চায়াঅ। চিনি তেলিয়ামুড়া টি, ইউ, জে, এস, নি একমাত্র পঞ্চায়েত আংখাখামারবাড়ী পঞ্চায়েত। অ খামারবাড়ী গাঁওসভাঅ চাঙ বার বার চাপ রাইনাইখা নিরিখ গ্রাম সংসদ আচুকলাইদি।

তাবুক পর্য্যন্ত অ'চুক মান'লিয়া ট্রেজারী বেক নি বরগ অমন ব চিন্তা খালাইনি দরকার। যারা প্রধান, উপপ্রধান, পঞ্চায়েত সেক্রেটারীরাই প্রধান কারাইখে উপপ্রধানবাই মিলিঅই রাং তিসাবাইনাই, কিংবা জেলাপরিষদ পঞ্চায়েত সমিতিনি কাহাম খালাইমানি যেমন—ধলাই, আমবাসানি মোটামুটি কাহামখে খালইজাকখা বনি যাগাই এমেন্টমেন্ট বিল তুবুজাকঅ। অমন—আঙ সমর্থন খালাইঅ। অর' তেইব নগঅ যখন পঞ্চায়েত নির্বাচন, পঞ্চায়েত নির্বাচন মানে বরকনি পুইলা নির্বাচন, চাঙ পাঁচ বছরঅ নাখা যে, বরগ পঞ্চায়েত নির্বাচনখাদা খালাই মানখা? খাংনাই ১৯৮৮ সালনি সিমি ১৯৯৩ সাল জরা দা বীরজিৎ সিনহা আফুরুনি পঞ্চায়েত মন্ত্রী সাকা চাঙ পঞ্চায়েত নির্বাচন খালাইনাই। বনি আগে সমীরদা সাখা, পঞ্চায়েত নির্বাচন খালাইনাই কিন্তু বরগ পাঁচ বছরঅ পঞ্চায়েত নির্বাচন খালাই মানলিয়া। বরগ পঞ্চায়েতঅ যে মনোনীত চেয়ারম্যান কমিটি খালাইখা, চাঙ মুরুখা যে অ কমিটি ভামা অবস্থা খালাইখা? ল্যাম্পস, প্যাক্স, নোটিফাইড অথরিটি অফিস, পঞ্চায়েত বইগ যতঅ কোপারেটিভ অফিস সাবাইখা কোন নির্বাচননি পক্ষে কারাই। তারমানে রাং সাবাইমানি। অর' মানগানা থাইথাংমাই চিনি বিমলদা সাখা" আপনি সংনি জামলঅ শুধু সানামতাই, সানামতাই আসকজর। তেই মুংসা কারাই। পাঁচ বছরঅ শুধু রাং সানামখা, সাবা সাই সাবা খালাই মান অমনিবাগাই আঙ মনে, খালাইঅ যে পঞ্চায়েত দ্বিতীয় এমেন্টমেন্ট বিল তুবুমানি অমন যত সমর্থন খালাইবনাই কারণ আংকলকঅ তংনাই গাওসভানি কিছা সমস্যা তংগ। হাচুখ, হাচুখ, তংনাই ভৌগোলিক অবস্থানি সমাধান অর' কিছাকিছা তিসাখা, যেখানে সম্প্রদায় কাইনাইবাইতংগ অর'কিছা কক ব বাংতংগ। আনি মতে গ্রাম সংসদ আংখা আসল জায়গা। গ্রাম সংসদঅ যখন হিসাব রানা মাংনাই আফুরুব নিখক মানজাখবাতা আংখে অর' মানবাগবাইনাই। বন উপায় কারাই। যেমন ব আসাখ

মেওেজ লামা খীলাইবাইথা, অর' কিন্তু, শত শত বরক তংগী। ককদালা সাইমাইয়া। অমতাই গ্রাম সংসদবাই চিনি দুর্নীতিন মীথাগনি লামাহীনাই আঁও আশা খীলাইঅ তেইব চিনি অরনি মানগীনাং পঞ্চায়েত মন্ত্রী যে এমেন্টমেন্ট তাবুখা অমন যত সমর্থন খীলাই য়ানী হানীহই আশা খীলাইঅী আনি কক মীথাকথা। যতন খুলুমথা।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতকে মজবুত করার জন্য আরো ভাল করার জন্য কিছু সংশোধনী আনা হয়েছে। আমি প্রথমে বলতে চাই পঞ্চায়েত বলতে এখন যা বুঝায়, আসলে সেটা হচ্ছে পঞ্চায়েত রাজ। আমাদের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী স্বপ্ন দেখেছিলেন সেটা হল 'গ্রাম স্বরাজ'। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় এসে ত্রিপুরায় ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন করেছে। একটি হচ্ছে পঞ্চায়েতস্তর, একটি পঞ্চায়েত সমিতি অপরটি হচ্ছে জেলা পরিষদ। প্রথমে আমি মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রীকে সংশোধনী আনার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। "দি ত্রিপুরা পঞ্চায়েত এমেণ্ডমেণ্ট বিল ১৯৯৮ ইং"— এই বিলের কিছুটা সংশোধনী এনেছেন। আমার পূর্ব্ব বক্তারাও আলোচনা করেছেন। আমি শুধু বলতে চাই যে আমার গ্রাম জগন্নাথবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত। গত মাসে আমরা গ্রাম সংসদ বসেছি। প্রায় ১৮ শ লোক এই গ্রাম সংসদে যোগদান করেছেন। এখানে কে কংগ্রেস, কে সি. পি, এম, কে আমরা বাঙালী তার কোন বিচার নেই। যেখানে সমস্ত অংশের লোক দলমত নির্বিশেষে সমস্ত অংশের মানুষকে নিয়ে সভা ডেকে সেখানে বেনিফিসারিজ সিলেকশানের যে পদ্ধতি সেটা আলোচনা হয়েছে। এবং সেখানে বাজেট কি অনুমোদিত পরিকল্পনা গ্রহন করা হয় তেমনি সারা বছরের হিসাব সেই গ্রাম সংসদের মধ্যে পরিবেশিত হয়। প্রতিটা টাকা কিভাবে আসলো, কিভাবে খরচ করা হবে, কিভাবে খরচ করা হয়েছে এই বিষয়গুলি সেই গ্রাম সংসদ'এ পঞ্চায়েত সেক্রেটারী তার বিস্তারিত পরিকল্পনা নিয়েছি এবং আগামী বছরে কি কি পরিকল্পনা নেওয়া হবে বিস্তারিত আমরা দেখেছি, সবাই মনে প্রাণে এই গ্রাম সংসদে রয়েছে এবং মনে প্রাণে গ্রহন করেছে। আমরা নতুন পদ্ধতিতে করেছি যে ওয়ার্ড যেমন আমাদের এখানে ছয়টা ওয়ার্ড আছে. এখানে যে ওয়ার্ড নতুন ফ্ল্যাগ এনে যারা ভাল করে মিছিল করেছে অনেক লোক জমায়েত করেছে তাদের ওয়ার্ডে পঞ্চাশ হাজার টাকা পেয়েছে। যে ওয়ার্ড জিতবে সে ৩০ হাজার টাকা পাবে। তৃতীয় পুরস্কার ২০ হাজার টাকা। এভাবে আমরা তিনটি ওয়ার্ডে এক লক্ষ টাকা দিয়েছি যাতে ওয়ার্ডে'র উন্নয়নমূলক কাজ করতে পারে। যে তিনটি ওয়ার্ড জিতবে সেটি কি কি উন্নয়নমূলক কাজ করবে এখানে বসেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমরা দেখেছি যারা

এক হাজার টাকা করে ২০ জনকে ছাগল কিনে দেব। নামও দেওয়া হয়েছে। আমাদের মাননীয় বয়োজ্যাষ্ঠ নগেন্দ্র দাদা বলেছেন যে তাদের এখানে দুর্নীতির জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। আমি বলতে চাই, যে খামার বাড়ী গাঁও সভার বাখেল্যমুনি জমাতিয়া আমাদের সবারই পরিচিত। তিনি গত জোট আমলে চেয়ারম্যান ছিলেন। যেহেতু সে আমার বড় ভাই, তাই তার ব্যক্তিগত বিষয়ে কোন কথা বলতে চাই না। শুধু আমি বলব যে গত পাঁচ বছর তিনি পঞ্চায়েত থেকে অনেক কিছু করেছেন। দালান বাড়ীও করেছেন। এই জায়গায় তাদের দুর্নীতির কথা উঠানো উচিৎ নয়। আমাদের তেলিয়ামুড়া ব্লকে টি. ইউ জে, এস, এর একমাত্র পঞ্চায়েত আছে সেই খামারবাড়ী পঞ্চায়েত। এই খামারবাড়ী পঞ্চায়েতে আমরা বার বার চাপ দিয়েছি, যে আপনি গ্রাম সংসদে বসুন। এখনও পর্য্যন্ত বসাতে পারি নাই। ট্রেজারী বেঞ্চে এই সব বিষয়ে চিন্তা করা দরকার। প্রধান, উপপ্রধান, পঞ্চায়েত সেক্রেটারীর সঙ্গে, প্রধান না থাকলে উপপ্রধানের সঙ্গে মিলে টাকা উঠিয়ে, কিংবা জেলাপরিষদ পঞ্চায়েত সমিতিকে উন্নতি করার জন্য যেমন ধলাই, আমবাসার জন্য ভাল এমেণ্ডমেন্ট বিল আনা হয়েছে। এটাকে আমি সমর্থন করি। এখানে আরো দেখা যায় যে পঞ্চায়েত নির্বাচন, পঞ্চায়েত নির্বাচন মানে মানুষের প্রথম নির্বাচন। আমরা পাঁচ বছরে দেখেছি, তারা কি পঞ্চায়েত নির্বাচন করতে পেরেছেন? গত ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৩ইং সাল পর্য্যন্ত, বীরজিৎদা তখনকার পঞ্চায়েত মন্ত্রী ছিলেন এবং তিনি বলেছেন, যে' 'আমরা পঞ্চায়েত নির্বাচন করব।' তার আগে সমীরদা'ও বলেছেন যে' আমরা পঞ্চায়েত নির্বাচন করব।'' কিন্তু তারা পাঁচ বছরেও পঞ্চায়েত নির্বাচন করতে পারেন নাই। তারা পঞ্চায়েতে যে মনোনীত চেয়ারম্যান কমিটি করেছেন আমরা দেখেছি যে এই কমিটি কি অবস্থা করেছে? তারা ল্যাম্পস, প্যাক্স, নটিফাইড অথরিটি অফিস, পঞ্চায়েত কোপারেটিভ সমস্ত কিছু ভেঙ্গে দিয়েছে। কোন নির্বাচনের পক্ষে ছিল না অর্থাৎ টাকা নয় ছয় করা। এখানে মাননীয় এবং আমাদের স্বর্গীয় বিমলদা বলেছিলেন'' আপনাদের আমলে শুধু কাজ করার নামে তালবাহানা করছে। আর কোন কিছুই করতে পারেনি। পাঁচ বছর শুধু সরকারী তহবিল করেছেন। প্রতিযোগিতা ছিল কে কার চেয়ে বেশী সরকারী অর্থ আত্মস্বাদ করতে পারে। তারজন্য আমি মনে করি যে এখানে পঞ্চায়েত দ্বিতীয় এমেণ্ডমেন্ট বিল উপস্থাপন করা হয়েছে—এটাকে সকলে সমর্থন করবেন। কারণ পিছিয়ে পরা গাঁওসভাগুলির কিছু সমস্যা আছে। উঁচু উঁচু পাহাড় আছে, সেগুলির ভৌগোলিক অবস্থার সমাধান কিছু কিছু তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে তিনটি, চারটি সম্প্রদায়ের লোক আছে সেখানে কিছু অতিরিক্ত কথাও আছে। আমার মতে গ্রাম সংসদ হল আসল জায়গা। গ্রাম

সংসদে যখন হিসাব চাওয়া হবে তখন সরকারী দোষী হলে অবশ্যই ধরা পরবে। তার কোন উপায় থাকবে না। যেমন সে এত মেণ্ডেজ রাস্তার কাজ করেছে। এখানে কিন্তু শত শত লোক আছে সেখানে মিথ্যা কথা বলার কোন সুযোগ নেই। আমি আশা করি, এই রকম গ্রাম সংসদ আমাদের দুর্নীতি রোধ করার একটি বিশেষ পথ। তাছাড়া এখানে আমাদের মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী যে এমেণ্ডমেন্ট এনেছেন এটাকে সকলে সমর্থন করবেন এই আশা রেখেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। সবাইকে নমস্কার।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবিজয় কুমার রাংখল।

শ্রীবিজয়কুমার রাংখল :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী দি ত্রিপুরা পঞ্চায়েত সেকেণ্ড এমেণ্ডমেন্ট বিল উত্থাপন করছেন যে ব্যাপারে ক্লিয়ারফিকেশন আছে বলে আমি মনে করি সেগুলি হলো—এখানে কোন প ায়েতে মহিলাদের চেয়ারম্যান বা প্রধান হবে সেই ব্যাপারে বিস্তারিত কোন কিছু বলা হয় নি। তারপরে বেনিফিসারীসদের ব্যাপারে বি এ, সিতে আলোচনা করার ব্যাপারে কোন কিছু উল্লেখ এখানে করা হয় নি। আর্থিক বরাদ্দ নিয়ে বা ব্যয় নিয়ে বি এ সিতে আলোচনা হয় কিন্তু বেনিফিসারী কি ধরণের হবে সেই ব্যাপারে কিছু এখানে উল্লেখ করা হয় নি। আর একটা বিষয় হচ্ছে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী যারা আছে তারা তো যারা যার প্ল্যান অব পোষ্টিংএ যাওয়া যায় না। প্রয়োজনের সময় খোঁজ করেও তাদেরকে পাওয়া যাচ্ছে না। আমাদের কমলা ছবি পঞ্চায়েত সেক্রেটারীকে তো এক বছরে একবারের জন্যও আমরা পায় না। উনাদের ব্যাপারে অনেক লেভেলে আলোচনা করা হলেও এই ব্যাপারে আমি মাননীয় মন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তারপরে যারা পঞ্চায়েতের আছে তাদের ব্যাপারেও যাতে দৃষ্টি দেওয়া হয়। এটা সরকারের কাছে আমার অনুরোধ।

স্যার, পঞ্চায়েত সেক্রেটারী যারা আছেন তাদের এরিয়াতে যাবার কথা কিন্তু পঞ্চায়েত সেক্রেটারী এরিয়াতে যান না। অনেক ক্ষেত্রে গ্রামবাসীরাও পঞ্চায়েত সেক্রেটারীকে গিয়ে পাননা। এই রকম অনেক ঘটনা আছে। আমাদের কমলাছড়া পঞ্চায়েত সেক্রেটারী বছরে একবারও তাকে পাওয়া যায়না। কিন্তু এই ব্যাপারে অনেক আলোচনা করার পরও কিছু করা যাচ্ছেনা। এই পঞ্চায়েত সেক্রেটারীরা যদি সিন্সিয়ার না থাকেন, পঞ্চায়েতের ১০০ শতাংশ কাজ তাদের নামে ওয়ার্ক অর্ডার হয়ে থাকে, সরকারী কর্মচারী তারা বেতনের ওয়ার্ক অর্ডার পান আবার গ্রাম

উন্নয়নেরও ওয়ার্ক অর্ডার পান, এই ক্ষেত্রে গ্রামবাসীরা সঠিক মত তাদের বেনিফিট পাননা। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিচার বিবেচনা করবেন কিনা। তার পর আমরা যারা পঞ্চায়েতের বাইরে এ. ডি. সিতে আছি আমাদের তো কিছু নেই। সেই ব্যাপারে আমাদের সুযোগ সরকার পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষের কাছে এই ব্যাপারে আপনাদের বিবেচনা কি আছে, এই টুকু আমার প্রস্তাব এবং আপনাদের কাছে আমার বক্তব্য এই সব কয়েকটা ক্রাইটেরিয়া যদি ঠিক না করা হয় পঞ্চায়েতীরাজ এ্যাক্ট-এ মাঝখানে এই ভাবে কয়েকটা সূত্রে, মাধ্যমে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী এবং পঞ্চায়েত প্রধানরা বিভিন্ন কৌশলে বিভিন্ন কায়দায় তারা হিসাব পত্রে গণ্ডগোল করে থাকেন এই রকম আমরা কয়েকটা হাতেনাতে ধরেছি। এইতো সেদিন আমার এখানে চারা দিতে গিয়ে নারিকেলের চারা হউক, সুপারীর চারা হউক, লেচুর চারা হউক, লেবুর চারা হউক এইগুলি ঠিক ভাবে তত্ত্বাবধান করা হচ্ছেনা। পঞ্চায়েত সেক্রেটারী এইগুলি ইনিসপেক্শান না করার পরও এই গুলি উনারা সার্টিফাইড করে থাকেন। তারপর আমরা দেখলাম যে এই চারাগুলির ১০০ পারসেন্ট না হলেও ৯০ পারসেন্ট চারা অকেজো। এই চারা-গুলির সিকর নাই, এইগুলি এই ভাবেই করে থাকে। কাজেই এই গুলির উপর নজর দেওয়া দরকার। মার্কেট হউক, সিনেটারী হউক এইগুলি পাইপ বিহীন ফিট করা থাকে। কাজেই পঞ্চায়েত মন্ত্রীর কাছে আমার অনুরোধ থাকবে আপনার এই বিল যদি এই সবের কোন ক্লারি-ফিকেশান এ কোন আইন তৈরী করা না থাকে ব্যাক্তিগত ভাবে হউক, আমাদের বিরোধীদলের এমেণ্ডমেন্ট হউক. ক্লারিফিকেশান হউক যেগুলি আছে এটার আমি সাপোর্ট করি। এই-গুলি যদি আপনার এ্যাক্টে না থাকে, এমেণ্ডমেন্টে তা থাকে তাহলে এটা ইন্ষ্টীল স্টেণ্ড ইন্কমপ্লিট। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়।

শ্রীসুবোধ দাস (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে আমি যে বিলটি উপস্থিত করেছি সভার সামনে এই বিলটি নিয়ে মাননীয় সদস্যরা পক্ষে এবং বিপক্ষে আলোচনা করেছেন, এই জন্য আমি তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মাননীয় সদস্য শ্যামাচরন বাবু এখানে যে বিষয়টা এনেছেন তা গুরুত্বপূর্ণ এবং দীর্ঘায়িত। গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েত এবং এ. ডি. সি. এলাকায় ভিলেজ কমিটি নামাকরণ করা হয়েছে। আমাদের কাঞ্চনপুরে ২০, ২১ কিলোমিটার দীর্ঘ্য ভিলেজ এখনো রয়েছে। এখানে

আমি একটা উদাহরন দিতে পারি, যেমন কাঞ্চনপুরের মাকুমছড়া সেখানে এক পাশে রিয়াংরা আছেন দুর্গম এলাকায় আর অন্যান্যরা আছেন নীচেরদিকে ভাল অবস্থায় ওনারা পৃথক হয়ে গাঁওসভা বলুন আর ভিলেজ কমিটি বলুন তারা তা করতে চান। আবার অন্যরা তা বাঁধা দেন, যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, কারণ উনাদের বেনিফিসারী সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে নীচের দিকে নিয়ে আসতে পারেন। এই সব বাধা, এখানে আলোচনাটা নগেন্দ্রবাবু করেছেন আমি তো সব বুঝতে পারিনাই কারণ উনি ককবরকে বলেছেন কাজেই বিশু দাস গাঁওসভায় থাম্পিং রেশন দোকান আছে আর যে সমস্ত সমস্যা তুলেছেন এইগুলি যদিও এই সংশোধনীর সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত নয়, কিন্তু এই বিষয়টা ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের আগে এ ডি সি, যাতে করেন সে জন্য আমরা এই হাউসের পক্ষে তাঁদের কাছে অনুরোধ জানাব। এটা বাস্তব সম্মত হয়েছে। এটা যদি এ, ডি, সি নির্বাচনের আগে করেন, উক্ত এলাকার মানুষের উপকার হবে। এটা যুক্তি সঙ্গত। এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। অমরপুর, তৈদু করবুকে রয়েছে এছাড়াও আরোও হয়ত আছে যেগুলি আসেনি তা নিশ্চয়ই রাজ্য স্তরের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সুযোগ দেবেন। কিন্তু যেহেতু এ, ডি, সি, নীতি নির্ধারণ করবে তাই আমরা এখান থেকে অনুরোধ জানাব। মাননীয় বিধায়করা এখানে অভিযোগ করেছেন, পঞ্চায়েত সমিতির মিটিং কিংবা বি, এ, সি, এর মিটিংয়ে তারা যেতে পারেন না, কারণ, কবে মিটিং হবে সেটা তাঁদেরকে জানান হয় না। এটা যদি হয়ে থাকে, তাহলে আমরা অবশ্যই নির্দেশ পাঠাব। আমাদের পঞ্চায়েত আইনে এ ব্যাপারে পরিস্কার নির্দেশ রয়েছে। তথাপি এটা অমান্য করা হলে, আমরা কৈফিয়ত চাইব, কেন খবর পাঠান হয় না? মাননীয় সদস্য সুদীপ বাবু বিলটিকে সিলেকট কমিটিতে পাঠানোর ব্যাপারে কিছু যুক্তি দেখিয়েছেন। আমি এই বিষয়ে বলতে চাই, ভোটার তালিকায় কারচুপি এগুলি আইন করে বন্ধ করা যাবে না। এটা সম্পূর্ন রাজনৈতিক ব্যাপার। আমাদের সকলের স্বচ্ছ দৃষ্টি ভঙ্গী এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং অর্গানাইজেশনের সম্মিলিতভাবে অংশ গ্রহণ করে এটা রুখতে হবে। তবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এই ভোটার কারচুপিতে বিরাট একটা হের ফের হয় না হার জিতের। উনিশ বিশ হতে পারে। মারাত্মক ধ্বস হয়না। কিছু কিছু অভিযোগ থাকতে পারে। এখানে বিধান সভা এবং লোক সভার ভোটের তালিকা এনেই লিষ্ট প্রনয়ন করা হয়ে থাকে। তবে কেহ যদি স্থানান্তরিত হন, তাহলে ভোটার স্লিপ নিয়ে গেলে অবশ্যই নাম নথি ভুক্ত করা হবে।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মন :— আমি এখানে যে কথা বলেছি, তাতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় হয়ত বুঝতে ভুল করেছেন। উগ্রপন্থীদের কারণেই হউক কিংবা আইন শৃঙ্খলার অবনতির কারণেই

হউক যারা গ্রাম গঞ্জ ছেড়ে চলে এসেছেন তাদের খোঁজে সেই সব লোকদের যাদের নাম ভোটার লিস্টে উঠেনি সেই সব নাম লিপিবদ্ধ করার জন্য। এটাই নিয়ম। নির্বাচন কমিশনের এ ব্যাপারে নীতি নির্দ্দেশিকা রয়েছে।

শ্রীসুবোধ দাস (মন্ত্রী) :— আমি তো বলেছি, ভোটারদের স্থানান্তরিত হবার কথা। কেন নাম অন্তর্ভুক্ত হবে না? কিছু দিনের মধ্যেই আমাদের ভোটার তালিকার নাম সংশোধিত হবে। প্রস্তাব আছে এবং আমরা আগেই বলেছি, বিধান সভা এবং লোক সভা নির্বাচনের ভোটার তালিকা কপো করার জন্য। এ, ডি, সি, মিউনিসিপ্যালিটি একই নিয়ম কপো করছে।

স্যার, এখানে যে আশংকার কথা বলা হয়েছে, এই বিলের মধ্যে সেই ধরনের আশংকার কোন কারনই নেই। তারপর মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র বাবু তালই বলেছেন। তবে এখানে একটা বুঝতে পারি নি যে কে কার দাদু- নাতি এবং এই বিলের সঙ্গে এটা কোন সম্পর্ক নেই। তারপর মাননীয় সদস্য বিজয় রাংখল মহোদয় বলেছেন কোন পঞ্চায়েতে কোন মহিলা প্রধান হবেন এটা বিলে বলা নেই। এটা বলা থাকবে না। কারণ এটা রোটেশান অনুযায়ী এক তৃতীয়াংশ আসন রোটেশান অনুযায়ী হবে। প্রথম বছর একই পঞ্চায়েতে মহিলা প্রধান হবেন না। এটা আমাদের বিধান আগেই রয়েছে। তারপর বেনিফিসিয়ারী সিলেকশানে ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা এই বিলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যে বেনিফিসিয়ারী সিলেকশানের করার জন্য নির্বাচিত পঞ্চায়েত যাতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ভোটার উপস্থিত থাকেন। সেদিনও এখানে আলোচনার সময় মাননীয় সদস্য শ্রীরতন লাল নাথ মহোদয় বলেছিলেন যে খুব কম সংখ্যক মেম্বার নিয়ে গ্রাম সংসদীয় মিটিং হচ্ছে। এটা সত্যি হতে পারে, কিন্তু এটাকে মানা হবে না। এটা ফেরৎ যাবে, সমিতি থেকে এটা ফেরৎ পাঠানো হবে।

শ্রীরতনলাল নাথ:— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন এটা ফেরৎ যাবে এটা কে ফেরৎ পাঠাবে? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন ভালো এমেণ্ডমেন্ট এনেছেন। এরই প্রধান মহিলা হবে নাকি হবে না সেটা আগে থেকে নোটিফিকেশান দিতে হবে সিলেকশানের ক্ষেত্রে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রধান নির্বাচনের সময় ভোট নেওয়া হয় কে প্রধান হবেন। এটা আগে ডিক্লেয়ার হওয়া উচিৎ।

শ্রীসুবোধ দাস (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা প্রতি বছর পরিবর্তনশীল নয়। একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর পরিবর্তন হবে।

শ্রীরতনলাল নাথ (মন্ত্রী) :— যে প্রস্তাবটা মাননীয় সদস্য সুদীপ রায় বর্মণ মহোদয় এনেছিলেন এবং শ্যামাবাবু এটাকে সমর্থন করেছেন। যেহেতু টেকনিক্যালি ডিফেক্ট দেখা দিয়েছে বলেই এটা এনেছেন।

শ্রীসুবোধ দাস (মন্ত্রী) :— টেকনিক্যালী ডিফেক্ট দেখা দেয়নি। তারপর স্যার, যে কোন ধরনের চারা, বীজ ইত্যাদি বিতরণের ক্ষেত্রে কিছু জটিলতা ছিল। কারণ, সে পরিমান চারা, বীজ আমাদের রাজ্যে ছিল না। তারজন্য আমরা প্রত্যেক পঞ্চায়েতকে বলেছি নার্সারী করার জন্য। কারন, বাইরে থেকে আনলে ভাল চারা, ভালো বীজ পাওয়া নাও যেতে পারে।

তারজন্য পঞ্চায়েতকে নিজের ভার দেওয়া হয়েছে নার্সারী করার জন্য। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এতে বেনিফিসিয়ারী সিলেকশানের ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোটার উপস্থিত থাকতে হবে বাইরের নয় ঐ ওয়ার্ডের ভোটাররাই নির্দিষ্ট সংখ্যায় উপস্থিত থাকবেন তা না হলে যে বলছেন কে প্রত্যাখান করবেন। উপস্থিতির মধ্যে পঞ্চায়েতে রিজলিউশান থাকবে এত জন যতক্ষন উপস্থিত থাকবেন এ টু জেড সবার নাম থাকবে। এখানে এই যে বিলটা আনা হয়েছে এই বিলের উপর সংশোধনী প্রস্তাব রাখা হয়েছে এবং মাননীয় সদস্য সুদীপবাবু এটাকে সিলেকট্ কমিটিতে পাঠানোর জন্য বলেছেন। আমাদের যে ভাবে কাজকর্ম শুরু হয়েছে এই সব আইনগত জটিলতার দরুন বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এইগুলি দূর করা হলে পর যে পরিমান অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে জটিলতা বেড়ে যাবে তাতে সমালোচনা করা যাবে কিন্তু জন কল্যানের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ হবে এটা ক্ষতি গ্রস্থ হওয়ার কিছু কারণ রয়েছে। আমি উভয় পক্ষের মাননীয় সরকার পক্ষের সদস্য এবং মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যদের কাছে অনুরোধ রাখব যে বিলটি এখানে উপস্থিত করা হয়েছে সেই বিল আপনারা অনেকেই আলোচনা করেছেন আপনাদের যুক্তি সঙ্গত আশংকাগুলি দূর করার জন্য এই বিলের মধ্যেই বিধান রয়েছে কাজেই সকলে এক মত হয়ে সমর্থন করলে এই বিল পাশ হলে আমাদের ডেভেলাপমেন্ট মুলক কাজ করার পক্ষে সহায়ক হবে। এই কথা বলে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— আলোচনা শেষ হয়েছে। ইতি মধ্যে আমি একটি মোশান পেয়েছি মাননীয়

সদস্য শ্রীসুদীপ রায় বর্মন মহাশয়ের নিকট থেকে। মোশানটি হলো :—

The Tripura Panchayat (Second Amandment) Bill, 1998 Tripura Bill No. 9 of 1998 be reffered to Select Committee for further consideration. The Select Committee may be constitued as below—

1.	Panchayat Minister	Chairman.
2.	Shri Ratan Lal Nath	Member.
3.	Shri Rabindra Debbarma	Member.
4.	Shri Birjit Singha	Member.
5.	Shri Samir Deb Sarker	Member
6.	Shri Joy Gobinda Deb Roy	Member
7.	Shri Monoranjan Dedbarma	Member
8.	Shri Basudev Majumder	Member.
9.	Shri Khagendra Jamatia	Member.
10.	Shri Binduram Reang	Member.
11.	Shri Manik Dey.	Member.

এটার মূল কথা হচ্ছে এই বিলটি ফারদার কনসিডারেশনের জন্য একটা কমিটি গঠন করা হোক এবং এটা রেফার করা হোক সিলেকট্ কমিটির কাছে এই হচ্ছে মূল বিষয়। কাজেই, এখানে যে রুলস আছে এর জন্য হাউস সহমত পোষণ করতে হবে, হাউস তৈরী করবে এটা স্পীকার করবে না। হাউস যদি সহমত পোষণ করেন যে সিলেকট্ কমিটি গঠন করা হোক, তাকে রেফার করা হোক তাহলে পর এটা হাউসের ব্যাপার এটা স্পীকারের কিছু করার নেই। কাজেই, রুলস, ২৬২ তে এই কথাটি বলা আছে আমি যেটা বুঝেছি ইংরাজীটা বললে বুঝবেন। **The members of a Select Cmmittee on a Bill shall be appoointed by the House when a motion that the Bill be referred to a Select Committee is made and agreed to.**

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— বিষয় হচ্ছে কোন আইনই তো চুড়ান্ত আইন নয়। আইনের

মধ্যে যে সব অসুবিধাগুলি কাজ করতে গিয়ে দেখা দিয়েছে সেই সব ক্ষেত্রে অসুবিধা দূর করার জন্য-ই যতটুকু এখন পর্য্যন্ত এসেছে তার এমেণ্ডমেন্ট হয়ে এই আইনটা যাতে কার্যকরী করা যায় সেই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে কাজ করতে গেলে এই ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হলে কিছু প্রশ্ন উপস্থিত হবে সেই সময়ে এই সব দেখা যাবে সুতরাং এটাকে বিলম্বিত করার কোন প্রশ্ন নয় সেই জন্য আমি যেটা মনে করি আইন যেমন হয়েছে কয়েক বছর পর এমন আইন সংশোধন হচ্ছে, ভারতবর্ষের সংবিধান ও সংশোধিত হচ্ছে তাতে কোন অসুবিধা নেই তার জন্য কাজকর্ম পরিচালনার জন্য কোন অসুবিধা না হয় তার জন্য ত্রুটি কম হোক সিলেকট্ কমিটিতে পাঠালে আরও অনেক বেশী দেরী হবে। সুতরাং, অসুবিধা হবে তাতে আমি মনে করি সিলেকট্ কমিটিতে পাঠানোর কোন প্রশ্ন নয়।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মি: স্পীকার স্যার, ব্যাপারটা হচ্ছে পঞ্চায়েত নিয়ে অর্থাৎ পঞ্চায়েতের কাজ-কর্ম নিয়ে পঞ্চায়েতের উন্নয়নের জন্য। গ্রামের মানুষের উন্নয়নের জন্য আইন প্রনয়ন করেছেন সেই আইনে মাননীয় পার্লামেন্ট এফেয়ার্স মিনিষ্টার বলছেন ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতে পারে।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, ব্যাপারটা পঞ্চায়েতের কাজকর্ম নিয়ে পঞ্চায়েতের উন্নয়নের কিন্ত প্রশ্ন হল স্যার যে আইনে যেমন এখানে দেখেছি আজকে এনেছে অ্যামেণ্ডমেন্ট গ্রাম সংসদের জন্য। এর আগে সার্কুলার দিয়ে দিল গ্রাম সংসদ করতে হবে। সবটাই-ত স্যার, বে-আইনী চলছে। তবুও ফর দি ডেভালাপমেন্ট অফ দি ষ্টেট, যেহেতু ত্রুটি আছে বলা হচ্ছে, প্রয়োজনবোধে আজকের দিনটাও চিন্তা করুক, আজকের দিনটা চিন্তা করে দরকার হলে আগামী কালকে এ ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করে পরবর্তী সময়ে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর জন্য চিন্তা করা হোক।

শ্রীসমীর দেবসরকার :— সব ব্যাপারে বিজ্ঞ বিজ্ঞ কথা। এটা আলোচনা চয়েছে। স্যার, এখানে মূল বিলের কোন পরিবর্তন হচ্ছেনা। এটা সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর প্রয়োজন নেই। কারণ, মূল বিল কোথাও পরিবর্তিত হচ্ছেনা।

শ্রীরতনলাল নাথ :— এখানে পার্লামেন্টারী অ্যাফেয়ারস্ মিনিষ্টার বলেছেন ত্রুটিবিচ্যুতি আছে। তারপরও—

মিঃ স্পীকার :— আপনারা বলুন।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মন :— স্যার, আমি লিডার অফ দি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, উনি সবসময় বলে থাকেন যে ' ভাল প্রস্তাব এলে উই উইল অ্যাকসেপ্ট ইট"। এটা এখন দেখা যাবে। এখন দেখা যাচ্ছে মানুষের সেন্টিমেন্ট, মানুষের ভালর জন্য থেকে ইগোর লড়াইটা জমে গেছে এই হাউসে। মাননীয় লিডার অফ দি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষন করে বলছি যে সিন্‌স দি পার্লামেন্টারী অ্যাফেয়ারস্‌ মিনিষ্টার হি হিমসেল্‌ফ অ্যান এডমিটেড দ্যাট দেয়ার আর সাম ক্লজ ইন ইট। স্যার, দি বিল ক্যান বি সেণ্ড ইনটু সিলেক্‌ট কমিটি।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— সার্টেন ক্লজ আর মেনশ্যান্‌ড হিয়ার দ্যাট দেয়ার আর সাম ডিফেক্‌ট। ইট ইজ নট দি কেইস। ব্যাপারটা হচ্ছে, এইযে কার্যকরী করতে গেলে যে উদ্দেশ্যে করা হয় মাঝে মাঝে কার্যক্ষেত্রে গিয়ে সেগুলির কিছু পরিবর্তন করতেই হয়। এটা যখন আমরা প্রয়োগ করব তখন সেটা বোঝা যাবে। এখন কি ? সেজন্য আমি বলছি আইনটা যেভাবে এসেছে সেভাবেই হোক। শুধু সিলেক্‌ট কমিটিতে পাঠিয়ে দেরী করার দরকার নেই।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে বসুন. আমি এখন মোশানটা ভোটে দিচ্ছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনি যেটা বলেছেন আমার মনে হয় এটা ঠিক যে কোন কিছু সিলেক্‌ট কমিটিতে রেফার করার কোন প্রস্তাব আসে, তখন হাউস ঠিক করে। হাউসের মতামত নেবেন প্রধানতঃ লিডার অফ দি হাউস। কাজেই, উনি যেটা বলেছেন সেটা হতেই পারে। কিন্তু আমরা ফাইন্যাল ডিসিশান নিতে পারি লিডার অফ দি হাউসের থেকে। আগে উনার বক্তব্য এই ব্যাপারে শুনতে চাই।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— পৃথিবীতে-ত কোন আইন যেদিন প্রথম তৈরী হয়েছে, সেটা চূড়ান্ত নয় কাজেই এটা অভিজ্ঞতার মধ্যে সেভেনটি থার্ড অ্যামেণ্ডমেন্ট যেটা পঞ্চায়েতে আসল পঞ্চায়েত আইনটা অন্যরকম ছিল। সেটা অ্যামেণ্ডমেন্ট করে এখানে নতুন একটা জিনিস এসেছে। এটা কার্যকরী করতে গিয়ে আমরা একটা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, তার থেকে আমাদের মনে হয়েছে

এই জায়গাগুলিতে অসুবিধা আছে। সেখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কিছু অ্যামেণ্ডমেন্ট এসেছে। এখানে আমাদের মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে এটা আর একটু ফারদার স্ক্রুটিনি করার জন্য সময় দেওয়া দরকার। আমাদের মাননীয় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী যেভাবে বিষয়টা প্লেস করেছেন তার সাথে আমি একমত যে কাজের সুবিধার জন্য অর্জিত যে অভিজ্ঞতা অভিজ্ঞতার নিরীখে এখানে যে অ্যামেণ্ডমেন্ট আনা হয়েছে। ফাণ্ডামেন্টেল চেইঞ্জ এখানে কিছু নেই। বেসিক্যালি ২-৩ টা বিষয় এখানে যেটা অ্যাড করা হয়েছে যেমন প্রথম হচ্ছে বেনিফিস্যারী সিলেক্‌শানের প্রশ্ন। বেনিফিস্যারী সিলেক্‌শানের প্রশ্নে যাতে যাদের মধ্য থেকে বেনিফিস্যারী সিলেক্‌টেড হবে তারা যাতে ঠিক করেন কে বিনিফিটটা পাবেন। এটার জন্য একটা আইনগত সংশোধন করা হয়েছে। আর একটা অ্যাকাউন্টেব্যালিটি। নির্বাচিত যে পঞ্চায়েত সমস্ত ওয়ার্ডগুলি নিয়ে তারা বাৎসরিকভাবে একটা হিসাব করবেন। তাদের পরিকল্পনা প্লেস করবেন, কত বৎসরের কাজের একটা পর্যালোচনা রিপোর্ট তারা দেবেন এবং এটা অ্যান্যুয়েল জেনারেল মিটিং-এর মত। এটাও একটা প্রভিশানের মধ্যে আনার চেষ্টা হচ্ছে। কাজেই, এটা সবাই চেয়েছেন, সবাইয়ের আলোচনার মধ্যে এসেছে। এই বিষয়গুলি অ্যামেণ্ডমেন্টের মধ্যে প্রধানতঃ আছে। বাদবাকী অধিকাংশ ক্ষেত্রে লক্ষ করলে দেখা যাবে, তার মধ্যে যে পাংক্‌চিউয়েশান কোথাও দাড়ি, কমা, সেমিকোলন পাঁচ-সাতটা ওয়ার্ড এইগুলির মূলত ব্যাপারগুলি এসেছে। কাজেই, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এটাকে আবার সিলেক্‌ট কমিটিতে পাঠালে যে জায়গাটাতে আপনারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, আমরাও করেছি। যাতে পয়সাটা যার জন্য ঠিক ঠিকভাবে তার জন্য যাতে খরচা হয়। সেটার জন্য অ্যামেণ্ডমেন্ট এসেছে। এটাকে দেরী করলে ত আরও দেরী হয়ে যাবে। আরও ২ মাস সময় চলে যাবে। কাজেই, আমি অনুরোধ করব আমার যে তরুণ মাননীয় বিধায়ক বন্ধু প্রশ্ন করেছেন তিনি এটা প্রভিশানের মধ্যে রাখতে পারেন, অসুবিধার কিছু নাই। তাকে আমি একটুও অসম্মানিত করছিনা বা আমি কথা বলছিনা বলে তিনি অন্যভাবে নেবেন না, তাকে হার্ট করার জন্য নেই। এই জায়গায় আমি যেটা বলছি যে সময় আর নষ্ট না করে আমরা এটা নিয়ে অগ্রসর হই। অভিজ্ঞতায় গিয়ে যদি দেখি এটা চূড়ান্ত এবং এটা চূড়ান্ত হবেনা, হতে পারেনা, আবার নতুন কতগুলি বিষয় আসবে। এই হাউসের মধ্যে আমরা আছি। আমরা নিশ্চয়ই সেখানে আবার সেই সুযোগ নিতে পারব। হাউসকে অনুরোধ করব সিলেক্‌ট কমিটিতে পাঠিয়ে সময় নষ্ট না করে এটাকে পাশ করিয়ে দিয়ে এর ভিত্তিতে আগামীকাল থেকে কাজ শুরু করতে সাহায্য করুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, আমার দুইটা প্রশ্ন আছে।

মি: স্পীকার :— দিস ইজ ফাইন্যাল। লিডার অফ্ দা হাউসের এই কথার পরে আর বক্তব্য কি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— ঠিক আছে, আমরা সন্তুষ্ট.

মি: স্পীকার :— না কেউ যদি বলেন যে ঠিক আছে, লিডার অফ দা হাউসের কথা মোতাবেক করে নিলাম তাহলে ঠিক আছে, তাহলে বলুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, আমার দুইটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আছে।

মি: স্পীকার :— নগেন্দ্রবাবু লিডার অফ্ দা হাউসের পরে তো কোন বক্তব্য নাই। থাকা উচিত নয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, একজন ইলেকটেড মেম্বার পঞ্চায়েত সমিতির বেলায় হবে ৯ থেকে ১৫ কিন্তু জেলা পরিষদের বেলায় ৯ থেকে ৪০ সেটা তো বেমানান. এক নম্বর। মাননীয় সদস্য শ্যামাদাও বলেছেন যে, ৩০ টা যেখানে অ্যামেণ্ডমেন্ট আনতে হয়েছে সেখানে ব্যাপক ব্যাপার। মাননীয় সদস্য সুদীপবাবুও বলেছেন যে, ভোটার লিষ্টের ব্যাপারে বলেছেন। অবশ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, অন্যান্য পার্লামেন্টে যেভাবে ভোটার লিষ্ট তৈরী হয় এখানেও সেইভাবে ভোটার লিষ্ট তৈরী হয়েছে. এটা মেনে নিলাম। তাহলেও পঞ্চায়েত বিলটাকে সেইভাবে তৈরী হয়েছে কিনা পুংখানুপুংখভাবে সেটা দেখা দরকার। কাজেই, আমার মনে হয় সিলেক্ট কমিটিতে রেফার করার প্রশ্নটা একেবারে উঠিয়ে দেওয়া যায় না।

মি: স্পীকার :— তাহলে আমি কি করব বলুন এখন, (একটু চুপ করে থেকে) আমি তাহলে আমারটা করি।

To The Hon'ble speaker. T, L, A.

Sir, The Tripura panchayats (Second Amendment) Bill, 1998 (Tripura Bill No, 9 of 1998) be referred to Select committee for further consideration, The select committee may be constituted as below :—

1.	Panchayat Minister	Chairman.
2.	Shri Ratan Nath	Member.
3,	Shri Rabindra Deb Barma	Memher,
4.	Shri Birjit Sinha	Member.
5.	Shri Samir Deb Sarker	Member.
6.	Shri Joy Gobinda Deb Roy	Member.
7.	Shri Monorangan Deb Barma	Member.
8.	Shri Basudev Majumder	Member.
9.	Shri Khagendra Jamatia	Member.
10.	Shri Binduram Reang	Member.
11.	Shri Manik Dey.	Member.

Thanking you

Yours faithfully

Sudip Roy Barman.

আমি এখন এই মোশানটি ভোটে দিচ্ছি।

(অতঃপর এই মোশানটি সভাকতৃক বাতিল হল)।

মি: স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, পঞ্চায়েত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :— "The Tripura Panchayats (Second Amendment) Bill, 1998 (Tripura Bill No. 9 of 1998)." বিবেচনা করা হউক।

(অতএব প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো)।

মিঃ স্পীকার :— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং হইতে ৩১ নং পর্য্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(অতএব, বিলের উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো)

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, — 'বিলের শিরোনামটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।'

[অতএব বিলের শিরোনামটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়]।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, "The Tripura Panchayats (Second Amendment) Bill, 1998 (Tripura Bill No. 9 of 1998)" পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন। আমি পঞ্চায়েত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উৎথাপন করার জন্য।

শ্রীসুবোধ দাস (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripura Panchayats (Second Amendment) Bill, 1998 (Tripura Bill No, of 1998)," পাশ করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, পঞ্চায়েত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো,— "The Tripura Panchayats (Second Amendment) Bill, 1998 (Tripura Bill No. 9 of 1998) পাশ করা হয়।"

(অতএব আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো)

ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ৬২ নং ধারা মোতাবেক আমি একটি শর্ট ডিস,কাশন নোটিশ মাননীয় সদস্য

ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— Official dealing between the Administration and members of Parliament and states Legislature observence of proper procedure etc,'

উপরোক্ত নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষান্তে উহা অনুমোদন করেছি এবং উক্ত বিষয়বস্তুটির উপর সভায় আলোচনা করার জন্য আগামী ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ইং মঙ্গলবার তারিখে ধার্য্য করেছি।

SHORT DISCUSSION ON THE MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— 'সর্ট' ডিস্‌কাশন অন দি ম্যাটার্স অব আর্জেন্ট পাবলিক্‌ ইম্পরটেন্স'। আজকের কার্য্যসূচীতে একটি শর্ট' ডিস্‌কাশন নোটিশ আছে। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় বিরোধী দলনেতা শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম'ণ মহোদয়।
নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

পরলোকগত প্রাক্তন মন্ত্রী বিমল সিন্‌হার হত্যার রহস্য এবং তজ্জনিত কারণে ধলাই জেলা, কমলপুর মহকুমা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে হত্যা, গৃহদাহ, লুটতরাজ, মারধোর, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি ঘটনার ব্যাপারে সি. বি. আই. দ্বারা তদন্ত করা সম্পর্কে'।'

আমি এখন মাননীয় বিরোধী দলনেতা শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিশটির উপর আলোচনা আরম্ভ করতে। কিন্তু এই ব্যাপারে তো নো-কন্‌ফিডেন্স মোশানের উপর আলোচনাকালে মাননীয় বিরোধী দলনেতা মোট ১ ঘন্টা ২৫ মিনিট আলোচনার মধ্যে ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট সময়ই তিনি এই প্রাক্তনমন্ত্রী বিমল সিন্‌হা হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে' আলোচনা করেন। এবং সভাসদরাও শুনেছেন। এরপরেও যদি আলোচনার কিছু থাকে আপনি করতে পারেন আপনাদের সেই রাইট অ্যাণ্ড অপরচুনিটি আছে। না হলে এটা এখানেই শেষ হয়ে যাক। এরপর, আর কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। তবু আপনার রাইট আছে, বলতে পারেন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— অনারেবল, স্পীকার স্যার, এখানে এমন একটা বিষয় নিয়ে মাননীয় বিরোধী দলনেতা শর্ট' ডিস্‌কাশন নোটিশটি উত্থাপন করেছেন প্রাক্তনমন্ত্রী বিমল সিংহ হত্যা সহ এবং ঐ সময় ধলাই জেলা সহ কমলপুর সহ সারা রাজ্যে যে খুন অগ্নি সংযোগ যা' যা' ঘটেছে তার সমস্ত বিষয়টি নিয়ে সি. বি. আই, তদন্ত হোক্‌। এখন প্রশ্ন হলো একজন জনপ্রতিনিধি শুধু তাই

নয়, একজন মন্ত্রীকে হত্যা করা হয়েছে। স্যার, এর আগে যারা যারা মারা গেছেন এম, এল, এ এক্স এম, এল, এ, রাজনৈতিক নেতা মারা গেছেন। কিন্তু এই ব্যাপারটা স্যার অত্যন্ত সিরিয়াস। এবং আমাদের পজিটিভ বক্তব্য শুনার পর এমনওতো হতে পারে যে স্টেট্ গভার্ণমেন্ট সি, বি, আই, তদন্তের ব্যবস্থা করতে পারেন। কারণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো একদম নিগেটিভ বলেননি কোনদিনই যে আমি সি, বি, আই, তদন্ত দেব না-প্রয়োজনমত দেওয়া হতে পারে। তিনি আমাদের মিটিংএ আশ্বাসও দিয়েছেন। আমাদের দেশের একটা সংস্থা-সি, বি, আই। কাজেই এমনওতো হতে পারে আমাদের আলোচনার পর হী যে কন্সিডার টট্ অ্যাগেন্ রিগার্ডিং সি, বি, আই, প্রোভ্। সুতরাং এটার জন্য কোন পজিটিভ্ আলোচনা থাকলেতো সেটা হওয়া উচিৎ। ব্যাপারটা হলো এটা একটা সিরিয়াস্ ম্যাটার-আমাদের একজন মন্ত্রী মারা গেছেন। আমি মারা গেলেওতো আমারটাও তদন্ত হবে না। আমার ভয় তো সেখানে। সেজন্য আমি এটাকে সিরিয়াস্লি নিচ্ছি, স্যার, এখানে আমাদের মাননীয় দিদি (শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী সিন্হা) এখানে আছেন-কমলপুরে প্রকাশ্য জনসভায় সি, বি, আই, র তদন্তের জন্য দাবী করেছেন। এবং আমার কাছে অনেকগুলি চিঠিও আছে কমলপুরের জনগণ অনেকেই আমার কাছে লিখেছেন সো কাইগুলি রেইজ দ্যা ইস্যু ইন দ্যা হাউস্। কষ্ট পাওয়াটাতো মনের ব্যাপার স্যার। সো উই আর সিরিয়াস্ ইন্ দিস্ রিগার্ড।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মণ (বিরোধীদলনেতা) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইতিহাসের মধ্যে রয়েছে যেমন সম্রাট অশোক, আকবর, চন্দ্রগুপ্ত তাদের নাম রয়েছে-তেমনি মিজ্জাফর, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ ওদের নামও লিপিবদ্ধ আছে। অপরদিকে ইতিহাসে যেমন পদ্মিনীর নাম লেখা আছে, তুলসীবতীর নাম লেখা আছে, ঠিক তেমনি মহারানী পদ্মিনীর সঙ্গে সঙ্গে নাগিনীর নামও লেখা রয়েছে।

কাজেই, ভবিষ্যৎ ইতিহাস বলবে ত্রিপুরায় পদ্মিনী কে এবং নাগিনী কে? আমি সেখানে যাচ্ছি না। স্যার, একজন মহিলার সীমাহীন চাহিদা যদি না থাকে, মনের জোড় যদি না থাকে এবং দৃঢ়চেতা যদি না হন তাহলে কোন মহিলার পক্ষে স্বামীর মৃত্যুর ২৫ দিন পর প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে নেমে আসাটা কি করে সম্ভব হবে-সেটা আমার অন্তত: জানা নেই। শুধু এটাই নয়, এই মহিলা কি করে বলতে পারেন যে, আমার স্বামীর মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের জন্য আমি সি, বি আই, তদন্তও চাই না? সেটা জনগণই বিচার করবেন। সাধারণ মহিলা যদি হত; আমার স্ত্রী প্রকাশবাবুর স্ত্রী বা জওহরবাবুর স্ত্রী কিংবা ভগবান না করুক নিদেনপক্ষে এই বিধানসভার মাননীয়া যে দুজন

SHORT DISCUSSION ON THE MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

সদস্যা আছেন উনাদের যদি এই অবস্থা হত তাহলে উনারা বলতেন- 'আমি এম, এল, এ, চাই না।' আমি স্বামী চাই, ফাঁসি চাই, আসামীর বিচার চাই। উনারা হয়ত এম, এল, এ হওয়ার জন্য ময়দানে গিয়ে স্বামীর হত্যাকারীর বিচার চায় না, সি, বি, আই চায় না বা এই ধরণের কথা বলছেন না। আজকে এটা স্বতঃসিদ্ধ যে মন্ত্রীসভা সম্প্রসারণ হলেও সিনিয়র সদস্যা হিসাবে উনারা দুইজন মহিলা মন্ত্রীসভায় ঢুকতে পারবেন না। মন্ত্রী সভায় যাকে আনা হবে সেটা লিখিত হয়ে আছে।

প্রয়াত বিমল সিনহার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে উনার সরকারী আবাসনে উনার আত্মীয়রা ছুটে গিয়েছিলেন বিমলবাবুর স্ত্রীর কাছে। তখন উনার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ছিল, আমার স্বামীকে এম, এল, এফ, টি মারেনি। আমার স্বামীকে টাকা দিয়ে মারা হয়েছে। উনি যখন কমলপুরে গেলেন তখন বিমলবাবুর বাবা বলেছিলেন, আমরা তিন পুরুষ ধরে পার্টি করছি এবং পার্টিই আমার ছেলের সর্বনাশ করেছে।' বিষ্ণুপ্রিয়া সম্প্রদায়ের জনগণ এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সি, বি, আই, তদন্ত দাবী করলেন। অথচ সেটাকেও পদদলিত করে মাননীয় সদস্যা নির্বাচনে প্রার্থী হলেন আগে। উনি সেটাও ভুলে গেলেন যে, ৯৮-এর নির্বাচনের প্রাক্কালে উনার স্বামীর গলায় টিপ দিয়ে বলা হয়েছিল, তুমি আমাকে অপহরণ করে আমার লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়েছ। তখন বিমলবাবু বলেছিলেন, আমি আর নির্বাচনে দাঁড়াব না। এবারেই শেষ নির্বাচন। আগামীতে তুমি দাঁড়াবে। সেটাও কি মাননীয় সদস্যা ভুলে গেলেন ? স্যার, বিমলবাবু বাঁচার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন। শুধু রনজিৎ ঘোষকেই তিনি এই কথা বলেন নাই। ১৭ জন বিধায়ক উনার পক্ষে থাকা সত্বেও আমি আগেই বলেছি সি পি এম দলের বিধায়ক হওয়া সত্বেও উনাকে পত্রিকায় বিবৃতি দিতে হয়েছিল যে, মুখ্যমন্ত্রীর জন্য মানিকবাবুই প্রার্থী তিনিই উপযুক্ত। উনার বিবৃতি দিতে হয়েছিল যে, মুখ্যমন্ত্রীর জন্য মানিকবাবুই প্রার্থী মানিকবাবুই উপযুক্ত। বাঁচতে চেয়েছিলেন। বাঁচার জন্য শেষ পর্যন্ত উনি হাউসে বার বার বাঁচার জন্য প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছেন, তেমনি পত্রিকায়ও উনি বাঁচার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। স্যার, বিমলবাবু ৩১ তারিখ আভাংগা নদীর তীরে মারা গেলেন। আমরা যারা বিরোধী দলে আছি আমরাও শোকাহত, স্তম্ভীত। আমাদের ভাগ্য নেই শোক ব্যক্ত করার, আমাদের ভাষা নেই নিন্দা করার। সেই ভাষা এই দলে। যিনি সম্পাদক মণ্ডলীর সম্পাদক মাননীয় সদস্য বৈদ্যনাথবাবু যিনি ডিভিশন্যাল-সেক্রেটারী সমীর চক্রবর্তী উনাদের কথা হল বিমলদা মরলেও মরে না তাঁরা মৃত্যুঞ্জয়ী উনাদের বক্তব্য। এখানে আমার বন্ধু অনিলবাবু আছেন উনি বলতে পারবেন রবীন্দ্র নাথের কাদম্বরী,

কাদম্বরী মরিয়াও প্রমাণ করিল জলে ঝাপ দিয়ে সে মরে নাই। তেমনি ওদের সম্পাদকের কথা বিমল মরিয়াও প্রমাণ করিল বিমল মরে নাই। বিমল বাঁচিয়া আছে। কিন্তু আমরা তাতে বিশ্বাসী নই। বিমলবাবু বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। স্যার, আমি বিস্তারিত কিছু বলব না শুধু এইটুকু বলব যে, বিমলবাবুর বুঝা উচিৎ ছিল এই দলে উনার আগে আরও তিনজন বিধায়ককে হত্যা করা হয়েছে, কালীদাস দেববর্মা, গৌতম দত্ত, তরনী সিনহা বিচার কেউ পায়নি। কারো তদন্ত হয়নি। গৌতম দত্তের কেইস উঠে গেছে, তরনী সিনহা ফাইনাল রিপোর্ট, কালীদাস দেববর্মা একই অবস্থা। এই দলের নেতৃত্বের সঙ্গে যদি কেউ কোন প্রকার মতভেদ হয় তাহলে তাকে এইভাবে বিদায় নিতে হয় এটা বিমলবাবুর বুঝা উচিৎ ছিল। কিন্তু উনি সেটা বুঝেননি। উনি সাহসী ছিলেন। উনি উনার বাঁধা মানেন নি, উনি এগিয়ে গেছেন। উনার মৃত্যুর জন্য দায়ী উনার শহরটি এবং অ্যাডভেনচারি তার সঙ্গে জড়িত হয়েছে দলীয় ষড়যন্ত্র। গত পাঁচ মাস আমরা গান শুনেছি টি, ইউ, জে, এস মেরেছে. কংগ্রেস মেরেছে, টি, এন ভি, মেরেছে। পাঁচ মাস গান শুনার পর বিগত ১৪ তারিখ হয়ত যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হঠাৎ করে সেই কোরাজ গান বন্ধ করে দিলেন এখানে একটা ষ্টেটমেন্ট পড়ে। এখন আর সেই কথা বলেন না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যে শর্ট ডিউরেশন ডিসকাশন এনেছি তারমধ্যে আমরা বিমল সিংহের সঙ্গে বলছি যে ঐ মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে সারা রাজ্যে যে তাণ্ডব শুরু হয় তারজন্য আমরা বিচার বিভাগীয় তদন্ত চাইছি। স্যার, ৩১ তারিখ কামারচৌমুহনীতে দাঁড়িয়ে এই দলের সদর বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক সমীর চক্রবর্তী প্রকাশ্য মিটিংয়ে দাঁড়িয়ে, শাসক দলীয় নেতা উনি, উনি বলেছেন 'আপনাদের এই শোককে এক্ষুনি সারা রাজ্যে ক্রোধে পরিনত করুন।' সঙ্গে সঙ্গে এখান থেকে তেলিয়ামুড়া যেতে এক ঘন্টা লাগে আপনি জানেন তেলিয়ামুড়াতে কি হয়েছে, আমি বলে সময় নষ্ট করতে চাইনা। সঙ্গে সঙ্গে সারা রাজ্যে বাড়ীতে বাড়ীতে অগ্নি সংযোগ, ধর্ষন, নারী নির্যাতন মানুষ খুন, ক্লাব পার্টি অফিসে অগ্নিসংযোগ এমনকি আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীমধুসূদন সাহার এলাকাতেও তার পার্টি অফিসে অগ্নিসংযোগ করা হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কি না হয়েছে সারাটা এপ্রিল মাস সারা রাজ্যে এই তাণ্ডব চলছিল। কোথায় উদয়পুর, কোথায় কাঁকড়াবন, কোথায় আগরতলা, কোথায় কমলপুর, কোথায় কৈলাশহর কোথায় হয়নি ? স্যার, নারী নির্যাতনের সীমারক্ত স্বামীর কোল থেকে স্বামীর বুক থেকে তার স্ত্রীকে নিয়ে পাশবিক

SHORT DISCUSSION ON THE MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

অত্যাচার গণধর্ষণ কি না হয়েছে সারাটা এপ্রিল মাস। আমরা চাই এসব ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত। স্যার, বিমল সিংহ হত্যার যে দলীয় পর্য্যায়ে ষড়যন্ত্র শুধু তার বাবা লক্ষ্মী সিং, তার স্ত্রী বিজয়লক্ষ্মী দেবী, মনিপুরী সম্প্রদায়ের যে সমিতি আছে তারা বা রঞ্জিত ঘোষের বক্তব্য নয়।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এফ. আই. আর, যদি পড়েন, আমি আজকে এফ, আই, আরটা পড়ব স্যার। এফ. আই, আর যদি পড়েন এফ, আই, আরের সঙ্গে ৩১ তারিখ থেকে 'ডেইলী দেশের কথা পত্রিকায় যা কিছু উঠেছে এবং বর্ণলাল হালামের যে ব্রিফ অব, ইনটারগেশন রিপোর্ট আমি নিয়ে এসেছি যেটা মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও নেই আমার কাছে আছে। মাননীয় চেয়ারম্যান, এই এফ, আই, আরের সঙ্গে ডেইলী দেশের কথা পত্রিকায় বিজয়লক্ষ্মীদেবীর বক্তব্য, কম: ধীরাজবাবুর বক্তব্য, বর্ণলাল হালামের ইনটারগেশন রিপোর্ট বিমলবাবুর শুভানুধ্যায়ী প্রেমানন্দ নম: শূদ্রের স্বীকারোক্তি ১৬৪ স্টেটমেন্ট, সুভাষ দাসের ১৬৪ ষ্টেটমেন্ট এবং বিভিন্ন মন্ত্রী ও দলীয় নেতাদের বক্তব্য। স্যার, একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল বিমলবাবুর মৃত্যুর পর যে প্রত্যক্ষ-দর্শী যে এফ. আই. আর. দিয়েছে. সে, এফ. আই. আর কে কি করে নস্যাৎ করা, এই এফ, আই আরকে কি করে নষ্ট করা যায় এটার একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল।

পত্র পত্রিকায় যা কিছু মনের মত বিবৃতি দিয়ে গেছেন। স্যার, এখানে আমি বলেছি যে বিমলবাবুর এডভাকোরেজিম এবং দলীয় ষড়যন্ত্র। হত্যার পরে এই এফ আই আরটাকে নষ্ট করার জন্য প্রকৃত আসামীরা যাতে শাস্তি না পায় তার জন্য উঠে পরে লেগেছে দলীয় নেতৃবৃন্দ আমি তা বলেছি সমীর চক্রবর্ত্তী, মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং বৈদ্যনাথবাবু এবং দলীয় পত্রিকা সেগুলি তাদের ষ্টাটমেন্ট আমার মুখের কথা না, তারা উঠে পরে লেগেছে এফ আই আর টাকে নষ্ট করার জন্য। আমি এফ আই আরটা পড়ে শুনাব। তারপর যার বিরুদ্ধে এফ, আই, আর করা হয়েছে যাদের বিরুদ্ধে ১৬৪ ষ্ট্যাটমেন্ট দেওয়া হয়েছে' তাদের বলা হল বিমল সিংহের শুভানো-ধ্যায়ী। শুভানোধ্যয়ী বলিয়ে আদালতের কোন ষ্ট্যাটমেন্ট হতে পারে না। হত্যার দু ঘন্টার মধ্যে যে এফ আই আর হয়েছে সেটি আমি পড়ে শুনাচ্ছি। নাম যিনি করেছেন এফ আই আর, বিকাশ সিংহা, অদ্য ৩১, ৩, ৯৮ইং, দুপুর অনুমান ১-৩০মি: ।' ১১-৩০ মি: খুন আর ১ ৩০ মি: এফ আই আর করছেন, আপনাকে নিজ বাড়িতে প্রাপ্ত হয়ে এবং সালেমা থানার দারোগা বাবু জানিয়ে এই মর্মে এজেহার করেছি যে দুপুর অনুমান ১১-৩০ মি: সময় আমবাসা থেকে কাজ করে নিজে বাড়িতে ফেরার সময় হয়েছিল।

উনার সঙ্গে পূর্বতন সি. এ. সুখ রঞ্জন, মোস্ট ইমপরটেন্ট উইথনেস্ স্যার. । সুখরঞ্জন সিনহা শুভর ছোটভাই বাঙ্গালী বয়স্ক লোক, স্যার, অত্যন্ত ইমপরটেন্ট, বাঙ্গালী একজন বয়স্ক লোক কে দেখি । বিমলদার সাথে একটা পার্সনেল ব্যাগ চটের ছিল। আমরা ঘরে গিয়ে বসি। তখন বিমলদা উক্ত বৃদ্ধ লোকটিকে, বৃদ্ধ লোকটিকে' আর উরা কি বলেছে পত্রিকায় -বৃদ্ধ লোকটিকে ঘরে নিয়ে আসতে বলে। বৃদ্ধ লোকটি বাইরে চলে যায়। বৃদ্ধ লোকটি আধ ঘন্টা পর ফিরে এসে বলে যে 'তারা আইছে এবং আপনার সাথে কথা কইতে চায়' তখন বিমলদা (একটি সেট ওয়াকিটকি) দিয়ে বলে আমার কাছে একটি সেট্ আছে এই সেটটি দিয়ে যেন উনার সাথে কথা বলে। সেই বৃদ্ধ লোকটি ওয়াকিটকি নিয়ে চলে যায় এবং কিছুক্ষন পরে ফিরে এসে বলে যে তারা সামনা-সামনি কথা বলতে চায়। তখন বিমলদা, রকেট দা, সুখ উক্ত ধলাই নদীর পারের দিকে এগিয়ে যায়। আমি ও বিমলদার সাদা পোষাকে সিকিউরিটি উক্ত ঘরে বসে থাকি। ইতিমধ্যে ১১-৪৫ মি, নাগাদ বিমলদার গলার আওয়াজ শুনতে পাই। 'এটা কি করতাছস, এটা কি করতাছস' তার সাথে সাথে কয়েকটি ফায়ারের আওয়াজ শুনি এই ফায়ারটা আমার ঘরথাইকা মনে হইল অটমেটিক হাইত্তায়ের ফায়ার। তাইনে এক্সপার্ট. তাইনে ঘর থেকে বুঝতে পেরেছে। বিমলদা ও রকেট দা ঘর থেকে বাইর হইয়া যাওয়ার পর কয়েকজন ঘেরাউ করে রাখে যাতে আমরা বাহির হইতে না পারি। ফায়ারের সাথে সাথে আমি ও উক্ত সিকিউরিটি বাহির হইয়া উক্ত নদীর পারে যাই এবং সিকিউরিটি ফায়ার করে তখন ৪/৫ জন লোককে পূর্ব-দিকে দৌড়াইয়া যাইতে দেখি। তখন দক্ষিন দিক থেকে পূর্বদিকে গুলির শব্দ শুনি। উত্তর পশ্চিম দিক হইতে সি. আর, পি, গুলি করে। পশ্চিম দিক হইতে পুলিশ এস্কর্ট গুলি ছুড়ে। তখন চারিদিকে গুলির আওয়াজ। তখন আমরা মেইন রোডের দিকে চলিয়া আসি। কিছুক্ষন পরে সি. আর. পি. ও পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং রক্তাক্ত মৃত না স্যার, কেইস যখন হবে তখন। বাহির হবে স্যার, বিমল সিনহা ৩ ঘন্টা জীবিত ছিল, সব বের হবে। সমস্ত কাগজ আমার কাছে আছে। স্যার. রক্তাক্ত অবস্থায় বিনলদা ও রকেটদার দেহ নিয়ে হাসপাতালে আসে।

বিমলদার গাড়ী ও এসকর্ট গাড়ী দিয়ে যথাক্রমে বিমলদা ও রকেটদাকে কমলপুর হাসপাতালে নিয়ে আসে। পরে ডাক্তার বিনলদা ও রকেটদাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পরে মৃত বলে ঘোষনা করেন। এই হল এফ, আই, আর, এর রেলিভেন্ট পোরশান, স্যার। আর 'ডেইলী দেশের কথায়' কি বলেছে তা আপনাকে একটু পড়ে শুনাচ্ছি স্যার। আর 'ডেইলি দেশের কথার' সম্পাদক মণ্ডলী বৈদ্যনাথ বাবু বলেছেন-খবর পেয়ে কমরেড বিমল সিনহা ও তার ভাই বিদ্যুৎ সিনহা আজ ঐ স্থানে গিয়েছিলেন এবং তখনই এম্বুস করে. 'এম্বুস করে যাতে আসামী না চিনে। তখন এম্বুস করে সন্ত্রাসবাদীরা আগ্নেয়াস্ত্র

SHORT DISCUSSION ON THE MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

থেকে গুলি চালায়। এই হল বৈদ্যনাথ বাবুর কথা। তার পরে এমন যাতে কেউ না দেখে, কে মারল কে গুলি করল। স্যার আমি আসল জায়গাতে আসছি। তার পর হল আপনাদের গৌতম দাস. উনার হল রেলিভেন্ট পোরশানে গিয়ে আর লাভ নেই। প্রতি লাইনে লাইনে আছে। নিরাপত্তা রক্ষী বাহিনীরা বিমল সিনহা ও বিদ্যুৎ সিনহার দেহ তুলে কমলপুর হাসপাতালে নিয়ে আসে। কমরেড বিমল সিনহার দেহে ১৮ টি বুলেটের ক্ষত ছিল। স্যার, কেইসের মধ্যে একটাও বুলেট নেই বিমলের গায়ে। একটা ও বুলেট গায়ের থেকে বের হয়না স্যার, আর তারা কেইস করবে। ১৮টি বুলেট পরল তার গায়ে। তার পরে তান এডটরিয়াল, সম্পাদকীয় হল সেখানে আমি মারছি। আমি আর জগদীশ ঘোষ মারছি। কারণ আসল আসামীকে বাঁচানো লাগবে। না হলে তো বেকায়দায় পরে যাবে। আমি মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছি যে আপনার যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে আপনি জগদীশ ঘোষকে এরেস্ট করুন। আপনার পাওয়ারটা আমি দেখতে চাই। আপনার পাওয়ারটা আমি দেখতে চাই।

স্যার, আমি টোট্যাল আর (১০) দশ মিনিট বলব। একটা পাওয়ার-এর গল্প বলব। এখানে সবাই ক্লান্ত। তাই একটা গল্প বলছি। তখন ইন্দো-বাংলাদেশ যুদ্ধ। শিলচরে গাড়ী দিয়ে মিলিটারী যাচ্ছে। একজন মিলিটারী আগের দিন বিয়ে করেছে। সে তার বৌকে পাওয়ার দেখাতে চায়। বলেছে, পায়ে আলতা দিয়ে, নখ পালিশ, ঠোঁট পালিশ, কান পালিশ দিয়ে এসে বসত"। লাল ফ্ল্যাগ উড়িয়ে কর্ণেলের গাড়ী যাচ্ছে। ক্যাপটেন এসে বলছে, কেয়া হুঁয়া? তুম কিউ নেহি যায়া,"? সে বলছে "হামারা বিবিকো পাওয়ার দেখাতা হ্যায়। ক্যাপটেন এমন চড় মারল যে, সে নতুন বৌয়ের সামনে উল্টে পড়ল। আমার প্রশ্ন হল, এই মন্ত্রীসভার পাওয়ারটা আমি দেখতে চাই। আর এই পাওয়ারের ঠেলায় জগদীশ ঘোষকে, আর আমি সমীর বর্মনকে চার্জ শীট দিক। এখন স্যার, গৌতম দাসগুপ্ত বলেছে. [ডেইলি দেশের কথায়] হিমাংশু দাস ধাক্কা দিয়ে বিমল সিনহাকে ধরেছে। তার সরকারী উকিল বলেছে। এই উকিল আপনারাই রেখেছেন। কনভেনশন্যাল রেকর্ডের এই জায়গাটা একটু পড়ছি। আপনি বুঝবেন কেসটায় বারটা নয় চব্বিশটা বাজিয়ে দিয়েছে। মন্ত্রী উগ্রবাদীদের নাম জিজ্ঞাসা করলে হিমাংশু দাস বলে. "মনে হয়, প্রবীর কুমার দেববর্মা ও দয়াল জমাতিয়ারা মেরেছে।" স্যার, এরাও আসছে। আচ্ছা, উগ্রপন্থীরা সেটে কথা বলবে না? তখন হিমাংশু দাস বলে. উগ্রপন্থীর সঙ্গে সেট কথা না বলাই ভাল। সেটে কথা বললে, সি. আর, পি. ক্যাম্প থেকে শুনা যাইবে। উগ্রপন্থীদের বিমল বাবু বললেন, তোমরা আমার পাশে আস। আমার সঙ্গে কথা বলতে তোমরা ভয় করছ কেন? ভয়ের কোন

কারণ নেই। আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলব। স্যার, ষ্টেটমেন্টটা ১৭ পাতার। দয়াল তখন বিমল সিনহাকে বলে, 'তুমিও কিডন্যাপ'। মন্ত্রী তাতে রাজী হয় নি। মন্ত্রী পেছন থেকে সরে আসতে চেষ্টা করে। কিন্তু দয়াল জমাতিয়া ধাক্কা দিয়া মন্ত্রীকে নীচের দিকে নামিয়ে দেয়।' আর এখানে ডেইলী দেশের কথা লিখে, হিমাংশু দাস ধাক্কা দিয়ে নামিয়েছে তখন হিমাংশু দাস দয়ালকে ধরে বলে, তোমরা এই সব কি করছ? আমাকে নিয়ে যাও। মন্ত্রীকে ছেড়ে দাও। তোমরা কেন ধাক্কা ধাক্কি করছ? তোমাদের মারার ইচ্ছা থাকলে আমাকে গুলি কর এবং ঐ উগ্রপন্থী নব দেববর্মা বন্দুক দিয়ে মন্ত্রী বিমল সিনহার উপর, না, না এইখানে হিমাংশু দাস গুলি করে এবং উগ্রপন্থী দয়াল জমাতিয়া মন্ত্রীকে গুলি করে। হিমাংশু দাসকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছে। তারা রকেট সিনহাকেও গুলি করে। তৎপর উগ্রপন্থীরা সবাই তাড়াতাড়ি চলে যায়। নদী পার হয়ে দক্ষিণ দিকে চলে যায়। আমি এই সব ঘটনা দেখি। আমি সঙ্গেই ছিলাম ও প্রাণ নাশের ভয়ে দৌড়ে পালিয়ে যাই। তখন চারিদিকে খুব গুলি চলছে। ভয়ে বাড়ীর আশে পাশে লুকিয়ে ছিলাম। কাজেই পুলিশকে কিছুই বলি নি।' স্যার, এই হল, শুভন্যধারীর বক্তব্য। ১৮ পৃষ্ঠার সরকারী উকিল তৈরী করেছেন। স্যার, আর একটি কথা, সব মনেও থাকে না। বৃদ্ধ হয়েছি, ভুলে গেছি। স্যার, এটা হল, এস, আই, অব পুলিশ, ডি, আই, জি, ওয়েষ্ট ১০-৭-৯৮ এর ষ্টেটমেন্ট। স্যার, এটাও শেষ, এবং আসামী পরিষ্কার। কারণ, আসামী রাখলে তো সব কেস বের হয়ে যাবে। Sir, he also stated that he learned from other that one Bishwa Dayal Jamatia and Naba Kumar Deb Barma took active part to murder Bimal Sinha, health Minister of Tripura for this they got punishment. স্যার, তালাম। তালাম কি জানেন? আমরা ময়মনসিংহের লোক।' তালাম মানে, পরিষ্কার। আমাদের ইনফরমেশান, নবকুমা দেববর্মা এবং দয়াল জমাতিয়া যাতে আসামী হয়ে উঠে দাঁড়াতে না পারে সে জন্য পরিষ্কার করা হয়ে গেছে। স্যার, মনে পড়েছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ইন্টারপোলের কথা। বলেছেন, ইন্টারপোলকে লিখবেন, আসামী ধরার জন্য। স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দাদা, ঐ চীফ সেক্রেটারী তুলসী দা তার সম্বন্ধে ঐ অমিল দাদা কইছ্‌ত তুলসীর মুখের মধ্যে কুর্তা ঠাং তুইল্লা মুতে'। ঐ তুলসীদার কথা এখানে বলছি। তিনি যা লিখে দিয়েছেন সেটা বলতে গিয়ে ইন্টারপোলের কথা বলেছেন। ইন্টারপোল আসামী ধরে দেবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলব, ইন্টারপোলকে লিখতে হলে সি বি, আই, কে লিখতে হবে। তাহলে কেসটি নিয়ে সি, বি, আই, এর কাছে যেতে হবে। না হলে হবে না। মুখ্যমন্ত্রী যা

SHORT DISCUSSION ON THE MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

তুলসীদার ক্ষমতা নেই ডাইরেকট ইন্টারপোলকে লিখার। ইন্টারপোলকে লিখতে হলে সি. বি, আই, কে লিখতে হবে। আর সি. বি. আই, যখন দেখবে এই রকম হয়েছে তখন ছুড়ে ফেলে দেবে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :— সি, বি, আই এই কাগজটা আর পড়বে না। কারন কাগজটার মধ্যে ৯৪ জন হল সাক্ষী। স্যার, আমি ১৯৬৩ ইং সনে ল পাশ করে ওকালতি আরম্ভ করেছি। আমি অনেক বড় বড় মার্ডার কেস নিজেও করেছি। স্বস্তি সমিতির কেইস দেখেছি এবং অনেক কেইস আমি নিজেও করেছি। এই ৯৪ জন সাক্ষীর মধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের যদি ক্ষমতা থাকে আপনি দেখবেন স্যার, আপনাকে বলে রাখি, আমি-চৈতের গীত মাঘে গাই, ৫০ জন সাক্ষীও তিনি দিতে পারবেন না। কারণ তাঁরা জানেন গোমর ফাঁক হয়ে যাবে। সব সাক্ষী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উইথড্র করবেন চার্জশীট-এর আগে। ৯৪ জনের সাক্ষীর ষ্টেটমেন্ট আমার কাছে আছে। এই ৯৪ জন সাক্ষীর মধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আসল কথাটা বলেন নি, উনাকে বলে দিয়েছেন চীফ সেক্রেটারী তুলসীদা. সেই ৪ জন আই উইটনেসী যারা তাদেরকে পরীক্ষা করা হয় নি স্যার।

শ্রীসমীরদেব সরকার (চেয়ারম্যান) :— আপনি সংক্ষেপ করুন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— শেষ করে ফেলেছি স্যার. মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর স্টেটমেন্ট টি পড়ে আপনাকে আর বিরক্ত করতে চাই না। এখন প্রশ্ন হলো স্যার, আমি যেটুকু বলেছি অন দি কেইস অব দিস, এই টুকুর মধ্যে তুলসীদাও কয় মারা গেছে এম্বুসে, ১১ ঘন্টার মধ্যে টি, ভি. নিউজ-মারা গেছে এম্বুশে, আসামী লুকানোর জন্য তুলসীদা ব্যতিব্যস্ত, এম্বুশ হলে আসামী ধরা পড়বে না'। স্যার, ডেইলী দেশের কথা পত্রিকা যেটা আমরা এক তারিখে প্রতিবাদ করলাম সেখানেও বলা হয়েছে এম্বুশে। আর পাগলা কুকুর যত, আমরা যারা কংগ্রেস, টি, ইউ. জে, এস ও টি, এন, ভি আছি আমাদের পেছনে লাগিয়েছে ঘেউ ঘেউ করার জন্য। বলা হলো-'কামড় দিস না, ঘেউ ঘেউ কর যাতে তারা আসল জায়গায় যেতে না পারে। স্যার, কে তাদেরকে এই অধিকার দিল ? আমরা সি, বি, আই, তদন্ত চাই। ডি, জি, সাহেব গেলেন এই মনে করে যে দেখে আসি তো। ব্যাপারটা কি। উনি আসার পর উনাকে বলা হলো-' তুমি যাও। কোথায় ? তুমি যাও আন্দামানে। সেখানে গিয়ে সমুদ্রের বাতাস

খাও'। ডি. জি. সাহেবকে ছেড়ে দিলেন। আরেক জন ভদ্রলোক টি. কে. সান্যাল. তেরাত্রও পার হয় নি উনি ওখানে রণজিৎ ঘোষের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করছেন। তাকে ফোনে রিকল করে আনা হল। কি ব্যাপার? তাকে বলা হলো'-তুমি তোমার মাকে নিয়ে কুম্ভ স্নানে যাও। টি. কে. স্যান্যালকে কুম্ভ স্নানে পাঠিয়ে দিল। স্যার. টি. কে. স্যান্যালকে পাঠানো হলো কুম্ভ স্নানে. ডি. জিকে পাঠানো হলো সমুদ্র সৈকতে আর চীফ সেক্রেটারী বলেন-এমুশ। স্যার. কেসটাকে উনারা কিভাবে সাজিয়েছেন। ডি. আই. জি. টি. কে. স্যান্যাল এমন প্রত্যুৎপন্নমতি সম্পন্ন যে ১৮টা গুলি লেগেছে. চতুর্দিকে গুলি হয়েছে-উত্তর. পশ্চিম. দক্ষিন. জিকে. সি. আর. পি. পুলিশ সবাই গুলি করে। কিন্তু গুলি সীজ হয় একটা। স্টেটমেন্টে লেখা হয় একটা গুলি. তাও আবার গুলির খোল। বিমল সিংহকে যদি পোষ্টমর্টেম করতে হয় তাহলে গুলিও বের করতে হবে. আর গুলি বের করলে কেসে সাক্ষী হবে। কাজেই সব আলামৎ। স্যার. আলামৎ পার্শিয়ান শব্দ। আলামৎ হিসাবে এগুলি আসবে সুতরাং আলামৎ যা আছে সব খেয়ে ফেল। কেইস জায়গায় আসতে পারবে না। স্যার. আমি সেদিনও বলেছি-খাইজেল সিং. উনি বঙ্গলক্ষ্মী সাবান মেখে নদীতে স্নান করছিলেন। যখন গোলাগুলি শুরু হলো উনি তখন নদীতে। উঠতে পারেন না, যেতেও পারেন না, আবার কিছু করতে পারেন না। উনি দাঁড়িয়ে আছেন। কমলপুর সাব জেলে যখন এই খাইজেল সিংহকে টি. আই প্যারেডে নেওয়া হলো. চার জনকে দাঁড় করানো হলো এই কেস কানেকশানে. খাইজেল সিং বললো-'এদেরকে আমি চিনি না.' এদের বাড়ী কোথায়। উনি স্পটে ছিলেন নদীর মধ্যে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :— স্যার. বিমল সিনহার সি. এ. সুখরঞ্জন সিনহা ঘটনার পর তিনি যে বাড়ী থেকে হাওয়া হলেন তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না কিন্তু উনার বাড়ীতে গিয়ে ধমকানো হল যে 'কিছু বললে বাড়ী-ঘর পুরে ফেলা হবে।' উনাকে টি. আই. প্যারেডে নেওয়া হলো না এবং বলা হলো 'তুমি টি. আই. প্যারেডে যেয়ো না।' ধরে নিন স্যার আমি মিথ্যা কথা বলছি কিন্তু পর-বর্ত্তীকালে টি. আই. প্যারেডে সুখরঞ্জন সিনহাকে টি. আই প্যারেডে কেন নিলেন না? আসামীদের টি. আই প্যারেডে নেওয়ার পর সে যদি সনাক্ত করতে রাজী না হয়। তাকে কেন কাপাইল্‌ করা হলো যে তুমি সনাক্ত কর? স্যার. মনিময় সিংহ নামে এটা অনেকেই এমন কি মাননীয় মন্ত্রীরাও দেখেছেন মনিময় সিং নামে বিমল বাবুর একজন মনিপুরী সিকিউরিটি গার্ড ছিল খুব বিশ্বাসী। এই মনিময় সিংকে এক থেকে দেড় মাস আগে বলা হলো তুমি সিক রিপোর্ট কর এবং সিক রিপোর্ট করার পর তাকে অফিসে রেখে দিল সে বলল আমি সিক হলে বাড়ীতে থাকবো কিন্তু তাকে অফিসে

SHORT DISCUSSION ON THE MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

ঢুকিয়ে রেখেছে এটা কেমন স্যার। স্যার, আর একজন ব্যক্তি খুব ভাল ব্যক্তি তার রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পাওয়ার সময় হয়ে গেছে অমিতাভ কর তিনি এস পি. ছিলেন। এই ঘটনার পর তিনি দরবার করে তাড়াতাড়ি মুখ্যমন্ত্রীকে ধরে কোনক্রমে দিল্লী চলে গেলেন। স্যার, উনাকে নিয়ে সেখানে আটক করে রাখলেন কেন? তার কারণ হল বিমল সিংহা মন্ত্রিত্ব থাকাকালীন যেখানে মিটিং-এ যেতেন তাকেই সঙ্গে নিয়ে যেতেন। কাজেই এই রকম ফেইথ ফুল বলেই অমিতাভ বাবুর জন্য ফোন করেছেন কিন্তু দেব দিচ্ছি বলে সেই অমিতাভ বাবুকে তার কাছে আর দেওয়াই হলো না দেড় মাসের মধ্যে। স্যার, আমি হাউসে বলেছি আভাঙ্গা গ্রামে রাজমোহন কুলি কিন্তু সে লেখে রাজমোহন দেববর্মা অতুল দেববর্মার এডপটেড, স্যার, সে গুলি করেছে বিমল বাবুর উপর তাকে না করা হলো ইন্টারগেশান না ১৬১ ষ্টেটমেন্টা নেওয়া হলো না এটা আমি হাউসে আগেও বলেছি তাকে এইগুলি করা হয় নি। বৈদ্যনাথ বাবু, দশরথ বাবু মুখ্যমন্ত্রী, রঞ্জিত ঘোষ, সমীর চক্রবর্ত্তী, বিজয় রাংখল এই বলেছে বিজয় রাংখল মেরেছে. সমীর রঞ্জন এই বলেছে এই সব গান গেয়ে স্যার, ৫ মাস কাটিয়ে দিলেন।

শ্রীসমীর দেব সরকার [চেয়ারম্যান]:— মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য শেস করুন। ৩০ মিনিট তো বলেছেন আর কত বলবেন?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :— স্যার, আমি ৫ মিনিট, তাঁরা ৫ মিনিট।

স্যার, থাংকুড়ি ডারলং বলে বিমল বাবুর বাড়ীতে একটা লোক ছিল মাননীয় সদস্যাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। থাংকুড়ি ডারলং থানডার রেজিমেন্টের সঙ্গে তার কি যোগাযোগ সে বিমল বাবুর বাড়ীতে থাকত এবং সে মধ্যে মধ্যে ওয়াকিটাকি নিয়ে থানডার রেজিমেন্টের ওখানে গেছে আবার দুই দিন পর ওখান থেকে বিমল বাবুর বাড়ীতে গেছে। বিমল বাবু মারা যাওয়ার পর সে ওয়াকিটাকি নিয়ে থানডার রেজিমেন্টের সঙ্গে কথা বলেছে। এই থানডার রেজিমেন্টের কাছে ত্রিপুরা প্রশাসন পুলিশ বিভাগের যে ওয়াকিটাকি সেই ওয়াকিটাকি নিয়ে কি সে থানডার রেজিমেন্টের কাছে যেত। এই থাংকুড়ি ডারলং বিমল সিনহা মারা যাওয়ার পর হাওয়া হয়ে গেল কিন্তু ১০/১৫ দিন পর সে আবার ফিরে আসল এখন আছে বিমল সিনহার কমলপুরের বাড়ীতে। এই থাংকুড়ি ডারলংকে পুলিশ আজ পর্য্যন্ত ইন্টারগেইট করে নি। তার সাক্ষ্য নেয় নি এই সমস্ত কারণে আমরা যারা সাধারণ মানুষ সরল-সোজা দুই বেলা ডাল ভাত খেয়ে নিশ্চিন্তে

ঘুমাতে চাই সে জন্যই সি. বি. আই তদন্ত চাইছি স্যার। একটা কথা স্যার, কেন আমি এই সি. বি. আই. তদন্ত চাই ? কারণ আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর একজন বিশিষ্ট ওয়েলযুয়িসার উনার ভাল হোক এটা চাই। সি. বি. আই তদন্তে উনার কিছু ফাঁস হোক এটা আমি চাই না। স্যার, উনাকে আর আমাকে আবার জড়িয়ে দিয়েছেন স্যার। এটা পড়লে আমার মনে হয় নৃপেন বাবু যে বলছেন তোমার (বিমল সিনহার) সন্ত্রাসবাদীর সঙ্গে যোগাযোগ আছে এটা পড়লে আমার মনে হয় নৃপেন চক্রবর্ত্তীর কথাই সত্য। এটা কি স্যার ? এটার রিলেভেন্ট পোরশানটা আমি পড়ছি।

We need not demand for C. B. I Investigation, if Mr. Manik Sarkar is willingly demand the C. B. I investigation then we shall help him. Otherwise he may be our target for his conspiracy. Sir, the result of our investigation major rank list : * Shri Nripen Chakraborty, প্ল্যান করেছেন। Samir Rn Barman Media, সব পত্রিকাকে আমি কন্ট্রোল করেছি।

Jagadish Ghosh implementor. Manik Sarkar being aware of this event. He gave shelter to the following villagers :—

1)	Mati Das	Abhanga
2)	Parimal Das	,,
3)	Shyamal Das	,,
4)	Himangshu Das	,,
5)	Nirmal Das	,,
6)	Nripen Das	,,
7)	Padmacharan Das	,,
8)	Anjan Das	,,

প্রেমচন্দ্র নম:শুদ্র তাকে দিয়ে ষ্টেটমেন্ট দেওয়া হয়েছে। হিমাংশুকে বাঁচানোর জন্য প্রেমচন্দ্র কেন ষ্টেটমেন্ট দিতে যায় ?

Sir, except Nripen Chakraborty rest of all will be killed today or tomorrow by us. If C, B. I investigation will be given Shri Manik Sarkar may not be killed, he may not be spared. Seven members of our dete

SHORT DISCUSSION ON THE MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

ctive society are already staying in Tripura among them.

1)	Kenty Moire	Kerala
2)	Devanand	Tamil Nadu
3)	Rameswari Rao Devi	Kerala
4)	Suji Langha	Goa
5)	Kurl leguish	Thailand
6)	Chung Thaku	Thailand

এসই সাওজন Both of them are our member. Bimal Sinha was our member of the B. D. S. Bimal Sinha was the Joint Secretary of the B. D. S.। স্যার, এই চিঠিটা মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও আছে। স্যার, যেহেতু আমার নামও আছে, বি, ডি, এস কোম্পানী বিমল সিনহার কোম্পানী। নৃপেন চক্রবর্ত্তী প্রায়ই বলতেন, আমাদেরও স্যার, মৃত্যুভয় আছে, আমি ত কাদম্বিনী সাজ'ত চাইনা। আমি ত মরেও মৃত্যুঞ্জয়ী হতে চাই না। আমি বাঁচতে চাই। আমার রক্ষার জন্য এবং আমি যেহেতু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ওয়েল-উইশার অল্প বয়সে মুখমন্ত্রী হয়েছেন আমার মত বৃদ্ধ মেষ যারা যাদেরকে ধাকা দিয়ে সরিয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। তিনি থাকুন মুখ্যমন্ত্রীতে. বৃদ্ধ মেষের গতি যা হয় হবে। আমার করার কিছু নেই। এটা তাদের দলীয় ব্যাপার স্যার, আমি এটার মধ্যে হাত দিতে চাইনা। তিনি অল্প বয়সে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, তিনি মুখ্যমন্ত্রীতে থাকুন দীর্ঘদিন আমি চাই। কিন্তু বি, ডি, এস যেটা নৃপেনবাবু বলতেন সে সন্ত্রাসবাদীর লোক, উগ্রপন্থীর লোক, এখনত দেখি স্যার, এইযে ময়নারমা কেরালা। আমরা-ত স্যার, ব্রিটিশ মডেলের লোক, আমরা জানতাম বরমা, এখন বলে মায়ানমা। এইসব বুঝিনা স্যার। আমরা দেখেছি বাইস্কোপ, এখন দেখে ভি. সি. পি. ভি. সি. আর। এইসব কিছুই বুঝিনা স্যার। আমরা হলাম ওল্ড মডেল। স্যার. প্রশ্ন হল, এই পরিস্থিতিতে আমি সি. বি, আই চেয়েছি বিভিন্ন কারণে। কারণ আমি বিমল সিনহার যেমন ওয়েল-উইশার, তার হত্যাকারীরা ধরা পড়ুক, আবার মুখ্যমন্ত্রীও ওয়েল-উইশার, মুখ্যমন্ত্রী থাকুক. বৃদ্ধ মেষটাকে মেরামত করবার জন্য কোন আপত্তি নেই। উনি থাকুন রাজ্য সুন্দরভাবে পরিচালনা করুন। স্যার, এমন কি ঘটনা ঘটল সুধীরবাবুকে মুখ্যমন্ত্রী করার ? এমনকি ইমপরটেন্ট দপ্তর যে উনাকে ২৬

দিনের মধ্যে মন্ত্রী করতে হবে। (চেয়ারম্যান সমীরদেব সরকার কে লক্ষ্য করে) আপনি আছেন দুইবারে, আপনি আউট, বোল্ড আউট আপনি নাই। আরও দুইবারে বা তিন বার জিতে এসেছেন অনেক এম, এল এ, আছেন খগেন আছে স্যার, তারা আউট। মানিকের কথা-ত বাদই দিলাম। মানিককে করবেনা এটা তাদের আগেরই সিদ্ধান্ত। মানিক কোনদিন হবেওনা, সি.পি.এম আরও ১০ বৎসরেও মানিককে করবে না।

এটা ছিল আগেরই কথা, মানিক কোন দিন হত না এটা ভেবেছিলাম। কিন্তু প্রশ্ন হল স্যার, সুধীর দাসের আগের যে মার্ডার কেইস যেগুলি তুলে দেওয়া হয়েছে, একথাটা আমি বলতে চাই না স্যার, আরও দুই তিনটা কেসে সুধীর দাস জড়িত ছিল। যাই হোক এগুলি বলে আমি সময় নষ্ট করতে চাই না। একটা জিনিষ হচ্ছে, সুশীল সিন্হা বিমলবাবুর বোনজামাই, তার সঙ্গে রঞ্জিত ঘোষ কি ব্যবহার করেছে স্যার, এই ভগ্নীপতি সুশীল সিনহা উনি নাগাল্যাণ্ড ইউনিভারসিটির ডেপুটি রেজিষ্ট্রার ছিলেন।

মি: স্পীকার :— আপনাকে আর এলাউ করা যায় না।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার, আমার দলের কেউ না বললেও কি আমাকে এলাউ করা যাবে না।

মি: স্পীকার :— আপনি দেড় ঘণ্টার মত সময় নিয়েছেন। আপনি শেষ করুন, আপনিতো বিরোধী দলনেতা, আপনারতো বোঝা দরকার।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার, আমি আর একটু বলব। এই সুশীল সিনহা উনি বিমলবাবু মারা যাওয়ার পরের দিন নাগাল্যাণ্ড থেকে আমবাসা আসে ওনাকে গাড়ী দেওয়া হয়নি কেন? তারপর শ্রীমতি শোভা সিনহাকে স্বাক্ষী মানা হয়নি কেন?

মি: স্পীকার :— আপনি সুন্দর করে বলুন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— আপনি বন্ধ করুন।

SHORT DISCUSSION ON THE MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

মি: স্পীকার :— প্লীজ আপনি শেষ করুন, আপনিতো বয়স্ক মানুষ, আপনি সব বোঝেন, কিন্তু কিছু মানছেন না। একটা ইস্যু নিয়ে আপনি এতটা সময় নিচ্ছেন। প্লীজ আপনি শেষ করুন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার, যার জন্য এই সব করছেন তাকে কিন্তু রক্ষা করতে পারবেন না। বিমল সিনহার মার্ডারের ব্যাপারে আপনি সহ আপনার মন্ত্রীসভার কারও কোন স্বাক্ষী দেওয়ার ক্ষমতা নাই। আপনারা ওকে খেয়ে ফেলেছেন এবং আমার বোনটাকে বিধবা বানিয়ে দিয়েছেন, তাকে আর সধবা বানাতে পারবেন না। কাজেই আমার কথা হচ্ছে, আমরা চাই শুধু বিমল সিনহাই নয় তার পরবর্তী সময়ে যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে, যাদের বাড়ীতে আগুন দেওয়া হয়েছে, যাদের লুটপাট করা হয়েছে, তাদের ম্যাটারটাও সি, বি, আই এর কাছে থাক এবং সি, বি, আই সেটা তদন্ত করে দেখুক এবং দেখে যদি ন্যায় সঙ্গতভাবে সি, বি, আই ম করে যে এরা দোষী না মানে যাদের বাড়ীতে আগুন দেওয়া হয়েছে এবং যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে অনর্থক। যারা এগুলি করেছে তাদের বিরুদ্ধে চার্ট-শীট দেওয়া হোক, একটা লোককে ও এখন পর্যন্ত এরেষ্ট করা হল না। অথচ পাঁচ/সাতটা বাড়ী পোড়ানো হয়েছে, তিন চার জনকে মার্ডার করা হয়েছে। কিন্তু একটা লোককেও এরেষ্ট করা হল না। কাজেই এই কারণে আমরা বিমল সিনহার হত্যারও যেমন সি বি আই তদন্ত চাই এবং তাতে যেহেতু আমার নামও এসেছে, আমার বিরুদ্ধেও সি বি আই তদন্ত করা হোক, আমি কতটুকু জড়িত। আর হত্যার পরবর্তী সময়ে ৩১ তারিখ থেকে সারা এপ্রিল মাস ধরে যে সমস্ত নারকীয় ঘটনা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে হয়েছে হত্যাকে উপলক্ষ্য করে সেগুলিরও তদন্ত হোক এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে যারা এই সমস্ত ব্যাপারে ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন কংগ্রেস টি ইউ জে, এস, টি, এন, ভিকে ফলস জড়ানোর জন্য তাদের বিরুদ্ধেও তদন্ত হোক। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বৈদ্যনাথবাবু ডেইলী দেশের কথায় এরা ইচ্ছাকৃতভাবে তদন্তকে বিপথগামী করার জন্য এটা করছে কিনা? এই কথা বলে এবং আমাকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— আর কেউ বলবেন টেজারী বেঞ্চ থেকে?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— না স্যার, আমাদের আর কেউ বলবে না মাননীয় সদস্য রতনবাবুকে বলতে দিন। আমি পরে বলব।

মি: স্পীকার :— ঠিক আছে, রতনবাবু বলুন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— ঠিক আছে স্যার. আমি দশ মিনিটের বেশী বলব না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে বিরোধী দলনেতা যে শর্ট ডিউরেশন ডিস্‌কাসন এনেছেন-' পরলোকগত প্রাক্তন মন্ত্রী বিমল সিংহের হত্যা রহস্য এবং তজ্জনিত কারণে ধলাইজেলা, কমলপুর মহকুমা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে হত্যা, গৃহদাহ, লুটতরাজ, মারধোর. অগ্নি-সংযোগ ইত্যাদির ঘটনার ব্যাপারে সি. বি, আই দ্বারা তদন্ত করা সম্পর্কে।

আমি তার উপর আমার বক্তব্য সংক্ষেপে রাখছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আইনের কাছে সবাই সমান, বিশেষ করে সরকারের কাছে। সরকারের কাছে প্রতিটি মানুষই সমান। তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব সরকারের।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রাক্তন মন্ত্রী বিমল সিংহ হত্যার ঘটনা এক কথায় অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমরা এমন একটা লোককে হারিয়েছি যেটা ভাষায় আমি বুঝাতে পারবনা. এটা অন্তর দিয়ে উপলব্ধির ব্যাপার। ৩১.৩.৯৮ ইং তারিখের ঘটনা, আজকে আগষ্ট মাস। স্যার, আমরা জনপ্রতিনিধি- আমরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে এসেছি। আমরা আবার জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসতেও পারি নাও পারি, কিন্তু একটা হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্‌ঘাটন হবে না এটা ঠিক নয়। স্যার আমি বিমল সিংহ হত্যার ঘটনা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় দেখেছি পার্লামেন্টেও উঠেছে। পার্লামেন্ট থেকে কি জানতে চেয়েছেন এবং তার উত্তর কি দেওয়া হয়েছে সেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই আমাদের জানাবেন। তবে পার্লামেন্ট থেকে যেটা জানতে চাওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে (১) বিমল সিংহ কি কারণে নিরাপত্তা রক্ষী ছাড়া ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন (২) তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে যারা ছিলেন তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে কোন নেগ্‌লিজেন্সী ছিল কি না ? (৩) নিকটবর্তী পুলিশ ষ্টেশনে বা পুলিশ ক্যাম্প রয়েছে সেখানে কোন আগাম খবর জানানো হয়নি কেন ? (৪) যেহেতু তিনি কেবিনেট মন্ত্রী ছিলেন, সেহেতু তিনি ঘটনাস্থলে যাওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর অনুমতি নিয়েছিলেন কি না ? কোন নিগোশিয়েশনে যদি যান তবু মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন নিয়েছিলেন কি না ?

এই সব ব্যাপারে পার্লামেন্ট রাজ্য সরকারের তরফ থেকে যে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে, আমি আশা করি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেসব তথ্য এই সভায় পেশ করবেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে এতদিন আমরা জেনেছি যে বিরোধী রাজনৈতিক দল কংগ্রেস (আই), টি, ইউ, জে, এস, টি, এন, ভি, এই দলগুলি নাকি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী গত ৩১ তারিখ বললেন যে এন, এল, এফ, টি নাকি জড়িত। স্যার, হাউসে

SHORT DISCUSSION ON THE MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

এমন কিছু বলা ঠিক নয় যা এই ঘটনার তদন্তকার্য্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে-তদন্ত কার্য্য অর্ধেক শেষ হয়েছে। এখানে আমি সর্বদলীয় মিটিংএ বলেছিলাম যে এটা সি. বি. আই তদন্তে দেওয়ার জন্য—এবং বিমল সিংহ হত্যা রহস্য উদ্ঘাটন করার জন্য। কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের চীফ সেক্রেটারী চীফ্ মিনিষ্টারকে মিস্-গাইড্ করছেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি জানি না। তবে এখানে যদি উচ্চ পদস্থ কোন অফিসার থেকে থাকেন তাহলে সেটা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারবেন। সি, বি, আই এবং জুডিশিয়্যাল ইনকুয়ারীর মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। সি, বি, আই ক্রাইমের উৎসে গিয়ে কাজ করে। আর জুডিশিয়্যাল ইনকুয়ারী যেটা হয় তাতে দেখা হয় কি কারণে সংঘটিত হয়েছে। কাজেই দুটো সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। এটাকে কেন এক করা হচ্ছে সেটাইতো আমি বুঝতে পারছি না। রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, বিমল সিন্হার মৃত্যুর জন্য এর কারণ অনুসন্ধানে হাই কোর্টের একজন সিটিং জাজ্‌কে দিয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করাবেন। কিন্তু দেখা গেল পরবর্তী সময়ে একজন অবসর প্রাপ্ত বিচারপতিকে দিয়ে বিচার-বিভাগীয় তদন্তকার্য শুরু হল। তাহলে কেন সিটিং জাজ্‌কে দিয়ে করানো হল না? এই ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গত ২৯' ৬' ৯৮ ইং তারিখে প্রেস বিবৃতি দিয়েছিলেন, বলেছিলেন—'' আমরা হাইকোর্টে চিঠি দিয়েছি। হাই কোর্ট থেকে আমাদের কোন জাজ্ দেওয়া হয় নাই।' এটা উনার প্রেস স্টেইটমেন্ট। তারপর গত ২রা জুলাই এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমার প্রতিক্রিয়া আমি প্রেস স্টেইটমেন্ট করে ব্যক্ত করেছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্য সরকার কি করে একজন বিচারপতিকে পছন্দ করে নিতে পারেন বিমল সিন্হা হত্যাকাণ্ডের জুডিশিয়্যাল ইনকুয়ারী করার জন্য? রাজ্য সরকারের এই ইচ্ছা বা অভি-প্রায় কি হাইকোর্ট মেনে নিতে বাধ্য? পছন্দমত বিচারপতিকে দিয়ে বিচার করিয়ে নেওয়ার জন্য? এই ক্ষেত্রে যদি রাজ্য সরকার তিন জন বিচারপতির নাম লিখে তাদের মধ্যে থেকে একজনকে পাঠানোর কথা বলতেন তাহলেও হাই কোর্ট কি করতেন বলা যায় না। ভাগ্য ভাল যে এই ব্যাপারে হাইকোর্ট রাজ্য সরকারকে ইনসাল্ট করে নি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ৩১ তারিখে আভাঙ্গায় যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সেই স্পটে তারপর আমি, বীরজীৎবাবু, সুরজীৎবাবু এবং প্রকাশ দাশ সহ দশ জনের একটি প্রতিনিধি দল পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। আভাঙ্গায় বিমলবাবুর হত্যাকাণ্ডটি সত্যিই দুঃখজনক ব্যাপার এবং নিন্দ-

নীয়। সেখানে আক্রমন করলে বাঁচার আর কোন সুযোগ থাকার কথাই নয়। স্যার, এই নিয়ে তদন্ত শুরু হল। কিন্তু তদন্তকার্যটা টার্ন করতে শুরু করল ৩ তারিখ থেকেই। স্যার, ৩১ তারিখে বিমলবাবু মারা গেলেন এবং ১ তারিখ রাত্রেই আমবাসায় কংগ্রেসের অফিস ঘরটি পুড়িয়ে দেওয়া হল। স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব থানায় বিষয়টি জানালে পুলিশ গিয়ে টিনগুলি তুলে নিয়ে এসেছে।

বিজয় রাংখল সাহেব পুরো ঘটনা জানেন। পরবর্তী সময় কয়েকদিন পর টিনগুলি খুলে নিয়ে গেছে। এটা ৪৩৬ কেস। কোন তদন্ত হয়নি। একজন দারগাবাবু তদন্ত করতে চেয়েছিলেন তাদের গ্রেপ্তার করতে টিনগুলি উদ্ধার করতে কিন্তু তে পারে নি উপর থেকে চাপ এসেছে। স্যার, আমি ধরে নেব রিএক্ট তাদের শোক দুঃখের কথা, তারা শোকটাকে ক্রোধে পরিণত করেছে সেটা মাননীয় বিরোধী দলনেতা বলেছেন। স্যার, মেছুরিয়া গেছেন কিনা জানি নাহৃদয় বিদারয়ক কাহিনী, আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। সেইজন্য আমি বলছি সরকারের কাছে সবাই সমান। বিমল সিনহার হত্যা রহস্য উদ্‌ঘাটন হবে, ক্রিমিন্যালদের ধরা হবে সবই ঠিক আছে। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে একটা বিশেষ সম্প্রদায়কে কারা এর পেছনে ইন্দন দিয়েছে, যেখানে তদন্ত সঠিক পথে চলছিল, কাদের ইঙ্গিতে ৩ তারিখ নদী পেরিয়ে অনেক দূর আভাংগা থেকে সেই উত্তর মেছুরিয়া গিয়ে গকুলনগর গিয়ে লাইনকে লাইন একটি তপশিল ভুক্ত সম্প্রদায়ের ক্ষতি এখন যদি বলা হয় এন, এল, এফ টি করেছে তাহলে তাদের বাড়ীঘর পুড়িয়ে দিল কেন? টু, মিসগাইড ইনভেস্টি-গেশন স্যার, তদন্ত ঠিক মত চলছিল তদন্তকে আটকানোর জন্য এগুলি করেছে। স্যার, ৩১ তারিখ ঘটনার পর দুইশটি বাড়ীঘরের ক্ষতি হয়েছে। সবগুলি তপশিল ভুক্ত সম্প্রদায় তারমধ্যে একটি মাত্র বাড়ী তার নাম অরুন দেব। এছাড়া সব তপশীল ভুক্ত সম্প্রদায়ের লোকের উপর করেছে। কারা আক্রমণ করেছে? সব মণিপুরী সম্প্রদায় একজন মাত্র তিনি হলেন সুরেন্দ্র দেবনাথ। এটা একটা পিকুলিয়ার স্যার। রাজ্যে একটা সরকার আছে একটা হত্যা হয়েছে নিশ্চয় তদন্ত হওয়া দরকার। সেইজন্য আমরা পুরো ঘটনার জন্য সি, বি, আই তদন্ত চাইছি। স্যার, ৫৪টি বাড়ী পুড়েছে এরমধ্যে চারটি ট্রাইবেল বাড়ী, ভিক্ষুকও বাদ যায়নি। কিছু কিছু নাম আছে আমি এত বিস্তারিতভাবে যাচ্ছি না। স্যার, আপনি আশ্চার্য্য হবেন গাছে ঝুলিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারা হয়েছে। কারা সাথে ছিল? এত বড় একটা দল গেল কমলপুর শহর থেকে এতগুলি মানুষ গেল বাইরে থেকে এই রকমভাবে দল বেধে ৩ তারিখ ঐ আভাঙ্গায় গাড়ী রেখে নদী পেরিয়ে উত্তর মেছুরিয়া গেল দল বেঁধে পুলিশ সি, আর, পি, এফ সহ প্রত্যেকটি

SHORT DISCUSSION ON THE MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

বাড়ীতে আগুন দেওয়ার সময় পুলিশ সি, আর, পি, এফ সাথে ছিল এটা আশ্চর্য্য ঘটনা। এটাকে করতে দিল কিভাবে? পরবর্তী সময় তাদের কি গ্রেপ্তার করা হয়েছিল? হ্যাঁ, স্পটে ষোল জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। গ্রেপ্তার করার পর একটা দেড়টার সময় যখন আসাম রাইফেলস এবং সি, আর, পি, এফ অভিষ্ট হয়ে গেল এই অত্যাচারের ঘটনা দেখে তখন আসাম রাইফেল এবং সি, আর, পি, এফ তাদেরকে ডিটেইনড করল এবং হাটু সমান জল একটা পুকুরে তাদের দাঁড় করিয়ে রেখেছে। সেখানে সেই সময় আমাদের মাননীয় মন্ত্রী এখানে নেই সুধীর-বাবুর নেতৃত্বে পথ অবরোধ হল, রঞ্জিত ঘোষের নেতৃত্বে পথ অবরোধ হল। কেন? তাদেরকে ছেড়ে দিতে হবে। এটাকে কি আমরা সভ্য সমাজ, সভ্য সরকার বলতে পারি? আমি জানি না এই-ভাবে একের পর এক ঘটনা কিভাবে চলছে? আমরা স্পটে গিয়েছি একটা বাচ্চা মেয়ে দেবযানী নয় বছরের মেয়ে তার মাকে নিয়ে আমরা যেদিন গেলাম সেদিন আমরা আগে যেতে পারি নি. আমরা দুঃখিত। সেখানে থেকে ফোন করেছে 'আপনারা আসবেন না আপনাদেরকে মেরে ফেলবে।' এই যদি পরিস্থিতি হয় এই দেবযানী প্রত্যক্ষ দর্শী তার বাবাকে যখন গাছের মধ্যে ঝুলিয়ে গুতিয়ে গুতিয়ে মেরেছিল এবং ডেড বডি পরের দিন আনা হয়েছে। প্রত্যক্ষ দর্শীদের এখনও ষ্টেটমেন্ট নেয়নি। তাদের এখনও একটাকাও আর্থিক সাহায্য দেয়নি এটা আমি হলপ করে বলতে পারি স্যার। স্যার, কোন কোন মহিলার হাত ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। আপনার বিধানসভা এলাকাতে এখন তার বাপের বাড়ীতে চলে এসেছে। আমি বিস্তারিত যাচ্ছি না। আজকে তাদের কি হবে? সালেমাতে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে এই হল পরিস্থিতি। এর পরে কি ঘটনা হল? বনমালীপুর তেলিয়ামুড়া আমি সমস্ত জায়গায় যেতে চাইছি না।

শ্রীরতনলাল নাথ:— আজকের এই ঘটনা তাহলে এটাও খুন এটাও খুন। অত্যাচার, গৃহদাহ, লুণ্ঠন তাদেরকে কি সরকারী সাহায্য দিয়েছে। তাদেরকে মাত্র আড়াই হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে টীন বাদে। এবং সেখানে ডি এম স্পেশাল কাজ দিয়েছিল কিন্তু স্যার, ঐ গাঁওসভার প্রধান মনোরঞ্জন সরকার তার মনের মত লোকদেরকে কাজ দিয়েছে বাকীদেরকে কাজ দেয়নি। বাকী টাকা লুটে পুটে খেয়েছে। টিনগুলি সেংশন হয়েছিল। কিন্তু টিনগুলি যেতে দেয়নি পথে অবরোধ করা হয়েছে। এটা কি সরকার? এখানে তদন্ত কার্য্যের জন্য যে দাবী করা হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে হাঁ, আমাদের দেশেরই একটি সংস্থা আমরা কেন দেব না?

কিন্তু কোন ক্লু যদি নষ্ট করে ফেলে সেই ক্লু পাওয়া যাবে না স্যার। এখানে মাননীয় বিরোধী দল নেতা ঠিকই বলেছেন। সেইজন্যই আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে সমস্ত ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করেছি। আমি দেখা করেছি আদবানী সাহেবের সাথে আমি চিঠিও দিয়েছি। সেদিন তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করলেন 'কেন সেখানে তিনি সিকিউরিটি ছাড়া গেলেন? এখানে দিদি মনি ব্যাথা পেতে পারে. ব্যাথা আমিও পাই, আমি যদি মারা যাই আমার স্ত্রীও পাবে। তিনি যেহেতু একজন রাজ্যের মন্ত্রী এর আগে কখনো এই রাজ্যে এরকম ঘটনা হয় নি ঘটনাটিকে হাল্কা করে দেখলে হবে না। স্যার, বিমল সিনহা কিন্তু আর ফিরে আসবে না। কিন্তু তার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা ও সংগতি জানানোর একটি মাত্র পথ যে প্রকৃত ঘটনা উন্মোচন করা। স্যার, মেছুরিয়ার যে ঘটনা আমবাসার যে ঘটনা সারা রাজ্যের যে ঘটনা সেখানে আর কোন কিছু বাকী আছে। সেখানে যাদেরকে পিটিয়ে হত্যা করা হল তারপর আর একজন সাধারণ ব্যবসায়ী তার উপর এমন টর্চার করা হল সে আত্মহত্যা করল ছয় দিন পরে। সে আর মুখ দেখাতে পারবে না। স্যার, তারা একটা সম্প্রদায়কে লেলিয়ে দিল এবং ওখানে বিমল সিনহার জ্যাঠতুতো ভাই উনিও সাক্ষী ছিল। সেখানে এমন কোন বাড়ী নেই আমরা যাই নি। সত্যি ঘটনাটি রহস্য জনক। মুখ্যমন্ত্রী একবার বলেছে কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস জড়িত না, আবার বলছে এখানে এন, এল, এফ, টি। কিন্তু এখানে দেখা গেছে সমীর বাবুর নাম জরিত মুখ্যমন্ত্রীর নাম জরিত প্রাক্তন মন্ত্রীদের নাম জড়িত শাসক দলের অনেক নেতা মন্ত্রীদের নাম জড়িত কাজেই সেখানে রিপোর্ট কি হবে। সেখানে একটি রিপোর্ট দিয়ে দেওয়া হবে যে গণধোলাইয়ে মারা গেছে। কিন্তু সেখানে গণরোজ ৩১ তারিখে হওয়ার কথা। সেখানে গণরোজ তিন তারিখ হওয়ার কথা নয় সেখানে দুই তারিখ গণরোজ হওয়ার কথা নয়। সুতরাং সেগুলি প্রিপ্ল্যান ওয়াজ করা হয়েছে। আমি জানি কোন দিন যদি জোট সরকার, ক্ষমতায় আসে যদি আমরা বেঁচে থাকি তাহলে সত্য উদ্ঘাটনের জন্য সি বি আই কে কোন দিন তদন্ত করতে দেব। যদিও ক্লু গুলি নষ্ট হয়ে যাবে। বাছাই করা একজন জুডিশিয়াল বিচারপতি দিয়ে নিরপেক্ষ বিচার আশা করা যায় না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— কি হয়েছে আপনাদের। বসুন, বসুন। আপনারা শান্ত হোন।

SHORT DISCUSSION ON THE MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

এত চিৎকার করছেন কেন? বসুন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— কি মুসকিল! বসুন, আপনারা জায়গায় বসুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতনলাল নাথ :— উনি ক্রিমিনাল বললেন কেন?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় বিরোধী দলনেতাকে অনুরোধ করছি বসুন। আরে আমাকে সময় দেবেন তো। আমাকে সময় দিন। বসুন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আপনারা শুনবেন না কিছু? শুনবেন না? বসুন জায়গায় বসুন।
শ্রীদীপক কুমার রায় :— স্যার, আপনার রুলিং চাইছি। আপনি রুলিং দেন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আন্‌পার্লামেন্টারী যে সমস্ত ওয়ার্ড আছে সেইগুলি একস্‌পাঞ্জ হয়ে যাবে। বসুন না, বসুন। আমি তো বলেছি আন্‌পার্লামেন্টারী ওয়ার্ড একস্‌পাঞ্জ

(গণ্ডগোল)

(বিরোধী দল নেতার নেতৃত্বে বিরোধীরা ওয়াক-আউট করেন)
মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধী দল নেতা যে

বিষয়টির উপর আজকের এই আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন আমি উনার বক্তব্য হাউসের ভেতরে এবং বাইরে আমার ঘরে বসে শুনেছি। নো কন্ফিডেন্স মোশান এনে যে আলোচনা করেছিলেন আর আজকের আলোচনায় তাঁর আর নূতন কিছু ছিল না। একই বিষয়। রিপিট করেছেন। সেদিন ও আমি বক্তব্য রেখেছি। কাজেই আমি আর বক্তব্য বাড়াতে চাই না। দু'টি বিষয় পরিষ্কার করতে চাইছি। প্রথমতঃ, বিমল সিনহা হত্যা কাণ্ডের পর মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কি কমলপুরে, কি আগরতলা, কি ত্রিপুরার ভেতরে, কি ত্রিপুরার বাইরে কোন জায়গায় কোন দলকে এর জন্য দায়ী করে আমি কোথাও কোন বক্তব্য রাখি নি। বাইরে যা বলেছি, এই হাউসে ভেতরেও তা বলছি এবং এই সর্বদলীয় সভায়ও এই কথা বলেছি, বিমল সিনহা হত্যা কাণ্ড একটা সাধারণ হত্যাকাণ্ড নয়। উগ্রবাদীরা বিভিন্ন জায়-গায় হত্যা কাণ্ড সংঘটিত করেছে কিন্তু আর পাঁচটা হত্যা কাণ্ডের সঙ্গে বিমল সিনহা হত্যাকাণ্ড দেখবার চেষ্টা করলে ভুল হবে। এটার পেছনে গভীর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র আছে। এর দ্বারা এটা বুঝায় না, নির্দিষ্ট করে কোন দলকে চিহ্নিত করা হচ্ছে। বিষয়টা হচ্ছে ঠাকুর ঘরে কে ? আমি কলা খাই না। কিছু দলের নেতৃত্ব তাঁরা নিজের উপর ব্যাপারটা টেনে নেবার চেষ্টা করছেন, তাহলে আমরা কি করতে পারি ? আমাদের রাজ্যের পুলিশের কাজ কর্মে অনেক অসুবিধে আছে, এবং সব কিছু প্রত্যাশা অনুযায়ী তাঁরা করে উঠতে পারছেন এটা হয়ত ঘটনা নয়। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের কিনারা করার ক্ষেত্রে পুলিশ কার্যকরী কোন ভূমিকা নিতে পারবে না এই সিদ্ধান্ত আগাম কি করে হয় ? বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা থাকা সত্বেও রাজ্যের পুলিশ বাহিনীর উপর আমাদের আস্থা আছে, আমাদের বিশ্বাস আছে। তাদের উপর আমরা দায়িত্ব দিয়েছি, তারা তদন্তের কাজ শুরু করেছেন। সি, বি, আই. এ কাজ করার ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতালব্দ আমাদের রাজ্যের এক ক্যাডার রাজ্যে আসার পর এক মাসের মধ্যে তার উপর দায়িত্ব তুলে দিই। এবং আমরা আশাবাদী, দ্রুত এই তদন্তকারী দল তদন্ত শেষ করে তাদের রিপোর্ট তারা সাবমিট করবেন. পাশাপাশি আমরা বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করেছি। মাননীয় সদস্য সেদিনও বলার চেষ্টা করেছিলেন, আজও বলেছেন, সিটিং জাজের পার্টিকুলার একজন জাজের নাম করে চিঠি দিলাম কেন ? সংবিধানের কোথায় লেখা আছে, একজন নির্দিষ্ট বিচারকের নাম করে তাঁকে বিচার করার দায়িত্ব দেওয়ার কথা বলা যাবে না ? কোথায় আছে ? এটা ঠিক না, মিস গাইড করার চেষ্টা করেছেন। হাইকোর্ট কোন জায়গায় বলে নি যে, এই রকম ভাবে নাম লিখে বিচারক চাইতে পারেন না। হাইকোর্টের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, আমরা দিতে পারব না। রিগ্রেট করেছেন। আমি আমাদের রাজ্যের বিচার কার্য্যের সঙ্গে যুক্ত বিচারক মহাশয়দের সাথে কথা বলে জানতে চেয়েছি, এটা কি অপ-

SHORT DISCUSSION ON THE MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

রাধ হয়েছে ? ওরা বলেছেন, মোটেই অপরাধ নয়। এ রকম করা যায়। গতকালকেও এইখানকার জুডিশিয়াল অফিসার্সদের একটি টীম নিজেদের পেশাগত কিছু বক্তব্য নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এবং আইন মন্ত্রী হিসাবে আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলেন। তখনই এই প্রসঙ্গটা উঠে। ওরা বলেছেন, না, করা যায়। আমরা আশা করেছিলাম, মাননীয় গৌহাটি হাইকোর্টের পক্ষ থেকে যাকে আমরা দেওয়ার জন্য বলেছিলাম, এত গোপন কিছু ব্যাপার নয়। তাঁর জায়গায় অন্য কাউকে দিলে আমরা যদি না নিতাম তখন বলতে পারতেন, দুজন চয়েসের কথা। কাজেই এই যে কথাটা এসেছে, তা খুবই অব-জেকশনেবল। এটাত বিচার বিভাগের উপর সন্দেহ পোষণ করা। এটা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

বিচারক যখন বিচারকের আসনে বসবেন তখন তার পছন্দ অপছন্দ বলে কিছু থাকবে না। তাঁর উপর আমরা সকলেই আস্থা এবং বিশ্বাস ন্যাস্ত করি। যদি গৌহাটি হাইকোর্টের পক্ষ থেকে বলা হত মিঃ একস. কে চেয়েছেন আমরা মিঃ ওয়াইকে দিচ্ছি, আমরা যদি বলতাম যে ওয়াইকে আমরা নিচ্ছি না তাহলে প্রশ্ন আসত কেন এ্যাক্স-এর জায়গায় ওয়াইকে নিতে চাইছি না। তাহলে বোধ হয় এর মধ্যে কারণ আছে।... আমরা তো এরকম দেখি নি। ৩টা চিঠি দিয়েছি যে প্লীজ হেল্প আস। আমরা দেখেছি বিহারে ২ জন বিধায়ক নিধনের ঘটনায় ২৪ ঘন্টার মধ্যেই হাইকোর্ট থেকে সিটিং জাজকে দিয়ে তদন্ত কার্য্যের প্রশ্নে বিহার সরকারের যে আবেদন তাতে সাড়া পেয়েছে। হতে পারে আমরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যারা আছি গৌহাটি হাইকোর্টের আণ্ডারে, বিচারকের সংখ্যা আমাদের কম হতে পারে, সমস্যা থাকতে পারে। কিন্তু এটা মহা অপরাধ হয়ে গেছে এটা আমরা মনে করি না। আইনগত দিক থেকে এটা অশুদ্ধ এটা বলার কোন সুযোগ নেই। এটা মিসলীড করার চেষ্টা হচ্ছে। শেষ পর্য্যন্ত এর জন্য একটু দেরী হলো। আমরা অবসর প্রাপ্ত মাননীয় বিচারপতি ইউসুক কে এই দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করি এবং তিনি এই দায়িত্ব নিয়ে আমাদের বাধিত করেন। আমরা উনাকে অনুরোধ করেছি দ্রুততার সাথে যেন এই বিচার বিভাগীয় তদন্ত কার্য্য সম্পন্ন করা হয়। এবং তিনি এই কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য ইতিমধ্যে কার্য্যকরী ব্যবস্থা নিয়েছেন। আমরা আশাবাদী এক দিকে যেমন পুলিশের তদন্ত কাজ সম্পন্ন হয়ে তারা তথ্য উপস্থিত করবেন বিচারের জন্য, পাশাপাশি এই বিচার বিভাগের তদন্ত কাজ ও দ্রুত সম্পন্ন হবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই ষড়যন্ত্র এবং হত্যাকাণ্ডের পেছনে কারা জড়িত তার রহস্য উদঘাটিত হবে। আমি সকা-লের অধিবেশনেই বলবার চেষ্টা করেছিলাম যে সত্যের বিকল্প সত্য। অপরাধী যেখানে অপরাধ করে

সেখানে চিহ্ন রেখে যায়। তাদের পার পাওয়ার কোন সুযোগ নেই। বিমল সিংহ নিহত হয়েছেন তাঁকে খুন করা হয়েছে এটা সত্য। কাজেই একেতো লুকানো যাবে না। এর পেছনে যে ষড়যন্ত্র এবং এর পেছনে যারা যুক্ত তারা যেই হোন না কেন চিহ্নিত এবং নির্দ্ধারিত হয়ে গেলে পর বিচারশালায় তাদের শাস্তি পেতে হবে। স্যার, এখানে ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়া হয়েছে। মাননীয় সদস্য শ্রীরতন লাল নাথ, আমি আগেও বলেছিলাম এবং তিনি আজকেও উল্লেখ করেছেন যে-যদি এই তদন্তে কার্য্যেকোথাও অসন্তুষ্টির কারণ হয়, সি,বি, আই আমি সেদিনও বলেছিলাম যে এটাতো বহি ভারতের একটা সংস্থা না, প্রয়োজনে তাদের কাছে যেতে আমাদের কোন সংকোচ নেই। যে তদন্ত কার্য্য আমরা হাতে নিয়েছি এটা সম্পন্ন হতে দুই বছর তো চলে যায় নি। এটাতো শ্যামহরি হত্যাকাণ্ডের মতো না যে বছরের পর বছর চলে যাচ্ছে কিছুই হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। আমাকে সি, বি, আই, এর প্রশ্ন কর্ত্তা প্রশ্ন করেছিলেন আমি উনাকে বললাম এসব কি প্রশ্ন করছেন? এই সব প্রশ্ন করে খুনের কিনারা করতে পারবেন? কারণ আমিও এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলাম। আমি শুনেছি যে মারুতি গাড়ী ব্যবহার করে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের কাছে যে বন্ধুটিকে খুন করা হয়েছিল সেদিন আমি ও ৫ টা মিটিং করেছিলাম। তাতে দুটো মিটিং এর একটা জায়গা ছিল রাধানগরে এবং আরেকটা ছিল বোধজং চৌমুহনীতে। এই জায়গা গুলিতে গাড়ী গুলি ঘুরেছে। এই রিপোর্ট এলাকাবাসী আমাকে দিয়েছে। আমি বলেছিলাম যে-খুন আমিও হয়ে যেতে পারতাম। আপনারা কি আসলে এই খুনের কিনারা করতে পারবেন? অফিসার শুধু হেসেছিলেন। তিনি দিল্লি থেকে এসেছিলেন এবং আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন। এখনও কিন্তু কিছুই হয় নি। সি, বি, আই মানে কিন্তু সর্বরোগহর বটিকা নয়। কিন্তু সি, বি, আই এর উপর আমাদের আস্থা আছে। তেমনে আছে আমাদের রাজ্যের পুলিশের উপর। পুলিশের উপর অনাস্থা দেখাবার কোন দরকার নেই। আর বিমল সিংহ হত্যা কাণ্ডের পর যে ঘটনা হয়েছে, সারা রাজ্যে কিছু ঘটনা ঘটেছে এবং কমলপুরেও ঘটেছে। আমি তথ্য নিয়েছি। আমার কাছে তথ্য আছে।

৩/৪ টা মামলা আছে বিভিন্ন ধারায়। তেলিয়ামুড়ায় একটা ঘটেছে তার সঙ্গে বিমল সিনহার হত্যার কোন রিলেশান আছে কিনা আমি জানি না, কমলপুরে একটা ঘটনা ঘটেছে এর সঙ্গে রিলেশান আছে কিনা আমি জানি না। কিন্তু আমরা এই ঘটনাগুলির পর কমলপুর বাসীর উদ্দেশ্যে বলেছি, রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে বলেছি একে ভিত্তি করে বেদনা এবং ক্ষোভ ব্যক্ত করে অন্য মানুষের উপর চড়াও হওয়া কিন্তু বিমল সিনহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নয়, সম্মান দেখান নয়।

SHORT DISCUSSION ON THE MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

কমলপুরে পুলিশকে বলা হয়েছে প্রয়োজনবোধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এবং পুলিশ সেখানে গ্রেপ্তারও করেছে। রাজীবগান্ধী হত্যার কাণ্ডের পর কি হয়েছিল ত্রিপুরায় এটা কি ভুলে গেছেন? শশ্মান হয়েছিল দিনের বেলা আগরতলা রাজপথ স্তব্ধ পুলিশ হেড কোয়ার্টারস থেকে আরম্ভ করে সচীবালয় পর্যন্ত। এই সব বলে সভাকে আর আমি ভারাক্রান্ত করতে চাইছি না কিন্তু এটা ঘটনা, এটা মর্মান্তিক ঘটনা। এই ঘটনায় যাদের মানবিক মূল্যবোধ আছে তাদের ব্যথিত না হওয়ার কোন কারণ নেই। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা এই প্রশ্ন তুলেছেন, আমরা আলোচনার জন্য সময় দিয়েছি, আমরা রাজী হয়েছি আমরা তো আলোচনা পাশ কাটিয়ে যাচ্ছি না, অসহিষ্ণুতা তারা (মাননীয় বিরোধী সদস্যরা) প্রকাশ করছেন, অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে সমস্যার সমাধান হবে না। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আপনার মাধ্যমে তাদের কাছে আবেদন করব যদি সত্যি সত্যি তাদের হাতে কোন তথ্য থাকে তদন্ত কার্যে নিযুক্ত যে সমস্ত পুলিশ আছেন তাদের সাহায্য করুন বা বিচার বিভাগীয় তদন্তের আমরা যে ব্যবস্থা করেছি সেই মাননীয় বিচারপতিদের হয়ে সাহায্য করুন। তদন্ত লোপাটের হয়ে যাওয়ার কথা যে সন্দেহ প্রকাশ করছেন যে-হেতু তারা দেখছি অনেক তথ্যের কথা বলছেন এগুলি তাদের কাছে আছে, এগুলি তো লোপাট হয়ে যাবে না। কাজেই যখন সি, বি. আইয়ের প্রশ্ন আসবে তারা তখন এগুলি দিতে পারবেন অসুবিধার কিছু নেই। তারা (মাননীয় বিরোধী সদস্যরা) এতটা অস্থির হয়ে পড়ছেন কেন, অস্বস্থিতে ভোগছেন কেন? কাজেই এত অস্বস্থি ভোগ করার কোন কারণ নেই, আতঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নেই। প্রকৃত তথ্য উৎঘাটিত হবে এবং দোষীরা সাজা পাবে, কেউ রেহাই পাবেনা। এইটুকু কথা বলে বিমল সিনহার স্মৃতির প্রতি আর একবার শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকারঃ— সভার আলোচনা শেষ হলো। এই সভা আগামী ১লা সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার, ১৯৯৮ইং তারিখ বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রইল।

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No. 31

Name of the Member :-Shri Prasant Debbarma.

Will the Hon' ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :-

১। ধলাই জেলার কচুছড়াতে থানা স্থাপনের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ;

২। যদি থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত থানার কাজ শুরু করা যাবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

১। ধলাই জেলার অন্তর্গত কচুছড়ায় একটি নূতন থানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেছেন।

২। ১৯৯৮ ইং সনের জুনের শেষ ভাগে থানা স্থাপনের কাজ শুরু করা হবে।

Admitted Starred Question No.48

Name of the Member :— Shri Khagendra Jamatia,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to State :-

১। চতুর্থ বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর কতজন উগ্রপন্থী আত্মসমর্পণ করেছে, এবং

২। তাদের মধ্যে কতজনকে পুর্ণবাসন দেওয়া হয়েছে

ANSWER

১। বামফ্রন্ট চতুর্থবার সরকার পরিচালনার দায়িত্বে আসার পর এখন পর্য্যন্ত একজন উগ্রপন্থী আত্মসমর্পণ করেছে।

২। উপরোক্ত ব্যক্তি অতি সম্প্রতি আত্মসমর্পণ করেছে। পুণর্বাসনের ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

Admitted Starred Question No—50

Name of the Member :- Shri khagendra Jamatia,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :-

১। ইহা কি সত্য যে গত ১২/২/৯৮ তারিখে গঙ্গানগর থানাধীন চাম্পারাই পাড়াতে T. S. R জোয়ানদের উপর উগ্রবাদীরা আক্রমণ করেছিল ;

২। যদি সত্য হয়ে থাকে কতজন জোয়ান (T. S. R) নিহত ও আহত হয়েছিল ?

ANSWER

১। হ্যাঁ।

২। ফলে ৭ জন T S R জোয়ান মারা যান এবং ৮ জন T S R জোয়ান আহত হন।

Admitted Starred Question No-51

Name of the Member :- Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :-

১। ইহা কি সত্য যে খোয়াই মহকুমার চাম্পাহাওর এ একটি নতুন থানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছিলেন ;

২। সত্য হলে এ সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী হতে বিলম্বের কারণ কি ?

ANSWER

১। হ্যাঁ।

২। দ্রুত থানা স্থাপনের জন্য প্রশাসনিক যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO-74

NAME OF MEMBER : SHRI SUDHAN DAS.

Will The Hon'ble Minister-in-Charge of the Power Department be Pleased to state.

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য বিলোনীয়া বিভাগের ডিমাতলী পঞ্চায়েতের ডিমাতলী হইতে চন্দ্রপুর গ্রাম সহ কিছু কিছু বিদ্যুতের লাইন অচল হয়ে আছে।	১। হ্যাঁ, ইহা সত্য।
২। যদি সত্যি হয় তবে তার কারণ কি এবং	২। গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ প্রকল্পে বৈদ্যুতিক লাইন সংস্থাপনের পর লাইন চালু করার মত ঐ অঞ্চলগুলি হইতে ন্যূনতম সংখ্যক বিদ্যুৎ গ্রাহকের আবেদন না থাকায় দীর্ঘদিন পড়ে থাকা লাইনগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হয় ও লাইনের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চুরি হয়ে যায়।
৩। এই লাইনগুলি চালু করার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?	৩। এইরূপ ক্ষতিগ্রস্থ লাইনগুলির মেরামতির জন্য আর, ই, সি থেকে অর্থলগ্নির জন্য নতুন স্কীম তৈরী করা হচ্ছে। অর্থের সংস্থান হলে কাজে হাত দেওয়া হবে।

Admitted Starred Question No. 83

Name of the Member :-Shri Basudeb Majumder,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Hcme Department be pleased to state ;-

১। উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় যেখানে উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপের জন্য উন্নয়নমূলক কাজকর্ম ক্ষতিগ্রস্থ

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

হচ্ছে সে সমস্ত এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিশেষ কোন উদ্যোগের প্রস্তাব আছে কিনা;

২। থাকলে তা কি কি?

ANSWER

১। হ্যাঁ প্রস্তাব আছে।

২। উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজ চালু রাখার জন্য বিভিন্ন ধরণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিরাপত্তা বাহিনীর ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে, টহলদারী ব্যবস্থা করা হয়েছে, দুর্গম অঞ্চলের কোন কোন বাজারে নিরাপত্তা বাহিনীর টহল দারীর ব্যবস্থা রয়েছে। কোন অঞ্চলের রাস্তাগুলিতে কনভয় এসকর্ট এবং আর ও পির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রাজ্য সরকার আর ও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে রাজ্যে কর্মরত নিরাপত্তা বাহিনীর রাজ্যের কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলে উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে। রাজ্য সরকারের উন্নয়ন দপ্তরগুলি এই নিরাপত্তা বাহিনীগুলিকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের দায়িত্ব দেবেন বং এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দেবেন।

আর ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে নিরাপত্তা বাহিনী ও বিভিন্ন উন্নয়ন দপ্তর যৌথ ভাবে রাজ্যের দুর্গম অঞ্চলে উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ন করে।

Admitted Starred Question No. 94

Name of M. L. A. Shri Prakash Ch. Das.

Will The Hon' ble Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplies Department be pleases to State :—

QUESTION

১। সদরের বামুটিয়া নির্বাচন ক্ষেত্র এলাকায় সব ন্যায্য মূল্যের দোকানের সংখ্যা কত?

২। পূর্ব বামুটিয়া-এবং তালতলার-এলাকা-বাসী অসুবিধা দূরীকরণে নতুন ন্যায্য মূল্যের দোকান খোলার পরিকল্পনা আছে কি ?

৩। পরিকল্পনা থাকলে কবে নাগাদ খোলা হবে।

৪। এবং না হলে উল্লিখিত এলাকার ভোক্তাদের—অসুবিধা দূরীকরণে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে ?

ANSWER

১। ১৫ টি।

২। বর্তমানে পূর্ব বামুটিয়া এবং তালতলা কোন নতুন রেশনসপ খোলার পরিকল্পনা হাতে নেই।

৩। প্রশ্নই উঠে না।

৪। এই দুই এলাকার রেশন কার্ডধারীগণ পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত ন্যায্য মূল্যের দোকানগুলো থেকে রেশন সামগ্রী পাওয়ার ক্ষেত্রে ভোক্তাদেরকে কোন রকম অভিযোগ রাজ্য সরকারের গোচরে নেই।

Admitted Starred Question No. 170

Name of M. L. A. Shri Kajal Ch. Das.

Will the Hon' ble Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplies Department be pleases to State :—

QUESTION

১। কল্যাণপুর বিধান সভার এলাকা অন্তর্গত কোন নতুন করে রেশন সপ খোলার লাইসেন্স দেওয়ার কোন পরিকল্পনা দপ্তরের রয়েছে কিনা ?

২। থাকলে কোথায় খোলা হবে ?

৩। এবং কবে নাগাদ লাইসেন্স ইস্যু করা হবে ?

ANSWER

১। বর্তমানে কল্যাণপুর বিধান সভার অন্তর্গত কোন নতুন রেশন সপ খোলার জন্য লাইসেন্স

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই।

২। প্রশ্নই উঠে না।

৩। প্রশ্নই উঠে না।

Admitted Starred Question No. 203

Name of the Member :- Shri Jawhar Saha,

Will the Hon' ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :

১। রাজ্যে ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এ পর্য্যন্ত (৩০শে এপ্রিল) কতটি খুন, ডাকাতি, লুটপাট, নারী নির্যাতন অপহরণ এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে ;

২। এর মধ্যে অমরপুর মহকুমায় সংঘটিত উপরোক্ত ঘটনার সংখ্যা কত (পৃথক পৃথক হিসাব) ;

৩। সারা রাজ্যে ঐ সকল ঘটনায় জড়িতদের সংখ্যা কত এবং

৪। এ পর্য্যন্ত অভিযুক্ত কতজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে ?

ANSWER

১। ৪র্থ বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর (গত ১১-৩-৯৮ ইং হইতে ৩০শে এপ্রিল ১৯৯৮ ইং পর্য্যন্ত) রাজ্যে মোট ১৪৫টি বিভিন্ন অপরাধের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

২। এর মধ্যে অমরপুর মহকুমায় সংঘটিত ঘটনার সংখ্যা মোট ১৫টি। তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :

১। খুন — ৩টি
২। ডাকাতি — ×
৩। লুটপাট — ×
৪। নারী নির্যাতন — ৩টি
৫। অপহরণ — ৭টি
৬। অগ্নিসংযোগ — ২টি

মোট — ১৫টি

৩। সারা রাজ্যে উপরোক্ত ঘটনাগুলিতে জড়িতদের সংখ্যা মোট ৬৪৯ জন।

৪। এ পর্য্যন্ত অভিযুক্ত মোট ১১৫ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

Admitted Starred Question No, 225,

Name of the Member :— Shri Jawhar Saha,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। সরকারী আবেদনে সাড়া দিয়ে ১৯৯৮ইং সনের ৩১শে মে পর্য্যন্ত কতজন বৈরী আত্ম-সমর্পণ করেছে ?

২। এ সময়ে কি পরিমাণ অস্ত্র লুট হয়েছে ও কি পরিমান অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে ?

৩। উক্ত সময়ে সামরিক, আধাসামরিক ও রাজ্য-পুলিশের কতজন লোক খুন হয়েছে ?

ANSWER

১। সরকারী আবেদনে সাড়া দিয়ে ১৯৯৮ইং সনের ৩১ শে মে পর্যন্ত (বর্তমান সরকারের আমলে) কোন বৈরী আত্ম-সমর্পন করে নি।

২। ক) উক্ত সময়ে নিম্নে বর্ণিত অস্ত্র লুট হয়েছে—
৭.৬২ (বি, এ) রাইফেল— ২টি
কারবাইন— ৯ এম. এম— ১টি।

খ] উক্ত সময়ে উদ্ধারকৃত অস্ত্রের হিসাব—
এ, কে, ৫৬ রাইফেল—:৪৬ রাউণ্ড গুলিসহ—২টি
এফ, এম, ২২ রিভলভার—৬ রাউণ্ড গুলি সহ—১টি
দেশী বন্দুক — ২০টি ২টি কার্টিজ সহ।

৩। উক্ত সময়ে সামরিক, আধাসামরিক ও রাজ্য পুলিশের যে সব সদস্য নিহত হয়েছেন তার হিসাব নিম্নরূপ :—

টি, এস, আর— ৬ জন,

ত্রিপুরা পুলিশ— ২ জন

সেনাবাহিনী— ৩ জন।

Admitted Starred Question No. 226.

Name of the Member :— Shri Shyama Charan Tripura,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to State :—

১। গত ৭ই এপ্রিল চৈলেংটা নিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী রেবতী সরকার দুস্কৃতিকারীদের দ্বারা নিহত হওয়ার ঘটনায় এ পর্য্যন্ত কতজন আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ?

২। গ্রেপ্তার না হলে তার কারণ কি ?

ANSWERS

১। উক্ত ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে মোট ৮ জন আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 265.

Name of Member :— Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Law Department be pleased to state—

QUESTIONS

১। ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকার কি কি শর্তে (Term and condition) রাজ্যে নতুন Advocate General নিয়োগ করেছেন ?

ANSWERS

১। পূর্বের এড্‌ভোকেট জেনারেল এর নিয়োগ সংক্রান্ত শর্তাবলী বর্তমান এড্‌ভোকেট জেনারেল এর নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 279.

Name of the Member :— Shri Kajal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। উগ্রপন্থী কর্তৃক অপহৃত দীর্ঘ দিন যাবৎ যাদের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছেনা এবং উগ্রপন্থী কর্তৃক বিতারিত ও বাড়ীঘর ফেলে আসা জনসাধারণের জন্য আর্থিক সাহায্য সহ সরকারী চাকুরী ও অন্যান্য অনুদান (যাহা উগ্রপন্থী কর্তৃক নিহত বা আহত হলে দেওয়া হয়ে থাকে) তা দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। থাকলে কবে নাগাদ সেই কর্মসূচী চালু হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

১ নং ও ২ নং। এমন কোন প্রকল্প আপাতত নাই। তবে কোন ব্যক্তি অপহৃত হওয়ার পর দুই বছরের মধ্যে যদি ফিরে না আসেন এবং সুনির্দিষ্ট ভাবে জানা যায় যে ঐ ব্যক্তির বৈরী কবলে থেকে মৃত্যু ঘটেছে-সে ক্ষেত্রে অপহৃত ব্যক্তির একজন নিকট আত্মীয়কে উগ্রপন্থীদের দ্বারা নিহতের পরিবারকে যে সকল সাহায্য দেবার ব্যবস্থা রয়েছে তা দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছে।

(Questions & Answers)

Admitted starred question No. 294

Name of the Member :— Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Law Department be pleased to state ;—

QUESTION

১। Protection of Human Rights Act, 1994 অনুযায়ী State Human Rights Commission চালু করার জন্য রাজ্য সরকার কি উদ্যোগ নিয়েছেন, এবং

২। কবে নাগাদ এ রাজ্যে State Human Rights Commission গঠিত হবে ?

ANSWER

১। রাজ্যের আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে বর্তমানে এ রাজ্যে মানবাধিকার কমিশন স্থাপন করা সম্ভব হইতেছে না।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred question No. 323

Name of the Member :— Shri Kajal Ch. Das,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to State :—

১। রাজ্য সরকারের তালিকায় ভি, ভি, আই. পি এবং ভি, আই, পি ক্যাটাগরীতে কাহারা রয়েছেন।

২। রাজ্য সরকারের কোন কোন পদাধিকারীরা সরকারী গাড়ীতে রেড্ লাইট ব্যবহারের অধিকারী ?

ANSWER

১। ভি, আই, পি বা ভি, ভি, আই, পি ক্যাটাগরীর কোন তালিকা রাজ্য সরকারের নেই।

২। রাজ্য সরকারের নিম্নলিখিত পদাধিকারীগণ সরকারী গাড়ীতে 'রেড্ লাইট' ব্যবহারের অধিকারী :—

১। রাজ্যপাল ২] মুখ্যমন্ত্রী ৩] বিধানসভার অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ

৪। অন্যান্য সব মন্ত্রিগণ। রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদের চেয়ারম্যান। ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, মুখ্য কার্য্য নির্ব্বাহী সদস্য এবং অন্যান্য কার্য্য নির্ব্বাহী সদস্যগণ।

৫। হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতিগণ। ৬। মুখ্য সচিব। ৭। প্রধান সচিব।

৮। কমিশনার ও অন্যান্য সচিবগণ।

৯। ডাইরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ। আরক্ষা দপ্তরের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল এবং তার উপরে অন্যান্য কর্মকর্তাগণ।

১০। জেলাশাসক। ডিস্ট্রিক সুপারেনটেনডেন্ট অব পুলিশ।

১১। সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ারগণ ও সমতুল্য কর্মকর্তাগণ এবং আধা সামরিক বাহিনীর সমতুল্য আধিকারিকগণ।

Admitted Starred Question No. 342.

Name of the Member :—Shri Dipak Kr. Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to State :—

QUESTION

১। চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকারের নির্বাচনী ইস্তাহারে প্রতিশ্রুতি অনুসারে বহিঃরাজ্যের তুলনায় ত্রিপুরায় আমদানী কৃত পণ্য সামগ্রীর অস্বাভাবিক বর্ধিত মূল্যস্তর হ্রাস করতে রাজ্য সরকার সফল হয়েছে কি ?

২। হয়ে থাকলে কোন কোন পণ্যের ক্ষেত্রে কিভাবে হয়েছে ?

৩। না হয়ে থাকলে ব্যর্থতার কারণ ?

ANSWER

১। বহিঃ রাজ্যের তুলনায় ত্রিপুরায় আমদানীকৃত পণ্য সামগ্রীর মূল্য হ্রাস সম্পর্কে বামফ্রন্টের নির্বাচনী ইস্তেহারে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুসারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে।

২। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মধ্যে চিনি, ডাল, লবণ, চাউল, ভোজ্য তৈল সহ অন্যান্য মূল্যস্তর স্বাভাবিক রাখার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাদি নেওয়া হইয়াছে। এই সকল পণ্য সামগ্রীর মূল্য বহিঃরাজ্যের মূল্যস্তর থেকে মোটেই বেশী নয়।

৩। প্রশ্নই আসে না।

Admitted Starred Question No. 347

Name of the Member : Shri Bijoy Kumar Hrangkhawl ;

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department be pleased to state :—

প্রশ্ন :

১। ডম্বুর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বর্তমান উৎপাদন কত ?

২। ইহা কি সত্য যে উক্ত কেন্দ্রের উৎপাদন ব্যয় উৎপাদনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় ?

৩। যদি সত্য হয় তবে রাজ্যের বৃহত্তর স্বার্থে ঐ কেন্দ্রটি ভেঙ্গে ফেলার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর :

১। ডম্বুর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বর্তমান সর্বোচ্চ উৎপাদন ১১ মেগাওয়াট।

২। না, ইহা সত্য নয়।

৩। উপরোক্ত উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নই উঠে না

Admitted Starred Question No. 348

Name of the Member :—Shri Biyoy Kr. Hrangkhawl

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to State :—

QUESTION

1. So far how many cards have been issued by the State Government in the State.
2. What is the total number of people involved in such number of ration cards
3. How many applications are lying pending for issued of ration cards

ANSWER

1 The ration cards 6,80,195 Nos. issued so far.

2. 33,38,505, Nos.

3. At present there are 833 Nos of applications lying pending in diffarent Food Offices of the State.

Admitted Starred Question No 350

Name the Member :—Smti Bijoy Laxmi Sinha,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

QUESTION

১। অদ্যাবধি (১৯৯৮ ইং এর জুন মাস পর্যন্ত) উগ্রপন্থীদের দ্বারা নিহত ও আক্রান্ত পরিবারগুলির প্রতি রাজ্য সরকার কর্তৃক আর্থিক সাহায্যের কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে;

২। ঐ ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্যের ধরণ ও পরিমাণ কত ;

৩। যদি অদ্যাবধি কোন ধরণের সাহায্য না দেওয়া হয়ে থাকে, তবে তার কারণ ?

ANSWER :

১। উগ্রপন্থীদের দ্বারা নিহত পরিবারবর্গের জন্য রাজ্য সরকার নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন :—

ক) তাৎক্ষণিক আর্থিক সাহায্য প্রদান।

খ) ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের একজনকে যোগ্যতা অনুসারে সরকারী চাকুরী প্রদান।

গ) যে ক্ষেত্রে যোগ্যতার নিরিখে চাকুরী দেওয়া সম্ভব নয়, সে ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদানের সংস্থান আছে।

ঘ) নিহত ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী ও রাজ্য পুলিশ কর্মচারী হলে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান এবং ডাই-ইন-হারনেস্ প্রকল্পে যোগ্যতা অনুসারে পরিবারের একজনকে চাকুরী প্রদান।

ঙ) কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী ও সামরিক বাহিনীর ত্রিপুরায় কর্মরত অবস্থায় কোন ব্যক্তির উগ্রপন্থী কর্তৃক নিহত হলে আর্থিক সাহায্য প্রদান।

সরকারী কর্মচারী ও রাজ্য পুলিশের কর্মচারী উগ্রপন্থী হামলায় আহত হলে, সরকারী ব্যয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। যদি কোন ক্ষেত্রে রাজ্যান্তরে চিকিৎসার জন্য যাবার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে চিকিৎসার খরচ, আনুষঙ্গিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার খরচ, থাকার খরচ এবং অন্যান্য রাহা খরচ সরকার বহন করবেন।

২। ক) উগ্রপন্থী কর্তৃক কোন পরিবারের একজনের মৃত্যু ঘটলে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা এবং একাধিক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটলে ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা তাৎক্ষণিক সাহায্য দেওয়া হয়।

খ) নিহত ব্যক্তির পরিবারের কোন সদস্যের চাকুরী পাওয়ার যোগ্যতা না থাকিলে সেই ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তি সাবালক হলে এককালীন পঞ্চাশ হাজার (৫০,০০০) টাকা, আর যদি নিহত ব্যক্তি ১৮ (আঠার) বছরের কম হয় সেইক্ষেত্রে আর্থিক অনুদানের পরিমাণ ২৫,০০০/— (পঁচিশ হাজার) টাকা। একই পরিবারে একাধিক সাবালক ব্যক্তির মৃত্যুর ক্ষেত্রেও আর্থিক অনুদানের পরিমাণ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা সীমাবদ্ধ থাকবে। যদি কোন ক্ষেত্রে একই পরিবারের একজন সাবালক এবং এক বা একাধিক নাবালক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে সেই ক্ষেত্রেও অনুদানের পরিমাণ ৫০,০০০/= (পঞ্চাশ হাজার টাকা হবে।

গ) উগ্রপন্থী কর্তৃক কোন রাজ্য সরকারী কর্মচারী বা রাজ্য পুলিশ কর্মচারী নিহত হলে সেইক্ষেত্রে এককালীন ১ (এক) লক্ষ টাকা অনুদান দেবার সংস্থান আছে।

নিহত ব্যক্তির পরিবারে সরকারী চাকুরী পাওয়ার যোগ্য কোন সদস্য না থাকলে সেইক্ষেত্রে ডাই-ইন-হারনেস প্রকল্পেও ৫০,০০০/= (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অনুদান দেওয়া হয়। এই অনুদান উপরিউক্ত ১ (এক) লক্ষ টাকা অনুদানের অতিরিক্ত।

ঘ) রাজ্যে কর্মরত অবস্থায় সেনাবাহিনীর অথবা কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর কোন ব্যক্তি উগ্রপন্থী আক্রমণে নিহত হলে, রাজ্য সরকার নিহত ব্যক্তির পরিবারকে এককালীন অনুদান হিসাবে

৫০,০০০/— (পঞ্চাশ হাজার) টাকা দেওয়ার সংস্থান করেছেন। এই অনুদান নিহত ব্যক্তির রাজ্যের স্বার্থে সেবা ও আত্মবলিদানের স্বীকৃতি স্বরূপ দেওয়া হয়।

৩। প্রশ্ন ওঠে না।

Admitted Starred Question No. 356

Name of the Member :—Shri Billal Mia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Deptt. be pleased to state :—

১। মনুনামা ও মানিক্যনগর গাঁওসভাগুলিতে কোন পুলিশ ক্যাম্প আছে কিনা ;

২। যদি থাকে এই ক্যাম্পগুলিতে কতজন স্টাফ আছে (পৃথক পৃথক হিসাব)।

ANSWER :

১। মনুনামা গ্রাম থেকে ½ কিঃমিঃ দূরত্বে সোনামুড়া থানার অন্তর্গত মনুনামুড়াতে একটি DAR ক্যাম্প আছে। কলমচৌরা থানার অন্তর্গত মানিক্য নগরে একটি পুলিশ ফাঁড়ি আছে।

২। মনুনামুড়া ও মানিক্য নগরে যে পুলিশ ফাঁড়ি আছে সেখানে পুলিশ কর্মীর সংখ্যা নিম্নরূপ :—

	মনুনামুড়া	মানিক্যনগর
১। হেড কনেস্টবল—	২ জন	১ জন
২। ল্যান্স নায়ক—	—	১ জন
৩। কনেস্টবল—	৯ জন	১১ জন
মোট—	১১ জন	১৩ জন

Admitted Starred question No. 379

Name of Member :—Shri Rabindra Debbarma.

Will the Hon'ble Minister of the Food & Civil Supplies Department be pleases to state :—

QUESTION

১। এখন পর্যন্ত (বর্তমান বছর) সারা রাজ্যে মোট কত জন অনাহারে মৃত্যু হয়েছে ?

২। অনাহারে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষার জন্য রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

ANSWER

১ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এ সম্পর্কে যে সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে তাহা অনুসন্ধান ক্রমে জানা যায় যে কোথাও অনাহারে মৃত্যু ঘটেনি

২। রাজ্য সরকার সমস্ত সর্বাঙ্গ উন্নয়ন ব্লক এলাকায় JRY/EAS/SREP প্রকল্পের মাধ্যমে সংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন তাছাড়া ও দুর্গত খাদ্য পীড়িত অঞ্চলে দ্বি-গুণ হারে রেশন চাউল বন্টনের ব্যবস্থা করেছেন এবং রাজ্যে মোট ২,৩১,০০০ পরিবারকে দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী হিসাবে চিহ্নিত করে প্রতি কার্ডে প্রতিমাসে ১০ কেজি চাউল ৪ (চার) টাকা দরে সরবরাহ করা হচ্ছে।

Admitted Starred Question No. 380

Name of the Member :—Shri Rabindra Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplies Department be please to State :—

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্যে কিছু পরিবারকে অভাবের কারণে রেশন কার্ড বন্ধক দিতে হয়েছে ?

২। যদি সত্য হয় তার সংখ্যা কত ? এবং

৩। বন্ধক রাখা রেশন কার্ড উদ্ধারের জন্য রাজ্যসরকার কি উদ্যোগ নিয়েছেন ?

ANSWER

১। অনুসন্ধানক্রমে জানা গেছে রেশন কার্ড বন্ধক দেওয়ার কোনরূপ প্রামান্য তথ্য দপ্তরের কাছে নেই।

২। এই সম্পর্কে প্রশ্নই উঠে না।

৩। বর্তমানে রেশন কার্ড বন্ধকের কোনরূপ প্রামান্য তথ্য সরকারের গোচরে নেই। তবে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই সমস্ত মহকুমা শাসক, খাদ্য পরিদর্শক ও অন্যান্য সংস্থার আধিকারীকগণকে অসাধু ব্যবসায়ী ন্যায্য মূল্যের দোকানদার যাতে অন্যান্য ব্যক্তির নিকট সমাজের দরিদ্রতম শ্রেণীর নিকট হইতে রেশন কার্ড বন্ধক না রাখতে পারে ইত্যাদি সম্পর্কে তীক্ষ্ণ নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং কোন রকম অনিয়ম গোচরে এলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 381

Name of Member :—Shri Ratan Lal Nath and Rati Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplies Department be please to State :—

QUESTION

১। রাজ্যে বর্তমানে মোট খাদ্য গুদামের সংখ্যা কত ?

২। যে সকল খাদ্য গুদামে মোট কত পরিমান খাদ্য শস্য মজুত করা যায় ? এবং

৩। দুর্গম অঞ্চলে সহজে খাদ্য সামগ্রী পৌছানোর স্বার্থে নূতন কোন খাদ্য গুদাম তৈরী করার কথা সরকার বিবেচনা করেছেন কিনা ?

ANSWER

১। ৮৭টি, তার মধ্যে রাজ্য সরকারের নিজস্ব ৭৯টি, বাকি ৮টি ভাড়া নেওয়া হয়েছে।

২। মোট ৩৮,২০৮ এম, টি তার মধ্যে রাজ্য সরকারের নিজস্ব গুদামে ৩৫,৯৪৮ এম, টি, বাদবাকি ২২৬০ এম টি ভাড়া নেওয়া গুদামে।

৩। হাঁ।

Admitted Starred question No. 389

Name of the Member :—Shri Nagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplies Department be please to State :—

QUESTION

১। রাজ্যে দুর্গম অঞ্চলের রেশন বন্টনের অসুবিধাগুলো দূর করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি ?

ANSWER

১। দুর্গম অঞ্চলে গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে রেশন বন্টন সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ন্যায্য মূল্যের দোকান খোলা হয়েছে। রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় ১৩টি মোবাইল ভ্যান ক্রয় করেছেন। এই মোবাইল ভ্যানগুলি দুর্গম অঞ্চলে অবস্থিত মহকুমার শাসকদের তত্ত্বাবধানে আছে। উনারা প্রয়োজনবোধে দুর্গম অঞ্চলের রেশন সপগুলিতে প্রয়োজনীয় রেশন সামগ্রী বন্টনের জন্য পাঠিয়ে থাকেন। যাতে করে দুর্গম অঞ্চলের বন্টন ব্যবস্থায় সব সময়ের জন্য সক্রিয় থাকে। এখানে উল্লেখ থাকে যে, প্রয়োজনবোধে দুর্গম অঞ্চলে রাস্তা ও ব্রিজ নষ্ট থাকিলেও সরকার হেড লোডের মাধ্যমেও খাদ্য সামগ্রী দুর্গম অঞ্চলে পাঠানোর ব্যবস্থা করে থাকেন। তাছাড়াও প্রয়োজনে নৌকার মাধ্যমেও খাদ্য সামগ্রী দুর্গম অঞ্চলে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। সরকার সবসময় দুর্গম অঞ্চলে খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করার জন্য সজাগ দৃষ্টি রেখে চলেছেন। যাতে কোন অবস্থায় দুর্গম অঞ্চলে গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমের সরবরাহের জন্য খাদ্য-সামগ্রীর অভাব সৃষ্টি না হয়।

Admitted Starred Question No. 402

Name of the Member :—Shri Billal Mia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be please to state :—

QUESTION

১। ১-৩-৯৮ ইং হইতে ৩০-৬-৯৮ ইং পর্যন্ত কতজনকে বর্তমান সরকার শহীদ পরিবার হিসাবে চাকুরী দিয়েছেন ?

২। তন্মধ্যে কতজন তপশীল উপজাতি, কতজন তপশীল জাতি ও অন্যান্য সম্প্রদায় কতজন ?
(দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)

৩। বর্তমান আর্থিক বৎসরে কতজনকে শহীদ পরিবার হিসাবে চাকুরী দেওয়া হবে ?
(দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)

৪। আর না দিলে তার কারণ কি ?

ANSWER

১। শহিদ পরিবারকে চাকুরী দেওয়ার কোন প্রকল্প নেই তবে রাজনৈতিক সংঘর্ষে নিহতের পরিবারকে সহায়তা দেওয়ার স্কিম আছে। তবে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে কাহাকেও চাকুরী দেওয়া হয় নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩ এবং ৪নং প্রশ্নের উত্তর :—

সরকারী সর্বশেষ সিদ্ধান্ত অনুসারে যোগ্যতার নিরিখে নিহত ব্যক্তির একজন নিকট আত্মীয়কে সরকারী চাকুরী দেওয়ার সংস্থান করা হয়েছে। যারা ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ ইং বা তারপর রাজনৈতিক সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন তাদের পরিবার এই সুযোগের আওতায় আসবেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে যে সব আবেদন পত্র পাওয়া গেছে সে সব আবেদন পত্র সরকারী পদ্ধতিগত নির্দেশ অনুসারে প্রসেস্ করা হবে।

সে কারণে কতজনকে এই আর্থিক বছরে সরকারী চাকুরী দেওয়া যাবে তা সুনির্দিষ্ট করে আগাম বলা সম্ভব নয়।

Admitted Starred Question No. 404

Name of the Member :—Smt. Bijoy Laxmi Sinha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be please to state :—

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে আসাম আগরতলা রোডে যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে এস্কর্ট ব্যবস্থা দৈনন্দিন অনিয়মিত হচ্ছে ?

২। যদি সত্য হয় তবে উক্ত ব্যাপারে উন্নতি সাধনের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ? এবং

৩। থাকিলে অতিসত্বর ইহা কার্য্যকরী করার কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হবে ?

ANSWER

১। আসাম আগরতলা রাস্তায় এসকর্ট নিয়মিত রাখার সর্বতো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে মাঝে মাঝে সময় ইত্যাদি নিয়ে কিছু সমস্যা সৃষ্টি হয়।

২। এই সমস্যা দূর করতেও সরকার সচেষ্ট রয়েছে।

৩। এই প্রশ্ন ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে আসে না।

Admitted Starred Question No. 423

Name of the Member :—Shri Billal Mia

Will the Hon'ble Ministar-in-Charge of the Home Department be please to state :—

QUESTION

১। গত ১লা মার্চ ১৯৯৮ ইং হইতে ৩০শে জুন ১৯৯৮ ইং পর্যন্ত কতজন ত্রিপুরাবাসী উগ্রপন্থীদের দ্বারা অপহৃত হয়েছেন ;

২। তাদের মধ্যে কতজন অ-উপজাতি ও কতজন উপজাতি সম্প্রদায়ের এবং কতজন সরকারী কর্মচারী আছেন ;

৩। অপহৃত সরকারী কর্মচারীদের দপ্তর থেকে কোন সহায়তা করা হয় কি না ?

৪। যদি করা হয়ে থাকে কি কি ধরনের সহায়তা করা হয় ?

ANSWER

১। উক্ত সময়ে মোট ১০০ জন ত্রিপুরাবাসী অপহৃত হয়েছেন।

২। তাহাদের মধ্যে অ-উপজাতি, উপজাতি ও সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা নিম্নরূপ,

অ-উপজাতি	৮৪ জন
উপজাতি	১৬ জন
মোট—	১০০ জন

মোট ১০০ জন অপহৃত ব্যক্তির মধ্যে সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা ১২ জন।

৩। অপহৃত অবস্থায় কোন সরকারী কর্মচারীকে তাহার দপ্তর হইতে কোন সহায়তা করা হয়না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

APPENDIX 'A'

TOTAL EXTREMISTS SURRENDERED
FOR THE PERIOD FROM 10.04.93 TO 31-07-1998

Sl. No.	Group	1993 10.04.93 To 31.12.1993	1994	1995	1996	1997	1998	Total
1.	A.T T F (TRIBAL)	1633	—	—	—	—	—	1633
2.	N L.F T.	4	169	12	1	1	1	188
3	A T.V F.	—	—	258	26	1	—	284
4.	T.T.V F.	—	30	301	24	19	—	374
5.	A.T.F.F. (TIGER)	—	154	677	164	75	—	1070
6.	T.L.O.	—	—	257	176	77	—	460
7.	TNSF/SENGKRAK	—	5	43	74	73	—	195
8.	T.T Y.F.	—	11	158	57	57	—	283
9.	A.T B.S.F.	—	—	—	41	11	—	52
10.	L T.T F.	—	—	—	30	—	—	30
11.	T H.S.	—	—	—	6	—	—	6
12.	T.R.S.F.	—	—	21	10	—	—	31
13.	T.R F.	—	—	—	7	—	—	7
14.	T.Y.R	—	—	—	59	—	—	59
15.	T T.S.F.	—	—	—	6	—	—	6
16	T R.A.	—	3	[illegible]	—	150	—	154
17.	T.L.F.	—	—	—	—	46	—	46
8.	T.N.A.	—	—	—	—	24	—	24
19.	T.T.D.F.	—	12	206	—	—	—	218
20.	T.T.A	—	46	—	—	—	—	46
21.	T.U.S.S.D.	—	—	20	—	—	—	20
22.	A T V.A	---	—	59	—	—	—	59
23.	T T.A.C F.	—	—	165	—	—	—	165
24.	S.D.F.T.	—	—	18	—	...	—	18
25.	A.T.S.A.F.	...	—	...	7	—	—	7
	TOTAL—	1637	430	2,196	638	533	1	5435

GRAND TOTAL—5,435.

Note :—One N L.F.T. surrendered in 1998 (July)
from 10/4/93 to 15/5/98 total surrendered = 5434.

APPENDIX 'B'

(SB/TPA)]
TOTAL EXTREMISTS (SUB-DIVISION-WISE)
FROM 10 04.93

Sl. No	Group	Sadar	Khowai	Bisalgarh	Amarpur	Udaipur	Belonia
1.	A.T.T F (TRIBAL)	...	...	...	...	...	...
2.	N L.F.T	33	5	...	45	...	68
3.	A T.V.F	...	...	...	...	...	...
4	T.T V F	95	44	8		..	...
5	A.T.T F (TIGER)	62	71	41	624	95	...
6.	T L.O	963	97	...	...	...	...
7.	SENGKRAK/TNSF	...	...	...	73	...	...
8.	T T.Y F	...	22	...	...	...	—
9.	A T B S F	...	...	...	...	...	...
10.	L.T T F.	...	...	8	...	22	...
11.	T.H.S.	—	...	6	...	...	...
12.	T R F.	...	...	7	...	...	—
13.	T.R.S.F.	—	—	—	...	...	...
14	T.Y R.	...	59	—	...	...	—
15.	T.T S F.	—	...	—	—	6	—
16.	T R A.	—	...	—	144	10	—
17.	T L F.	—	—	—	...	—	—
18.	T N A.	—	...	—	—	...	...
19.	T.T D.F.	30	...	12	17	159	...
20.	T.T A.	...	—	...	...	—	...
21.	T.U.S.S D.	—	—	...	20	...	—
22.	A T V A.	—	—	...	...	—	...
23.	T T.A C.F.	—	—	—	109	56	—
24.	S.D F.T.	4	2	12	...	...	—
25.	A T S A F.	—	—	—	—	...	—
	TOTAL	5 [illegible]		94	1032	348	68

TO 31.07.98

Sabreom	Ambassa	Kamalpur	Longtf Valley	Gandacherra	Kanchanpur	Kailashahar	Total
...	1633	—	...	—	...	—	1633
13	1	9	—	—	13	1	188
...	76	—	186	—		22	284
...	47	—	—	180	...	—	374
...	117	2	11	41	...	6	1070
...	—	...	--	—	...	—	460
...	...	...	4	118	—	—	195
...	49	8	23	181		—	283
...	—	...	52	...	...	—	52
—	...	—	...	...	...	...	30
—	—	—	...	...	—	...	6
...	...	...	...	...	—	...	7
...	...	...	31	...	...	...	31
...	—	—	—	—	—	—	59
—	—	—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	—	—	—	154
—	—	—	—	46	...	—	46
—	—	...	24	—	—	—	24
=	—	—	—	...	—	—	218
—	—	=	46	—	...	—	46
—	—	...	—	—	—	...	20
—	8	—	51	—	—	—	59
—	—	—	—	—	—	—	165
—	—	—	—	=	—	=	18
—	—	=	7	...	—	—	7
13	1931	19	435	566	13	29	5435

Note :— One N.L.F.T. Surrendered July 1998 in Ambassa Sub-Divn.

Starred Question No— 462

ASKED BY SHRI RABINDRA DEBBARMA : MLA. [Small]

Will The Hon'ble Minister-in-Charge of the Power Department be pleased to state.

প্রশ্ন	উত্তর
১। এটা কি সত্য যে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মচারীদের গত (আট) মাস ধরে ওভারটাইমের টাকা দেওয়া হচ্ছে না ?	১। এটা সত্য নয়। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে মোট ১৩টি ডিভিশনের মধ্যে ১১টি ডিভিশনের ফার্স্ট কোয়ার্টার' ৯৮ এর ওভারটাইম পেমেন্ট করা হয়েছে। বাকী ২টি ডিভিশনকে টাকার অভাবের জন্যে দেওয়া যায়নি। দ্বিতীয় কোয়ার্টার এর ওভারটাইমের প্রয়োজনীয় প্রস্তাবপত্র কর্তৃপক্ষের কাছে এখনো আসেনি।
২। যদি সত্য হয় তার কারণ কি ?	২। উপরি-উক্ত বিবরণ অনুযায়ী এটা সত্য নয়।
৩। এটা কি সত্য যে লাইন ম্যানদের কাজ করার জন্য হ্যাণ্ড গ্লাভস, গ্লাসবেণ্ড, কোট হ্যাটিং সো ইত্যাদি দপ্তর থেকে দেওয়া হয় না ?	৩। এটা সত্য নয়। কারণ দরকার অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের পর হ্যাণ্ডগ্লাভস, গ্লাসবেণ্ড, কোট হ্যান্টিংশু ইত্যাদি দেওয়া হয়।
৪। যদি সত্য হয় তার কারণ কি ?	৪। উপরি-উক্ত বিবরণ অনুযায়ী এটা সত্য নয়।

Admitted Starred Question No :— 475.

Name of the Member :—Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Law Department be pleased to State :—

QUESTION

১। এটা কি সত্য রাজ্যে সর্ব সময়ের জন্য এডভোকেট জেনারেলকে না পাওয়ার কারণে অনেক মামলা (উচ্চ আদালতে) নিষ্পত্তি করা সম্ভব হচ্ছেনা,

২। নব নিযুক্ত এডভোকেট জেনারেলের জন্য মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছে ? (৩১শে জুলাই ১৯৯৮ইং পর্যন্ত রাহা ও বিমান খরচ সহ)

ANSWER

১। এটা সত্য নয়।

২। তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Starred Question No. 478.

Name of the Member :—Shri Kashiram Reang, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

QUESTION

১। রাজ্য সরকার অবগত আছেন কি, গত 1st June 1998 তারিখে স্যন্দন পত্রিকার প্রথম পাতার প্রথম ও দ্বিতীয় কলমে প্রকাশিত "বিমল হত্যা: সি. বি. আই. দাবী করে মানিক বর্মনকে খুনের হুমকি" একটি উড়ো চিঠিকে কেন্দ্র করে পুরো কমলপুরে আতংক ছড়িয়ে পড়েছিল ;

২। এই চিঠিটি সরকারের হস্তগত হয়েছে কি না ;

৩। যদি হয়ে থাকে, তাহলে চিঠির বিষয়বস্তু সম্পর্কে সরকার কোন পদক্ষেপ নিয়েছেন কি না ?

ANSWER

১। রাজ্য সরকার উল্লেখিত চিঠির বিষয়টি অবগত আছে। তবে ঐ চিঠিকে কেন্দ্র করে পুরো কমলপুরে আতংক ছড়িয়ে পড়েছিল এটা সত্য নয়।

২। হ্যাঁ।

৩। বিষয়টি তদন্ত করা হয়েছে। তদন্ত থেকে এখন পর্যন্ত বি, ডি, পি নামে কোন উগ্রপন্থী দলের হদিশ পাওয়া যায় নি। চিঠির কোন সূত্র পাওয়া যায়নি। তবে বিষয়টির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 479

Name of the Member : Sri Kashiram Reang. MLA.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Deptt. be pleased to state :—

১। গত ১ লা মার্চ ১৯৯৮ইং থেকে ৩১শে জুলাই ১৯৯৮ ইং পর্যন্ত রাজ্যে অপহৃত কতজন পণের বিনিময়ে ফিরে এসেছেন ?

ANSWER :

১। ১লা মার্চ ১৯৯৮ইং থেকে ৩১শে জুলাই ১৯৯৮ইং পর্যন্ত রাজ্যে অপহৃত ১১৫ জনের মধ্যে ৮৬ জন ফিরে এসেছেন। এরা পণের বিনিময়ে ফিরে এসেছেন বলে সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য নেই।

Admitted Starred question No. 488.

Name of Member :—Shri Ratimohan Jamatia, MLA.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the "Power" Department be pleased to state :—

প্রশ্ন :

১। এটা কি সত্য যে ১৯৯৬ইং সালের মার্চ মাসে রাজ্য বিধান সভায় ভোট অন্ একাউন্ট প্রস্তাব করার সময় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী "১৯৯৬-৯৭ইং অর্থবছরের শেষ নাগাদ রাজ্যে বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত হবে" বলে সভায় লিখিত বক্তব্য পাঠ করেছিলেন।

২। সত্য হলে প্রতিশ্রুতিঅনুসারে রাজ্যে বর্তমানে বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত কি না, এবং

৩। না হলে বাস্তব ক্ষেত্রে উল্লেখিত প্রতিশ্রুতির সঙ্গে বিদ্যুৎ যোগানের সামঞ্জস্য কতটুকু ?

উত্তর :

১। হ্যাঁ, সত্য।

২। কেন্দ্রীয় সরকারী সংস্থা নিপকোর নির্মিয়মান জলবিদ্যুৎ প্রকল্প রঙ্গানদী (অরুণাচল প্রদেশ ৩ X ১৩৫ মেগা ওয়াট — ৪০৫), দয়াং (নাগাল্যাণ্ড ৩ X ২৫ মেগাওয়াট — ৭৫) ও (কাঠালগুড়ি (৩ X ৩০ — ৯০ মেগাওয়েট) তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ নির্দিষ্ট সময়ে শেষ না হওয়ায় ত্রিপুরাতে বর্তমানে সন্ধ্যাকালীন সর্বোচ্চ চাহিদার সময় বিদ্যুৎতের ঘাটতি রয়েছে।

৩। ত্রিপুরায় বর্তমানে বিদ্যুৎ এর দৈনিক

ক সর্বোচ্চ চাহিদা — ১২০ মেগাওয়াট

খ. যোগান :—

১। নিজস্ব উৎপাদন—৫০ মেগাওয়াট

২। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ প্রকল্পে

রাজ্যের শেয়ার থেকে প্রাপ্ত— ৪০ মেগাওয়াট

মোট— ৯০ মেগাওয়াট— ৯০ মেগাওয়াট

গ) সান্ধ্যকালীন সর্বোচ্চ চাহিদার সময় ঘাটতি— ২৭ মেগাওয়াট।

ANNEXURE—"B"

Admitted Unstarred Question No. 31.

Nane of M L.A.Shri Knagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplies Department be Pleased to State :—

QUESTION

১। ত্রিপুরা রাজ্যে রেশনসপ 'ন্যায্য মূল্যের দোকানের) সংখ্যা কত?

২। নন এ, ডি, সি, এবং এ,ডি,সির, আলাদা হিসাব?

ANSWER

১। রাজ্যে বর্তমান মোট রেশনসপের সংখ্যা ১৩৫৯ টি।

২। তার মধ্যে নন, এ, ডি, সি তে ৮৩৬ এবং এ, ডি, সি তে অবস্থিত ৫২৩

Admitted Unstarred Question No. 44

Name of the Member :—Shri Samir Debsarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to State :—

QUESTION

১। রাজ্যে বর্তমানে পুলিশ থানা ও ফাঁড়ির সংখ্যা কত, (মহকুমা ভিত্তিক নামের তালিকা)।

২। বর্তমানে বৎসরে নতুন কোন থানা এবং ফাঁড়ি স্থাপন করা হবে কিনা?

ANSWER

১। রাজ্যে ৪৪টি থানা ও ৩৫টি পুলিশ ফাঁড়ি আছে।

মহকুমাভিত্তিক নামের তালিকা নিম্নে দেওয়া হল ঃ—

মহকুমা	থানা	পুলিশ ফাঁড়ি
১	২	৩
১। সদর	১) পূর্ব আগরতলা থানা	১) জি. বি.
		২) কলেজটিলা
		৩) অভয়নগর
		৪) মহারাজগঞ্জ বাজার
	২) পশ্চিম আগরতলা থানা	১) বটতলা
		২) অরুন্ধতীনগর
		৩) রামনগর
		৪) কুঞ্জবন
	৩) এয়ারপোর্ট থানা	১) লেম্বুছড়া
	৪) সিধাই থানা	১) চাচু বাজার
		২) লেফুংগা
		৩) সুন্দরটিলা
	৫) জিরানীয়া থানা	১) মান্দাই নগর
		২) চম্পক নগর
		৩) রানীরবাজার
		৪) রাধাপুর
২। বিশালগড়	১) আমতলী থানা	
	২) টাকারজলা থানা	১) বিশ্রামগঞ্জ
	৩) বিশালগড় থানা	১) সিপাহীজলা
৩। সোনামুড়া	১) সোনামুড়া থানা	
	২) কলমছড়া থানা	
	৩) বাদাপুর থানা	
	৪) মেলাঘর থানা	
৪। খোয়াই	১) খোয়াই থানা	১) সুভাষ পার্ক

মহকুমা	থানা	পুলিশ ফাঁড়ি
১	১	৩
৪। খোয়াই	২) কল্যাণপুর থানা	১) এস, আর, গেইট
	৩) তেলিয়ামুড়া থানা	
৫। কমলপুর	১) কমলপুর থানা	
	২) সালেমা থানা	
	৩) আমবাসা থানা	
৬ লং..ই ভ্যালী	১) মনু থানা	১) নেপালটিলা
	২) ছামনু থানা	
৭। গণ্ডাছড়া	১) গণ্ডাছড়া থানা	
	২) গঙ্গানগর থানা	
	৩) রইস্যা বাড়ী থানা	
৮। উদয়পুর	১) রাধাকিশোর থানা	১) কাকড়াবন
		২) পিত্রা
		৩) [illegible]
	২) কিল্লা থানা	
৯। বিলোনীয়া	১) বিলোনীয়া থানা	১) ঋষ্যমুখ
	২) শান্তির বাজার	১) মন পাথর
	৩) বাইখোড়া থানা	
	৪) পি, আর, বাড়ী থানা	১) [illegible]
		২) শ্রীরামপুর
১০। অমরপুর	১) বীরগঞ্জ থানা	
	২) তৈদু থানা	
	৩) আম্পি থানা	
	৪) নুতনবাজার থানা	১) যতনবাড়ী
১১। সাব্রুম	১) সাব্রুম থানা	১) শিলাছড়ি
		২) মনুবনকুল

মহকুমা	থানা	পুলিশ ফাঁড়ি
১	২	৩
১১। সাব্রুম	১) মনুবাজার থানা	
১২। কাঞ্চনপুর	১) কাঞ্চনপুর থানা	১) আনন্দ বাজার
	২) দামছড়া থানা	
	৩) ভাংমুন থানা	
	৪) পেচারথল থানা	
১৩। কৈলাশহর	১) কৈলাশহর থানা	১) ইরানী
	২) ফটিকরায় থানা	১) কুমারঘাট
১৪। ধর্মনগর	১) ধর্মনগর	
	২) পানীসাগর থানা	
	৩) চুড়াইবাড়ী থানা	১) কদমতলা।

২। হ্যাঁ। উত্তর ত্রিপুরা জেলার খেদাছড়া, ধলাই জেলার কচুছড়া এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার চাম্পা-হাওড়ে নতুন তিনটি থানা এবং বড়মুড়াতে একটি পুলিশ ফাঁড়ী স্থাপন করার প্রস্তাব আছে।

Admitted Unstarred Question No. 45

Name the Member :—Shri Shyamacharan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be please to state :—

QUESTION

১। ইহা কি সত্য, সারা রাজ্যে ৪০০টি গাঁও পঞ্চায়েতের / ভিলেজ কমিটি/পাড়াকে খাদ্য দুর্গত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে ?

২। সত্য হইলে এই ধরণের চিহ্নিত করার কি কি নিয়ম নীতি অনুসরণ করা হয়েছে ?

৩। দুর্গত ঘোষিত পঞ্চায়েত/ভিলেজ কমিটি/পাড়ার নাম ? (ব্লকভিত্তিক)।

ANSWER

১। সারা রাজ্যে ৩২০'টি গাঁও পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ৯৭৭টি পাড়াকে খাদ্য দুর্গত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

২। যে সমস্ত দুর্গত অঞ্চলে দরিদ্রতম জনসাধারণের জীবিকা নির্বাহের কোন উপায় নেই, সেই সমস্ত পরিবার গুলিকে পঞ্চায়েত সমিতি/BAC এর সুপারিশ অনুযায়ী খাদ্য দুর্গত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৩। দুর্গত খাদ্য পীড়িত পাড়ার সম্পূর্ণ তালিকার তথ্য সংগ্রহাধীনে আছে। তবে ব্লক /পঞ্চায়েত/পাড়া ও সুবিধাভোগী পরিবারের সংখ্যা সারণী এর সংযোজিত হইল।

ANNEXURE--"A"

District	Block	Nos. of Gaon panchayet/ village	No. of distress paras	No of families
1	2.	3.	4.	5.
West Tripura				
	1. Mandai	10	25	1817
	2. Mohanpur	5	20	325
	3. Jirania	15	31	568
	4. Tulashikhar	11	13	711
	5. Jampaijala	02	14	284
	6. Dukli	02	08	320
	7. Melaghar	07	17	487
	8. Khowai	13	24	594
	9. Taliamura	03	16	135
	10. Bishalgarh	12	13	
		80	181	5241
South Tripura				
	1. Amarpur	19	71	2871
	2. Karbook	15	27	1017
	3. Matabari	13	49	1954
	4. Killa	06	32	1436
	5. Satahand	1[illegible]	39	1266
	6 Rupaicharry	11	18	768
	7. Ragafa	15	50	2098
	8 Rajnagar	12	20	1106
		103		[illegible]

District	Block	Nos. of Gaon panchayet/ village	No. of ditiess paras	No. of families
1	2.	3	4	5.
North Tripura				
	1. Dasda	24	80	3220
	2. Bhangmun	04	11	685
	3. Pacherthal	18	42	1954
	4. Kadamtala	01	05	200
	5. Panisagar	06	09	435
	6 Kumarghat	09	16	781
		62	163	7,275
Dhalai District				
	1. Salema	07	22	722
	2. Chawmanu	10	72	23326
	3 Manu	10	63	2385
	4 Dumburnagar	12	50	1749
	5. Ambassa	18	120	3426
		57	327	10,658

Total Gaon Panchayets = 302 Nos

Total Distress paras = 327 Nos.

Total Number of families = 35689 Nos.

Admitted Un-starred Question No 48

Name of the Member :—Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be please to state :—

QUESTION

১। ১৯৯৮ইং এর ২রা মার্চ থেকে ১৫ই জুন পর্যন্ত অমরপুর মহকুমার বীরগঞ্জ নূতন বাজার অম্পিনগর ও তৈদু থানাগুলিতে কতটি মামলা, লুটপাট, অগ্নি সংযোগ, আক্রমন ও অপহরন এবং খুনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

২। এ সকল ঘটনায় হতাহতের সংখ্যা কত ;

৩। ঘটনায় জড়িতদের মধ্যে এ পর্যন্ত কতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ANSWER

১। ১৯৯৮ সনের ২রা মার্চ থেকে ১৫ই জুন পর্যন্ত অমরপুর মহকুমার বীরগঞ্জ, নূতনবাজার অম্পিনগর ও তৈদু থানাগুলিতে মোট হামলা লুটপাট, অগ্নিসংযোগ আক্রমন ও অপহরণের ঘটনার সংখ্যা :—

থানার নাম	হামলা	লুটপাট	অগ্নিসংযোগ	—আক্রমন	অপহরণ	খুন	মোট
১। বীরগঞ্জ	২	২	২	৩	৬	৩	১৩
২। নূতনবাজার	৫	১	—	—	৫	—	১২
৩। অম্পিনগর	—	১	—	১	১	১	৮
৪। তৈদু	—	—	২	—	—	১	৩
মোট	৭	৪	৪	৪	১১	৫	৩৬

২নং প্রশ্নের উত্তর :—

উক্ত ঘটনাই হতাহতের সংখ্যা নিম্নরূপ :—

বীরগঞ্জ থানা, নূতনবাজার থানা, অম্পিথানা, তৈদুথানা মোট

	হত	আহত	হত	আহত	হত	আহত	হত	আহত	হত	আহত
মামলা	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
লুটপাট	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
অগ্নিসংযোগ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
আক্রমন	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
অপহরণ	—	—	—	১	—	১	—	—	—	২
খুন	৩	—	—	—	—	২	—	১	৩	২
মোট	৩	—	—	১	—	১	—	১	[illegible]	৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর :—

উক্ত ঘটনায় জড়িতদের মধ্যে এ পর্যন্ত মোট গ্রেপ্তার এর সংখ্যা।

বীরগঞ্জ থানা, নূতনবাজার থানা, অম্পিনগর থানা, তৈদু থানা।

	জড়িত	গ্রেপ্তার	জড়িত	গ্রেপ্তার	জড়িত	গ্রেপ্তার	জড়িত	গ্রেপ্তার
থানা	৭	১	৪১	৫	—	—	—	—
লুটপাট	৬	—	৪	—	৪	—	—	—
অগ্নিসংযোগ	৬	—	—	—	—	—	—	—
আক্রমণ	৩৬	১৩	—	—	৬	৬	—	—
অপহরণ	৬৬	—	৭৫	২	৩	—	—	—
খুন	১১	..	—	—	অজ্ঞাত	—	অজ্ঞাত	—
মোট	১৪৩	১৪	৯০		১৩			

Unstarred Question No. 52

Name of the Member :—Shri. Rati Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Jail Department be p'ease to state :—

QUESTION

১। সারারাজ্যে কতজন জেলবন্দী রয়েছে

(কারাগার ভিত্তিক হিসাবে)

এবং

২। তারমধ্যে কতজন সাজাপ্রাপ্ত বন্দী আছে

এবং

৩। জেলবন্দীদের মধ্যে কতজন পুরুষ আর কতজন মহিলা আছে তার হিসাব

উত্তর

১। সারারাজ্যে সর্বমোট ৬৮২ জন জেলবন্দী আছে এবং তাদের কারাগার ভিত্তিক সংখ্যা নিম্নরূপ :—

(২৫-৭-৯৮ইং তারিখ অনুযায়ী)

ক)	আগরতলা কেন্দ্রীয় কারাগার	—	৩৫০	জন
খ)	আগরতলা মহিলা কারাগার	—	১৮	,,
গ)	কৈলাশহর জেলা কারাগার	—	৫৮	,,
ঘ)	কমলপুর মহকুমা কারাগার	—	৩৪	,,
ঙ)	খোয়াই মহকুমা কারাগার	—	২৭	,,
চ)	ধর্মনগর মহকুমা কারাগার	—	৬৩	,,
ছ)	সোনামুড়া মহকুমা কারাগার	—	৫৩	,,
জ)	উদয়পুর জেলা কারাগার	—	৪৪	,,
ঝ)	বিলোনীয়া মহকুমা কারাগার	—	১৭	,,
ঞ)	অমরপুর মহকুমা কারাগার	—	২৯	,,
ট)	সাব্রুম মহকুমা কারাগার	—	১২	,,
			৬৮৫	জন

২। সাজাপ্রাপ্ত বন্দীর সংখ্যা — ১৫২ জন.

৩। সারারাজ্যে জেলবন্দীদের মধ্যে পুরুষ ও মহিলার সংখ্যা :—

পুরুষ	মহিলা
৬৬০ জন	২৫ জন

Admitted Unstarred Question No. 53

Name of the Member :—Shri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleasd to State :—

QUESTION

১। ১৯৯৮ইং সালে ৪র্থ বামফ্রন্ট ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে ৩০শে জুন ১৯৯৮ইং পর্যন্ত রাজ্যে কয়টি খুন, অপহরণ, নারী নির্যাতন, নারী-ধর্ষণ ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে (মহকুমা ভিত্তিক পূর্ণ ঠিকানা ও হিসাব)।

২ উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ?

ANSWER

১ম ও ২য় প্রশ্নের উত্তর :—

৪র্থ বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন অপরাধে মোট ২৫৯টি ঘটনা ঘটেছে। অপরাধভিত্তিক এবং গ্রেপ্তারের হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

১। খুন—৮৮টি ঘটনায় গ্রেপ্তার ৭৯ জন। ২ অপহরণ—৬০টি ঘটনায় গ্রেপ্তার ৩৮ জন।

৩। নারী নির্যাতন— ৬৬টি ঘটনায় গ্রেপ্তার ৮৯ জন। ৪। নারীধর্ষণ—২৯টি ঘটনায় গ্রেপ্তার ২০ জন।

৫। ডাকাতি — ১৬টি ঘটনায় গ্রেপ্তার ২৪ জন।

মহকুমাভিত্তিক পূর্ণঠিকানা ও হিসাব নিম্নে তালিকা আকারে দেওয়া গেল।

Statement of Crime during 11-3-98 to 30-6-98

SL No	Sub-Division	Murder Case			Kidnapping		
		Case	Killed	arrest	Case	Kid,	arrest
1.	Sadar	18	26	13	9	15	2
2.	Bishalgarh.	12	12	11	5	10	—
3.	Khowai	13	22	16	7	14	4
4.	Sonamura.	—	—	—	—	—	—
5.	Kailasahar.	5	6	6	3	3	3
6.	Dharmanagar.	5	5	5	1	1	1
7.	Kanchanpur.	5	9	2	1	1	—
8.	Udaipur.	5	6	8	8	8	10
9.	Sabroom.	1	1	2	2	2	—
10	Belonia.	5	11	—	4	6	6
11.	Amarpur.	4	4	2	12	17	5
12.	Kamalpur.	10	11	14	—	—	—
13.	Longtaraivelly,	2	2	—	4	4	6
14.	Gandachera,	3	3	—	4	6	1
	Total :—	88	118	75	60	87	38

Crime against		Rade		Dacoity	
Case	arrest	Caes	arrest	Case	arrest
10	13	3	3	1	4
3	7	3	4	2	4
3	14	2	2	1	—
7	17	5	9	2	3
7	8	1	—	—	—
17	22	3	1	3	8
2	1	2	—	2	2
4	4	—	—	1	—
—	—	3	1	—	—
6	2	2	1	3	3
1	1	3	2	1	—
5	—	1	—	—	—
1	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—
66	89	29	23	16	24

Sl. No.	Name of Sub-Division	Head Of Crime	Case Reference and Section of Law.	Full Particulars of Victim
1	2	3	4	5
1	KAMALPUR Sub-Division KMP P	MURDER	Case No. 13/98 U/S 302 IPC	Anita Das W/O Sri Krishnadhan Das of Chuwbari, PS KMP
2	do ...	...do ..	Case No. 14/98 U/S 364 (A) / 302 IPC & 27 Arms Act.	Prahalad D/Barma S/O. Padma D/Barma of Santisiapara, PS KMP
3.	do...	.. do...	Case No. 25/98 U/S 302/34 IPC.	Howa Marak W/O Haricharan Marak of Dhanchandrapara of do
4.	do ..	.. do ..	Case No. 27/98 U/S 302 IPC & 27 of Arms Act	Jiten Kr D/Barma S/O Laxmiram D/Barma of Lambuchara PS .. do ..
5	do	do	Case No. 28/08 U/S 302 IPC.	Mithu Debnath, W/O Shyamal Debnath of Rupashpur, PS .. do
6.	.. do .. SLM P. S	.. do...	Case No. 5/98 U/S 148/ 149/307/302/120 B) IPC & 27 of Arms Act & 10/ 13 Un-Lawful Activities (Prevention Act	Bimal Sinha & Bidyut Sinha Rocket both of S/O Sri Laxmi Sinha of Rupashpur P. S. KMP
7	...do ..	.. do	Case No 7/98 U/S 148/149/302/323 I. P. C.	Parimal Das S/O Lt. Harendra Das of North Mechuria, PS SLM
8.	.. do...	.. do...	Case No. 9/98 U/S 302/34 I. P. C	Suklal Das S/O Sri Ratan Das of .. do...
9	...do .. ASBASSA P S.	...do ..	Case No 9/98 U/S 302/34 I. P. C.	Diranta Reang S/O Sri Mitrajoy Reang of Masuraipara, PS. ABS.
10.	.. do...	.. do ..	Case No. 13/98 U/S 302/34 IPC	Binanda Reang S/O Sri Gadhba Dhar Reang of ...do ..
11.	LONGTHORIVELY Manu P. S.	.. do .. ...do	Case No 21/98 U/S 302/34 IPC.	Chaitindra Tripura, S/O Sumanta Mohan Tripura of S K Para P S Manu

Total Property Loss		No. of Person Kidnapped			No. of Accd. Arrested	Case Position		
Loss	Recovered	Total Person	Retd	Not Retd.		F. R.	C. S.	Pending
6	7	8	9	10	11	12	13	14
...	...	...	...	...	2	....	—	Pending.
...	...	...	—	...	—		...	...do...
...	...	...	...	...	...	...	...	...do...
...	...	...	...	—	...	...	...	...do...
...	...	...	...	...	...	...	...	...do...
...	...	...	...	...	...	...	...	...do...
...	...	...	...	...	...	...	...	...do...
...	...	...	...	...	...	—	—	—do—
...	...	...	...	...	...	...	--	...do...
...	...	...	...	...	...	...	...	Pending
...	...	...	...	...	...	...	...	...do...

Sl. No.	Name of Sub-Division	Head Of Crime	Case Reference and Section of Law	Full Particulars of Victim
1	2	3	4	5
12.	Chamanu P S	..do..	Case No. 10/98 U/S 302/34 IPC & 27 Arms Act.	Mani Gopal Chakma S/O Sri Annoda Cnakma of Nija Ch K. Para (Manikpara PS CMN.
13	GANDACHARA Gandacharra P S.	do	Case No. 8/98 U/S 302 IPC & 27 of Arms Act.	Dudhuhang Chakma S/O Lt. Bolalya Chakma of Haripur, PS GNC.
14.	Ganganagar. P,S.	...do..	Case No. 3/98 U/S 302 I. P, C.	Swarpa Kr. Tripura S/O Kamri Chan Tripura of Maidapara. PS GNR.
15	Raishyabari P S,	do	Case No. 5/98 U/S 302 I P C.	Sashi Bushan Chakma S/O Lt Kina Chan Chakma of Brindaban K Para PS. RSB.
16	Manu P S	KIDNAP-PING	Case No 10/98 U/S 364/34 IAC & 27 Arms Act.	Sunil Chowdhury S/O Lt Krishnadhan Chowdhury of Nainama. P S Manu
17	.. do...	...do...	Case No. 22/98 U/S 364/34 IPC & 27 A, Act	Ganesh Das, Jr Ex Engener. Kumarghat
18.	do	.. do ..	Case No. 25/98 U/S 148/149/365/IPC & 27 of Arms Act	Amal Dutta S/O Sri Atul Datta of NTL 3 No. Ration Shop of Nepaltilla, PS Manu
19	...do.. GNC P S.	.. do	Case No. 5/98 U/S 364/457 I. P. C.	Gopal Sharma S/O Lt Haralal Sharma of Bhowba Basti PS Ambassa.
20	Ganganagar PS.	.. do	Case No. 4/98 U/S 365/ 395 IPC & 27 Arms Act.	Manik Miah S/O Dau Mich of Ramnagar. PS. West Agt.
21.	Rasshyabari PS.	...do...	Case No, 6/98 U/S 374 A)/341/34 IPC & 27 Arms Act.	Kamala Charan Das S/O Lt. Paresh Ch. Das of Ramnagar, PS- RSB Jaharlal Sarkar S/O Lt. Jyotistir Sarkar of Kachuhari CS. RSB Parimal Sarkar S/O Lt Lal Mohan of ...do

Total Property Loos		No. of Person Kidnapped			No. of Aced. Arrested	Case Position Arresetd		
Loss	Recovered	Total Person	Retd	Not Retd		F.R.	C. R.	Pending
6	7	8	9	10	11	12	13	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—do—
—	—	—	—	—	—	—	—	—do—
—	—	—	—	—	—	—	—	—do—
—	—	—	—	—	—	—	C.S.	—
—	—	1	Retd. on 17.5.98 at 1300 hrs	—	—	—	—	—do—
—	—	1	—	Not Retd.	3	—	—	—do—
—	—	1	—	—do—	2	—	—	—do—
—	—	1	Retd. on 16.5.98 at 0630 hrs	—	1 (onc)	—	—	—do—
—	—	1	Retd. on 16.5.98 at 1030 hrs	—	1	—	—	—do—
—	—	3	Retd on 17/18.5.98 at 0130 hrs		—	—	—	—do—

1	2	3	4	5
22.	—do—	—do—	Case No. 7/98 U/S 364/341/34 IPC & 27 Arms Act.	Md. Ali Miah S/O Lt. Murban Ali of Dcpacherra P.S. NTB.
23.	—do—	—do—	C/No 1/98 U/S 364/34 I. P. C.	Ranjit Debnath S/O Lt. Sudhorshan Debnath of Ramnagar P. S. RSB.
24.	KAMALPUR	ASSAULT UP ON WOMEN	Case No. 18/98/U/S 498 (A) IPC	Smti Golarjan Bibi W/O Karim Uddin of Malaya P.S. KMP.
25.	—do—	—do—	Cass No. 21/98 U/S 341/354 IPC	Smti. Raj Laxmi D/Barma W/O Shib Sankar Ahir of Maracham, P.S. KMP.
26.	—do—		Case No 24/98 U/S 398 (A) IPC	Smti Rina Paul W/O Jyotirmoy Paul of Chandrapur P.S. Dharmanagar.
27.	—do— SALEMA P. S.		Case No. 10/98 U/S 498 (A) IPC	Smt. Nayapati Debbarma W/O Sukha Rn. Debbarma of Mandi Rai Das Baisnabpara P.S. Salema.
28.	—do—	—do—	Case No. 14/98/U/S 498/ (A) IPC	Smti. Parbati Das W/O Sri Nirma Ch. Das of Debbari P.S. SLM.
29.	LONGTHARAI-VELLY MANU P.S.	—do—	Case No. 20/98/U/S 341/354 IPC	Smti Laxmi Maya Chakma D/O Manoranjan Chakma of Tilakpara. P.S. Manu.
30.	KAMALPUR	RAPE	Cass No. 17/98 U/S 447/493/376/312 I.P.C.	Smti Ketaki Namasudra W/O Sailosh Namasudra of East Daluchara P.S SLM.
31.	LONGTHARAI-VELLY CAMANU P. S.	—do—	Case No. 11/98 U/S 376 (II) I. P. C.	Smti. Mihir Lal Chakma D/O Suresh Kr. Chakma of Khotalchara P. S. CMN.

(Questions and Answers)

6	7	8	9	10	11	12	13	14
—	—	1	Retd. on 18.6.98	—	—	—	—	—do—
—	—	1	Retd.	—	—	—	—	—do—
—	—	—	—	—	—	—	—	—do—
—	—	—	—	—	—	—	—	—do—
—	—	—	—	—	—	—	—	—do—
—	—	—	—	—	—	F. R.	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	Pending
—	—	—	—	—	—	—	C. S.	—
—	—	—	—	—	—	—		Pending
—	—	—	—	—	—	—	—	—do—

Reply of A. Q. No.—101 W.E.S. 11.03.98

Sl. No.	Name Of Sub-Divn. & P. S.	Head Of Crime (Point-A)	Case Ref. With Sec. Of Law	Full Particulars Of Victim
1	2	3	4	5
1.	UDAIPUR SUB-DIVISION P. S—KILLA.	MURDER	Case No 15/98 u/s 448/302 IPC.	DECEASEE : Niati Bala Jamatia D/O Sri Baktha Sadhan Jamatia of Raiyabari PS.—Killa.
	—do—	KIDNAPPING	i) Case No. 6/98 u/s 364 IPC & 27 of Arms Act.	Sri Nikhil Das (40) S/O Nanigopal Das of KPL PS—Killa.
			ii) Case No. 11/98 u/s 364 IPC.	Sri Binanda Sarma (28) S/O Lt Joy Gobinda of Gakulpur, PS. RKP.
			iii) Case No 13/98 u/s 364 IPC & 27 of Arms Act.	Sri Monoranjan D/Nath S/O Sri Debendra of Amtali PS—RKP
			iv) Case No. 14/98 u/s 364 IPC & 27 Arms of Act	Sri Sahadeb Das S/O Babesh Das of Rajnagar, PS—RKP
	—do—	CRIME UPON WOMEN	Case No 5/98 u/s 304 (B)/34 IPC	Smti. Rina Rani D/nath (18) W/O Nandalal D/nath of W/ Kapilong. PS.—Killa.
	—do—	RAPE	—	
	—do—	DACOITY	Case No. 10/98 u/s 395/397 IPC and 27 of Arms Act	Sri Nibaran Banik S/O Lt. Jagabandu Banik of Barabhya PS—RKP.
2.	UDAIPUR SUB-DIVISION PS.—RKP	MURDER	i) Case No. 94/98 u/s 148/149/436/302 IPC & 27 of Arms Act.	DECEASED : i) Sasadhar Sarma S/O Lt. Anakul Sarma of Pitra. ii) Aparna Sarma D/O Lt. Sasadhar of do, PS—RKP.

Total Property Lost/Recovered	Person Kidnapped/ Returned/Yet Returned			Arrest (Point-B)	Case Position			Remarks
	Kidnapped	Retd	Y/Retd		FR	C/S	PI	
6	7			8	9			10
—	—	—	—	I	—	—	—	
—	1	1	—	1	—	—	1	
—	1	1	—	—	—	—	1	
—	1	1	—	—	—	—	1	
—	1	1	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	3	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	
Loss 6,000/ approx and recover—Nil.	—	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	5	—	—	1	

1	2	3	4	3
	—do—	—do—	ii) Case No. 73/98 u/s 148/149/307/326/IPC & 27 Arms Act Added Sec. 302 IPC.	Parija Begam W/O Fuljalal Miah of Garjee, PS-RKP.
			iii) Case No. 129/98 u/s 447/302.	Haidar Ali of Sonamura, PS-RKP.
			iv) Case No. 158/98 u/s 146/149/326/307 IPC & 27 of Arms Act, and Added Sec. 302 IPC.	Jantu Sarkar S/O Sri Amulya of Gakulpur, PS-RKP
	—do—	KIDNAPPING	i) Case No. 71/98 u/s 148/149/365 IPC.	Sri Narayan Paul S/O Sri Rasik of Pitra, PS. RKP.
			ii) Case No. 81/98 u/s 365 IPC & 27 of Arms Act.	Subash Das S/O Sri Birendra Das of Maharani, PS-RKP
			iii) Case No. 90/98 u/s 147/365 IPC	MD. Rasid Miah S/O Budeha Miah of Candigarh, PS-MLG
			iv) Case No. 124/98 u/s 365/34 IPC.	Muklash Miah S/O Hanif Miah of Indrabashi Para, PS—RKP.
	—do—	CRIME UPON WOMEN	i) Case No. 99/98 u/s 366 (A) IPC.	Smt. Tanuja Begam D/O Lt. Mohammad Ali of Khilpara, PS-RKP.
			ii) Case No. 108/98 u/s 457/366 IPC.	Smti Matia Begam W/O Abdul Malak of East Palatana, PS. RKP.
			iii) Case No. 151/98/ u/s 498 (A) IPC.	Smti. Sefali D/nath W/O Rakhal D/nath of Tapania PS-RKP.
	—do—	RAPE & DACOITY	— —	— —

6	7			8	9			10
—	—	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	2	—	—	1	
—	1	1	—	8	—	1	—	
1	1	—	—	—	—	—	1	
—	1	1	—	1	—	1	—	
—	1	1	—	—	—	—	1	
—	1	1	—	1	—	—	1	
—	1	1	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	

1	2	3	4	5
3.	SABROOM SUB-DIVISION PS. SABROOM.	MURDER	Case No. 48/98 u/s 448/302 IPC.	Magnu Sinha S/O Bagasear Nowadhi, PS-Gumla Dist. Ranchi, Bihar.
		KIDNAPPING	Case No. 30/98 u/s 363/34 IPC	Sri Natai Ch. Barman S/O Lt Srimanta Barman of PS SBM.
	—do—	RAPE.	i) Case No. 20/98 u/s 376/493/417 IPC.	Smti Chandana Das D/O Sri Gopal Das of Gorakappa. PS—SBM.
			ii) Case No. 43/98 u/s 448/376 IPC.	Kumari Arati Das (15) D/O Sri Nitai Das of Harinarayan pur, PS.—SBM.
	—do—	CRIME UPON WOMEN & DACOITY.	—	
4.	SABROOM SUB-DIVISION P.S—MNB	KIDNAPPING	Case No. 36/98 u/s 457/364 (A) IPC.	Himangh D/nath S/O Sri Jagadish D/nath of Kalachara PS—MNB
		RAPE	Case No. 34/98 u/s 457/376 IPC.	Smti Dhiren Laxmi Tripura. W/O Sri Ratan Kr. of Chalita Chari: PS—MNB
5.	BELONIA SUB DIVN. P S—BLN.	MURDER	Case No. 80/98 u/s 447/325/302 IPC	Bhanumati Das (60) W/O Lt, Sarada Das of Mirzapur (Napali) PS—BLN.
	—do—	KIDNAPPED		—
	—do—	CRIME UPON WOMEN.	i) Case No. 57/98 u/s 498 (A) IPC.	Archana D/nath W/O Sri Haradhan D/nath of West Piparla Khaila. PS—BLN.
			ii) Case No. 75/98 u/s 498 (A) IPC.	Smti, Rekha Majumder (Das) W/O Sri Amar Das of West Kalabaria, PS –BLN.

6	7			8	9			10
—	—	—	—	2	—	—	1	
—	1	1	—	—	1	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	1	—	—	1	
NIL								
—	1	1	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	1	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	1	

1	2	3	4	5
	—do—	—do—	iii) Case No. 91/98 u/s 498 (A) IPC	Smti Namita Guha W/O Sri Kesheb Guha of Ramnagar PS—BLN.
			iv) Case No. 9/89 u/s 498 (A) IPC	Smti. Mani Paul (Majumder) W/O Sri Subtra Paul of Jail Road, PS—BLN
	—do—	RAPE	Case No 60/98 u/s 376 (E)/F IPC	Miss. Dipika Chakraborty D/O Sri Arun Chakraborty of East Sarashima PS—BLN.
	—do—	DACOITY	NIL	
6.	BELONIA SUB DIVI-SION P.S—STB.	MURDER	i) Case No. 16/98 u/s 302/201/34 IPC & 27 of Arms Act.	Sank Kr. Reang (60) S/O Dairankha Reang of Chakagu Bari, PS—STB.
				ii) Kharendra Reang (38) S/O Lt. Gourenge of do.
				iii) Parbitra Roang (22) S/O do of do
			ii) Case No. 22/98 u/s 502 IBC & 27 of Arms Act.	Prem Kr. Jamatia (26) S/O Sri Hari Narayan Jamatia of Jok Depha, PS—STB
	—do—	KIDNAPPING	i) Case No 24/98 u/s 364 (A) & 25 (IB) Arms Act,	Jiban Kr. Sen (42) S/O Lt. Dhirendra of B. C. Manu PS—STB.
		—do—	ii) Case No 25/98 u/s 364 (A) IPC & 25 Arms Act.	i) Srimonta Das (48) S/O Lt. Sharati Ch of Kalacharra PS—STB.
				ii) Biswajit Das (15) S/O Sri Srimanta of do.

1	2	3	4	5
		—do—	iii) Case NO 33/98 u/s 364 (A) IPC & 22 Arms. Act.	Sanjit Reang (28) S/O Sri Bajuban Reang (M. P) of Bankajoy para, PS—STB
	—do—	CRIME UPON WOMEN & RAPE	NIL	
	—do—	DACOITY	Case No. 36/98 u/s 436/395/IPC & 25 I.B (A) of Arms Act.	Sri Himanshu D/nath S/O Usha Rn. of Bhula Tilla B C. Nagar, PS—STB
7,	BELONIA SUB-DIVISION P.S.—BKR.	MURDER	i) Case No. 2 /98 u/s 302/326/34 IPC.	Chandra Mn Tripura S/O Sri Ram Br. of Kali Mn Para, Kalashi, PS—BKR ii) Swachackti Tripura D/O Ram Chandra of do
	—do—		ii) Case No. 33/98/u/s 148/149/307/302/326 IPC & 27 of Arms Act/13 of unlawful activities Act.	i) Shakti Sur S/O Lt. Bhakta Kr Sur of West JLB. ii) Priya Mn. Das S/O Lt. Darika Mn. of Betaga. iii) FN(TSR) Rajendra Dubedi S/O Krishna Dubedi U/P, Dubeka tilla. iv) LNK. Mantu Das of 'B'—Co. TSR.
	—do—	KIDNAPPING	Case No 19/98 u/s 364 (A) IPC/25 (I-B, A) Arms Act.	i) Dipankar Bhowmik S/O Lt. Jogendra Kr. of JLB. ii) Gopal Biswas S/O Lt. JogendraBiswas of South Hicha Chara. PS—BKR.
8.	BELONIA SUB-DIVISION PS—PRB	MURDER & KIDNAPPING	NIL	

1	2	3	4	5
	—do—	CRIME UPON WOMEN	i) Case No. 21/98 u/s 457/354/506/IPC.	i) Smti Safali Dey W/O Sri Haran Dey of Rangamura PS - PRB.
			ii) Case No. 25/98 u/s 354/506 IPC.	Kumari Pranati Shil D/O Lt. Pulin Shil of South Srirampur, PS—PRB.
	—do—	RAPE	Case No 27/98/ u/s 457/376/325/506 IPC.	Smti Parul D/Nath W/O Sri Sankar D/Nath of Ekinpur, PS—PRB.
	—do—	DACOITY	i) Case No. 13/98 u/s 395 IPC & 25 (I.A) Arms Act.	—
			ii) Case No. 19/98 u/s 395/ 397 IPC & 25 I (A.) of Arms Act.	—
9.	AMARPUR SUB-DIVISION PS—BRG.	MURDER	Case No. 46/98 u/s 302 IPC & 27 of Arms Act and 13 of U.A Act.	DECEASED : Samar Debbarma S/O Sri Donash of Surendra B Para, Kaska, PS—BRG.
	—do—	—do—	Case No, 47/98 u/s 302 IPC & 27 of Arms Act.	DECEASED : Baschap Hari Malsum S/O Lt. Kripa Hari of Artam Bhagya Malsum Para, Manju PS—BRG.
	—do—	KIDNAPPING	Case No. 41/98 u/s 364 IPC & 27 of Arms Act.	Vaskar Chowdhury (33) S/O Sri Nirmal of Batchara, PS—Fatikrai.
			ii) Case No. 43/98 u/s 364 IPC & 27 of Arms Act.	Samar Das (27) S/O Lt. Manmonan of Kamaria Krola PS—BRG.

1	2	3	4	5
	—do—	—do—	iii) Case No. 44/98 u/s 364 IPC & 27 of Arms Act.	Pradip Saha (33) S/O Lt. Gopal Ch. of No. 1 Khudiram Palli, PS—BRG.
			iv) Case No. 51/98 u/s 364 IPC & 27 Arms Act.	Ajit Chakraborty (20) S/O Sri Gopal of Banamalipur, PS—BRG.
			v) Case No. 52/98 u/s 364 IPC & 27 of Arms Act.	Niranjan Sarkar (70) S/O Lt. Nabin Ch. of Rangamati Khawmura, PS—BRG
	—do—	CAME UPON WOMEN	NIL	
	—do—	RAPE	Case No. 45/98 u/s 457/366/324/427 IPC.	Smti Sikha Debbarma D/O Sri Dirna of Madhusudhan Para Kaska, PS—BRG.
	—do—	DACOITY	NIL	
10.	AMARPUR SUB-DIVN. P. S—NTB.	MURDER.	Case NO. 25/98/ u/s 148/149/302/325/364 IPC.	Smti. Tagari Bala Banik W/O Sri Nikhil Banik of Khodarnal, P. S—NTB.
	—do—	KIDNAPPING	i) Case No. 19/98 u/s 364 (A) IPC & 27 of Arms Act.	Sri Pradip Saha S/O Sri Monmahan of NTB. PS—NTB.
			ii) Case No 23/98 u/s 364 (A) IPC & 27 of Arms Act.	i) Ratan Nama S/O Jagabandhu Nama ii) Nikhil Paul iii) Siba Pada Naha.

1	2	3	4	5
	—do—	—do—	iii) Case No. 27/98 u/s 325/365 IPC.	Mohin Miah S/O Ahed Miah of Uttar Ekchari, PS - NTB.
			iv) Case No. 29/98 u/s 448/364/326 IPC 27 of A/Act.	Ratan Das S/O Rajkumar of Jharjharia, PS—NTB.
			v) Case No. 35/98 u/s 395/364 (A) (IB) IPC & 27 of A/Act.	Bivash Saha S/O Tapash of No. II Fulkumari, PS—RKP.
			vi) Case No. 40/98 u/s 364 (A) IPC & 27 Arms Act.	i) Sribash Banik S/O Birendra of Khedernal.
				ii) Sachindra Banik S/O Lt. Haricharan Banik.
				iii) Uttam Banik S/O Sachindra
				iv) Swadesh Banik S/O Lt. Pachuram all of Khadarnal, PS—NTB.
	do—	CRIME UPON WOMEN.	NIL.	
	do—	RAPE.	Case No. 21/98 448/323/376 IPC	i) Kumari Rajabani Tripura D/O Judha Mn. of Jagaram Para, PS—NTB.

1	2	3	4	5
	—do—	—do—	—do—	ii) Kumari Sudharam Tripura D/O Lt. Laxmi Kr. of Dashindra Para, PS—NTB.
				iii) Kumari Apan Bdla Tripura D/O Din Kr. of de.
	—do—	DACOITY.	Case No. 42/98 U/S 395/397 IPC & 27 A/Act.	Pancy Mog of Mathu Mog para, PS—NTB.
11.	AMARPUR SUB-DIN. P. S.—OMPI.	KIDNAPPING	Case No. 10/98 u/s 448/364 (A)/ 302 IPC & 27 Arms Act.	Sajal Banik S/O Sachindra Banik of Jugendranagar, PS—East Agt. (DIB (s) CONST.)
	—do—	CRIME UPON WOMEN.	Case No. 12/98 u/s 341/354/323 IPC	Smti. Nayan Rani Debbarma (18) W/O Sri Kali Debbarma of Sadhu Para, PS—TDU.
		OTHER HEADS	NIL.	
12.	AMARPUR SUB-DIVN. P.S.—TAIDU	MURDER.	Case No. 7/98 u/s 302/201 IPC.	Chandra Kanta Reang (26) S/O Lt. Naicha Rai of Thalibari, PS/TDU.
	—do—	RAPE.	Case No. 9/98/ u/s 420/376 IPC.	Kumari Laxmi Nama (20) D/O Rabindra of Nopanagar, PS—TDU.
		OTHER HEADS	NIL.	

6	7		8	9			10	
Rs. 40,000/-			—	—	—	—	1	—
Rs. 10,9000/- each	Killed.			—		—	1	—
—	—	—	—	—		—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	1	—

Sl. No.	Name of Sub Division	Name of PS	Head of Crime	Case Ref. with Sec of Law	Full Particular of Victim Deceased	Total property		No. of Person Kidnapped		No. of A/Ps Arrested	Case Position		
						Lost	Recov-erd	Reted Back	Not Yet Reted		C/S	F/R	P/I
1	2	3	4	5	6	7		8		9	10		
1.	Kailashahar	KLS PS.	Murder	KLS PS C/No. 66/98 U/S 302/201 I.P.C.	Biswajit Mitra S/O Sri Nripendra Mitra of Chantail PS KLS	—	—	—	—	1	—	—	1
2.	do	do	do	"C/No. 67/98 U/S 302/341/34 .IP.C.	Babul Bauri (Urang) S/O Lt. Suhba of Debasr thal PS KLS	—	—	—	—	—	—	—	1
	do	do	do	"C/No. 68/98 U/S 302/34 IPC.	Gouch Ali S/O Lt. Riachyet Ullah of Chandipur PS KLS.	—	—	Recovered by Police	—	1	—	—	1
	do	do	Kidnapping	"C/No. 40/98 U/S 365/34 IPC.	Purnima Biswas D/O Smti Anjali Biswas of Jubarajnagar PS KLS.	—	—	Recovered by Police	—	1	—	—	1
	do	do	do	"C/No. 45/98 U/S 366(A) IPC.	Rabia Begam D/O Gaffer Miah of Pakirbada PS KLS.	—	—	do	—	1	—	—	I
	do	do	do	"C/No. 80/98 U/S 366(A) IPC.	Laili Begam D/O Monar Ali of Tikar-tilla PS KLS	—	—	do	—	I	—	—	1
	do	do	Assault upon women	"C/No. 51/98 U/S 498(A)/341/306 IPC.	Ratna Sinha W/O Lt. lPranab Sinha of Ichabpur PS KLS.	—	—	—	—	—	—	—	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	do	do	do	"C/No. 64/98 U/S 498(A)/366/493 IPC.	Mira Nath W/O Gopal Nath of Rangauti PS KIS.	— —	— —	3	— — 1
	do	do	do	"C/No. 71/98 U/S 498(A) IPC.	Samsun Nessa Begam W/O Makbul Ali of Laxmipur PS KLS.	— —	— —	—	— — 1
	do	do	do	"C/No. 71/98 U/S 498 (A) IPC.	Samsun Nessa begam W/O Makbul Ali of Laxmipur PS RLS.	— —	— —	—	— — 1
	do	do	do	"C/No. 76/98 U/S 498 (A) IPC.	Supiya Begam W/O Babul Miah of Laxmipur PS KLS.	— —	— —	—	— — 1
	do	do	do	"C/No. 70/98 U/S 498 (A) IPC	Anju Nath W/o Surendra Nath of DFO Office KLS. Complex.	— —	— —	3	— — 1
	do	do	RAPE	"C/No. 54/98 U/S 376 IPC.	Minara Begam (14) W/o Md. Mucha Miah of Yeazekhawra P.S. KLS.	— —	— —	—	— — 1
	do	do	Docoity.	Nil.	Nil.	— —	— —	—	— — —
	do	FTK PS.	Murder	FTK PS C/No. 18/98 U/S 457/ 302 IPC/27 of A. Act.	Sudhan D/Barma S/O Lt. Premendra D/Barma of Demdum PS FTK.	— —	— —	2	— — 1

1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		
	do	do	de	"C/No, 33/98 U/S 302/326/IPC. 27 of A. Act.	i) Pramesh Deb (25) S/O Lt. Gyan Deb of Ratia Bari PS FTK. ii) CT—93070724 Day a Krishan of A/47 Bn. CR. P. F. Camp KGT.	—	—	—	—	1	—	—	1
	do	do	Kidnapping.	Nil.	Nil.	—	—	—	—	—	—	—	1
	do	do	Assault upen women	C/No. 35/98 U/S 498 (A) IPC.	Smti. Sukla D/nath D/O Sri Jogesh D/nath of West Karamcherra PS MNU.	—	—	—	—	1	1	—	—
	do	do	de	C/No. 36/98 U/S 498 (A) IPC.	Smti. Rekha Rani Paul W/O Nantu Paul of Indira Coloney PS FTK.	—	—	—	—	1	—	—	1
	do	do	Rape	Nil.	Nil.	—	—	—	—	—	—	—	—
	do	do	Dacoity.	Nil.	Nil.	—	—	—	—	—	—	—	—
	Dharma-nagar	DMN PS.	Murder.	DMN PSC/No. 24/98 U/S 148/149/338/302/ IPC.	Abdul Roof (33)S/0 Lt. Abhul Aziz of East Batorasri P. S DMN.	—	—	—	—	2	—	—	1

1	2	3	4	5	6	7		8		9		10	
do	do	Kidnapping.		Nil.	Nil.	—	—	—	—	—	—	—	—
Dharmanagar	DMN. PS	Murder.	DMN PS	C/No. 24/98/U/S 148/149/338/302 IPC	Abdul Roof (33) S/O Lt. Abdul Aziz of East Batorashi PS DMN	—	—	—	—	2	—	—	1
do	do	Kidnappinga.		Nil.	Nil	—	—	—	—		—	—	—
do	do	Assault upon women.		C/No. 43/98 U/S 498(A) IPC.	Smti Aparna Acharjee W/O Sri Upendra Acharjee of Kalitilla PS TLM.	—	—	—	—	1		—	—
do	do	do		C/No. 46/98 U/S 498 (A) IPC.	Smti Ratna Mahyadas W/O Sri Manik Mahyadas of South Hurur P. S. DMN.	—	—	—	1	1		—	—
do	do	do		C/No. 49/98 U/S 457/354 IPC.	Smti Kudaja Bibi W/O Lt. Jamir Ali of Duphirband PS DMN	—	—	—	-	—	—	—	1
do	do	do		C/No. 50/98 U/S 376/511 IPC.	Smti Santi Dhar W/O Sri Manilal Dhar Of Haltcherra PS DMN.	—	—	—	—	2	—	—	1
do	do	do		C/No. 51/98 U/S 341/354 IPC.	Jogrun Nessa W/O Abaul Noor of Marrgal Kali PS DMN.	—	—	—	—	3	—	—	P/D

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

1 2	3	4	5	6	7		8		9	10		
do	do	do	C/No. 52/98 U/S 498 (A) IPC.	Billa Bala D/O Sri Chinta Haran D/nath of Ganganatar PS DMN.	—	—	—	—	1	—	—	1
do	do	Rape.	Nil.	Nil	—	—	—	—	—	—	—	—
do	do	Dacoity.	C/No. 23/98 U/S 395/397 IPC.	—	Rs. eight thousand approx		Nil	—	2	—	—	— 1
do	KCP PS	Kidnapping	Nil	Nil	—	—	—	—	—	—	—	—
do	do	Assault upon women	KCP PS C/No. 43/98 U/S 494/498 (A)/380/34 IPC	Smti Runu Bala Das W/O Nalini Kanti Das of Satnala PS KCP	—	—	—	1	—	—	—	1
do	do	do	C/No. 53/98 U/S 498(A)/306/34 IPC.	Supriya D/nath D/O Brajendra D/nath of East Dalucherra PS SLM.	—	—	—	—	—	—	—	1
do	do	Rape.	C/No. 37/98 U/S 376 IPC.	Smti Rema Mani Reang D/O Shri Monbahadur Reang of Satnala PS KCP.	—	—	—	—	—	—	—	1

1	2	3	4	5	6	7	8	—	9		10		
	do	do	do	C/No. 38/98 U/S 376 IPC.	Manika Barua W/O Pradip Barua of Kanchan-pur PS KCP.	—	—	—	—	—	—	—	1
	do	do	Dacoity.	C/No. 30/98 U/S 395/397/436 IPC/ 27 of A. Act.	Anil Malakar S/O Sri Sriram Malakar of Joyshree PS KCP	Rs. 5000/ (approx)	—	—	—	—	—	—	1
	do	do	do	C/No. 40/98 U/S 395/397 IPC/27 A. Act.	Kamding Lima Lusai S/O Sri Rowpiyara Luasi of Balorchep PS VGM	Rs. 2500/ (approx)	—	—	—	2	—	—	1
	do	PTL PS.	Murder,	PTL PS C/No. 20/98 U/S 448/ 302 IPC.	Chandan Nama S/O Manarnanjan Nama of Laxmipur PS PTL.	—	—	—	—	—	—	—	1
	do	do	do	C/No. 25/98 U/S 302/325/376 (G) IPC.	Santirung Reang W/O Adhiram Reang of Sonaram Para PS PTL.	—	—	—	—	—	—	—	1
	do	do	Kidnapping.	C/No. 14/98 U/S 366/(A)/144 IPC.	Maran Barua D/O Dulan Barua of Mach-marra PS PTL.	—	—	--	Not yet returned.	—	—	—	1
	do	VGM PS.	Nil.	Nil	Nil	Nil	Nil		Nil	Nil	Nil	Nil	

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

1	2	3	4	5	6	7		8		9		10	
Dharma-nagar		CRB PS.	Murder.	CRB PS C/No. 30/98 U/S 326/ IPC/Added Sec. 302/IPC.	Faju Bauri S/O. Lt. Babulal Bauri of Ranibari T. E. PS CRB.	—	—	—	—	1	—	—	1
do		do	do	C/No. 26/98 U/S 302 IPC.	Parbati Munda W/O Suklal Munda of Paracheera T. E. PS CRB.	—	—	—	—	1	—	—	1
do		do	Kidnapping.	C/No. 10/98 U/S 448/364/34 IPC.	Latifa Begam W/O Md. Imadur Rahaman of Kurti PS CRB.	—	—	—	—	1	—	—	1
do		do	Assault upon women.	C/No. 11/98 U/S 498 (A) IPC.	Smti Bela Ghosh W/O Sri Uttam Ghosh of Ichaital Cherra PS CRB.	—	—	—	—	2	—	—	—
do		do	do	C/No. 16/98 U/S 498(A)/354 IPC.	Smti Rupbana Begam W/O Md. Rajjak Ali of West Batarashi PS DMN,	—	—	—	—	2	—	—	1
do		do	do	C/No. 23/98 U/S 441/354/324/34 IPC.	Smti Kiran Bala Maha-shyadas D/O Sri Upendra Mahashyadas of Harina-cherra PS CRB.	—	—	—	—	3	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7		8		9	10		
	do	do	do	C/No. 24/98 U/S 200/341/354/506 IPC.	Smti Kamala Bibi W/O Lt. Barik Ali of South Fulbari PS CRB.	—	—	—	—	—	1	—	—
	do	do	do	C/No. 32/98 U/S 493/376/511/420 IPC.	Smti Shilpi Debroy D/O Lt. Sudhir Ch. Debroy of Tarapur PS CRB.	—	—	—	—	—	—	—	1
	do	do	Rape	C/No. 33/98 U/S 376 IPC.	Kalpana Rani Das W/O Sri Bidhan Das of Ichaitalcherra PS CRB.	—	—	—	—	—	—	—	1
	do	do	Dacoity.	PNS/PS C/No. 15/98 U/S 395 IPC.	Takun Mani Biswas S/O Ramdayal Biswas of Chandrapur PS CRB.	6000/— approx.	—	—	—	6	—	—	1
	do	PNS PS	Murder.	PSC/No. 28/48 U/S 302 IPC	Ramsena Rajkumar S/O Lt Tumbisena Rajkumar of Ramnagar PS PNS.	·	—	—	—	1	—	—	1
	do	do	Kidnapping	NIL	NIL	—	—	—	—	—	—	—	—
	do	do	Assault Upon women	C/No. 13/98 U/S 498(A)/34 IPC.	Muchamat Jumera Begam W/O Md. Nojoy Ali of Latugoan PS PNS.	—	—	—	—	—	—	—	1
	do	do	do	C/No. 18/98 U/S 498(A) IPC.	Smti Kalabati Das D/O Sri Biresh Das of Tarakpur PS CRB.	—	—	—	—	1	1	—	—

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

1	2	3	4	5	6	7		8		9		10	
	do	do	do	C/No. 22/98 U/S 498(A) IPC.	Smti Parbhati D/nath W/O Pijush D/nath of Tilthai PS PNS.	—	—	—	—	2	—	—	1
	do	do	do	C/No. 23/98 U/S 498(A)/306 IPC.	Smti Anjana Das W/O Sri Badal Das of West PNS PS PNS.	—	—	—	—	3	1	—	—
	do	do	do	C/No. 29/98 U/S 498(A) IPC.	Smti Rakhi Sarkar (Das) W/O Nishi Kanta Sarkar of West PNS PS PNS.	—	—	—	—	1	—	—	1
	do	do	do	C/No. 26/98 U/S 498 (A) IPC.	Chinu Bala D/nath W/O Dhirendra D/nath of Deoacherra PS PNS.	—	—	—	—	1	—	—	1
	Damcherra	DMC PS	Murder	DMC PS C/No. 16/98/U/S 302 IPC	Smti Karyati Reang W/O Ramjoy Reang of Santipur PS DMC.	—	—	—	—	—	—	—	1
	do	do	Kidnapping.	Nil.	Nil	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
do	do	Rape	C/No. 11/98 U/S 366/376/307/420|34 IPC.	Smti Sandhya Das D/O Laxman Das of DMC.	— —	— —	1	— — 1
do	do	do	C/No. 15/98 U/S 376/420 IPC.	Juma Malakar D/O Lt. Nagendra Malakar of DMC.	— —	— —	1	— — 1
do	do	Assault upon	Nil	Nil.	— —	— —	—	— — —
do	do	Dacoity.	C/No. 10/98 U/S 395/397 IPC 27 of A. Act.	Pratap Goswami S/O Sri Pradipta Goswami of Radhapur PS DMN.	1100/ —	— —	—	— — 1
Kanchanpur.	KCP PS	Murder.	KCP PS C/No. 31/98 U/S 307/326/302 IPC.	Rasamoy Nath S/O Lt. Rajani Nath of Dhincherra PS KCP.	— —	— —	—	— — 1
do	do	do	C/No. 34/98 U/S 458/302 IPC.	Lalit Das (Night guard) Agriculture main store, PS KCP.	— —	— —	1	— — 1

1 2	3	4	5	5	7	8	6	10
do	do	do	C/No. 48/98 U/S 458/364/302/34 IPC.	i) Susanta Chakma ii) Gangajoy Chakma. both son of Nilabanta Chakma of Uttar Jugendra Nagar Karburi Para, PS KCP. iii) Mangal Das Chakma S/O Lt. Agunna Chakma of Do. iv) Bogra Chakma S/O Laxmichand Chakma S/O Lt. Kudukya Chakma v) Malay Chakma (19)S/O Mangal Das Chakma both of Uttar Jugendrakarbari Para PS KCP.	— —	— —	1 —	— —

Sl. No.	Sub-Division and Name of P. S.	Head of Crime	Case Ref and Sec. with Law	Particular's of Victim	Property		Kidnapped			Arrest of Person	Case Position		
					Loss	Recov-erd	Victim	Rtd	Not Rtd		C/S	F/R	P/I
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Sadar Sub-Div.												
1.	East Agt P.S.	Murder	East Agt. PS Case No. 35/98 U/S 302 IPC.	Pranab Debbarma S/O Sri Nanigopal Debbarma of West Champamura PS East Agt.	—	—	—	—	—	Nil	—	—	1
2.	do	do	East Agt. PS Case No. 75/98 U/S 148/149/364/302/IPC and 27A. Act.	Anjan Chowdhury S/O Mrinal Kanti Chowdhury of Adarni Tea Estate, PS East Agt.	—	—	—	—	—	1	—	—	1
3.	do	do	East PS Case No. 78/98 U/S 458/326/302 IPC.	Rubindra Mohan Laskar D/O Lt. Madan Mohan Laskar of Dhaleswar PS East Agt.	—	—	—	—	—	1	—	—	1
4.	do	Melestation	East Agt. PS Case No. 80/98 U/S 448/354 IPC.	Basana Debnath D/O Sri Jagat D/nath of Town Indranagar PS East Agt.	—	—	—	—	—	1	—	—	1

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	do	Dowary Death	East Agt PS Case No. 43/98 U/S 498 (A)/ 3c4 (B) IPC	Shilpi Das (D/O Gopal Chandra Das) W/O Raju Chakraborty of Kabiraj Tila P.S. West Agt.	—	—	—	—	—	2	—	—	1
6.	West Agt Ps.	Murder	West Agt PS Case No, 67/98 U/S 147/149/ 364 IPC/and 302 IPC	Dipak Dey S/O Gopal Dey of Pratapgarh (Kobiraj Tila) PS West Agt.	—	—	—	—	—	1	—	—	1
7.	do	do	West Agt PS Case No. 94/98 U/S 302 IPC/ 3 of E. S Act	1) Babul Dey S/O Lt Amulya Dey of Sakuntala Road PS West Agt. 2) Ratan Saha S/O Lt Ballab Saha of Shibnagar PS. East Agt. 3) Pankaj Dey S/O Lt Sulalit Dey of Palace Compound PS West Agt.	—	—	—	—	—	—	—	—	1
8.	do	do	West Agt PS Case No. 122/98 U/S 302 IPC	Raju Dutta, Ramnagar Road No. 8 West Agt PS	—	—	—	—	—	1	—	—	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	do	do	West Agt PS Case No. 154/98 U/S 302 IPC	Haradhan Das S/O Lt Akhil Das of Ananda-nagar PS East Agt.	—	—	—	—	—	1	—	—	1
10.	do	Kidnapping Women	West Agt PS Case No. 99/98 U/S 366 IPC	Chandana Banik D/O Rabindra Banik of West Joynagar, PS West Agt.	—	—	1	1	—	2	—	—	1
11.	do	Tortura upon women	West Agt PS Case No. 96/98 U/S 498 (A) IPC	Shila Chakraborty D/O Lt Kamal Charan Chakraborty) W/O Babul Gunguli of Ramnagar Road No. 4 West Agt PS	—	—	—	—	—	1	1	—	—
12.	do	do	West Agt PS Case No. 91/98 U/S 498 (A)/ and 34 Dowary Prove Act 1961	Champa Chakraborty (Mukharjee) D/O Sri Haraprasad Chakraborty of Kumariatila PS East Agt	—	—	—	—	—	4	—	—	1
13.	do	do	West Agt PS Case No. 146/98 U/S 498 (A) 494 IPC	Smti Mira Sarma W/O Gogendra Sarma of Radhanagar PS West Agt.	—	—	—	—	—	2	—	—	1

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	do	Dacaity	West Agt PS CaseNo. 115/98/U/S 395/ 397 IPC	Damudar Chatarjee S/O Lt Debendra Chatarjee	One Laks	Approx 35 thousand only	—	—	—	4	—	—	1
15.	do	Rape	West Agt PS Case No. 93/98 U/S 376/IPC.	Anjali Nandi D/O Brajendra Nandi of Anandanagar PS East Agt.	—	—	—	—	—	1	—	—	1
16.	Jirania PS	Murder	JRN PS Case No. 47/98 U/S 302/IPC.	Kamal Debbarma S/O Rabi Chandra D/Barma of Andhamani Sadhupara PS JRN.	—	—	—	—	—	1	—	—	1
17.	do	do	JRN PS. Case No. 72/98 U/S 3:6/302/364 IPC. and 27 Arms Act and 13 of Anlow full P. A, Act	1) Bishu Debbarma of Dayal Chandra Para	—	—	—	—	—	2	—	—	1
				2) Annya Debbarma of Do	—	—	—	—	—	Nil	—	—	1
				3) Mani Ram Debbarma of Do									
18.	do	do	JRN PS Case No. 74/98 U/S 302/34 IPC 27 Arms Act,	Partha Pratim Das S/O Ganesh Das of Bankumari PS JRN.	—	—	—	—	—	Nil	—	—	1
19.	do	Murder	JRN PS Case No. 48/98 U/S 302 IPC	Unknown Tribal Youth	—	—	—	—	—	Nil	—	—	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20.	do	Kidnaping	JRN PS Case No. 64/98 U/S 364/452 IPC and 27 Arms Act	Bidhu Bhushan Das S/O Sri Rai Haran Das of Bhumihin Coloney PS JRN	—	—	1	1	—	—	—	—	1
21.	do	do	JRN PS Case No. 71/98 U/S 364 (A)/34 IPC and 27 Arms Act.	1) Rabindra Sarkar 2) Bhaskar Sarkar 3) Mahadeb Deb 4) Swapan Das all of Dasrampara PS JRN	—	—	4	4	—	—	—	—	1
22.	do	do	JRN PS Case No. 78/98 U/S 364 IPC and 27 Arms Act	Yubaraj Das S/O Sri Haradhan Das of Hari Bhakti Para PS JRN	—	—	1	1	—	—	—	—	1
23.	do	do	JRN PS Case No. 79/98 U/S 364/325/34 IPC and 27 Arms Act.	Pradip Roy S/O LT Binoy Bhushan Roy of Jirania PS JRN	—	—	1	1	—	—	—	—	1
24.	do	do	JRN PS Case No. 53/98 U/S 364 IPC and 27 Arms Act.	Sankar Das S/O Lt Meghnath Das of Chada Sadhu Para PS JRN	—	—	1	1	—	—	—	—	1

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
25.	do	ORMS	JRN PS Case No. 63/98 U/S 457/354/ 325/379 IPC	Ful Bhana Begam W/O Khursed Mia of Barjala PS JRN		—	—	—	—	—	—	—	—	1
26.	SDI PS	Murder	SDI PS Case No. 33/98 U/S 148/149/364/ 302 IPC and 27 Arms Act and 13 of U.A.P. Act.	1) Jhantu D/Barma S/O Lt Ramu D/Barma of Raja para PS SDI 2) Akhil Debbarma S/O Bharat D/Barma of Debra PS SDI 3) Sushil D/Barma S/O Ramendra D/Barma of Debra PS SDI 4) Haradhan D/B S/O Chinta Ram D/B of Bairagi Para PS, SDI		—	—	—	—	—	—	—	—	1
27.	do	do	SDI PS Case No. 36/98 U/S 148/149/307/ 302 IPC· 27 Arms Act and 13 U.A.P, Act	i) Major Santosh Pravakar 2) NK Khot Sivaji Both of 14 Maratha Rejement 3) One unknone under ground Militents		—	—	—	—	—	—	—	—	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28.	do	do	SDI PS Case No. 37/98 U/S 302 IPC. and 3 of E. S. Act	Nitai Shil S/O Suresh Shil of Nawagong PS SDI	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29.	do	do	SDI PS Case No. 42/98 U,S 302 IPC.	Nandhi Debbarma S/O Prasuram D/Barma of Urabari PS SDI	—	—	—	—	—	—	—	—	1
30.	do	do	SDI PS Case No. 55/98 U/S 148/149/364 326/302/307 IPC 27 A. Act	Dipesh Chakraborty Ex. Constable 1281 of Sundar Tila O. P.	—	—	—	—	—	2	—	—	1
31.	do	do	SDI PS Case No. 59/98 U/S 148/149/ 302 IPC 27 Arms Act 13 of U.AP.. Act	Offiicer Lept. Diohit Jyoshi of 4 Maratha Regiment Hagamara Army Camp PS SDI.	—	—	—	—	—	—	—	—	1
32.	do	Kidnapping	SDI PS Case No. 41/98 U/S 364 IPC. and 27 Arms Act and 13 of unlawful Activities (P) Act	Biswanath Saha of Mantali Coloney PS SDI. Sidhai	—	—	—	1	—	—	—	—	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33.	do	do	SDI PS Case No. 44/98 U/S 364 IPC and 27 Arms Act 13 of Vnlawful Activities (P) Act.	1) Manmohan D/Nath S,O Sudhir D/Nath of South Taranagar PS SDI 2) Ranjan Acharjee S/O Kartik Acharjee of Do 3) Shyamlal D/Nath S/O Jaladhar D/Nath. Dighlia Bazar PS SDI. 4) Bimal Acharjee S/O Nanigopal Acharjee of PS DO				3	1	—	—	—	1
34.	do	do	Sidhai ?S Case No. 49/98 U/S 364 IPC and 27 Arms Act.	Dew Kumar Singh Manager Narendranagar Tea Estate PS Sidhai	—	—	—		1	—	—	—	1
35.	Sadar Sub-Division Sidhai PS	O.R.M.S	Sidhai PS Case No. 43/98 U/S 341/325/354 IPC	Sabita Uria D/O Bipin Uria of Kalachara Tea Estate PS Sidhai	—	—	—	—	—	3	1	—	—
36	do	do	Sidhai PS Case No, 63/98 U/S 354 IPC	Parbati Sarkar W/O Sri Abhinash Sarkar of Simna Coloney. PS. Sidhai.	—	—	—	—	—	1	-	—	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37.	do	Torturcupon women	Sidhai PS Case No. 57/98 U/S 498 (A) IPC and 326 IPC	Bhabani Biswas D/O. Rama Nanda Biswas of Taranagar PS Sidhai.	—	—	—	—	—	4	—	—	1
38.	do	Rape	Sidhai PS Case No. 54/98 U/S 376/323 IPC	Suchitra Das W/O Sankar Das of Tulabagan PS SDI	—	—	-	—	—	1	—	—	1
39.	Airport PS.	Murder	Airport PS Case No. 25/88 U/S 302 IPC	Gita Debnath D/O Radhakanta Debnath of Hatipara PS ARP	—	—	—	—	—	1	—	—	1
40.	do	O.R.M S.	Airport PS Case No. 27/98 U/S 354 IPC	Sabika Biswas D/O Anil Biswas of Gandhi-gram PS Airport.	—	—	—	—	—	1	—	—	1
41.	do	Rape	Airport PS Case No. 29/98 U/S 376 (1) IPC	Radharani Barman D/O Mamohan Barman of Narayanpur.	—	—	—	—	—	—	—	—	1
42.	Bishalgarh Sub-Division Bishalgarh P.S.	Murder	Bishalgarh PS Case No. 30/98 U/S 302 IPC	Maya Adhikari W/O Dilip Adhikari of Jangalia PS BIG.	—	—	—	—	—	—	—	—	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43.	do	do	Bishalgarh PS Case No. 40/98 U/S 325 302 IPC	Monoranjan Das S/O Lt. Lal Mohan Das of Goutam Coloney-I PS Bishalgarh.	—	—	—	—	—	1	—	—	1
44.	do	do	Bishalgarh PS Case No. 48/98 U/S 302/ 201 IPC	Jyostna Begam W/O Hossin Miah of Muslim Para, Pramode Nagar PS Bishalgarh.	—	—	—	—	—	1	—	—	1
45.	do	do	Bishalgarh PS Case No. 49/98 U/S 302 IPC	Unknown Male	—	—	—	—	—	—	—	—	1
46.	do	Kidnapped	Bishalgarh PS Case No. 34/98 U/S 365 IPC	Nitai Deb S/O nil of Kakrabon PS Do. 2) Suman Das S/O Unknown of Snaban PS R. K. Pur	—	—	2	2	—	—	—	—	1
47.	do	do	BLG PS Case No. 42/98 U/S 365 IPC and 27 Arms Act	1) Sushash Mazumder S/O Anukul Mazumder of Mirza 2) Sodesh Ghosh S/O Lt Ratneswar Ghosh of Garji 3) Kartik Saha S/O Lt Upendra Saha of Polti Road.	—	—	7	7	—	—	—	—	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				4) Haradhan Datta S/O Lt. Ramesh Datta of Rajarbag all of under R. K. Pur PS. 5) Manmantha Paul, Head Cleark (A.D.C.) 6) Arabinda Sarma S/O Lt. Amarchand Sarma of Sonatali PS KHW. 7) Hari Kr. Bhattacharjee S/O Lt. Dinesh Bhattacherjce of Champamura PS AMT.									
48.	do	do	BLG PS C/No. 47/98 U/S 366 IPC.	Sankar Nandi Assistant TR 01-2537 Jeep.			1	1					1
49.	do	Torture upon women	BLG PS C/No. 44/98 U/S 498 (A)/375 IPC.	Smti Lipika Laskar W/O Raju Deb of Ratannagar PS BLG.			—	—		4			1
50.	do	Rape	BLG PS C/No. 54/98 U/S 376 IPC.	Laxmi Rani Das W/O Parimal Paul of Purathal PS BLG.						2			1
51.	do	do	BLG PS C/No. 56/98 U/S 376 IPC.	Sarswati Das D/O Narayan Das of Sukanta Adarswa Coloney PS BLG.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51.a	do	Dacoity	BLG PS C/No. 31/98 U/S 395/397 IPC.	1) Haribhusan Das 2) Jharna Das of Gakulnagar PS BLG.	Rs. 15,000/-		Nil			2			1
52.	Bishalgarh Sub-Div. Takarjala P.S.	Murder	Takarjala PS Case No. /98 U/S 302 IPC.	Gopal Debnath S/O Lt Keshetra Mohan Debnath of Fulgonabari PS Takarjala.	—	—	—	—	—	—	—	—	1
53.	do	do	Takarjala PS Case No. 31/98 U/S 364 IPC and 302 IPC and 27 Arm's Act.	Pradip Dey (Bengali Typist of Jampaijala Block) of Krishna Nagar Banerjee Para. P.S. West Agt. (Killad) 2) Ashutosh Paul of (Filed Asett) of Renters Colony PS East Agt (Kidnapped). 3 Uttam Shil, Driver of TRG 532 of Jeep B D.O. Office (Kidnapped)	—	--	2	2					1
54.	do	do	Takarjala PS Case No. 98 U/S 302 IPC	Subodh Debnath S/O Lt Sarada Charan Debnath of Jmp. Coloney PS TKJ.						1	1		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55.	do	Kidnapped	Takarjala PS Case No. /98/U/S 364 IPC	Dulu Miah S/O Lt Abdul Mono of Gabardi PS. TKJ									
56.	do	do	Takarjala PS Case No. 26/98 U/S 364 IPC	1) Netai Ghosh S/O Lt Banamali Ghosh of Das Para PS TKJ 2) Ranjit Das S/O Ramani Das of Das Para PS TKJ			2	2					1
57.	do	Deccity	Takarjala PS Case No. 23/98 U/S 395 IPC	Ashok Datta S/O Lt Ramesh Datta of Bairagi Para PS TKJ	Rs 13,000/-			Nil			2		1
58.	Amtali P.S.	Murder	Amtali PS Case No. 36/98 U/S 341/ 325/302 IPC	Sital Dhar S/O Sri Ashutosh Dhar of Kanchan Mala PS Amt.							3		1
59	do	do	Amtali PS Case No. 38/98 U/S 302 IPC	Anju Sarkar W/O Sri Manik Sarkar of Haripur PS Amt.							1		1
60.	do	do	Amtali PS Case No. 39/98 U/S 302 IPC	Unknown (Male)									
61.	do	do	Amtali PS Case No. 50/98 U/S 325/307/ 302 IPC	Rakhal Sarkar of Hapania, PS Amt.							2		1

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	do	do	Amtali PS Case No. 52/98 U/S 302/201 IPC	Rita Deb D/O Lal Mohan Deb of Sekerkote PS Amt.						2			1
63.	do	Torture upon women	Amtali PS Case No. 26/98 U/S 498(A)/325/ 427 IPC.	Smti Bani Laskar W/O Sri Babulal Laskar of Champainura PS Amt.						5	1		
64.	do	do	Amtali PS Case No. 29/98 U/S 498(A)/325 IPC	Mamata Debnath W/O Biswajit Chakraborty of Dukli PS Amtali.						2			1
65.	do	Rape	Amtali PS Case No. 56/98 U/S 493/376/417 IPC.	Sukla Das D/O Monohar Das of West Dukli PS Amt						1			1
66.	Khowai Sub-Div Khowai PS	Murder	Khowai PS Case No. 32/98 U/S 365/302/34 IPC and 27 Arms Act and 13 of Unlawful Activities (P) Act.	Shyamapada Bhattacharjee S/O Lt. Hiranmoy Bhattacharjee of Bordowali PS KHW.						1			1
67,	do	do	Khowai PS Case No. 38/98 U/S 448/302/34 IPC	Mihir Nath Sarma S/O Lt. Sambhu Nath Sarma of Durganagar PS KHW.						3			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68.	Khowai Sub-Div. Khowai PS	Murder	Khowai PS Case No. 47/98 U/S 302/34 IPC	Asit Kumar Debbarma S/O Brajendra D/Barma of Dapador Bari PS KHW	—	—	—	—	—	2	—	—	—
69.	do	Do	KHW PS Case No. 51/90 U/S 302/34 IPC and 27 Arms Act and 13 of U ; A. P Act.	Dilip Debbarma S/O Lt. Sachi Kanta Debbarma of Block Chowmoni bari PS KHW	—	—	—	—	—	—	—	—	1
70.	do	do	KHW PS Case No. 52/99 U/S. 302/34 IPC 27 Arms Act and 13 of U. A. P Act.	Sanjib Debbarma S/O Upendra D/Barma of Dhakhal Singh bari PS KHW.	—	—	—	—	—	—	—	—	1
				Hridya D/Barma S/O Sri Paritosh D/Barma of Behala Hari bari PS KHW	—	—	—	—	—	—	—	—	1
71.	do	Kidnapping	KHO PS Case No. 28/88 U/S 365 IPC 27 Arms Act.	Shokan Das S/O Rakhal Das of Ban Bazar PS KHW	—	—	1	1	—	—	—	1	—
72.	do	do	KHW PS Case No. 31/98 U/S 365 IPC 27 Arms Act.	Mintu Deb S/O Lt. Sunil Deb of Kripai Howar PS KHW	—	—	1	1	—	—	—	—	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73.	do	do	KHW PS Case No. 56/98 U/S 1498/365 IPC 27 Arms Act	Bijoy Debroy S/O Sri Bindhu Bhushan Debroy of Champu Basti (Assarambari) PS KHW.	—	—	1	—	1	—	—	—	1
74.	do	Kidnaping Women	KHW P.S Case No· 60/99 U/S 366/	Apshara Sinha D/O Joy Kr Sinha of Gournagar PS KHW	—	—	1	1	—	3	—	—	1
75.	Teliamura	Murder	TLM PS Case No. 25/98 U/S 302	Sanjit Debnath of Netajinagar PS TLM	—	—	—	—	—	1	—	—	1
76.	do	Kidnapping PS	TLM PS Case No. 21/98 U/S 365 IPC Arms Act.	Sumitra Saha of Hariram Sardar Para PS TLM	—	—	1	1	—	—	—	—	1
77.	do	do	TLM PS Casc 22/98 U/S 365 IPC Arms Act.	1) Narayan Chakraborty S/O Manmohan Chakraborty Shibnagar PS East Agt. 2) Swapan Munshi 3) Sibsatav Malakar S/O Sukhendu Malakar of Chenai Hari 4) Bijon Sutradhar S/O Ananda Sutradhar of Dhaleswar									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
				5) Kalidas Deb S/O Banka Bihari Deb of Shekerkote 6) Bachu Lal Sarkar S/O Amrit Sarkar of Jogendranagar 7) Kamal Das S/O Gopal Das of Badharghat 8) Ashok Nath S/O Amin of Ci ailengta T. K.			8		8					
78.	do	Torture up on women	TLM PS Case No. 34/98 U/S 498(A) IPC	Shuili Chakraborty W/O Pradip Kr. Barman of Shanti Nagar PS TLM	—	—	—	—	—	—	4	—	—	1
79.	do	Rape	TLM PS Case No. 35/98 U/S 493/376 IPC.	Saraswati Bhowmik D/O Gouranga Bhowmik of Lembuchara P.S TLM	—	—	—	—	—	1	—		—	1
80.	Sub-Division Khowai Kalyanpur PS	Murdar	KLN PS Case No. 13/98 U/S 302 IPC	Budha Kumar Debbarma S/O Lt Basuram D/Barma of Mura bari PS KLM	—	—	—	—	—	1	—		—	1

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81.	do	do	KLN PS Case No. 14/98 U/S 148/149/ 302/307/326/427/379 IPC 27 Arms Act and 13 U. A. P. Act	1) H/C Charlesh Murlur 2) R/M Kabir Roy. 3) R/M Tapan Bhowmik all of TSR 2nd Bn E. Co. Ampura	—	—	—	—	—	2	— 2	—	2
82.	do	do	KLN PS Case No. U/S 148/149/302 IPC	Hari Charan Biswas of Uttar Maharanipur Bahadur Choudhury Para	—	—	—	—	—	2	—	—	1
83.	do	do	KLN PS Case No. 29/98 U/S 342/326/ 34/302 IPC	Smti Bani Das W/O Sri Haripada Das of Amar Coloney PS KLN	—	—	—	—	—	4	—	—	1
84.	do	do	KLN PS Case No. 36/98 U/S 302/365 IPC and 27 Arms Act	1) Mrinal Kanti Debbarma S/O Brajendra D/Barma of Kumar Sadhu Para PS KLN	—	—	—	—	—	—	—	—	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85.	do	do	KLN PS Case No. 39/98 U/S 302 IPC	1) Dhanya Laxmi Debbarma W/O Usha Ranjan D/B. Sham Bahadur Para PS. KLN 2) Budha Laxmi Debbarma W/O Aswani Debbarma of Do PS. Do	—	—	—	—	—	—	—	—	1
86.	do	do	KLN PS Case No. 41/98 U/S 302/326/357 IPC and 27 A. Act/ 73 of U.A.P. Act	1) Mukesh Debbarma S/O Shamburam Debbarma 2) Sumendra Debbarma S/O Mangal Debbarma 3) Surja Debbama S/O Louha Kr. Debbarma all of under KLN PS	—	—	—	—	—	—	—	—	1
97.	do	Kidnapping	KLN PS Case No. 21/98 U/S 447/365 IPC and 13 of U. A. P. Act.	Bivash Debbarma S/O Harendra Debbarma of Dulalia Bari PS KLN	—	—	—	—	—	1	—	—	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88.	do	Torture	KLN PS Case No. 23/98 U/S 498 (A) IPC	Shosam Nama Das W/O Bhuban Nama Das of Tutabari PS KLN	—	—	—	—	—	4	—	—	1
89.	do	do	KLN PS Case No. 30/98 U/S 498 (A) 495/ 506 IPC and 3/4 Dowry of Prohivition Act.	Archana Sarkar W/O Lilu Sarkar of Ghilatali PS KLN	—	—	—	—	—	6	—	—	1
90.	do	Rape	KLN PS Case No. 33/98U/S 376 IPC	Jharna Sarkar D/O Manmohan Sarkar of Kamal Nagar PS KLN	—	—	—	—	—	1	—	—	1
91.	do	Dacoity	KLN PS Case No. 17/98 U/S 398 IPC	Brajendra Debbarma S/O Ananda Debbarma of Kalikrishna Para PS KNL	—	—	—	—	—	—	—	—	1
92.	Sonamura Sub-Division Sonamura PS	Tortue	SNM PS Case No. 37/98 U/S 498 (A)/ 325 IPC	Dipu Ghosh W/O Uttam Ghosh of Thakur mura PS SNM.	—	—	—	—	1	3	1	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93.	do	Rape	SNM PS Case No. 36/98 U/S 493/376/ 417/315/509 IPC	Khoki Das D/O Sri Balaram Das of Kalamkhot PS SNM	—	—	—	—	—	4	—	—	1
94.	do	do	SNM PS Case No. 39/98 U/S 376/511/ 325 IPC	Smti Anuara Khatoon D/O Muktar Hoshen of Srimantapur PS SNM	—	—	—	—	—	1	—	—	1
95.	do	do	SNM PS Case No. 44/98 U/S 366/376 IPC	Subhadra Das D/O Gouranga Das of Rabindranagar PS SNM	—	—	—	—	—	2	—	—	1
96.	do	do	SNM PS Case No. 47/98 U/S 376 IPC	Pinki Debnath D/O Khitish Debnath of Rabindra Nagar PS SNM	—	—	—	—	—	1	—	—	1
97.	Sub-Div. SNM Sonamura PS	Dacoity	Sonamura PS Case No. 49/98 U/S 395/ 397 IPC 27 Arms Act.	1) Ali Miah S/O Samed ali of Barpathar PS SNM	Rs 20,000/			Nil		3			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98.	Melagarh PS	Torture upon women	Malagarh PS Case No. 12/98 U/S (A) IPC	Selina Khatoon W/O Idresh Miah of Indira-Nagar PS Melagarh.							4		
99.	do	do	Melagarh PS Case No. 13/98 U/S 498 (A)/34 IPC	Swapna Debnath W/O Joydeb Dabnath of Bantamura.							3	1	
100.	do	Dacoity	Melagarh PS Case No. 22/98 U/S 395/ 39'/396 IPC	Upendra Das S/O Lt Sashi Kumar Das of Barak Mura PS Melagarh	Rs. 15,000/-		Nil						1
101.	Kamalchara PS	Torture upon women	Kamalchara PS Case No. 20/98 U/S 498 (A)/316/394/34 IPC	Laxmi Rani Karmakar W/O Laxman Karmakar of Kathaltali PS RLG.							1		1
102.	do	do	Kalamechara PS Case 32/98 U/S 498 (A)/ 325/34 IPC	Amena Bibi W/O Khalek Miah of Boxnagar PS KLC							4		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103.	do	do	Kalam Chara PS Case No. 35/98 U/S 498 (A) IPC	Parvin Akhtar D/O Abdul Gani of Putia PS KLC							1		
194.	do	Rape	Kalam Chara PS Case No. 24/98 U/S 376 IPC	Nulfa Begam D/O Lt Sonamiah of Duprinban, PS. Kalan Chara.									
105.	Jatrapur PS	O.R.M.S.	Jatrapur PS Case No. 28/98 U/S 457/354 IPC	Siddiya Khatoon W/O Abdul Ali of Himmet, PS. Jatrapur							1	1	

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

Admitted / Un-Starred Question No. 60

Name of the Member : Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to State :—

১। ১৯৯৩ ইং সনের এপ্রিল থেকে ১৯৯৮ ইং সনের ৩১শে মার্চ পর্যান্ত রাজ্যে কর্মরত আই. পি. এস. অফিসারদের বাড়িতে অবস্থিত ফোনের (এস.টি.ডি/আই.এস ডি) বিল বাবদ কত টাকা পেমেন্ট করতে হয়েছে ? (জেলা ও বছর ভিত্তিক পৃথক হিসাব)

Answer

১। গত ১-৪-৯৩ ইং হইতে ৩১-৩-৯৮ ইং পর্য্যন্ত আই.পি.এস. অফিসারদের বাড়ীতে এস টি.ডি. বাবদ মোট ১৫,৩৯,১৯২/- টাকা খরচ হয়েছে। আই এস.ডি. বাবদ কোন খরচ হয় নাই। জেলা ভিত্তিক ও বছর ভিত্তিক এস টি ডি হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

বৎসর	উত্তর জেলা	ধলাই জেলা	দক্ষিণ জেলা	পশ্চিম জেলা	মোট
১৯৯৩—৯৪	৯,০৩৬/=	———	২২,২৭২/=	১,৯৩,৪৫৪/=	২,২৪,৬৪১/=
১৯৯৪—৯৫	১৫,০৫০/=	———	———	১,৫৬,৩৫২/=	১,৭১,৪০২/=
১৯৯৫—৯৬	৩৮,৯১৯/=	১১৫/=	———	৩,২১,৮৪৪/=	৩,৬০,৮৮৮/=
১৯৯৬—৯৭	৩২,৯১১/=	৭,৩৮২/=	৩৭,২০৫/=	৩,০৩,৩৬৭/=	৩,৮০৮৭৫/=
১৯৯৭—৯৮	৫২,৯০৪/=	———	১৫,৯৭০/=	৩,৩২,৪১১/=	৪,০১,২৮৫/=
মোট	১,৪৮,৮৮০/=	৭,৪৯৭/=	৭৫,৪৪৭/=	১৩,০৭,৪০৮/=	১৫,৩৯,১৯২/=

Admitted Un-starred Question No. 63

Name of M.L.A : Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to State :—

Question

১। মোহনপুর ব্লকের অধীনে রেশনসপে কত জন করে রেশনকার্ড হোল্ডার রয়েছেন ?

২। তাদের মধ্যে বি, পি, এল, রেশনকার্ড হোল্ডার কোন রেশনসপে কত জন করে আছেন ? তাদের নাম ও ঠিকানা কি ?

Answer

১। মোহনপুর ব্লকের অধীনে কোন রেশনসপে কতজন করে রেশন কার্ড হোল্ডার রয়েছেন, তাহার বিবরণ সারণী—১ এর ৩নং স্তম্ভে দেয়া হয়েছে।

২। তাদের মধ্যে বি, পি, এল, রেশন কার্ড হোল্ডার কোন্ রেশনসপে কতজন করে আছেন, তার বিবরণ সারণী—১ এর ৪নং স্তম্ভে দেয়া হয়েছে। বি, পি, এল, রেশন কার্ড হোল্ডারদের নাম ও ঠিকানা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

সারণী

ক্রমিক নং	রেশন সপের নাম	রেশন সপে মোট রেশন কার্ড হোল্ডারের সংখ্যা	উক্ত রেশনসপে মোট রেশন কার্ড হোল্ডারের মধ্যে বি, পি, এল রেশন কার্ড হোল্ডারের সংখ্যা
১	২	৩	৪
১।	তুলাবাগান—	৬৩৬	১২০
২।	অভিচরণ—	৮২১	১৮২
৩।	লেফুংগা—	৬৩৬	১৭৮
৪।	গামছা কোবরা—	৫৩৪	১০৫
৫।	লেম্বুছড়া —	৮৯৫	১৬৬
৬।	দমদমিয়া—	৪৭৯	৯০
৭।	বাগবাড়ী—	৩১৪	৬৯
৮।	কামালঘাট-১—	৬০২	১২৬
৯।	কামালঘাট-২ —	৫১৪	১৮৭
১০।	কাঠালতলী—	৮৫১	২৩০
১১।	নৃপেন্দ্রনগর—	৬০৭	১৩৬
১২।	ফটিকছড়া—	৬২৫	১১৪
১৩।	কলকলিয়া—	৪৪৩	৯১
১৪।	ছেছরিয়া-১—	৭৮৪	১২৪
১৫।	ছেছরিয়া-২—	৭১১	১৭৪
১৬।	আমগাছিয়া—	৩৬৩	৬৭
১৭।	বিজয়নগর—	৫৬০	৯৭
১৮।	ঈশানপুর—	৪৬৭	৮৭

১	২	৩	৪
১৯।	ঈশানপুর-২—	৪০১	৯৫
২০।	জগৎপুর—	১০৫১	১৮২
২১।	তারানগর-১—	৬০৩	১২৩
২২।	তারানগর-২—	১০৩৫	১৮১
২৩।	তারানগর-৩—	১১৩	২২
২৪।	তারানগর-৪—	৫৬৭	১০৮
২৫।	তারাপুর—	৯২৯	১৮৬
২৬।	কলাগাছিয়া-১—	১৪১	১৩
২৭।	কলাগাছিয়া-২—	৫৭৪	১৩৪
২৮।	উড়াবাড়ী -	৪০২	৮২
২৯।	সোনারাম বাজার -	২৫২	৫১
৩০।	বটতলা বাজার—	৪৮৫	১০৯
৩১।	থেচুকলাম্প্রা—	৩৩২	৭৫
৩২।	ডুমরাইকড়ি—	৪৩৯	১৮০
৩৩	হাজামারা—	৫৫২	২২৫
৩৪	সুবলসিং—	২৩৭	১১৪
৩৫।	সুরেন্দ্রনগর --	৪৫৩	১৬০
৩৬।	মুড়বাড়ী --	৩২৯	১২৩
৩৭	চেচাবাড়ী—	৩০৮	৬৩
৩৮।	সুনাইজলা—	৭০০	২২০
৩৯।	চাচুবাজার-১---	৭৬৫	২৩১
৪০।	চাচুবাজার-২—	৪৬৯	৭৮
৪১।	সুনাইবাজার—	৩৬৫	১৫১
৪২।	সিমনাছড়া—	৬৬০	১৪৭
৪৩।	দাউধারমি—	৫৬২	২৫৮
৪৪।	কাতলামারা—	৮৫৭	১৫৪
৪৫।	মনতলা-১—	৩৪৭	৮০
৪৬।	মনতলা-২—	৩৯৩	৭৯

১	২	৩	৪
৪৭।	দিঘালিয়া—	৭১১	১১৯
৪৮।	বড়কাঠাল—	৬৫২	১২৩
৪৯।	সুন্দরটিলা—	৬৬২	১৪০
৫০।	চন্দ্রপুর—	৭১৫	১৪০
৫১।	ইন্দ্রনগর-১—	৭৪৩	১৩৯
৫২।	ইন্দ্রনগর-২—	৪৩৪	৫৭
৫৩।	ইন্দ্রনগর-৩—	৫৮৭	১০৮
৫৪।	নন্দননগর-১—	৩৬৫	৫৮
৫৫।	চাঁদমারি—	৬০৮	১৬৬
৫৬।	নানিমুড়া—	১৭৯	৭০
৫৭।	গান্ধীগ্রাম-১—	৬৬১	১২৮
৫৮।	গান্ধীগ্রাম-২—	৬৬৭	৯৫
৫৯।	উত্তর রামনগর—	৭১৬	১৫৯
৬০।	ভেবারিয়া—	১০৯২	২১১
৬১।	বামুটিয়া—	১০৫৯	২২২
৬২।	রাঙ্গুটিয়া —	৮৫৯	১৫৩
৬৩।	নরসিংগড়—	১১৪১	২৩৯
৬৪।	এয়ারপোর্ট-(12-বি)—	৩০৬	নাই
৬৫।	উষাবাজার-১—	৩৮০	১০৬
৬৬।	উষাবাজার-২—	৭২৭	১৭৮
৬৭।	উষাবাজার-৩—	৫৫৬	৭৬
৬৮।	লঙ্কামুড়া-১—	৪৭৪	৮২
৬৯।	লঙ্কামুড়া-২—	৭১১	১৬১
৭০।	চান্দিনামুড়া—	৪২৮	১০২
৭১।	ভাটি অভয়নগর—	৫০৪	৯১
৭২।	নূতননগর-১—	৭৮৯	১৭৫
৭৩।	নূতননগর-২ -	১০১৪	১৮৩
৭৪।	পশ্চিম ভূবনবন-১—	৫০০	৯১

১	২	৩	৪
৭৫।	পশ্চিম ভূবনবন-২—	৫৪৯	৭১
৭৬।	দুর্জয় নগর—	৫৭০	৬৬
৭৭।	মধ্য ভূবনবন-১—	৩৭৯	৫৯
৭৮।	মধ্য ভূবনবন-২—	২৭৭	৬৫
৭৯।	গোর্খাবস্তী—	৫৮৭	১১৪
	সর্ব মোট=	৪৬,২১১	৯,৮১৯

Admitted Un-starred Question No. 65

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Ministsr-in-Charge of the Law Department be pleased to state :—

Questions

১। ৩য় বামফ্রন্ট ও ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে আজ পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে আদালতের নিকট দ্বিতীয় বিবাহের ব্যাপারে কয়টি মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব) এবং

২। এর মধ্যে কয়টি মোকদ্দমা অদ্য পর্য্যন্ত চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়াছে, (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব) ?

Answers

১। ৩য় ও ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে দ্বিতীয় বিবাহের ব্যাপারে মোট ৫৭টি মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

পশ্চিম ত্রিপুরা : সদর আগরতলা—২০টি, খোয়াই—২টি, সোনামুড়া—৪টি | মোট—২৬টি।

দক্ষিণ ত্রিপুরা : মোট—১৯টি (মহকুমাভিত্তিক হিসাব পাওয়া যায় নাই)।

উত্তর ত্রিপুরা : কৈলাশহর—১০টি, ধর্মনগর—নাই, কমলপুর— ২টি | মোট—১২টি

২। এর মধ্যে মোট ৪০টি মোকদ্দমা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়েছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :

পশ্চিম ত্রিপুরা : সদর আগরতলা—১২টি, খোয়াই— ২টি, সোনামুড়া— ২টি | মোট—১৬টি

দক্ষিণ ত্রিপুরা : মোট—১৬টি (মহকুমাভিত্তিক হিসাব পাওয়া যায় নাই)

উত্তর ত্রিপুরা : কৈলাশহর— ৮টি
ধর্মনগর—নাই মোট— ৮টি
কমলপুর—নাই

Admitted Un-starred Question No 67.

Name of the Member: Shri Rabindra Deb Barma,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

১। গত ১লা মার্চ ১৯৯৮ ইং হইতে ৩০শে জুন ১৯৯৮ ইং পর্যান্ত সারা রাজ্যে কয়টি উগ্রপন্থী আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে; এবং

২। এই আক্রমণের ফলে কতজন খুন ও আহত হয়েছে, (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব) এবং

৩। গত ১লা জানুয়ারী ১৯৯৮ ইং হইতে ৩০শে জুন পর্যান্ত রাজ্যে কতজন অপহৃত হয়েছে ?

Answer

২। —তথ্য সংগ্রহাধীন

Admitted Un-starred Question No. 69.

Name of M.L A : Shri Rabindra Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to State :--

Question

১। ত্রিপুরা রাজ্যে ১৫, ৭, ৯৮ ইং পর্য্যন্ত কয়টি রেশনশপের দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে ?

২। যে সমস্ত রেশনশপ ডিলারের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া গেছে তাদের বিরুদ্ধে কি শাস্তির ব্যবস্থা রাজ্য সরকার নিয়েছেন ?

Answer

১ ৭৬ টি ।

২। যে সমস্ত ডিলারের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ও দুর্নিতির অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে তাদের রেশনশপের ডিলারশীপ বাতিল করা হয়েছে। আর যাহাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এসেছে, কিন্তু চুড়ান্ত

তদন্ত সাপেক্ষে তাদের ডিলারশীপ সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে E.C.Act অনুযায়ী F I R করা হয়েছে এবং Deparmental Action Process করা হয়েছে।

Admitted Un-stared Question No. 75.

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Law Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। তৃতীয় বামফ্রন্টের শাসনকালে সারা রাজ্যে কয়টি বিবাহ বিচ্ছেদের মোকদ্দমা আদালতে দায়ের করা হয়েছে, (মহকুমাভিত্তিক হিসাব) (স্বামী কর্তৃক কয়টি এবং স্ত্রী কর্তৃক কয়টি—আলাদা আলাদা হিসাব)।

২। ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে গত ১০ই এপ্রিল, ৯৮ ইং হইতে অদ্য পর্যন্ত সারা রাজ্যে কয়টি বিবাহ বিচ্ছেদের মোকদ্দমা আদালতে দায়ের আছে। (স্বামী কর্তৃক কয়টি এবং স্ত্রী কর্তৃক কয়টি আলাদা আলাদা মহকুমাভিত্তিক হিসাব)

৩। দায়ের করা মোকদ্দমার মধ্যে কয়টি মোকদ্দমার অদ্য পর্যান্ত চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়েছে? (মহকুমাভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর

১। তৃতীয় বামফ্রন্টের শাসনকালে সারা রাজ্যে মোট ৪৬৪ টি বিবাহ বিচ্ছেদের মোকদ্দমা দায়ের করা হযেছে।

দায়ের করা মোকদ্দমার মহকুমাভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ.

জেলা	মহকুমা	স্বামীকর্তৃক	স্ত্রীকর্তৃক	যুগ্মভাবে	মোট সংখ্যা
পশ্চিম জেলা	×	২১৩টি	১১১টি	×	৩৩৪টি
	(মহকুমাভিত্তিক হিসাব পাওয়া যায়নি)				
দক্ষিণ জেলা—১)	উদয়পুর —	১০টি	১৮টি	×	২৮টি
২)	বিলোনীয়া—	২২টি	১০টি	১৮টি	৫০টি
৩)	সাব্রুম—	×	১টি	×	১টি
৪)	অমরপুর —	×	×	×	×
উত্তর জেলা—১)	কৈলাসহর—	১৪টি	১০টি	৭টি	৩১টি
২).	ধর্মনগর —	১৩টি	৯টি	৪টি	২৬টি
৩)	কমলপুর—	×	×	×	×

২। ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে ১০ই এপ্রিল ৯৮ ইং তারিখ থেকে মোট ৪৯টি মোকদ্দমা আদালতে দায়ের করা হয়েছে।

মহকুমাভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :

জেলা	মহকুমা	স্বামীকর্তৃক	স্ত্রীকর্তৃক	যুগ্মভাবে	মোটসংখ্যা
পশ্চিম জেলা	×	২১টি	৯টি	×	৩০টি।
(মহকুমাভিত্তিক হিসাব পাওয়া যায়নি)					
দক্ষিণ জেলা—১)	উদয়পুর—	১টি	৬টি	×	৭টি।
২)	বিলোনীয়া—	১টি	২টি	×	৩টি।
৩)	সাব্রুম—	×	×	×	×
৪)	অমরপুর—	×	×	×	×
উত্তর জেলা—১)	কৈলাশহর—	৬টি	×	×	৬টি।
২)	ধর্মনগর—	১টি	২টি	×	৩টি।
৩)	কমলপুর—	×	×	×	+

এছাড়াও গৌহাটি হাইকোর্টের আগরতলা বেঞ্চে মোট ৮টি বিবাহ বিচ্ছেদের মোকদ্দমা চলছে।

৩। দায়ের করা বিবাহ বিচ্ছেদ মোকদ্দমার মধ্যে আজ পর্যান্ত মোট ১৫২টি মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়েছে।

মহকুমাভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :

জেলা	মহকুমা	সংখ্যা
পশ্চিম জেলা	১৫০টি নিষ্পত্তি হয়েছে, তবে মহকুমা ভিত্তিক হিসাব পাওয়া যায় নি।	
দক্ষিণ জেলা—১)	উদয়পুর—	২৬টি।
২)	বিলোনীয়া—	৪৭টি।
৩)	সাব্রুম—	১টি।
৪)	অমরপুর—	×
উত্তর জেলা—১)	কৈলাশহর—	১৫টি।
২)	ধর্মনগর—	১৩টি।
৩)	কমলপুর—	×

(Questions and Answers)

Admitted Un-starred Question No. 76.

Name of the Member : Shri Ratan Lal Nath,

Will the Hon'ble Minisier-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

Question

১। ৩য় বামফ্রন্ট শাসনকালে সারা রাজ্যে কয়টি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে (থানাভিত্তিক হিসাব)

২। ৪র্থ বামফ্রন্টের শাসনকালে গত ১০ই এপ্রিল, ৯৮ ইং তারিখ হইতে ১৮/৭/৯৮ ইং পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে কয়টি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে ? (থানাভিত্তিক হিসাব)

Answer

১। উক্ত সময়ে সারা রাজ্যে মোট ৪১২৯ টি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। থানা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :

১।	পশ্চিম আগরতলা—	৪৭৭
২।	পূর্ব আগরতলা—	২২৮
৩।	জিরানীয়া—	২২১
৪।	বিশালগড়—	৩২৪
৫।	আমতলী—	২১৮
৬।	টাকারজলা—	৪৭
৭।	সিধাই—	১৩১
৮।	এয়ারপোর্ট—	১০২
৯।	খোয়াই—	৪০
১০।	তেলিয়ামুড়া—	১৩৯
১১।	কল্যাণপুর—	১০০
১২।	সোনামুড়া—	১১৬
১৩।	মেলাঘর—	৮৯
১৪।	কলমছড়া—	৫৯
১৫।	যাত্রাপুর—	৪২
১৬।	কৈলাশহর—	১৭৩
১৭।	ফটিকরায়—	৬৮
১৮।	ধর্মনগর—	২১৪

১৯।	চুড়াইবাড়ী—	৫৪
২০।	পানীসাগর—	১০৭
২১।	কাঞ্চনপুর—	৬০
২২।	পেচারথল—	২৯
২৩।	দামছড়া—	৫
২৪।	ভাংমুন —	৪
২৫।	ছামনু—	১৪
২৬।	গণ্ডাছড়া	২৫
২৭।	রইস্যাবাড়ী —	৩
২৮।	মনু —	৬২
২৯।	গঙ্গানগর—	২
৩০।	সালেমা—	৪৪
৩১।	আমবাসা—	৬৩
৩২।	কমলপুর—	১৪৩
৩৩।	আর. কে. পুর—	২৮০
৩৪।	কিল্লা—	৭
৩৫।	শান্তির বাজার—	৪৮
৩৬।	বাইখোড়া—	৭৮
৩৭।	মনুবাজার—	৩৬
৩৮।	সাব্রুম—	৫৩
৩৯।	বিলোনীয়া—	১৫৯
৪০।	পি. আর. বাড়ী—	৬৬
৪১।	বীরগঞ্জ—	৩৬
৪২।	মাতাবাড়ী -	৪৫
৪৩।	অম্পি—	৮
৪৪।	তৈদু—	৭

২। গত ১০-৪-৯৮ ইং হইতে ১৮-৭-৯৮ ইং পর্য্যন্ত মোট ৩৭৯ টি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে থানাভিত্তিক হিসাব ঃ

১।	পূর্ব আগরতলা—	৪১

২।	পশ্চিম আগরতলা—	১১
৩।	জিরানীয়া—	১২
৪।	বিশালগড় –	৪২
৫।	আমতলী—	১২
৬।	টাকারজলা—	৪
৭।	সিধাই—	১৪
৮।	এয়ারপোর্ট—	৬
৯।	খোয়াই—	২০
১০।	তেলিয়ামুড়া—	৮
১১।	কল্যাণপুর—	৪
১২।	সোনামুড়া—	৫
১৩।	মেলাঘর—	৭
১৪।		২
১৫।	বাত্রাপুর—	২
১৬।	কৈলাশহর---	১
১৭।	ফটিকরায়—	১১
১৮।	ধর্মনগর --	২৪
১৯।	চুড়াইবাড়ী—	৫
২০।	পানিসাগর—	১১
২১।	কাঞ্চনপুর—	৭
২২।	পেচারথল—	৫
২৩।	দামছড়া—	১
২৪।	ভাংমুন—	০
২৫।	ছামনু—	১
২৬।	গণ্ডাছড়া—	৩
২৭।	রইস্যাবাড়ী—	০
২৮।	মনু—	৩

২৯।	গঙ্গানগর—	০
৩০।	সালেমা—	৯
৩১।	আমবাসা—	৪
৩২।	কমলপুর—	৯
৩৩।	রাধা কিশোরপুর—	৩৪
৩৪।	কিল্লা—	৩
৩৫।	শান্তির বাজার—	৬
৩৬।	বাইখোড়া—	৯
৩৭।	মনুবাজার—	৩
৩৮।	সাব্রুম—	৬
৩৯।	বিলোনীয়া—	১৭
৪০।	পি. আর. বাড়ী—	১০
৪১।	বীরগঞ্জ—	৪
৪২।	মাতাবাড়ী—	২
৪৩।	অম্পি—	১
৪৪।	তৈদু—	০
		মোট—৩৭৯

Admitted Un-starred Question No. 77.

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Law Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ৩য় ও ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকারের শাসনকালে অদ্য পর্যন্ত সারা রাজ্যে কতজন গৃহ-বধূ নিজের ভরণ-পোষণের জন্য তার স্বামীর বিরুদ্ধে আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করেছেন, (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২। এবং উক্ত সময়ে কতজন গৃহবধূ তাঁর এবং তাঁর সন্তান-সন্ততির জন্য ভরণ-পোষণের অভিযোগ আদালতে দায়ের করেছেন, (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

৩। এর মধ্যে কয়টি আজ পর্যান্ত মোকদ্দমা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়েছে ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১।
২। তথ্য সংগ্রহাধীন
৩।

Admitted Un-starred Question No. 78.

Name of the Member: Shri Ratan Lal Nath,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

Question

১। ৩য় ও ৪র্থ বামফ্রন্ট শাসনকালে অদ্য পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে পণের জন্য গৃহ বধুর উপর অত্যাচারের ঘটনা কয়টি সংঘটিত হয়েছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২। এর মধ্যে কয়টি ঘটনা থানায় এজাহার হয়েছে, (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

Answer

১। ১০-৪-৯৩ ইং হইতে ১০-৩-৯৮ ইং পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে পণের জন্য ২৬৪ টি অভিযোগ নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং ১১-৩-৯৮ ইং থেকে ৩১-৭-৯৮ ইং পর্য্যন্ত ৩৪টি অভিযোগ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া গেল।

২। উপরোক্ত ১০-৪-৯৩ ইং থেকে ১০-৩-৯৮ ইং নথিভুক্ত ২৬৪টি অভিযোগের মধ্যে ২২৪টি অভিযোগ থানায় এজাহার করা হয়েছে এবং বাকি ৪০টি অভিযোগ সরাসরি আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে। ১১-৩-৯৮ ইং থেকে ৩১-৭-৯৮ ইং নথিভুক্ত ৩৪টি অভিযোগের মধ্যে ২২টি অভিযোগ থানায় এজাহার করা হয়েছে এবং বাকি ১২টি অভিযোগ সরাসরি আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে।

থানায় এজাহারকৃত বধু নির্যাতনের অভিযোগের মহকুমা ভিত্তিক হিসাব :

১০-৪-৯৩ ইং থেকে ১০-৩-৯৮ ইং পর্য্যন্ত

ক্রমিক নং	মহকুমার নাম	এজাহারকৃত অভিযোগের সংখ্যা
১।	সদর—	১৯
২।	বিশালগড়—	২

৩।	সোনামুড়া—	৩
৪।	খোয়াই—	২
৫।	উদয়পুর —	৩১
৬।	অমরপুর—	৮
৭।	বিলোনীয়া—	১৩
৮।	সাব্রুম—	১৫
৯।	কৈলাশহর—	৫৫
১০।	ধর্মনগর—	৪১
১১।	কাঞ্চনপুর—	৯
১২।	কমলপুর—	১৩
১৩।	লংতরাই ভ্যালী—	
		২২৪

১১-৩-৯৮ ইং থেকে ৩১-৭-৯৮ ইং পর্যান্ত

১।	সদর—	১
২।	বিশালগড়—	১
৩।	খোয়াই —	১
৪।	বিলোনীয়া—	৪
৫।	কৈলাশহর—	৯
৬।	ধর্মনগর—	৬
৭।	কাঞ্চনপুর —	২
		২১

Admitted Un-starred Question No. 79

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Ministsr-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

Question

১। ৩য় ও ৪র্থ বামফ্রন্ট শাসনকালে অদ্য পর্যান্ত বাংলাদেশ সীমান্তে যে সমস্ত পঞ্চায়েত এলাকায় গরু চুরির কারণে কৃষকরা সর্বস্বান্ত হয়েছেন তার কোন হিসাব সরকারের কাছে আছে কি না ;

২। থাকিলে পঞ্চায়েৎ ভিত্তিক হিসাব এবং

৩। এরফলে সর্বস্বান্ত কৃষকদের হালের বলদ ক্রয় করার জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

৪। থাকিলে কবে নাগাদ দেওয়া হবে?

Answer

১। কৃষকদের গরু চুরির ঘটনা থানায় লিপিবদ্ধ আছে।

২। পঞ্চায়েৎ ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :

উত্তর ত্রিপুরা জেলা

ক্রমিক নং	থানা	পঞ্চায়েতের নাম	মামলার সংখ্যা	গরুর সংখ্যা	গরু উদ্ধারের সংখ্যা	আসামী গ্রেপ্তারের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	কৈলাশহর থানা	কাছাঘাট পঞ্চায়েৎ	১	১	—	—
		ভদ্রপল্লী গাঁওসভা	২	২	—	—
		দুর্গাপুর গাঁওসভা	২	২	১	১
		ইয়াজাখার গাঁওসভা	১	১	১	১
		ইরানী গাঁওসভা	১	১	১	১
		সস্তাই গাঁওসভা	১	১	—	১
		নূরপুর গাঁওসভা	২	২	১	২
		মাগরুল গাঁওসভা	২	৪	—	২
		বীরেন্দ্রনগর গাঁওসভা	২	২	—	১
		চণ্ডীপুর গাঁওসভা	১	১	—	১
২।	চুড়াইবাড়ী থানা	বিষ্ণুপুর গাঁওসভা	২	৪	—	৪
পশ্চিম ত্রিপুরা						
৩।	এয়ারপোর্ট থানা	সিঙ্গারবিল	১	১	—	১
		পশ্চিম গান্ধীগ্রাম	১	২	—	—
		নরসিংগড়	১	৩	—	—
		নূতননগর	১	২	—	—
		বড়জলা	১	৪	—	১

		লঙ্কামুড়া	১	১	—	১
৪।	সোনামুড়া থানা	মতিনগর	১১	৪৮	২	১৮
		দুর্লভনারায়ণ	৫	৮	১	৮
		কুলুবাড়ী	১	৩	—	—
		শোভাপুর	১	৩	—	৪
		উরমাই	৩	৭	—	—
		ঠাকুরমুড়া	৬	৭	৪	২
		রাঙ্গুটিয়া	১	২	২	—
		খেদাবাড়ী	১	১	—	—
		প্রানতলী	১	১	—	১
৫।	কমলচোরা থানা	ভেলুয়ারচর	৪	১৯	১	৫
		বক্সনগর	১	১	—	১
		কলসীমুড়া	১	৪	—	—
		মাণিক্যনগর	১	৩	—	—
৬।	সিধাই থানা	পশ্চিম বামুটিয়া	১	৯	—	—
		ফটিকছড়া	১	৫	৫	—
		সাতডুবিয়া	১	৬	—	—
		কলকলিয়া	১	৭	—	—
		তারানগর	৫	১৩	—	—
		মোহনপুর	১	১	—	—
		বিজয়নগর	১	৫	—	—
		কালাছড়া	১	৩	—	—
		মনতলা	৪	১৮	৫	.
		ঈশানপুর	৫	২৭	—	—
৭।	বিশালগড় মলাই জেলা	রঘুনাথপুর	১	২	—	—
৮।	রইস্যাবাড়ী থানা	রাইমাভ্যালী	২	২	—	—

দক্ষিণ ত্রিপুরা

৯।	রাধাকিশোরপুর থানা	ডুলামুড়া	২	৩	—	—
		কালাবন	১	২	২	২
		গর্জ্জি	২	৩	—	—
		তৈনানী	২	৪	৪	২
		মহারাণী	১	২	৩	২
		হীরাপুর	৩	৬	—	—
		বাগমা	৪	৭	—	—
		দাতারাম (জুতাইবন)	৩	৫	৪	২
		হদ্রা	২	৪	—	—
	কিল্লা থানা	কে,পি,এল/মলাক্কা	২	২	০	২
১১।	বীরগঞ্জ থানা	মৈলাক/বীরগঞ্জ/বামপুর/পূর্ব্ব রাঙ্গামাটি/রাংবাং	১৯	৪০	১২	১৮
১২	নূতনবাজার থানা	ছডক্কড়িয়া/লেবাছড়া নূতনবাজার/চেলাগাং/একছাড় উত্তর	৩৫	৩৫	৮	৮
১৩।	তৈদু থানা	হীরাপুর	১	২	—	—
১৪।	সাক্রুম থানা	লুধুয়া/চাতকছড়ি/জলেফা/পূর্ব সাক্রুম/বিজয়পুর / রমেন্দ্রনগর/শিলাছড়ি	১৫	২৫	১৬	৭
১৫।	বিলোনীয়া থানা	আমজাদনগর/বল্লামুখ	২	২	—	১
১৬।	পুরাতন রাজবাড়ী থানা	পিপাড়িয়া গোলা/শ্রীরামপুর	৪	৭	৫	৪
১৭।	শান্তির বাজার থানা	লাউগাং/রাধাকিশোরগঞ্জ	৩	৪	৩	৩
১৮।	বাইখোড়া থানা	কলসী/ঠাকুরছড়া/মুহুরীপুর/রামারাইবাড়ী পিলাক/দেবদারু/লক্ষীছড়া	১৩	১৪	১৩	৮

৪র্থ বামফ্রন্ট আমল ১১-৩-৯৮ ইং হইতে ৩১-৭-৯৮ ইং পর্য্যন্ত

পশ্চিম ত্রিপুরা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	সিধাই থানা	পশ্চিম সিমলা	২	১৩	—	—

দক্ষিণ ত্রিপুরা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	রাধাকিশোরপুর থানা	বারভাইয়া/মগপুষ্করিনী/বাগমা	৩	৭	—	—
৩।	পুরাতন রাজবাড়ী থানা	রাধানগর	১	১	—	১
৪।	শান্তিরবাজার থানা	রাধাকিশোরগঞ্জ	১	৪	১	৪
৫।	নূতনবাজার থানা	একছড়ি উত্তর/চেলাগাং	৩	৫	৪	৩

৩ নং প্রশ্নের উত্তর : এরূপ কোন পরিকল্পনা আপাতত নেই।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-Starred Question No. 80

Name of the Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to State :—

Question

১। ৩য় বামফ্রন্টের শাসনকালে সারা রাজ্যে মোট কয়টি অপহরণের ঘটনা ঘটেছে, (থানা ভিত্তিক হিসাব)

২। ৪র্থ বামফ্রন্টের শাসনকালে ১০ই এপ্রিল, ৯৮ ইং সন হইতে ১৭/৭/৯৮ ইং পর্যান্ত সারা রাজ্যে মোট কয়টি অপহরণের ঘটনা ঘটেছে ? (থানা ভিত্তিক হিসাব)

Answer

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর নিম্নে তালিকা আছে

১

তথ্য সংগ্রহাধীন

২।

(Questions and Answers)

Admitted Un-Starred Question No. 81

Name of the Member : Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to State :—

Question

১। ৩য় বামফ্রন্টের শাসনকালে সারা রাজ্যে মোট কয়টি খুন হয়েছে ? (উগ্রপন্থীদের দ্বারা খুন, অন্যান্য খুন সব মিলিয়ে থানা ভিত্তিক হিসাব)

২। ৪র্থ বামফ্রন্টের সময়ে ১০ এপ্রিল, ৯৮ ইং সন হইতে ১৭/৭/৯৮ ইং পর্যান্ত মোট কয়টি সারা রাজ্যে খুন হয়েছে ? (উগ্রপন্থীদের দ্বারা খুন এবং অন্যান্য সব খুন মিলিয়ে থানা ভিত্তিক হিসাব)

৩। ১য় প্রশ্নের ক্ষেত্রে কয়টি ঘটনায় পুলিশ অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে কোর্টে পাঠাতে সক্ষম হয়েছে ?

Answer

১। ১০/৪/৯৩ ইং হইতে ১০/৩/৯৮ ইং পর্যান্ত সারা রাজ্যে উগ্রপন্থীদের দ্বারা খুন ও অন্যান্য সব মিলিয়ে খুন হয়েছে মোট ১৫৩৮ টি। থানা ভিত্তিক হিসাব এইরূপ :—

থানার নাম	উগ্রপন্থী দ্বারা খুন	অন্যান্য খুন
১	২	৩
১। পশ্চিম আগরতলা—	১	৫৮
২। পূর্ব আগরতলা—	—	৪৪
৩। জিরানীয়া—	৪৪	৫০
৪। বিশালগড়—	১	৬০
৫। আমতলী—	—	৩৯
৬। টাকারজলা—	১৩	২০
৭। সিধাই—	১৬	৪৬
৮। এয়ারপোর্ট—	—	১৫
৯। খোয়াই—	১৭	৬৮

১০।	তেলিয়ামুড়া—	১৫	৫৭
১১।	কল্যাণপুর —	৯	৪৪
১২।	সোনামুড়া—	—	১৬
১৩।	মেলাঘর—	—	১৫
১৪।	যাত্রাপুর -	—	৫
১৫।	কলমচোরা—	—	৯
১৬।	আমবাসা—	১২	১৫
১৭।	সালেমা	১৯	১৮
১৮।	কমলপুর—	৩	২৫
১৯।	মনু—	৩৫	১৪
২০।	ছামনু—	২০	১৪
২১।	গঙ্গানগর—	৯	১
২২।	গণ্ডাছড়া —	১৩	২
২৩।	রইস্যাবাড়ী—	৯	৬
২৪।	কৈলাশহর —	—	৪১
২৫।	ফটিকরায়—	৯	২১
২৬।	ধর্মনগর—	—	১০
২৭।	চোড়াইবাড়ী —	·	১৫
২৮।	পানিসাগর—	—	১০
২৯।	কাঞ্চনপুর—	৫	২৫
৩০।	পেচারথল —	—	৭
৩১।	দামছড়া —	—	৩
৩২।	ভাংমুন—	—	২
৩৩।	আর. কে. পুর —	১৪	১৫
৩৪।	কিল্লা—	১০	১০
৩৫।	বাইখোড়া —	৩	১১
৩৬।	শান্তিরবাজার—	২	১৭
৩৭।	মনু বাজার —	—	১৮
৩৮।	সাব্রুম—	—	১৮

৩৯।	বিলোনীয়া—	—	২০
৪০।	পি. আর. বাড়ী—	—	৮
৪১।	বীরগঞ্জ —	২১	৫
৪২।	নূতন বাজার—	১৪	১২
৪৩।	অম্পি -	১৬	—
৪৪।	বৈষ্ণু—	১৬	—

২। ৪র্থ বামফ্রন্টের সময়ে ১০-৪-৯৮ ইং হইতে১৭-৭-৯৮ ইং পর্যন্ত মোট ১০২টি খুন হয়েছে উগ্রপন্থী দ্বারা খুন এবং অন্যান্য খুন মিলিয়ে থানা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :

থানার নাম	উগ্রপন্থীদ্বারা খুন	অন্যান্য খুন
১	২	৩
১। পশ্চিম আগরতলা	১	২
২। পূর্ব আগরতলা—	—	৩
৩। জিরানীয়া—	২	২
৪। বিশালগড়—	—	২
৫। আমতলী—	—	৫
৬। টাকারজলা—	১	২
৭। সিধাই—	২	—
৮। এয়ারপোর্ট—	—	২
৯। খোয়াই—	২	৩
১০। তেলিয়ামুড়া—	—	৩
১১। কল্যাণপুর—	১	৩
১২। সোনামুড়া—	—	—
১৩। মেলাঘর—	—	১
১৪। যাত্রাপুর—	—	—
১৫। কলমচোরা—	—	—
১৬। আমবাসা—	১	—
১৭। সালেমা—	—	১

১৮।	কমলপুর—	১	২
১৯।	মনু—	—	২
২০।	ছামনু—	—	১
২১।	গংগানগর—	—	১
২২।	গণ্ডাছড়া—	—	১
২৩।	রইস্যাবাড়ী—	—	১
২৪।	কৈলাশহর—	—	৩
২৫।	ফটিকরায়—	—	১
২৬।	ধর্মনগর—	—	—
২৭।	চোরাইবাড়ী—	—	৫
২৮।	পানিসাগর—	—	১
২৯।	কাঞ্চনপুর—	—	৪
৩০।	পেচারথল—	—	২
৩১।	দামছড়া—	—	১
৩২।	ভাংমুন—	—	—
৩৩।	রাধাকিশোরপুর—	১	১
৩৪।	কিল্লা—	১	১
৩৫।	বাইখোড়া—	১	১
৩৬।	শান্তিরবাজার—	—	৩
৩৭।	মনুবাজার—	—	—
৩৮।	সাব্রুম—		২
৩৯।	পি, আর, বাড়ী—	—	১
৪০।	বিলোনীয়া—	--	১
৪১।	বীরগঞ্জ—	১	—
৪২।	নতুন বাজার—	—	—
৪৩।	অম্পি—	১	—
৪৪।	তৈদু—	১	২

৩। দ্বিতীয় প্রশ্নের ক্ষেত্রে মোট ৮৪টি ঘটনার মধ্যে ৫১টি ঘটনায় পুলিশ ৭৪ জন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে কোর্টে পাঠাতে সক্ষম হয়েছে।

(Questions and Answers)

Admitted Un-Starred Question No. 82.

Name of the Member : Shri Ratan Lal Nath,

Will the Hon'ble Minisier-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

Question

১। ৩য় বামফ্রন্টের শাসনকালে সারা রাজ্যে মোট কয়টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে, (থানা ভিত্তিক হিসাব)

২। ৪র্থ বামফ্রন্টের সময়ে ১০ই এপ্রিল, ৯৮ ইং সন হইতে ১৭ জুলাই ১৯৯৮ ইং পর্যন্ত কয়টি ধর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, (থানা ভিত্তিক হিসাব)

৩। ২য় প্রশ্নের ক্ষেত্রে কয়টি ধর্ষণের মামলায় অপরাধীদের পুলিশ গ্রেপ্তার করে কোর্টে পাঠাতে সক্ষম হয়েছে ?

Answer

১ম ও ২য় প্রশ্নের উত্তর :

১০-৪-৯৩ ইং হইতে ১০-৩-৯৮ ইং পর্যান্ত মোট ৩৮৯টি ঘটনার থানা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :

১১-৩-৯৮ ইং হইতে ১৭-৭-৯৮ ইং পর্য্যন্ত মোট ৩৭ ঘটনার থানা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

১	২	৩
১। কৈলাশহর থানা	৩৭	৪
২। ফটিকরায় ,,	৭	১
৩। ধর্মনগর ,,	৮	০
৪। পানিসাগর ,,	৩	০
৫। কাঞ্চনপুর ,,	৬	৩
৬। পেচারথল ,,	৪	০
৭। দামছড়া ,,	২	২
৮। ডাংমুন ,,	০	০

৯।	চুড়াইবাড়ী ,,	২০	২
১০।	আমবাসা ,,	৯	০
১১।	সালেমা ,,	৩	১
১২।	কমলপুর ,,	৬	০
১৩।	মনু ,,	৯	০
১৪।	ছামনু ,,	২	১
১৫।	গণ্ডাছড়া ,,	১	০
১৬।	গঙ্গানগর ,,	১	০
১৭।	রইস্যাবাড়ী ,,	২	১
১৮।	আর.কে.পুর ,,	২১	১
১৯।	কিল্লা ,,	১	০
২০।	বিলোনীয়া ,,	৩০	৩
২১।	পি.আর.বাড়ী ,,	৯	১
২২।	শান্তিরবাজার ,,	৮	১
২৩।	বাইখোড়া ,,	২২	০
২৪।	সাব্রুম ,,	১২	২
২৫।	মনুবাজার ,,	৮	২
২৬।	বীরগঞ্জ ,,	৭	০
২৭।	নতুনবাজার ,,	২	০
২৮।	অম্পি ,,	১	০
২৯।	তৈদু ,,	২	১
৩০।	পূর্ব আগরতলা ,,	২০	০
৩১।	পশ্চিম ,, ,,	১১	১
৩২।	জিরানীয়া ,,	১৬	১
৩৩।	বিশালগড় ,,	১২	২
৩৪।	আমতলী ,,	৬	২
৩৫।	টাকারজলা ,,	৯	০
৩৬।	সিধাই ,,	১৩	-

৩৭।	এয়ারপোর্ট ,,	৪	২
৩৮।	খোয়াই ,,	৭	•
৩৯।	তেলিয়ামুড়া ,,	৪	১
৪০।	কল্যাণপুর ,,	৫	১
৪১।	সোনামুড়া ,,	১২	২
৪২।	মেলাঘর ,,	১৩	•
৪৩।	কলমচৌড়া ,,	৫	১
৪৪।	যাত্রাপুর ,,	৫	•

৩। ২য় প্রশ্নের ক্ষেত্রে ৩৭টি ধর্ষণের মামলায় মোট ৩০ জনকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে এবং ১৯ জনকে কোর্টে পাঠিয়েছে।

Admitted Un-Starred Question No. 84.

Name of Member : Shri Rabindra Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Power Department be pleased to State :—

প্রশ্ন : (১) ১৯৯৩ ইং এর ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১ শে মার্চ ১৯৯৮ ইং পর্যান্ত আর.ই-সি স্কীমে রাজ্যে মোট কয়টি গ্রামে বিদ্যুতের লাইন পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর : (১) ১৯৯৩ ইং এর ১ লা জানুয়ারী হতে ৩১ শে মার্চ ১৯৯৮ ইং পর্যান্ত আর-ই-সি স্কীমে রাজ্যে ১৯৭১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী মোট ৪৭২টি পাড়া (হ্যামলেট) (যা ১লা এপ্রিল ১৯৯৫ ইং এর আগে গ্রাম বলে চিহ্নিত ছিল) এবং ১৯৯১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী মোট ৪৬টি গ্রামে বিদ্যুতের লাইন পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। ব্লক ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হল :

ক্রমিক সংখ্যা	ব্লকের নাম	১৯৯১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী বিদ্যুতায়িত পাড়ার (হ্যামলেটের) সংখ্যা	১৯৯১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী বিদ্যুতায়িত গ্রামের সংখ্যা
১।	পানিসাগর	—	—
২।	কাঞ্চনপুর	৩৮	৫

৩।	কুমারঘাট	৩৩	১
৪।	ছামনু	১৯	২
৫।	সালেমা	৩১	৫
৬।	ডম্বুরনগর	২	২
৭।	খোয়াই	২৯	১
৮।	তেলিয়ামুড়া	৩৬	২
৯।	জিরানীয়া	৭০	—
১০।	মোহনপুর	৩৪	৩
১১।	বিশালগড়	৪১	৩
১২।	মেলাঘর	১৪	—
১৩।	মাতাবাড়ী	৬	৩
১৪।	অমরপুর	৬১	৪
১৫।	বগাফা	৫৫	৩
১৬।	রাজনগর	৩	১
১৭।	সাঁতচান্দ	–	১১
		মোট ৪৭১	৪৬

প্রশ্ন : (২) ইহা কি সত্য যে গ্রামে বিদ্যুতের লাইন থাকা সত্বেও বিদ্যুৎ চালু না করাতে লাইন নষ্ট হচ্ছে ?

উত্তর : (২) কিছু কিছু পাড়ার (হ্যামলেটের) লাইন নানা কারণে চালু করা যায় নাই যেগুলি আংশিকভাবে নষ্ট হয়েছে।

প্রশ্ন : (৩) সত্য হলে তার কারণ কি ?

উত্তর : (৩) লাইন চালু না থাকায় ঝড় বৃষ্টি ইত্যাদির জন্য ক্ষতিগ্রস্ত লাইনের অংশ বিশেষ সময় মত মেরামত না হওয়ায় এবং অনেক ক্ষেত্রে লাইনের যন্ত্রাংশ চুরি হওয়ার ফলে এই সমস্ত লাইন আংশিকভাবে নষ্ট হয়েছে।

Admitted Un-Starred Question No. 85
Asked by Shri Rabindra Debbarma.

Will the Hon'ble Ministsr-in-Charge of the Power Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে মোট বিদ্যুতের চাহিদা কত : এবং

২। প্রতিদিন রাজ্যে কত মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় ?

৩। গত ১লা জানুয়ারী ১৯৯৩ ইং হইতে ৩০শে জুন ৯৮ ইং পর্যন্ত মোট কত ঘণ্টা রাজ্যে লোড্ শেডিং করতে হয়েছে ? (বছর ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

১। প্রতিদিন বর্তমানে রাজ্যে বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা ১১২.0 থেকে ১১৭. 0 মেগাওয়াট।

২। বর্তমানে প্রতিদিন রাজ্যে গড়ে ৫০ থেকে ৫৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়।

৩। গত ১লা জানুয়ারী ১৯৯৩ ইং হইতে ৩০শে জুন ১৯৯৮ ইং পর্য্যন্ত রাজ্যে পর্য্যায়ক্রমে সকালে অল্প সময় এবং সান্ধ্যকালীন চাহিদার সময় লোড্ শেডিং করতে হয়েছিল। ১৯৯৩-৯৫ ইং পর্য্যন্ত ভোক্তা পিছু দৈনিক গড়ে ১ (এক) ঘণ্টা থেকে ২ (দুই ঘণ্টা এবং ১৯৯৬, ১৯৯৭, ১৯৯৮ ইং দৈনিক গড়ে ৩০ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা লোড্শেডিং করতে হয়েছিল।

বছর ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া হল :

বছর	ভোক্তাপিছু লোড্শেডিং এর সময়		ভোক্তাপিছু দৈনিক লোড শেডিং-এর সময়
১৯৯৩ ইং	৬৩৫	ঘণ্টা	১ থেকে ২ ঘণ্টা
১৯৯৪ ইং	৫৫৭	,,	ঐ
১৯৯৫ ইং	৬১৩	,,	ঐ
১৯৯৬ ইং	৩২৬	,,	৩০ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা
১৯৯৭ ইং	৩৪৪	,,	ঐ
১৯৯৮ ইং	১৬১	,,	ঐ
(১লা জানুয়ারী থেকে ৩০শে জুন)	২৫৪৬	,,	

Admitted Un-Starred Question No. 86.

Name of the Member : Shri Rabindra DebBarma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to State :—

Question

১। ইহা কি সত্য যে, কিছু উগ্রপন্থী দল রাজ্য সরকারের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে,

২। যদি সত্য হয় তবে গত ১৫ই এপ্রিল ১৯৯৩ইং হইতে ১৫ই জুন ১৯৯৮ ইং পর্য্যন্ত কয়টি দলের মোট কত জন আত্মসমর্পণ করেছে, (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

৩। উগ্রপন্থী আত্মসমর্পণের রাজ্য সরকারের নীতি কি ?

Answer

১। হঁ্যা।

২। ১৫-৪-৯৩ হইতে ১৫-৬-৯৮ ইং পর্য্যন্ত মোট ৫৪৩৪ জন উগ্রপন্থী আত্মসমর্পণ করেছে। দল ভিত্তিক, ও মহকুমা ভিত্তিক হিসাব এই সঙ্গে পেশ করা হল।

৩। রাজ্য সরকার আত্ম সমর্পণের একটি নীতি নির্ধারণ করেছেন। কেবল মাত্র যাহাদের নাম Special Branch এবং Subsediary Intelligence Bureau তালিকার লিপিবদ্ধ আছে সাধারণত: তাহাদের আত্মসমর্পণ গ্রাহ্য করা হইবে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম শুধু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সরকারের বিবেচনার পর গ্রাহ্য করা হইবে।

Admitted Un-Starred Question No. 88

Name of the Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to State :—

Question

১। সারা রাজ্যে গত পাঁচ বছরে—২৭/৭/৯৮ ইং পর্য্যন্ত কয়টি যান দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটেছে (থানা ভিত্তিক হিসাব)।

২। উক্ত যান দুর্ঘটনাগুলিতে মোট কতজন হত এবং কতজন আহত হয়েছে? (থানা ভিত্তিক হিসাব)

৩। উপরিউক্ত ঘটনায় হত এবং আহত ব্যক্তিগণ সরকারী কোন আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন কিনা;

৪। পেয়ে থাকলে হত এবং আহতদের ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ কত?

Answer

১। সারা রাজ্যে গত পাঁচ বছরে ২০/৭/৯৮ ইং পর্যান্ত ২৫১৮টি যান দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটেছে। থানা ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হল।

২। উক্ত যান দুর্ঘটনাগুলিতে উক্ত সময় পর্যান্ত মোট ৭৮৫ জন হত এবং ৩৩৬৪ জন আহত হয়েছেন। থানা ভিত্তিক হিসাব ১ নং তালিকায় দেওয়া হল।

৩। যান দুর্ঘটনায় হত বা আহত ব্যক্তিদের সহায়তা দানের রাজ্য সরকারের সুনির্দিষ্ট কোন প্রকল্প চালু নেই। অন্যান্য দুর্ঘটনায় হত বা আহত হলে ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বীমা সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে (Personal Accident Insurence Social Security Scheme) এবং জাতীয় পরিবারিক সহায়তা প্রকল্পে (National Family Benelit Schcme) যান দুর্ঘটনায় হতাহত ব্যক্তির ক্ষেত্রেও উক্ত প্রকল্পে সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

৪। ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বীমা সামাজিক সুরক্ষা (PAISS) প্রকল্পে সাহায্যের পরিমাণ সর্বাধিক ৩ (তিন) হাজার টাকা। এই প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসকের প্রস্তাব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বীমা কোম্পানী সহায়তা করে থাকেন।

জাতীয় পারিবারিক সহায়তা প্রকল্পে (NFBS) সাহায্যের পরিমাণ ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা থেকে ১০ (দশ) হাজার টাকা। এই প্রকল্পে সাহায্য মঞ্জুরীর ক্ষমতা ব্লক ডেভালোপমেন্ট অফিসারদের উপর ন্যাস্ত আছে।

STATEMENT OF ROAD INCIDENT FROM THE PERIOD OF 1-1-93 To 20-7-98

Sl. No.	Name of PS		Total No. of case Registered						Total persons death and injured Death						Injured						Financial assistance
			93	94	95	96	97	98	93	94	95	96	97	98	93	94	95	96	97	98	
1.	East Agartala	PS.	48	55	50	65	85	31	12	17	14	15	15	05	50	53	68	95	124	41	Not known
2.	West Agartala	"	34	37	31	54	45	25	05	11	06	13	08	05	31	28	25	4[illegible]	41	21	"
3.	Jirania	"	27	34	37	46	39	28	08	13	14	13	16	10	21	36	27	42	42	37	"
4.	Bishalgarh	"	24	20	27	19	24	13	09	08	17	11	11	05	14	17	34	25	26	23	"
5.	Amtali	"	12	16	14	21	23	13	08	05	03	09	04	01	07	14	11	13	15	12	"
6.	Takarjala	"	01	01	04	01	01	02	01	01	—	—	01	01	—	—	06	01	—	02	"
7.	Sidhai	"	04	05	08	06	06	01	02	03	03	03	—	01	06	09	05	04	09	02	"
8.	Airport	"	16	16	15	09	10	04	06	04	09	03	06	01	10	15	12	06	06	04	"
9.	Khowai	"	03	03	08	09	16	04	01	01	08	04	01	—	03	02	08	07	20	06	"
10.	Teliamura	"	18	22	20	25	25	25	06	06	02	08	10	07	12	26	17	24	22	24	"
11.	Kalyanpur	"	02	04	03	07	08	02	—	01	—	—	01	01	02	05	06	09	12	03	"
12.	Sonamura	"	05	07	07	10	16	03	02	04	01	03	03	02	03	05	12	24	32	23	"
13.	Melagarh	"	10	13	13	20	14	06	05	07	02	01	01	01	15	45	15	28	44	42	"
14.	Kalamchara	"	02	—	02	—	03	03	02	—	—	—	—	—	—	—	04	—	06	05	"
15.	Jatrapur	"	03	02	01	03	08	06	01	02	01	03	03	01	06	03	—	11	11	11	"

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

1		2						3						4						5
16. Ambasa	"	06	04	09	14	23	07	—	02	—	02	05	03	06	02	10	14	11	04	"
17. Salema	"	05	04	06	02	06	02	02	01	02	01	01	—	13	07	11	06	04	03	"
18. Kamalpur	"	03	05	03	15	11	03	—	02	01	—	01	—	02	03	02	18	13	07	"
19. Manu	"	11	08	11	07	22	07	—	02	03	02	09	04	18	14	24	12	63	03	"
20. Chamanu	"	03	01	02	01	02	—	—	01	01	—	—	—	06	—	02	02	02	—	"
21. Ganganagar	"	01	02	—	05	—	—	—	—	—	—	—	—	04	02	—	10	—	—	"
22. Gandacharra	"	01	—	01	—	—	—	—	—	01	—	—	—	01	—	01	—	—	—	"
23 Raishyabari	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	"
24. Kailashahar	"	10	05	08	11	11	04	04	01	04	01	01	03	06	28	10	27	11	03	"
25. Fatikroy	"	12	07	10	19	15	10	06	04	02	03	05	03	16	26	07	21	25	47	"
26. Dharmanagar	"	07	06	09	09	08	05	03	03	01	—	01	02	05	03	04	05	04	22	"
27. Choribari	"	01	02	07	04	06	04	—	02	03	01	02	02	01	—	04	03	04	02	"
28. Panishagar	"	10	09	10	10	09	05	02	06	04	02	03	02	11	16	13	08	16	03	"
29. Kanchanpur.	"	04	04	01	02	01	01	02	02	01	—	01	—	02	02	—	05	—	01	"
30. Pecharthal	"	07	14	10	09	14	12	05	10	15	14	08	05	15	24	21	31	28	20	"
31. Damcharra	"	—	01	02	03	01	01	—	01	—	01	—	01	—	—	07	43	02	08	"
32. Vangmun	"	04	—	—	02	—	—	01	—	—	—	—	—	12	—	—	02	—	—	"

1		2						3						4						5
33. R. K. Pur	„	27	33	38	50	65	42	05	10	10	20	12	14	04	54	61	98	114	74	„
34. Killa	„	—	—	—	03	01	01	—	—	—	02	—	—	—	—	—	01	04	04	„
35. Santirbazar	„	07	02	08	20	11	08	03	—	05	02	15	01	01		—	01	02	03	„
36. Baikhora	„	—	01	04	04	11	02	—	—	01	02	03	—	—	03	13	10	26	09	„
37. Manubazar	„	03	03	03	04	06	02	02	01	01	02	—	—	03	04	04	05	07	04	„
38. Subroom	„	05	02	04	03	01	01	05	02	02	02	01	—	01	01	03	02	—	15	„
39. Bealonia	„	01	02	07	13	16	07	—	—	01	01	02	01	04	04	12	15	18	15	„
40. P. R. Bari	„	02	—	02	08	10	03	—	—	04	02	05	—	02	—	—	13	06	12	„
41. Birganj	„	04	05	05	04	04	02	—	02	02	03	01	—	05	17	10	12	10	02	„
42. Nutanbazar	„	01	01	02	07	—	04	—	—	—	—	—	—	02	01	02	08	—	05	„
43. Ompi	„	02	—	01	—	—	—	01	—	—	—	—	—	01	—	01	—	—	—	„
44. Taidu	„	01	—	02	03	—	02	-	—	—	—	—	01	01	—	02	03	—	09	„

Admitted Un-Starred Question No. 91

Name of the Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the "Planning and Co-ordination" Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য, "এম, পি, লোক্যাল এরিয়া ডেভেলাপমেন্ট স্কীম" চালু হওয়ার পর ত্রিপুরায় এ পর্যন্ত কত টাকা এসেছে এবং তা কিভাবে খরচ হয়েছে (অর্থ বৎসর ভিত্তিক হিসাব এবং প্রজেক্ট ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর : হ্যাঁ ইহা সত্য। "এম, পি, লোকাল এরিয়া ডেভেলাপমেন্ট স্কীম" চালু হওয়ার পর ত্রিপুরার জন্য এ পর্যন্ত ৯২১.৪১ লক্ষ টাকা এসেছে।

অর্থ বৎসর	অর্থ মঞ্জুরের পরিমাণ (লক্ষ)	প্রজেক্টের সংখ্যা	অর্থ খরচের পরিমাণ (লক্ষ)
১৯৯৩--৯৪	১৫.০০	৪	৮.৭২
১৯৯৪—৯৫	২৩৫ ৩৮	১৮৬	১৮৩.৫২
১৯৯৫—৯৬	৩৯৯.০৬	১৩০	২৩১.৫২
১৯৯৬—৯৭	২৪৭.০৭	১১৫	১৩৭.৫৯
১৯৯৭—৯৮	১৫.৯০	২	৩.০০
মোট—	৯১২.৪১	৪৩৭	৫৬৪.১২

পশ্চিম, দক্ষিণ, উত্তর এবং ধলাই জেলার প্রাপ্ত প্রজেক্টগুলোর তালিকা সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল।

২। যদি কোন কারণে অর্থ অব্যয়িত থাকে তার পরিমাণ কত?

উত্তর : অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৩৪৮.২৯ লক্ষ টাকা।

Name of MP :— Shri Sudhir Ranjan Majumder Year :—1993—94

Sl. No.	Name of Project	Approval accroded	Amount spent
	BDO. BISHALGARH :		
1.	Const. of dwelling house, dev. of existing sheds, dev. of existing tank const. of protection wall for orphen childien.	Rs. 3,72,000/-	Rs. 3,72,000/-
	1994—95		
	AGARTALA MUNICIPALITY		
1.	Sinking of 100 x 40 tube well filled with India M-II deep tube well hand pump of Hrishi Palli, Bhati Abhoynagar under Word No.-13.	Rs 34,518/-	Rs. 33,500/-
2.	Const. of Gali road at Ashram Chow. starting from the house of Sambhu Nama upto Manipuri tank Word No. 6 Group No.— 1 Rs. 1,31,410/- Group No.—II Rs. 1,07,995/- Rs. 2,39,405/-	Rs. 2,39,405/-	Rs. 2,39,405/-
3.	Improvement of road at Ramkrishna Ashram Lane at Town Boardowali, Agartala, Word No. 3 Group No.— I Rs. 1,31,049/- Group No.— II Rs. 1,31,798/- Group No.—III Rs. 1,48,209/- Rs. 4,11,056/-	Rs. 4,11,056/-	Rs. 4,11,056/-
4.	Const. of pucca ghatla near the tank of Manipuri Nat Mandir at Radhanagar.	Rs. 48,900/-	Rs. 48,900/-

1	2	3	4
5.	Impv. of Bhattapukur Bapuji Road starting from the house of Sri Himadri Saha via Bapuji School upto Kalitilla Auto Stand with pucca drain. Group— I Rs. 1,49,603/- Group—II Rs. 1,49,615/- Rs. 2,99,218/-	Rs. 2,99,218/-	Rs. 2,99,218/-
6	Sinking of 3 (three) M-II tube well at Saha para M. B tilla, Agartala.	Rs. 1,03,554/-	Rs. 1,03,554/-
7.	Impv. of road starting from Bishalgarh road near Bordowali BOC repairing of road starting from Tripura Machanical works via Janakalyan Club upto the house of Lt. Usha Sharma. Group—I . Rs. 1,49,678/- Group—II. Rs. 1,48,052/- Rs. 2,97,730/-	Rs. 2,97,730/-	Rs. 2,97,730/-
8.	Const. of road at Shibnagar from Group— I. Rs. 1,48,607/- Group— II. Rs. 1,47,437/- Group— III. Rs. 1,48,223/- Group— IV. Rs. 1,42,630/- Total Rs. 5,86,897|-	Rs. 5,86,897/-	Rs. 5,86,897/-
9.	Installation of shallow tube well at Radhanagar near the house of Sri Nani Gopal Choudhury, Manu Miah and Sri Ajit Das under Word No-12.	Rs. 16,866/-	Rs. 16,000/-
10.	Const. of Cretche Centre at Cantonment road Abhoynagar, Agartala.	Rs. 60,1000/-	Rs. 60,100/-

1	2	3	4
11.	Const. of pucca drain and dustbin at Indira palli road side of palace compound near Municipal road.	Rs. 49,900/-	Rs. 49,900/-
12.	Impv. of road at Nutan palli (East end) Krishnanagar starting from the house of Sri Pijush Sarkar upto East Bank of Judge Quarter tank (Word-2).	Rs. 2,50,000/-	Rs. 2,50,000/-
	EE, RED.		
1.	Const, of 1 Mark-II tube well at Satdubia near the house of Manindra D/Nath under Mohanpur block.	Rs. 35,440/-	Rs. 35,440/-
	DIRECTOR OF SCHOOL EDUCATION.		
1.	Repair of school building (for children) of Radhamadhab Sishu Bihar at Radhanagar, Agartala.	Rs. 60,000/-	Rs. 60,000/-
2.	Const. of building for Desh Bandhu Sishu Tirtha at Abhoynagar	Rs. 3,00,000/.	Rs. 3,00,000/-
3.	Const. of compound wall in the premises of Netaji Subhash Vidhyaniketan, Agt.	Rs. 10,00,000/-	Rs. 3,21,500/-
4.	Const. of school building for Netaji Adarsha Siksha Mandir, Agt.	Rs. 5,00,000/-	Rs. 5,00,000/-
5.	Const. of New pucca building at Rajnagar (Gandhigram) H. S. near the house of Ex-Minister Sri Prakash Ch. Das.	Rs. 2,50,000/-	Rs. 2,50,000/-
6.	Const. of cultural hall at Sakhicharan Bidhya Niketan H. S. School.	Rs. 7,00,000/-	Rs. 7,00,000/-

1	2	3	4
	EE, PWD, DIVN-III.		
1.	Const. of addl spectators gallery at South East side of M.B.B. Stadium, Agt.	Rs. 9,98,000/-	Rs. 9,98,000/-
	EE, PHE, I.		
1.	Const of Iron removal plant including installation and commissioning of Booster pump sets at Pragati School near deep tube well.	Rs. 4,25,200/-	Rs. 4,25,200/-
	EE, M. I. DIVN. I		
1.	Deep tube well / irrigation scheme at Narahinghar Bin para under Mohanpur Block.	Rs. 3,46,080/-	— —
	MD, TRPC		
1.	Const. of Lake at Re-settlement colony for ST at Paschim Takarjala Rubber Plantation.	Rs. 30,683/-	Rs. 30,683/-
2.	do—at Uttar Promodenagar Rubber Plantation Centre.	Rs. 46,364/-	Rs. 46,364/-
3,	Const. of Lake at Resettlement colony for ST at Herma	Rs. 36,707/-	Rs. 36,707/-
4.	Shiking of tube well fitted with M-II deep tube well at resettlement colony for ST at Paschim Takarjala.	Rs. 35,440/-	Rs 35,440/-
5.	—do— at Uttar Promode nagar.	Rs. 35,440/-	Rs. 35,440/-
	DY. DIRECTOR OF FISHERIES.		
1.	Const. of 1 pucca shed for fishermen at G. B. Bazar.	Rs. 2,28,000/-	Rs. 1,71,35[illegible]/-

1	2	3	4
	EE, AGARTALA DIVN. NO–IV		
1.	Impl. of road at Bordowali starting from Indira Market North side towards East near Milan Saagha.	Rs. 1,50,000/-	Rs. 1,50,000/-
	DIRECTOR OF KHADI VILLAGE INDUSTRIES BOARD.		
1.	Const. of Khadi & Village Industries complex at Agartala.	Rs. 5,00,000/-	
	BDO, MOHANPUR.		
1.	Const. of A. W. centre at Gangagatipur.	Rs, 51,420/-	
2.	do Community centre at Gangagatipur.	Rs. 35,000/-	
3.	—do— at Uttar Bijoynagar.	Rs. 35,000/-	
4.	—do— Bus shed at Kathaltali.	Rs. 50,000/-	
5.	—do— Passanger shed at Nabingar.	Rs. 50,000/-	
6.	—do— Aguniamura.	Rs. 50,000/-	
7.	—do— reading room at West Taranagar.	Rs. 44,560/-	
8.	—do— cremationus & structres on Cremation ground at Gopalnagar. T. E,	Rs. 51,420/-	
9.	—do— Foot bridge Tarasundari to Dekai Palli.	Rs. 54,000/-	
10.	—do— A. W. at Harinkhela	Rs. 57,420/-	
	Total :	Rs. 85,59,037/-	Rs. 65,94,000

1	2	3	4
	DUKLI BLOCK.		Year : 1995—96
1.	Sinking of one Mark—II tube well in the premises of "SNEHS DHAM" Siddhi Ashram, C/O, SnehamaYee Maa, Badharghat, Agt.	Rs. 50,000/-	Rs. 50,000/-
2.	Const. of Community Hall at Dukli Bazar, Agartala.	Rs. 1,00,000/-	Rs. 1,00,000/-
	MOHANPUR BLOCK.		
1.	Const. of Simna Road from Simna Colony to Katacherra at Simna Colony.	Rs. 1,50,000/-	Rs. 1,50,000/-
2.	Embankment for Agri. at Puran paddy field, Simna.	Rs. 40,000/-	Rs. 40,600/-
3.	Const. of one Yatri shed at Meghli bond Chow. Bairagipara.	Rs. 50,000/-	Rs. 50,000/-
	TELIAMURA BLOCK		
1.	Const. of community hall at Moharcherra under Teliamura Block.	Rs 50,000/-	— —
	EXECUTIVE OFFICER, KHADI & VILLAGE INDUSTRIES BOARD.		
1.	Const. Khadi & Village Industries Complex, Agt.	Rs. 5,00,000/-	— —
	DIRECTOR OF SCHOOL EDUCATION.		
1.	Const. of Ranirbazar Vidyamandir Class—XII School (School building) Ranirbazar.	Rs.10,00,000/-	Rs. 5,60,000/-
2.	Const. of Bholananda School & its boarding house, Gurkhabasti.	Rs. 2,00,000/-	Rs. 2,00,003/-

1	2	3	4
3.	Const. of Campus Hall at Ramthakur Pathsala Girls H/S School. Agt.	Rs. 4,00,000/-	Rs. 4,00,000/-
4.	Const of School building of Sankar Acharya Vidyayatan H/S school, Milan Sangha, Agt.	Rs. 3,00,000/-	Rs. 3,00,000/-
5.	Const. of Campus Hall at Bijoy Kumar H/S School, Agt.	Rs. 7,00,000/-	
6.	Const. of school building at Jitendra Kr. High School, Mohanpur under Jirania Block.	Rs. 2,50,000/-	Rs. 2,50,000/-
7.	—do— Kshetra Mohan Sr. Basic School, Agartala.	Rs. 2,00,000/-	Rs. 2,00,000/-
8.	—do— of Ramkrishna Vivekananda School, Agartala.	Rs. 3,00,000/-	Rs. 3,00,000/-
9.	—do— of Jogendranagar H/S School, Agartala.	Rs. 2,00,000/-	Rs. 2,00,000/-
10.	—do— Maa Anandamayee Ashram School Kalinari, Agt.	Rs. 2,00,000/-	
11.	—do— at Netaji Sishu Niketan, Jagaharimura.	Rs. 2,00,000/-	Rs. 2,00,000/-
12.	Const. of Campus Hall at Ramnagar Girls High School.	Rs. 3,00,000/-	Rs. 3,00,000/-
13.	—do— of Dr. B. R. Ambedkar High School	Rs. 5,00,000/-	Rs. 5,00,000/-
14.	—do— at Bishalgarh Town Girls School Jounagar.	Rs. 3,00,000/-	Rs. 3,00,000/-
15.	Const. of School building of Shibnagar High School, Radhapur.	Rs. 1,00,000/-	Rs. 1,00,000/-
16.	—do— at Prachyabharati School, Agartala.	Rs. 2,00,000/-	Rs. 2,00.000/-

1	2	3	4
	EXECUTIVE OFFICER, AGARTALA MUNICIPALITY.		
1.	For dev. of works in 17 Nos. of wards under Agt. Municipality Council @ Rs. 1·00 lacs communicated by us on receipt of the same from the MP (Rajya Sabha).	Rs. 17,00,000/-	Rs. 17,00,000/-
2.	Const. of drain at West Pratapghar residence of Sri Ranjit Das, Bordowali	Rs. 1,00,000	Rs 1,00,000/-
3.	Const. of surrounding wall of Shibnagar pond (near Gedu Mia Masjid) with bathing ghat Agt.	Rs. 2,50,000/-	Rs. 2,50,000/-
4.	Reconstruction of road & drain staring from Bishalgarh road upto Unnayan Sangha via Modern Club, Bhattapukur inpv. of Banikpara road near house of Nantu Banik.	Rs. 1,50,000/-	Rs. 1,50,000/-
5.	Const. of road & pucca drain staring from the house of Shyamal Banik and Swapan Banik near Swami Vivekananda Club, Agt.	Rs, 1,50,000/-	Rs, 1,50,000/-
6.	Providing sodium vapour lamp on the road from College starting from Saha company house to Chitta Rn. Road.	Rs. 2,09,557/-	Rs. 2,09,557/-
7.	Cons. of road and drain starting from Bhattapukur Modern Club upto Unnayan Sangha.	Rs, 3,00,000/-	Rs, 3,00,000/-
	Total—	Rs, 91,49,557/-	Rs, 72,10,000/-

1	2	3	4
	BDO JIRANIA	Year :	1996--97
1.	Earth cutting and soling of Kalikrishna Ashram road Const. of drain at Kalikrishna Ashram road, Kashipur, Agt.	Rs. 3,00,0000/-	Rs. 3,00,000/-
	BDO, MOHANPUR		
2.	Const. of community hall at West Sonatala near Taltala Iscon Mission.	Rs. 1,00,000/-	Rs. 1,00,000/-
	DIRECTOR OF SCHOOL EDUCATION TRIPURA, AGARTALA.		
3.	Const. of building for science—cum-library of Sankaracharjya Bidyayatan Class XII School at North Badharghat, Agt.	Rs. 4,00,000/-	— —
4.	Const. of school boundary wall of Sakhicharan Vidyaniketan, Agartala.	Rs. 2,00,000/-	Rs. 2,00,000/-
5.	Const. of Computer Room at Netaji Subhash Bidyaniketan, Agt	Rs. 3,00,000/-	Rs. 3,00,000/-
6.	Const. of campus hall of Bishalgarh town School, West Tripura.	Rs. 4,00,000/-	Rs. 4,00,000/-
7.	—do— Mahatma Gandhi Memorial H. S. School, Agt.	Rs. 5,00,000/-	— —
8.	Const, of School building of Budhi Saha J. B. School at Bridhanagar, Ranir Bazar.	Rs, 2,00,000/-	Rs. 2,00,000/-
9.	Const. of campus hall at Bishalgarh Class XII School, Bishalgarh.	Rs. 4,00,000/-	Rs. 4,00,000/-

1	2	3	4
10.	Const. of school building of Ramkrishna Ashram Vidhya Mandir .Gangail Road, Agt.	Rs. 2,00,000/-	Rs. 2,00,000/-
11.	Const of campus hall of Hindi H. S. School, Abhoynagar.	Rs, 2,00,000/-	Rs. 2,00,000/-
12.	Cons. of school building of Vivekananda Vidya Mandir, Pratapgarh.	Rs. 2,00,000/-	Ra. 2,00,000/-
13.	Const. of cultural hall at Sankaracharjya Bidyayatan, Agt.	Rs. 5,00,000/-	—
14	—do— of School building of Ramkrishna Aahram Bidya Mandir, Agt.	Rs. 2,00,000/-	
	EXECUTIVE OFFICER, AGRATALA MUNICIPAL COUNCIL AGARTALA.		
15.	Const. of road (matteling & carpeting ect. from Janakalyan Chowmuhani to Kalibari at Town Bardowali, Agt.	Rs. 2,00,000/-	Rs. 2,00,000/-
16.	Const. of market shed at Math Chow. Bazar Agartala.	Rs. 5,00,000/-	Rs. 2,00,000/-
17.	—do— at Durga Chow Bazar, Agt.	Rs. 3,00,000/-	Rs. 2,00,000/-
18.	Development of Children Park, Agt.	Rs. 2,00,000/-	Rs. 2,00,000/-
19.	Const. of retaining wall with pucca ghatla and drain with road at Santipara.	Rs. 9,96,665/-	Rs. 5,00,000/-
20.	Const. of road matteling & carpeting drain starting from south side of Volcan Club upto Gour Baran Sarkar house.	Rs. 2,97,000/-	
21.	Const. of drain both side of road starting from Ranjit Kr. Das, W. Pratapgarh.	Rs. 2,00,000/-	

1	2	3	4
22.	Const. matteling and carpeting of road starting from MBB Club to the house of R. C. Saha, Shibnagar.	Rs. 2,00.000/-	
23.	Const. of road pucca drain starting From Math Chow. upto Purbasha.	Rs 1,00,000/-	
24.	Earth filling at Dhaleswar (road) from Adhir D/Nath house, Agt.	Rs. 1,00,000/-	
25.	Const. of stair for uplifting in Collage road near the Qrt of Prof. Dr. L. M. Mukherjee	Rs. 53,000/-	
26.	Const. of road & drain starting from S. Dutta's house to S. Choudhury's house Millan Sangha.	Rs. 1,49,000/-	
27.	—do— from Nibedita Club to Subhash Palli, Bhattapukur.	Rs, 1,49,000/-	
28.	—do— from Janakalyan Club to Yubak Sangha, Pratapgarh.	Rs. 1,63,000/	
29.	—do— from Nava Eaika Club upto Sankar Shil's house.	Rs. 1,50,000/-	
30,	—do— from North Badharghat Swami Vivekanaada Club to house Nantu Banik	Rs. 1,50,000/-	
31.	—do— from Gadu Miah Maszid upto the house of R. Talapatra.	Rs. 2,69.000/-	
32.	—do— from the house of Manik Chow. to house of S. Chou. Milan Sangh.	Rs. 1,00,000/-	
33.	—do— from the house of S. Chakraborty upto Manasha Mistana Vhander. (Gr.-I)	Rs. 2,00,000/-	
33.	A. —do— (Gr-II)	Rs. 2,00,000/-	

1	2	3	4
	EXECUTIVE ENGINEER, M. I. DIVN. BATTALA		
34.	Sonatala lift Irrigation scheme under Purba Bamutia G/P MNP Block	Rs. 7,00,000/-	
	BDO, BISHALGARH:		
35.	Const. of Sanitary well at Konania Bzr. Kamal Sagar.	Rs. 31,000/-	
	Total :-	Rs.107,90,665/-	Rs 38,00,000/-

Name of MP :— SHRI SANTOSH MOHAN DEB YEAR :—1993—94

	DIRECTOR OF EDUCATION		
1.	Netaji Subhash Vidyaniketan, Netaji Chowmuhani, Agartala.	Rs. 3,00,000/-	Rs. 3,00,000/-
2.	Ramkrishna, Vivekananda Vidya Mandir, Dhaleswar.	Rs. 1,00,000/-	Rs. 1,00,000/-
3.	Swami Dayananda Vidyaniketan, Dhaleswar.	Rs. 1,00,000/-	Rs. 1,00,000/-
	Total—	Rs. 5,00,000/-	Rs. 5,00,000/-

Name of MP :— SHRI SANTOSH MOHAN DEB YEAR : 1994—95

	DIRECTOR OF EDUGATION		
1.	Const. of School building at Simnacherra J. B. School under Mohanpur Block.	Rs. 25,000/-	Rs. 25,000/-
2.	—do— at Tabaria H. S. in Laxmilunga G/P under Mohanpur Block.	Rs. 1,30,000/-	Rs. 1,30,000/-
3.	—do— at Durjanagar H. S. under MNP Block.	Rs. 1,50,000/-	Rs. 1,50,000/-

1	2	3	4
4.	—do— at Durga Choudhury Para H. S. under Jirania Block.	Rs. 1,00,000/-	Rs. 1,00,000/-
5.	—do— at Tulakona H. S. under Jirania Block.	Rs. 1,50,000/-	Rs. 1,50,000/-
6	—do— at Durlovnarayan H S. School uuder Melaghar Block.	Rs. 50,000/-	Rs. 50,000/-
7.	—do— at Bhati Nalchar Primary School Paschim Nalchar under Melaghar Block.	Rs. 50,000/-	Rs. 50,000/-
8.	– do— Bagabasa H S. School under Melaghar Block.	Rs. 50,000/-	Rs. 50,000/-
9.	—do— Khetra Mohan Academy S. B. School Shanti para, Agartala. :-		
a)	Const. of baranda by road GCI sheets on angle including earth filling pucca floor.	Rs. 50,000/-	Rs. 50,000/-
b)	—do— Iron gate with 2 Nos. RCC Piller.	Rs. 50.000/-	Rs. 50,000/-
10.	M.G.M. H. S. School, College tilla (Building), Agartala.	Rs. 1,00,000/-	Rs 1,00,000/-
11.	Prachya Bharati School, Dhaleswar, Agartala Building.	Rs. 1,00,000/-	Rs. 1,00,000/-
12.	Bordowali H. S. School, Agartala for const.	Rs. 1,00,000/-	Rs. 1,00,000/-
13.	Netaji Subhash Siksha Kendra, Jagaharimura, Agartala. Building.	Rs. 1,00,000/-	Rs. 1,00,000/-
14.	Const. of school building of Rabidas para J. B. School near Piyaribabus Bagan.	Rs. 2,08,8000/-	Rs. 2,08,800/-
15.	Const. of building of Sahapur J. B. School under Rabindranagar G/P.	Rs. 1,00,000/-	Rs. 1,00,000/-

1	2	3	4
16.	Const of addl. 2 rooms of Ramgamatia S. B. South School under Rangamatia G/P.	Rs. 50,000/-	Rs. 50,000/-
17.	Kenonia J. B. School under Bishalgarh I/S.	Rs. 1,00,000/-	Rs. 1,00,000/-
18.	Debipur H. S. School under Bishalgarh I/S.	Rs. 1,00,000/-	Rs. 1,00,000/-
19.	Konaban Colony J. B. School under Bishalgarh I/S.	Rs. 1,00,000/-	Rs. 1,00,0C0/-
	AGARTALA MUNICIPALITY		
1.	Arundhuti Nagar Suraj Para road No. 5 Surja Para extn. road brick solling.	Rs. 48,568/-	Rs. 48,568/-
2.	Nibedita Sangha extn. road Bhattapukur brick solling.	Rs. 49,673/-	Rs. 49673/-
3.	Kumilla Iswar Pathshala, Jakson Gate.	Rs. 2,03,524/-	Rs. 2,03,524/-
4.	Improvement of road from Gouranga Dhars house to Monoranjan Majumder house behind Govt. Press.	Rs. 82,158/-	Rs. 82,158/-
5.	Const. of Passenger's shed at different places Group— I Rs. 1,17,864/- Group --II Rs. 88,398/- Total— Rs. 2,06,262/-	Rs. 2,06,262/-	— —
6.	Const. of Pucca drain East side of Sarat pallli road Shibnagar Word No. 6.	Rs. 28,011/-	Rs. 28,011/-
7.	Const. of reading room East side of Amiya Sagar para in fron of the house of Mr B. L. Dey near Deshbandhu Club.	Rs. 40,915/-	— —
8.	Const. of semi permanent building for clinical despensery of A. D. Nagar. High School area.	Rs. 58,823/-	— —

9.	Const. of Latrine Block at Kumilla Iswar. Pathsala Jakson gate, Agartala	Rs. 36,593/-	Rs. 36,593/-
10.	Const. of approach road (Brick solling with drain) New Boys Club, Krishnangar.	Rs, 1,00,000/-	Rs. 1,00,000/-
	EE, P.W.D , DIVN.-III.		
1.	Const. of Club house at MBB Stedium Agartala. (In place of club housc.	Rs. 10,00,000/-	Rs.10,00,000/-
	EE, F. M.		
1,	Flood control bundh at Bhatamura Village under Lalsingmura G/P,	Rs, 1,10,200/-	
	EE, M, I,		
1,	Const, of irrigation chennel from Khetra Das house to Khagendra Sutradhar to 60 card under Ishanpur G/P Mohanpur block,	Rs. 25,000/-	Rs, 25,000/-
	EE, RED.		
1,	Installation of Mark—II tube well near the house of Benu Baishnab under Kumaria G/P Under Melagarh Block.	Rs, 35,4 0/-	Rs, 32,577/-
	EE. PWD, DIVN. I.		
1.	Vivek Udyan Children Park, Agartala.	Rs. 4,00,000/-	Rs. 4,00,000/-
	BDO, JAMPAIJALA.		
1.	Const. of RCC well (Sanitary well) under MP scheme of 1·20 Mtr. internal dia 1.36 Mtr. outer dia at Pal para Golaghati of Jampaijala block.	Rs. 37,215/-	Rs. 37,215/-

1	2	3	4
	DY. DIRECTOR OF FISHERY.		
1.	Disilting of Village pond with a bathing ghat at Panchabati, Mekhlibon G/P.	Rs. 59,400/-	Rs. 50,030/-
2.	Const. of Boundary wall around the Kabarkhala under Notified area Authority Ward No. III in village Karalimura, Fakiratilla.	Rs. 3,o1,100/-	— —
	BDO, BISHALGARH.		
1.	Irrigation cannel of Barkurbari under Amtali G/P, Bishalgarh under Bishalgaih Block.	Rs. 50,000/-	Rs. 50,000/-
	EE, No. II, AGARTALA.		
1.	Improvement of road, from A. A. Road to Howrah river via Ashram para under Ranirbazar.	Rs. 1,48,900/-	Rs. 1,48,900/-
2.	—do— from Jirania P.S. to Subhash Nagar via Vivekanda Choudhury house.	Rs. 1,44,350/-	— —
	ELEC. DIVN. NO.-III		
1.	Extn. of L. T. line at Kalacherra T. E. (Oriya Basti and Thal Basti) in Kalacherra G/P in West Tripura.	Rs. 30,447/-	Rs. 30,447/-
2.	—do— at Gangagatripur from main road to near the house of Rajkumar Sutradhar in Mohanpur G/P.	Rs. 7,976/-	Rs. 7,976/-
3.	—do— at Chandarcona village under Taranagar G/P.	Rs. 45,632/-	Rs. 45,632/-
4.	Extn. of 12 Nos. poles L. T. line at Kamrangatali near the house of Debnath and Gopal Debnath.	Rs. 68,320/-	Rs. 68,320/-

1	2	3	4
	EE, DIVN. NO -IV.		
1.	Extn. of existing ward at Bishalgarh Hospital for maternity work.	Rs. 3,05,296/-	Rs. 1,99,296/-
2.	Const. of road from Nabashantiganj Bazar to Ishanthakur para via Pal para under Mohanpur G/P.	Rs. 1,50,000/-	Rs 1,50,000/-
3.	Const. of Community hall at Brajapur near Elec. Office under Bishalgarh Block.	Rs. 2,00,000/-	— —
4.	Const, of Community hall at Golaghati Bazar under Bishalgarh Block.	Rs. 1,90,800/-	— —
	BDO, MELAGHAR.		
1.	Const. of Anganwadi Centre of Kulubari Uttar Para by GCI Sheets and Mud wall under Kulubari G/P.	Rs. 24,900/-	Rs. 24,900/-
2.	—do— at U. N. C. nagar under Matinagar G/P.	Rs. 24,900/-	Rs. 24,900/-
3.	—do— at West Para under Agartal G/P.	Rs. 24,900/-	Rs. 24,900/-
4.	—do— Baramuria Uttar Kalamchora G/P.	Rs. 24,900/-	Rs. 24,900/-
5.	—do— at Madhya Bixanagar under M. Bixanagar G/P.	Rs. 24.900/-	Rs. 24,900/-
6.	—do— at Ashabari C/P.	Rs. 24,900/-	Rs. 24,900/-
7.	Const. of Pucca Anganwadi Centre at Bakali near Shib Thakur House under Chandramura G/P.	Rs. 48.355/-	Rs. 48,355/-
8.	—do – near Rajendra Choudhury House under Taxapara G/P.	Rs. 48,355/-	Rs. 48.355/-

1	2	3	4
9.	—do— at Gosh Para (M. Wall House) under Khash Chowmohani G/P.	Rs. 24,900/-	Rs. 24,900/-
10.	—do— at Dasharathbari under Dasharath bari G/P.	Rs. 24,900/-	Rs. 24,900/-
11.	—do— at Sonapur under Sonapur G/P.	Rs. 24,900/-	Rs. 24.900/-
12.	Const. of Library in Balerdepha under Sonapur G/P.	Rs. 48.355/-	Rs. 48,355/-
13.	Const. of Aaganwadi Centre at Rangamura under Rudhijala G/P.	Rs. 48,355|-	Rs, 48,355/-
14.	—do— at Purba Para near Suresh Deb house under Mohanbhog G/P.	Rs. 24,900/-	Rs. 24,900/-
15.	Const. of Reading Room ONGC Chow. under Purba Chandigarh.	Ks. 48,355/-	Rs. 48,355/-
16.	—do— near Ramakrishna Ashram (M. Wall) under Chandigarh G/P.	Rs. 24,900/-	Rs. 24,99/-
17.	Const, of Anganwari Centr4 by M. Wall at Telkajla.	Rs. 24,900/-	Rs, 24,900/-
18.	Const. of Passenger shed (RCC Well) at Dhanpur under Dhanpur G/P.	Rs. 33,000/-	Rs. 33,000/-
19.	—do— (RCC Work)	Rs 33,000/-	Rs. 33,000/-
20.	Const. of Anganwadi Centre by M. Wall Baranarayan under Paharpur G/P.	Rs. 24,900/-	Rs. 24,900/-
21.	—do— of Lodhamura Anganwadi Centre under South Paharpur.	Rs. 24,900/-	Rs. 24,900/-
22.	—do— at Naindarpur under Baspukur G/P.	Rs. 24,900/-	Rs. 24,900/-
23,	Const. of Sarala A/c, under Nirvoypur	Rs. 24,900/-	—

1	2	3	4
24.	—do— at Bhumihin Colony by M. wall under South Maheshpur.	Rs. 24,900/-	Rs. 24,900/-
25.	—do— at Banadasundari A/c under Kathali G/P.	Rs. 24,900/-	Rs. 24,900/-
26.	Const. of Public Library near Panch Office under Nidaya G/P.	Rs. 48,355/-	Rs. 48,355/-
27.	Const. of A/C with Mud wall in Rajib Saha tilla under K K Nagar G/P.	Rs. 24,900/-	Rs. 24,900/-
28.	Const. of Ring well (Water) near the house of Niranjan Das under Bhabanipur.	Rs. 29,840/-	Rs. 29,840/-
29.	Const, of Balwari School near Young Club of Indranagar G/P under Melaghar Block.	Rs. 48,355/-	Rs. 48,355/-
	MOHANPUR BLOCK		
1.	Const. of RCC wall at Katacham near the house of Parimal Das in Paschim Simna G/P.	Rs. 24,440/-	Rs. 24,440/-
2.	Const. of Passenger shed near Ishanpur PACS in Ishanpur G/P.	Rs. 26,500/-	Rs. 26,500/-
3.	—do— at Sidhai on the way to Brajabinodinipur in Mantala G/P.	Rs. 26,500/-	Rs. 26,500/-
4.	Const. of RCC wall at Mantala Colony Purba Para near the house of Sri Nikhil Malakar in Mantala G/P.	Rs. 24,440/-	Rs, 24,440/-
5.	Const. of Bus shed at Manipuri Chow. Barkathal road at Mohanpur G/P.	Rs. 26,500/-	Rs. 26,500/-
6.	—do— at Urabari in Noagoan G/P.	Rs. 26,500/-	Rs. 26,500/-

1	2	3	4
7.	Construction of crematorium and structure on cremation ground along with one shed at Gamchakubra in Bodhjonagar G/P.		
	a) Structure—	Rs. 14,650/-	Rs. 14,650/-
	b) Cremation shed—	Rs. 26,500/-	Rs. 26,500/-
8.	Const. of building for Anganwadi centre at Laxman Singmura at Kamalghat.	Rs. 51,600/-	Rs, 51,600/-
9.	—do— near Mohanpur D. C. Office under Parchim Taranagar G/P.	Rs. 20,150/-	Rs. 20,150/-
10.	Const, of Small irrigation bondh near Dhoba Basti near the house of Bhagaban Das under Mohanpur G/P.	Rs. 10,000/-	Rs. 10,000/-
11.	Const. of RCC ring well for providing drinking water at Rudrapaul Basti near the house of Kartik Paul under Paschim Taranagar G/P.	Rs. 20,150/-	Rs. 20,150/
12.	Const. of boundary fancing and one rest shed at "Rajib Smriti Ban" at Ishanpur under Meglibond G/P.	Rs. 50,350/-	Rs, 35,800/-
13.	Const of Reading Room at Mohinipur Panch. office under Mohinipur G/P.	Rs. 46,000/-	Rs. 46,000/-
14.	Const. of building for Cultural and Sports activities at Mohanpur Bazar in Taranagar.	Rs. 73,900/-	Rs. 73,900/-
15.	Const. of Reading Room at Tulabagan near Kalibari in Tulabagan G/P.	Rs. 37,180/-	Rs. 37,180/-

1	2	3	4
16.	Const. of building for Cultural and Sports activities at Samajbadi Kendra (Gandhigram) under Purba Gandhigram.	Rs. 73.900/-	Rs. 73,900/-
17.	Study room for Destitute Girls Home of Tripura State Women Voluntary Services at Sinaihani, Agartala Airport.	Rs. 25,000/-	Rs. 25,000/-
	BDO, DUKLI		
1.	Const. of Passenger shed under Dukli Block at:	Rs. 1,55,000/-	Rs. 1,55,000/-
	a) Subhashnagar Auto Stand — Rs. 31,000/- b) Maloynagar Panchayet. — Rs. 31,000/- c) Anandanagar Bazar Panch. — Rs. 31,000/- d) Dukli Bazar. — Rs. 31,000/- e) Aralia Bazar, — Rs. 31,000/- Rs,1,55.000/-		
2.	Const. of pucca drain at Pratapgarh G. P. from Manindra Choudhury house to Nibaran Shil house and Mrinal Acherjee house to Bipadbanjan house under Dukli Block.	Rs. 43,275/	Rs. 43,275/-
3.	Development of road providing brick solling from Nani Gopal Debnath house to Dilip Chowdhury house Via Ramkrishna Sangha under East Pratapgarh under Dukli G/P. Group—I.	Rs. 50,650/-	Rs. 50.650/-
4.	—do— Group-II	Rs. 50,660/-	Rs. 50,660/-
5.	Const. of community hall at Goltilla	Rs. 48,361/-	Rs. 48,315/-

1	2	3	4
6.	Dev. of road Arundhutinagar road No. 6 providing pucca drain by the side of Road No. 6 under A, D. Nagar G/P.	Rs. 50'0C0/-	Rs, 50,000/-
7.	Const. of RCC well at Bagantilla (near the house of Manindra Sarkar) and Gajaria G.P,	Rs. 20,000/-	Rs. 20,000/-
	BDO. JIRANIA		
1.	Const of Community Hall at Resham Bagan under Khayerpur G/P.	Rs. 50,000/-	Rs 50,000/-
2.	Const. of Mark-II tube well near the house of Khalek Miah under Majlishpur.	Rs. 35.440/-	Rs. 35,440/-
3.	—do— near the house of Banka Bihari Das under Sachindra Nagar G/P.	Rs. 35,440/-	Rs. 35,440/-
4.	—do— near the house of Sabita Das under West Barjala G/P.	Rs. 35,440/-	Rs. 35,440/-
5.	—do— near the house of Nityalal Mukherjee under East Barjala G/P.	Rs. 35,440/-	Rs. 35,440/-
6.	—do— near the house of Narayan D/nath Brajanagar under Majlishpur G/P.	Rs. 35,440/-	Rs. 35,440/-
	G. Total	Rs. 82,05,000/-	Rs. 67,11,000/-

Name of M. P, :+ Shri Santosh Mohan Dev Year—1995—96

DIRECTOR OF AGRICULTURE.

1.	Const. of Battala Market	Rs.10,00.000/-	Rs.10,00,000/-
2.	Const. of Sonamura Market Complex	Rs, 5,00,000/-	Rs 5,00.000/-
	EE. SOUTHERN DIVISION-III, UDAIPUR.		
1.	Const. of gallary in Sonamura Football playground (Mini Stedium).	Rs. 5,00,000/-	— —

1	2	3	4
	MUNICIPALITY, AGARTALA.		
1.	Const. of G. B. Bazar Market Complex	Rs. 10,00,000/-	Rs. 5,00,000/-
2.	Const. of Lake Chow. Market Complex	Rs. 10,00,000/-	
	Toial :—	Rs, 40,00,000/-	Rs. 20,00,000/-

Name of M P. :—Sri Badal Choudhury — Year—1996-97

	BDO, MANDAL		
1.	Const. of Community Hall at Mandai Bazar.	Rs. 2,00,000/-	
	BDO, JIRANIA.		
2.	Constn. of vegitable sail hall at Khayerpur Bazar.	Rs. 2,C0,000/.	Rs. 2,00,000/-
3.	—do— at Banikya Bazar Sail hall.	Rs. 1,00.000/-	Rs. 1.00 000/-
4.	Earth filling & constn. of pucca drain at Devta bari Mela ground.	Rs. 1,00,000/-	Rs. 1,00,000/-
5.	Const. of Town Hall at Ranir Bazar	Rs. 4,00,000/-	Rs. 1,00,000/-
6.	—do— at Champaknagar	Rs. 2,00,000/-	Rs. 1,00,000/-
	BDO, MELAGHAR.		
7.	Const of eommnnity cattle shed at Shibnagar.	Rs. 2,00,000/-	Rs. 2,00,000/-
8.	—do— at Pancha Nalia.	Rs. 2.00,000/-	Rs. 2,00,000/-
	BDO, MOHANPUR.		
9.	Constn. of sail Hall at Fatikcherra Bazar.	Rs. 1,00,000/-	Rs. 1,00,000/-
10.	Constn. of Balwadi School at Town Indranagar.	Rs. 1,00,C00/-	Rs, 50,000/-

1	2	3	4
	AGARTALA MUNICIPAL COUNCIL.		
11.	Constn. of Bhati Abhoynagar J. B. School.	Rs. 1,50,000/-	
12.	Constn. of Balwadi School at Molla Para, Agartala.	Rs. 50,000/-	
13.	Constn. of Pucca Drain at Battala Bazar.	Rs. 2,00,000/-	
14.	Constn. of shelter house for Hindusthani day labourer at Khosbagan.	Rs. 4,00,000/-	
15.	Constn. of Balwadi School at Mali Basti, Agartala.	Rs. 50,000/-	
16.	Constn of Tripura students health home at Melarmath.	Rs. 5,00,000/-	
	DIRECTOR OF EDUCATION		
17.	Constn. of Khas Choumuhani H. S. School at Melaghar Block.	Rs. 3,20,000/-	Rs. 3,20,000/-
18.	Constn. of Ishan Ch. Nagar Class-XII School at Dukli Block.	Rs. 3,20,000/-	Rs. 3,20,000/-
19.	Constn. of Berimura H. S. School under Mohanpur Block.	Rs. 3,00,000/-	Rs. 3,00,000/-
20.	Constn. of Ramkrishna Ashram Vidya-mandir, Agartala.	Rs. 1,00,000/-	Rs. 1,00,000/-
	E.E.R.D.D.		
21.	Constn, of Lokracharra Bundh in Meglibondh Mouza under Mohanpur.	Rs. 4,00,000/-	Rs. 50,000/-
22.	Constn. of Tentai Bundh at Noagaon under Mohanpur Block.	Rs 4,00,000/-	Rs. 3,00,000/-
23.	Constn. of Town Hall at Bishalgarh	Rs. 7,00,000/-	Rs. 5,00,000/-
24.	—do— at Melaghar	Rs. 7,00,000/-	Rs. 5,00,000/-
	Total	Rs. 63,90,000/-	Rs. 35,40,000/-

REPLY OF ASSEMBLY STARRED QUESTION NO. 573 OF SRI RATAN LAL NATH (South Tripura)

1. Yes

2. Financial year wise

Year	Amount sanctioned	Amount spent	Balance
1995—96	63.90	33,36,0020	30,53,998
1996—97	58.10	42.96.200	15,13,800
1997—98	3.00	3,000000	—
Total	125.00	79,322020	45,67798

Project wise

Year	Name of M. P.	Name of Project	Amount Spent	Remarks
1995-96	Sri S M. Deb	Const. of Kowalmura J. B. School	1,50000	
	Ex. MP	Const of Tapania S. B. Sehool	1.50000	
		Const. of Kalpenbulabari School	1,50000	
		Const. of AWC at E/Charakbay	0,25000	
		Const. of AWC at Muhuripur RF	0,25000	
		Const of Gardang Bazar shed	0.85440	
		Const. of Gardang Bazar stall	1,00000	
		Const. of vill. road Belaga SM para	1,49064	
		Const. of road SSB camp K. Bazar	1,49064	
		Const. of bri soling road B. Patha H Biswas	1,57000	
		Const. of Health S/center at G. Bazar	1,07800	
		Const. of passenger shed at Laxmipur	0,36000	
		Const. of building at UDP Hospital	5,00000	
		Const. of market complex shed at BLN	3,00000	
		Const. of rice market at UDP	3,05200	
		Total	23,89568	

1	2	3	4	5
	Bibhu Kumary	Const. of Kowaifung U.C.J.B. School	1,50000	
	Debi Ex.MP	Const. of AWC at Madhyapilak	0,40000	
		Const. of 2 Nos S.W. at T/Chera & Mog para	0,65030	
		2 Nos hand pump of SW at T/chera & Mog para	0,16000	
		Const. of community hall at Mahamani Tilla	1.54,704	
		Const. of culture & sport activity Hrishyamukh	1,00700	
		Const of public reading room at M. Bazar	1,00000	
		Installation of ring well Kalachera	0,30000	
		Installation of ring well at Sindhukpathar	0,30000	
		Installation of ring well at D/Choudhury para	0,30000	
		Installation of ring well at Kaladhapa	0,30000	
		Const. of sports & Cultural room at Ampi	1,00000	
		Const. of sports & Cultural room at N/Bazar	1,00000	
		Total	9,46434	
	Total for 95-96		33,36002	
1696-97				
	Sri Badal Choudhury	Const. of Bagabasa H School	3,20000	
	Ex MP	Const of Jolaibari H School	3,20000	
		Const of Chandpur H, School	3,20000	
		Const. of Dhajanagar Bazar sttall	3,00000	
		Const of Barpathari bus stand	3,00000	
		Const. of B.M.S.S. Mandir School	4,00000	
		Const. of Town hall at STB	2,86200	W. running
		Const, of stall at BLN Town	4,00000	
		Const. of Baikhora market	2,50000	
		Total	28,96200	
	Sri Bajuban	Const. of Aimara H. School	4,00000	
	Riyan MP	Extension of Sarashima School	3,50000	
		Const. of Jolaibari H S. School	3,50000	
		Const. of pucca drain at M/Bazar	3,00000	
		Total	14,00000	
	Total for 96-97		42,96200	

1	2	3	4	5
1997-98	Sri Sudhri Rn.	Const. of Vidyapith School BLN	1,85400	
	Majumder MP	Const. of Homeopathic Dispensary	1,14600	
	Total for 97-98		3,00000	

Balance amount Rs. 45,67798 lakh

(1) Rs 30,53998 lakh could not be spent due to enforcement of ban during parliamentary election 1996. Subsequently the matter was refarred to the sitting MPs for approval of the projects which were duly approved by previous MPs Approval is not yet to be accorded.

(2) Rs. 5.00 lakh for Sabroom stadium is not suficient, hence this was referred to D. M(N) for approval for estimated cost of Rs. 16.14 lakh. This is awaited.

(3) Rs. 3.00 lakh for Holakhat Bazar shed, site is not available. It has been proposed Panchayet Samity to change the sita to Matabari.

(4) Rs. 7,138 lakh against 2 Projects at Nulua & Santirbazar are in progress.

PROJECTS UNDERTAKEN ON M. P. L. A. D. SCHEME IN NORTH TRIPURA DISTRICT DURING THE YEAR 1994—95

TOTAL AMOUNT SUB-ALLOCTED AMONG DIFFERENT IMPLEMENTING AGENCIES DURING 94—95 Rs. 52.10, LAKHS

Sl. No.	Implementing Ageney	Project	Approved outlay	Expenditure incurred	Status
1	2	3	4	5	6
1.	Sub-Divisional Officer, KLS (Kailashahar)	Play ground levelling with earth filling, boundary wall as R. K. S. P., Kailashahar Town	5.21	5.21	
2.	—DO—	Boundary wall of Mahadevbari at Paiturbazar, Kailashahar	1.56	1.56	
3.	Sub-Divisional Officer, Dharmanagar	Construction of Stadium at B. B I. ground, Dharmanagar	10.00	10.00	
4.	B.D.O. Kumarghat R.D. Block	Construction of Community Hall at Faiza Jalil Madrassa at Kailashahar	1.46	1.46	
5.	—Do—	Construction of one Sanitary well near the house of Surbai Ali S/O Siddak Ali of Kalerkandi, Kailashal ar	0.30	3.30	
6.	—Do—	Construction of School Building at Dudhpur High School at Kailashahar	1.46	1.46	
7.	—Do—	Construction of Public Library with reading Room at Chandipur	1.46	1.46	C

1	2	3	4	5	6
		Kailashahar			
8.	—Do—	Construction of one P. H. C Rangrumg T. E.	1.46	1.46	C
9.	—Do—	Construction of one Sanitary well at South Unokuti.	0.30	0.30	C
10.	—Do—	Construction of Sanitary well at Gournagar (Bhagaban Nagar)	0.30	0.30	C
12.	—Do—	Construction of Sanitary well at Arabinda Nagar Rubber Plantation			
13.	—Do—	Construction of Sanitary well at Demdum	0.30	0 30	C
14.	—Do—	Construction of Sanitary well at Jarultali	0.30	0 30	C
15.	—Do—	Construction of Sanitary well at Fotikroy	0.30	0.30	C
16.	—Do—	Construction of Sanitary well at Betcherra	0.30	0.30	C
17.	—Do—	Construction of Sanitary well at Unokuti	0.30	0.30	C
18.	Block Development Officer, Kumarghat	Construction of Sanitary well at Jubarajanagar	3.30	0.30	C
19.	—Do—	Construction of Flood Protection Centre at Latiapnra	3.201	3.201	
20.	—Do—	Construction of Manipuri Mandap at Ichapur	0.965	0.965	

1	2	3	4	5	6
21-	—Do—	Construction of Community Hall at Darchawi	1.46	1·46	C
22.	—Do—	Construction of Flood Protection Centre at Bilashpur, Kailashahar	3·22	2 22	C
23.	—Do—	Water suply arragement at Doracherra	1·28	1·38	
24.	—Do—	Construction of Flood Protection Centre at Birchandranagar	2·49	2·49	
25.	—Do—	Constructions of Multipurpose Sale Hall at Fatikroy Bazar	2,2617	2,9617	C
26.	—Do—	Sinking of Mark-II Tube Well near the house of Sadat Ali at Tillagaon	0·09109	0·08109	C
27.	—Do—	Sinking of Mark-II Tube Well at Chandipur	0·09109	0·09109	C
28.	—Do—	Construction of Sanitary well at Laldhar	0·30	0·30	C
29.	Block Development Officer, Panisagar	Sinking of Saintary Well at Panisagar Block	0 30	0 30	C
30.	—Do—	Construction of L. I. Scheme at Jubarajnagar, Panisagar Block	3·70	3·70	Addl. fund from 95-96 provided
31.	Block Development Officer, Kanchanpur	Construction of Cemmnnity Hall near Buddah Mandir at Pecharthal	0.48	0.48	C
32.	—Do—	Construction of Sanitary well at Kanchanpur	0.44285	0.44285	C
33.	—Do—	Construction of Sanitary well at Salkar	0.44285	0.44285	C
34.	—Do—	Construction of Sanitary well at Salkar	0.44285	0.44285	C
35.	—Do—	Construction of Sanitary well at Khedacherra	0.44285	0.44285	C

1	2	3	4	5	6
36.	—Do—	Construction of Sanitary well at Damcherra	0.44285	0.44285	C
37.	—Do—	Construction of Sanitary well at Machmara	0 44285	0.44985	C
38.	—Do—	Construction of Sanitary well at Machmara Bazar	0.44285	0.44285	C
39.	—Do—	Construction of Massion well at Nandiram Para Ujan Machmara G/P.	0.9225	0.9225	C
				0.57223	

Total amount 3llotted to DM (North) during 1994—95 Rs 100 Lakhs

Amount sub-allocatted among other DMs :

A) DM, West Tripura Rs. 25 lakhs

B) DM, South Tripura Rs. 12 90 lakhs

C) DHALAI DISTRICT

i) DBO, Salema Rs. 3 lakhs

ii) BDO. Chawmenu Rs. 7 lakhs

Total Rs. 10 lakhs

Rs. 10 lakhs

GRAND TOTAL Rs. 47.90 lakhs

Sub-allocatted among the Implementing Agencies of North Tripura District :

1) Sub Divisional Officer, Kailashahar Rs. 9 00 lakhs

2) Sub Divisional Officer, Dharmanagar Rs. 10.00 lakhs

3) Block Development Officer, Kanchanpur Rs. 4.50 lakhs

4) Block Development Officer, Kumarghat Rs. 25 50 lakhs

5) Block Development Officer, Panisagar Rs. 3.00 lakhs

Total : Rs. 52.00 lakhs

DEPARTMENT OF PROGRAMME IMPLANTATION KIC MPL COMPUTER CENTRE

MONTHLY DATE FOR MPLAD

North Tripura District 1995—96

Sl. No.	Name of the Scheme	Date of proposal	Date of approval	Likely date ofcompletion	Total approved outlay (Rs in lakhs)	Amount incurred till now	Status C if completed
1.	Playground levelling with earth filling boundary wall at R.K S.P. Kailashahar Town.	26·4 95	26·4 95	—	8 151	8·151	
2.	Boundary wall of Mahadev Bari at Paitur Bazar at Kailashahar.	26·4·95	26 4 94	—	1·56	1·56	C
3.	Construction of Stadium at R. K. Mahavidyalaya Kailashahar Town.	26.4 95	26 4 95	—	10 00	8·30+175	C
4.	Construction of Maternity Word at R. G M. Hospital, Kailashahar Town.	26 4 95	26·4·95	—	10 00	9·93+0 07	
5.	Construction of Stadium at B B I. ground. Dharmanagar Town.	26·4·95	26·4·95		10·00	6 11+3·89	
6.	Construction of Sanitary Well at R. G. K. Hospital, Kailashahar Town.		19·2.96	—	3·50	0·43+3 07	
7.	Construction of Community Hall at Faiza Jalil Madrasa at Kailashahar.	—	19·11·95		1·46	1·46	C
8.	Construction of one Sanitary Wall near the house of Surbai Ali S/O Siddat Ali of Kalarkandi, Kailashahar.	—	19·11·95		0·30	0·30	C

1	2	3	4	5	6	7
9.	Construction of School Building at School at Kailashahar	26 4 95	26·4 95	1·46	1·46	C
10.	Construction of Public Library with Reading Room at Chandipur Kailashahar.	26·4·95	26·4 95	1·46	1·46	C
11.	Construction of one P.R C. at Ranorung T. E.	26 4·95	36 4·15	1·46	1·46	C
12.	Construction of one Sanitary well at South Unokuti.	26 4·95	26 4·95	0·30	0·30	C
13.	Construction of Sanitary Well at Gournagar (Bhagabannagar) Kailashahar.	26 4·95	26·4 95	0·30	0 30	C
14.	Construction of Sanitary Well at Gournagar at Kailashahar	26·4 95	26·4·95	0 30	0 30	C
15.	Construction of Sanitary Well Arbindanagar Rubber Plantation.	25 4·95	26·0·95	0 30	0 30	C
16.	Construction of Sanitary Well at	26·4·95	26 0 95	0 33	0 30	C
17.	Construction of Sanitary Well Jarultali.	26 4·95	26·4·95	0·30	0 30	C
18.	Construction of Sanitary Well at Fatikroy, Kailashahar.	26 4·95	26·4·95	0 30	0·30	C
19.	Construction of Sanatary Well at Belcherra, Kailashahar.	26·4·95	26·4 95	0·30	0·30	C
20.	Construetion of Sanitary Well at Unkoti, Kailashahar.	26·4 95	26·4 95	0 30	0·30	C

1	2	3	4	5	6	7
21.	Construction of Sanatary Well at Juburajnagar, Kailashahar.	26·4·95	26·4·95	0 30	0·30	C
22.	Construction of Flood Protection Centre Kailashahar, Latecharra.	26 4·96	26 4 95	2·94305	0·50Projeet stoded amount deposited Rs· 7·14305	
23.	Construction of Manipuri Mandac at Ichabour, Kailashahar.	26·4·95	26·4 95	0 35	0·35	C
24.	Construction of Sanitary Well at Duvechari Kumarghat.	26·4 95	26·4·35	1 46	146	C
25.	Construction of Flood Protection Centre at Bilashpur, Kailashahar.	26·4·95	26·4·95	3·22	3·22	C
26.	Water Supply arrangement at Deoracharra, Kailashahar,	26 4 94	26·4·95	1·38	138	C
27.	Construction of Flood Protection at Birchandranagar, Kailashahar.	26·4·95	26 4 95	1·49	1·87+0 62	
28,	Construction of Multipurpose sale Hall at Fatikroy Bazar Kailashahar.	26·4·95	26 4 95	2·9517	2·9617	C
29.	Sinking of Mark II Tube well near the house Sadat Ali at Tillaguon, KLS.	26·1·95	26·4·96	0·08109	0·08109	C
30.	Sinking Mark-II Tube Well at Chandipur; Kailashahar,	26·4 95	26 4·95	0·C9109	0.09109	

1	2	3	4	5	5	
31.	Construction of Sanitary Well at Laldhar, Fotikroy, Kailashahar.	26'4 95	26·4·95	0 30	0·30	C
32.	Construction of one Sanitary Well at Rajkandhi G. P. near B. S F. Camp	07 4·96	7'5·36	0·30	0·30	C
33.	Sinking of Sanitary Well at Panisagar Blook.	26 4·95	26·4'95	0 30	0 30	C
34.	Construction of L. I. Scheme Jubarajnagar, Panisagar Block.	26·4 95	26·4·95	3·70	3·70	C
35.	Construction of 24 No. Fishery Tanks at Panisagar Block.	19·1·96	6·2·96	3·05	3·05	C
26.	Construction of Town Hall at Panisagar.	26·4·95	26·4·94	2·00	2 00	
37.	Construction of Community Hall near Buddha Mandir, at Pacharthal,	26·4'99	26·4 95	0·18	0·18	C
38.	Construction of Sanitary well at sanchanor	26.4.95	26.4.95	0.44285	044285	C
39	Construction of Sanitary well at Saikr	26.4 95	26.4.95	0.44285	0.44285	C
40.	Construction of Sanitary well Saikar	26.4.95	26.1.9	0.44285	0.44285	C
41.	Construction of Sanitary well at Khedacherra	26.4.95	26.4.95	0.44285	0.44285	C
42.	Construction of Sanitary well at Damcherra	26.4.95	26.4.95	0.44285	0.44285	C

1	2	3	4	5	6	7
43.	Construction of Sanitary well at Macheara	26.4.95	26.4.95	0.44285	0.44285	C
44.	Constrnction of Sanitary well at Machera Bazar	26.4.95	26.4.95	0.4429	0.4429	C
45.	Construction of Massionery well at Nandiram Para under Ujan Macheara G/P,	26.4,95	26.4.95	0.9225	0.9225	C
46.	Construction of 35 No. Fishery tanks at Kanchanpur Block	6.2.96	22.2.96	3.489	3.489	C
47.	Const. of Towan Hall at Kanchanpur	26.4.95	26.4.95	2.00	0.45,155	
48.	Const. of 40 Fishery tanks at Pecharthal Block area	19.1.96	1.2.96	4.15	4.15	C
49.	23 No. Supari cultivation and 10 No. Betal leaf cultivation at Pecharthal Block area	19.1'96	19.2.99	1.00	1.00	C
50.	Const. of 2 No. Fishery tank at Kadamtala Block Area	19.1.96	19.2.96	0.30	0.30	
51.	Const. of 2 No. Fishery Tank at Kumarghat Block area	19.1.96	19.2.96	0.30	0.30	
52.	Const. of Sanitary well at Saha Choudhury Para at Golakpur, KLS.	26.4.95	26.4.95	0.30	0,30	C
				93.01943	79·07638+11·50	

Annexure—C

BAJUBAN RIYAN

PROJECT TAKEN UP IN
North District during 1996—97

1	2	3	4	5	6	7
1.	Construction of Market Shed at Laljuri Market	—	01·03 97	3·88	3·88	EE.Aori DMR
2.	Construction of Town Hall at Kanchanpur (300 sitting capacity)	—	01·03·97	5·00	—	EE.PYD KCP
3.	Construction of Market Shed at Satnala	—	01·03·97	1 50	—	BDO. Dasda
4,	Construction of Market Shed at Dasda	—	01·03·97	1.50	—	BDO, Dasda
5.	Construction of Water Reservoir at VGM	—	01·03·97	2·50	2·50	ABDO Jumpui
6.	Construction of Water Reservoir at Sabual	—	01·03·97	2·50	2·50	ABDO Jumpui
				16·88		

LIST OF PROJECTS

Dhalai District

নং	প্রজেক্টের নাম	অর্থ বৎসর	খরচের পরিমাণ (লাখ টাকা)
১।	কমিউনিটি হল, বামনছড়া	১৯৯৫-৯৬	১·০৩
২।	সমাজশিক্ষা কেন্দ্র নির্মাণ, বামনছড়া	ঐ	০·৮৩
৩।	কমিউনিটি হলের সীমানা দেয়াল নির্মাণ, বামনছড়া	ঐ	১·১৫
৪।	কমিউনিটি হল, কমলপুর কালীবাড়ী কমলপুর	ঐ	১·০৩

নং	প্রজেক্টের নাম	অর্থ বৎসর	খরচের পরিমাণ (লাখ টাকা
৫।	কমলপুর বালিকা বিদ্যালয়ের হলঘর নির্মাণ	ঐ	১.৪৬
৬।	আমবাসা কলোনী সিনিয়র বেসিক স্কুল নির্মাণ	ঐ	১.৪৬
৭।	সংস্কৃতি ও যুবকল্যাণ ঘর নির্মাণ হালাহালি	ঐ	১.০০
৮।	কমিউনিটি হলঘর নির্মাণ মিথিরাম রিয়াং এর বাড়ীর পাশে কুলাই সংরক্ষিত বন এলাকা	ঐ	১.০০
৯।	খাদ্য গুদাম নির্মাণ মোহনপুর গাঁও পঞ্চায়েত	ঐ	১.০৩
১০।	মরাছড়া হাসপাতালে অতিরিক্ত শয্যার ব্যবস্থাকরণ ও নির্মাণ	ঐ	৪.২৬
১১।	জিৎলছড়াতে পাকা বাঁধ নির্মাণ, আমবাসা	ঐ	০.৬০
১২।	কিরণ চৌধুরী পাড়াতে খেলার মাঠ সমান্তরালকরণ	ঐ	০.১০
১৩।	যোগেশ দাশ পাড়াতে ফিশারী পুকুর নির্মাণ	ঐ	০.১০
১৪।	দেবীছড়াতে ফিশারী পুকুর নির্মাণ	ঐ	০.১১
১৫।	কমলছড়াতে ফিশেরী পুকুর নির্মাণ	ঐ	০.১০
১৬।	ফিশরী পুকুর নির্মাণ, কমলাছড়া	১৯৯৬-৯৭	০.১০
১৭।	ঐ	ঐ	০.১০
১৮।	ঐ	ঐ	০.১০
১৯।	ঐ	ঐ	০.১০
২০।	ঐ (দেবীছড়া)	ঐ	০.১০
২১।	কমিউনিটি হল নির্মাণ, দেবীছড়া	ঐ	০.১১

নং	প্রজেক্টের নাম	অর্থবৎসর	খরচের পরিমাণ (লাখ টাকা)
২২।	মাঠ সমানকরণ, সিদ্ধারাম পাড়	ঐ	০'১০
২৩।	আমবাসা কলোনী স্কুলে পার্ক নির্মাণ	ঐ	০'০৩
২৪।	মরাছড়া পি. এইচ. সিতে টিনের ছাউনি	ঐ	০'৯১
২৫।	হরিণছড়াতে মাঠ সমানকরণ	ঐ	০'১০
২৬।	জগন্নাথপুরে ঐ	ঐ	০'১০
২৭	কমিউনিটি হল নির্মাণ, মরনামা তিলকপাড়া	ঐ	১'২০
২৮।	পূর্ব মাসলীতে পাকা কূয়া নির্মাণ	ঐ	০'৩১
২৯।	দশটি ফিশারী পুকুর নির্মাণ, মনু	ঐ	১'০০
৩০।	মাশলীছড়াতে কাঠের সেতু নির্মাণ	ঐ	০'৯৯
৩১।	দূর্গাচাকমা পাড়াতে মৎস্য পুকুর নির্মাণ ছামনু ব্লক	ঐ	০'০৯৫
৩২।	সুশীল সাহা ঐ (ছামনু ব্লক)	ঐ	০'১০
৩৩।	আলোমণি বড়ুয়া ঐ ,,	ঐ	০'০৯৫
৩৪।	অরুণ বড়ুয়া ঐ ,,	ঐ	০'১০৫
৩৫।	ইন্দ্রজিৎ সাহা ঐ ,,	ঐ	০'০৯৫
৩৬।	মোতালেব মিঞা ঐ ,,	ঐ	০'১০
৩৭।	নগেন্দ্র কর ঐ পূর্ব ছামনু	ঐ	০'১১
৩৮।	বৃকুন্দরাম চাকমা ঐ ,,	ঐ	০'১০
৩৯।	নিবারণ চাকমা ঐ ,,	ঐ	০'১০
৪০।	প্রভরঞ্জন চাকমা ঐ ,,	ঐ	০ ১০
৪১।	গণ্ডাছড়া হাসপাতালের ঘর নির্মাণ	ঐ	২ ৩৫
৪২।	ঐ সীমা দেয়াল	ঐ	১'৫৩
৪৩।	চম্পারাই পাড়াতে ফিশারী বাঁধ	ঐ	০'১৩
৪৪।	উন্টাছড়াতে ঐ	ঐ	০'১৩
৪৫।	১৩ মাইল ঐ	ঐ	০'১৩
৪৬।	লাইপদপাড়াতে ঐ	ঐ	০'০৯

নং	প্রজেক্টের নাম	অর্থ বৎসর	খরচের পরিমাণ (লাখ টাকা)
৪৭।	শিকারী পাড়াতে কিশারী বাধ	১৯৯৬—৯৭	০'০৯
৪৮।	জে. বি. পাড়াতে ঐ	ঐ	০'০৯
৪৯।	কচুছড়িতে ঐ	ঐ	০'০৯
৫০।	নারায়ণপুরে ঐ	ঐ	০'০৯
৫১।	৬০ কার্ড ঐ	ঐ	০'০৯
৫২।	হরিপুরে ঐ	ঐ	০ ০৯
৫৩।	চম্পারাই পাড়াতে ঐ	ঐ	০'১৩
৫৪।	মনু পি. এইচ. সির জন্য টিনের ছাউনি	ঐ	০ ৯৭
			১২'৩৫ লাখ টাকা
৫৫।	হরচন্দ্র দ্বাদশ শ্রেণী	১৯৯৭-৯৮	২'০০ [কাজ সমাপ্ত হয়েছে কিন্তু অর্থ PWD দপ্তরকে দেয়া হয় নাই]

মোট ব্যয়ের পরিমাণ ২৭'৬০ লক্ষ টাকা।

৯৫-৯৬ তে—১৫'২৫
৯৬-৯৭ তে—১২'৩৫

মোট—২৭'৬০ লক্ষ টাকা।

Question-3 যদি কোন কারণে অব্যয়িত থাকে তার পরিমাণ কত ?

Answer অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ২২'৮০ লক্ষা টাকা।

Admitted Un-Starred Question No. 109,

Name of M.L A Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to State :

Question

১। ইহা কি সত্য, সারা রাজ্যে ফুড স্টাফ, ফুড গ্রেইন্স, সুগার এবং ক্লথ ডিলারস লাইসেন্সের জন্য বহু আবেদনকারী দীর্ঘদিন আগে নিয়মানুযায়ী বিভিন্ন মহকুমা অফিসে দরখাস্ত জমা দেওয়ার পরও আবেদনকারীরা তাদের লাইসেন্স পাচ্ছে না।

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে সারা রাজ্যে উপরিউক্ত বিষয়ে মোট কত সংখ্যার দরখাস্ত বর্তমানে জমা পরে আছে, (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব আইটেম অনুযায়ী হিসাব।) এবং

৩। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে তাদের লাইসেন্স না দেওয়ার কারণ কি ?

Answer

১। তথ্য সংগ্রহাধীন।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না

Admitted Un-Starred Question No. 118.

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Jail Deptt. is pleased to State :

Question

১। বর্তমানে সারারাজ্যে মোট কতজন জেলে বন্দী অবস্থায় আছে ?
(সাজাপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন আলাদা আলাদা হিসাব) এবং

.২। এদের মধ্যে এস. সি. এস. টি এবং ও. বি. সি-র সংখ্যা কত ? (জেলাভিত্তিক হিসাব)

Answer

১। সারারাজ্যে সর্বমোট ৭০৪ জন জেলবন্দী আছে এবং তাদের মধ্যে সাজাপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন বন্দীর আলাদা আলাদা হিসাব কারাগার ভিত্তিক সংখ্যা নিম্নরূপ (৬-৮-৯৮ ইং তারিখ অনুযায়ী)।

	সাজাপ্রাপ্ত		বিচারাধীন	
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
ক) আগরতলা কেন্দ্রীয় কারাগার—	২২৯	—	১২৪	৮
খ) আগরতলা মহিলা কারাগার—	—	২	—	৮
গ) কৈলাশহর জিলা কারাগার—	৩	—	৫৭	—
ঘ) কমলপুর মহকুমা কারাগার—	১	—	২০	—
ঙ) খোয়াই মহকুমা কারাগার—	২	—	৩৮	—
চ) ধর্মনগর মহকুমা কারাগার—	২	—	৬৬	১
ছ) সোনামুড়া মহকুমা কারাগার—	৬	—	৩১	—
জ) উদয়পুর জিলা কারাগার—	৯	—	২৯	১৯
ঝ) বিলোনীয়া মহকুমা কারাগার—	১	—	১৮	—
ঞ) অমরপুর মহকুমা কারাগার—	২	—	২৩	—
ট) সাব্রুম মহকুমা কারাগার—	—	—	১৩	১
সর্বমোট—	২৫৫	২	৪১৯	২৮

২ নং প্রশ্ন : এদের মধ্যে এস. সি, এস. টি এবং ও. বি. সি-র সংখ্যা কত ? (জেলাভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

জেলের কয়েদীদের সম্প্রদায় ভিত্তিক কোন ভাগ করা হয় না। তাই কয়েদীদের এস. সি. এস. টি বা ও. বি. সি. সার্টিফিকেট চাওয়া হয় না এবং এভাবে হিসাবও রাখা হয় না।

Admitted Un-Starred Question No. 120

Name of the Member : Shri Prakash Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to State :

Question

১। ১২-১২-৯৬ ইং কল্যাণপুর বাজার কলোনীর ঘটনায় নিহত পরিবারের কাদেরকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে ?

২। উক্ত ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে কাদেরকে (নাম) কত টাকা করে সরকারী অনুদান এবং সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে ?

Answer

১। ১২-১২-৯৬ ইং কল্যাণপুর বাজার কলোনীর ঘটনায় নিহত পরিবারের নিকট আত্মীয় (উত্তরাধীকার সূত্রে) নিম্নলিখিত ব্যক্তিদেরকে সরকারী চাকুরী দেওয়া হয়েছে :

১) শ্রীমতী মায়া রাণী দেব
পতি : শ্রী বিষ্ণু দেব
কল্যাণপুর বাজার কলোনী

২) শ্রীমতী অনিতা মালাকার
পতি : মৃত নিতাই মালাকার
ঐ

৩) শ্রী চণ্ডীপদ শীল
পিতা : মৃত উপেন্দ্র শীল

৪) শ্রীমতী মালতী শীল (মজুমদার)
পতি : মৃত বিমল মজুমদার
ঐ

৫) শ্রী অরুণ ভট্টাচার্য
পিতা : শ্রী কৌশিক ভট্টাচার্য্য
কল্যাণপুর বাজার কলোনী

৬) শ্রীমতী অদিতী চৌধুরী
পিতা : মৃত উষা রঞ্জন চৌধুরী
ঐ

৭) শ্রীমতী সাবিত্রী পাল গোপ
পতি : মৃত সুবোধ পাল গোপ
ঐ

৮) শ্রীমতী নমিতা গোপ
পিতা : মৃত রসময় গোপ
ঐ

৯) শ্রীমতী স্বরস্বতী গোপ
পিতা : মৃত রমাকান্ত গোপ
ঐ

১০) শ্রী মানিক দেব
পিতা : মৃত সনাতন দেব
ঐ

১১) শ্রীমতী জ্যোতি রাণী দেব (দাস চৌধুরী)
পতি : মৃত জ্যোতির্ময় দাস চৌধুরী
ঐ

১২) শ্রী যাদব গোপ
পিতা : মৃত ক্ষিতীশ গোপ
ঐ

১৩) শ্রী চন্দ্রধন গোপ
পিতা : মৃত মাধব গোপ
ঐ

২। উক্ত ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে যাহাদের অনুদান দেওয়া হয়েছে তাহাদের নাম :

ক) ১) শ্রীমতী মায়ারাণী দেব— ৫,০০০/-
২) শ্রীমতী অনিতা মালাকার— ৫,০০০/-
৩) শ্রী চণ্ডীপদ শীল - ৫,০০০/-
৪) শ্রী মালতি শীল (মজুমদার)— ১০,০০০/-
৫) শ্রী অরুণ ভট্টাচার্য্য— ৫,০০০/-
৬) শ্রীমতী অদিতী চৌধুরী— ১০,০০০/-
৭) শ্রীমতী সাবিত্রী গোপ— ৫,০০০/-
৮) শ্রীমতী নমিতা গোপ— ১০,০০০/-
৯) শ্রীমতী স্বরস্বতী গোপ— ৫,০০০/-
১০) শ্রী মানিক দেব— ১০,০০০/-
১১) শ্রীমতী জ্যোতী রাণী দেব— (দাস চৌধুরী) ৫,০০০/-
১২) শ্রী যাদব গোপ— ১০,০০০/-
১৩) শ্রী চন্দ্রধন গোপ— ৫,০০০/-

খ) নিম্নবর্ণিত সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে :

১) ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে কাপড়, আসবাবপত্র, কম্বল ইত্যাদি বিতরণ করা হয় যাহার মূল্য— ৭৮,৯৮৩/-
২) বাড়ীঘর ক্ষতিপূরণ বাবৎ প্রত্যেক পরিবারকে ৩,০০০/- করে দেওয়া হয়েছে— ৩,০০০/-
৩) মৃত ব্যক্তিদের সৎকারের জন্য মোট খরচ হয়েছে— ২৭,৩৯৭/-
৪) আহত ব্যক্তিদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে— ৮,০০০/-
৫) আহত ব্যক্তিদের জি, বি, হাসপাতাল ও আই, জি, এর হাসপাতালে ঔষধ ও রক্ত দেওয়ায় মোট খরচ হয়েছে— ৯৫,০০০/-
৬) প্রত্যেক পরিবারকে ঘর তৈরী করার জন্য ২৬টি করে ঢেউটিন এবং নগদ ২,০০০/- টাকা করে দেওয়া হয়েছে।

ANNEXURE—'C'

Writen replies laid on the Table of the House by the Minister-in-charge of Education Deptt. on the matter of Urgent Public Importance raised by Shri Jawhar Shaha,

প্রস্তাব

গত ২৬ শে আগষ্ট, ১৯৯৮ ইং তারিখের সন্ধ্যান পত্রিকার প্রথম পাতার প্রকাশিত "উচ্চ শিক্ষাঙ্গণে শিক্ষকদের ধর্মঘটের ২৫ দিন অতিক্রান্ত—সরকার ছাত্রছাত্রী সবাই যেন ভাবলেশহীন"

উত্তর

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বভারতীয় শিক্ষক সংগঠন আইফুক্টোর (AIFUCTO) ডাকে সাড়া দিয়ে ত্রিপুরার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ও বিভিন্ন দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে ১১ ই আগষ্ট ১৯৯৮ ইং থেকে লাগাতর ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন। দাবীগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দাবী-গুলি হল :

১) UGC এর সুপারিশকৃত বেতনক্রম অবিলম্বে চালু করা এবং IIT, IIM এবং ISI এর শিক্ষকদের বেতনক্রমের সংগে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বেতনের সামঞ্জস্য রক্ষা করা।

২) এ সম্পর্কিত অতিরিক্ত আর্থিক দায় দায়িত্ব মেটানোর জন্য রাজ্যগুলোকে UGC এর সুপারিশকৃত হারে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আর্থিক অনুদান প্রদান করা। [UGC এর সুপারিশ অনুসারে প্রথম বছরের বকেয়ার 100%, দ্বিতীয় বছরে 95%, ৩য় বছরে 90%, চতুর্থ বছরে 85%, এবং ৫ম বছরে 80% কেন্দ্রীয় সরকারকে বহণ করতে হবে]

৩) Technical / Professional College শিক্ষকদের জন্য অবিলম্বে AICTE কর্তৃক সংশোধিত বেতক্রম ঘোষণা এবং বাস্তবায়িত করা ইত্যাদি।

এটা নি:সন্দেহে বলা চলে যে, এই ধর্মঘটের ফলে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে। যদিও ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে ধর্মঘটী শিক্ষকরা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা এবং ভর্তির ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতা করছেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকদের ন্যায্য দাবীগুলো মেনে নিয়ে উচ্চ শিক্ষাঙ্গণে বর্তমান অচলাবস্থার অবসান ঘটানোর জন্য আমি ২১ শে আগষ্ট ১৯৯৮ ইং তারিখে মাননীয় কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রীকে ফ্যাক্স বার্তায় অনুরোধ জানিয়েছি। সুতরাং এ সম্পর্কে সরকার ভাবলেশহীন, এই অভিযোগ আদৌ সত্য নয়।

পরিপূরক তথ্য :

স্থানীয় পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদ এবং বিবৃতি ইত্যাদি থেকে আমরা দেখেছি

যে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ধর্মঘটের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অতিরিক্ত ক্লাস নিয়ে তাদের এই ক্ষতিপূরণ করার আশ্বাস দিয়েছেন।

UGC-এর নিয়মানুযায়ী একজন কলেজ শিক্ষককে প্রতিদিন কম করেও ৪ (চার) ঘণ্টা সময় কলেজে অতিবাহিত করতে হয় এবং সপ্তাহে ১৬ (ষোল) থেকে ২৪ (চব্বিশ) টি ক্লাস নিতে হয়। সরকারের পক্ষ থেকে UGC কর্তৃক নির্ধারিত এই সংক্রান্ত আচরণ বিধি মেনে চলার জন্য কলেজগুলোতে নির্দেশিকা যথা সময়েই পাঠানো হয়েছে।

Writer replies laid on the table of the House by the Minster-in-Charge of Education Department on the matter of Urgent Public Importance raised by Sri Manik Dey & Shri Shamir Deb Shakar.

বিষয় : "রাজ্যের বেসরকারী বিদ্যালয় সমূহে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের শূন্য পদে নিয়োগ না করায় উদ্ভূত সমস্যা সম্পর্কে।"

Raised by : i) Sri Manik Dey, M. L. A.

ii) Sri Samir Deb Sarkar, M. L. A.

বর্তমানে সারা রাজ্যে ৬৮টি সরকারী অনুদান প্রাপ্ত বেসরকারী স্কুল রয়েছে। এর মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৫টি ও সেকেণ্ডারী স্কুলের সংখ্যা ৩৩টি। এই সব স্কুলগুলো একশ শতাংশ সরকারী অনুদান পেয়ে থাকে। স্কুলগুলোতে নিযুক্ত শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীরা সরকারী পরিচালিত স্কুলের মত বেতন ভাতাদি পেয়ে থাকে। তাদের আরও বাড়তি সুযোগ থাকে—তাদের কোন বদলী নেই। শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীরা নিজ নিজ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন।

বর্তমানে সরকারী অনুদান প্রাপ্ত এইসব বেসরকারী স্কুলের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী এবং ছাত্রছাত্রী সংখ্যা হল যথাক্রমে ১,৬৪১ জন ও ৩৬,৪৮৭ জন। বর্তমানে এইসব সরকারী অনুদান প্রাপ্ত বেসরকারীভাবে পরিচালিত স্কুলগুলোর বেশ কিছু সংখ্যক শূন্য পদ নিম্নোক্ত কারণে পূরণ করা যাচ্ছে না যথা

১) দীর্ঘদিন ধরে এইসব সরকারী অনুদান প্রাপ্ত বেসরকারী স্কুলগুলোতে নিযুক্তির ক্ষেত্রে রোষ্টার মানা হত না। কাজেই নতুন নিযুক্তির ক্ষেত্রে রোষ্টার পয়েন্ট অনুসারে এস, টি, এস, সি,-

দের বেশী করে নিযুক্তি পাওয়ার কথা। তবে এস, সি., এস. টি. দের মধ্য থেকে অনেক ক্ষেত্রে সেরূপ উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া যাচ্ছে না।

২) এ ব্যাপারে সরকার অংক, ইংরেজী, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ইত্যাদি বিষয় শিক্ষকের ক্ষেত্রে যেখানে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেও এস, টি দের ক্ষেত্রে লোক পাওয়া যায় নি সেখানে রোষ্টার নিয়মানুসারে কিছু পদ ডি-রিজার্ভড্ও করেছে।

৩) রোষ্টার-এর নিয়মবিধি থাকায় দীর্ঘদিন ধরে অনেক স্কুলের হেড্মাষ্টার-এর পদও পূরণ করা যাচ্ছে না। অ তি সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের রোলিং অনুসাসের তা পূরণের বাধা শিথিল হয়েছে।

৪) একটি স্কুলের ক্ষেত্রে মহামান্য আদালতের অন্তবর্তী কালীন নিষেধাজ্ঞা থাকায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে মামলা মোকদ্দমা থাকায় শিক্ষক নিযুক্তির ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়েছে। শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতনের ১৪টি শূন্যপদ শিক্ষা অধিকারের ক্লীয়ারেন্স পাওয়া সত্বেও দীর্ঘদিন ধরে শূন্য পড়ে আছে। পদগুলো হল :

১) A.H.M—১টি (একটি)
২) স্নাতক শিক্ষক—৬টি
৩) স্নাতকোত্তর (১০০০ টাকা স্থির)—৪টি
৪) স্নাতক (স্থির বেতন)—১টি
৫) ইউ. ডি, সি—১টি
৬) ৪র্থ শ্রেণী—১টি

উক্ত বিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক (স্থির বেতন) আদালতের দ্বারস্থ হওয়ায় regular seale এ নিয়োগ আপাতত বন্ধ হয়ে আছে। তবে অন্যান্য শূন্যপদগুলো পূরণের ক্ষেত্রে স্কুল কর্তৃপক্ষের উদাসীনতাও রয়েছে।

৫) সরকারী অনুদান প্রাপ্ত স্কুলগুলোতে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী নিয়োগের প্রক্রিয়াটি বেশ বিস্তৃত। পদগুলো পূরণের সব প্রক্রিয়া বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেই করতে হয়। গ্রান্ট-ইন-এইড রুলস অনুসারে শিক্ষাবিভাগ নিযুক্তি প্রক্রিয়ার একটি নিয়ম নির্দেশিকা দিয়ে থাকেন যেমন, স্কুল-কর্তৃপক্ষ প্রথমে কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র থেকে নাম সংগ্রহ তৎসঙ্গে দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি জারী করা। তারপর একটি সিলেকশন বোর্ড ইন্টারভিউ নিয়ে একটি পেনেল শিক্ষাদপ্তরে অনুমোদনের জন্য পাঠায়। এই প্রক্রিয়াগুলতে এমনিতেই বেশ কিছু সময় লাগে। তাছাড়া স্কুল কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সময় অনেক ত্রুটিপূর্ণ প্রস্তাব পাঠিয়ে থাকেন। এইগুলি পরীক্ষানিরীক্ষার পর শিক্ষাদপ্তর থেকে PRIOR APPROVAL দেয়া হয়ে থাকে। কাজেই শিক্ষক নিযুক্তির প্রক্রিয়াগুলো শেষ হতে স্বাভাবিক ভাবেই বেস সময় লাগে।

৬) শূন্য পদগুলি পূরণ সম্পূর্ণভাবে স্কুল কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রেই স্কুল কর্তৃপক্ষ সময়মত তৎপরতার সঙ্গে শূন্যপদ পূরণের ব্যবস্থা নিচ্ছে না। যার জন্য অনেক শূন্যপদ দুই/তিন বৎসর যাবৎ কিছু কিছু স্কুলে পরে থাকে। বিগত কয়েক বছরে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বেসরকারী স্কুলগুলিতে আরও শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। তাই বিভিন্ন বেসরকারী স্কুলের অতিরিক্ত শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীর চাহিদা জেনে গত বছরই শিক্ষা দপ্তর ৩৬৪টি বিভিন্ন শ্রেণীর শূন্যপদ সৃষ্টির প্রস্তাব তৈরী করে। এই প্রস্তাব সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন।

প্রস্তাবিত শূন্যপদগুলির বিবরণ নিম্নরূপ:

১) সেকেণ্ডারী স্টেজ— ৩১৯ টি

২) প্রাইমারী স্টেজ— ৪৫ টি

মোট— ৩৬৪ টি

১৯৯৩ সাল থেকে বেসরকারী স্কুলে মোট ১৬৮টি শূন্যপদ পূরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪র্থ শ্রেণী ৩৩ জন ও শিক্ষক ১৩০ জন এবং অশিক্ষক কর্মচারী ৫ জন।

তাছাড়া যেসব সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত বেসরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষকের প্রচণ্ড অভাব রয়েছে, তাদের মধ্যে কিছু স্কুলে সরকারী বিদ্যালয় থেকে Deputation এর মাধ্যমে শিক্ষক দিয়ে বিদ্যালয়টি যাতে সুষ্ঠভাবে চলে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শূন্যপদগুলোর বেশীরভাগ অংশ অতি সত্বর পূরণ হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়। কেননা অনেকক্ষেত্রেই নিযুক্তির সব প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে।

যেসব স্কুলগুলোর খালিপদ শীঘ্রই পূরণ হচ্ছে সেগুলি হল:

১) রমেশ এইচ এস. স্কুল—২টি

২) রামঠাকুর বয়েজ এইচ. এস. স্কুল—৭টি

৩) হরচন্দ্র দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়—১টি

৪) এস. ডি. বিদ্যানিকেতন—২টি

৫) এন. এস. বিদ্যানিকেতন—৭টি

৬) কুলাইবাড়ী এইচ, এস. স্কুল—২টি

কাজেই মাননীয় সদস্যগণের বেসরকারী বিদ্যালয় পরিচালন সম্বন্ধে যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা, উপরে বর্ণিত তথ্যই তা কিছুটা নিরসন করবে। তাছাড়া বর্তমান শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রমাণ করে যে, এই সব সরকারী অনুদান প্রাপ্ত বেসরকারী বিদ্যালয়গুলোর পঠন পাঠনের মান সরকারী স্কুলগুলোর তুলনায় অনেক ভাল।

ANNEXURE—'D'

Written Statement Laid on the Table of the House by the Home Minister to the Calling Attention Notice given by Shri Jawhar Shaha, Member of Legislative Assembly.

"গত ১৮ই আগষ্ট স্যন্দন পত্রিকার ১লা পৃষ্ঠার প্রকাশিত "কাঞ্চনপুর পুলিশের বীরত্বের শিকার" স্যন্দন প্রতিনিধি সম্পর্কে।"

গত ১৫/৮/৯৮ ইং তারিখে কাঞ্চনপুরে স্যন্দন পত্রিকার সংবাদদাতা শ্রীপরিতোষ পালের উপর পুলিশের আক্রমণের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করে জানা যায় যে গত ১৫/৮/৯৮ ইং তারিখ সকালে সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা কাঞ্চনপুর থেকে পেচারথলগামী বাস আক্রমণে নিহত ও আহত বাস-যাত্রীদের কাঞ্চনপুর হাসপাতালে নিয়ে আসার পরে একদল জনতা কাঞ্চনপুর হাসপাতাল প্রাঙ্গণে জমা হতে শুরু করে। জনতা এরপর মহকুমা শাসকের অফিসের দিকে রওনা হয় এবং তার অফিস কক্ষে প্রবেশ করে। তারা মহকুমা শাসককে তার অফিসকক্ষে নিগৃহীত করে এবং তাকে জোর করে অফিস কক্ষ থেকে বের করে এনে তাদের সাথে থানায় দিকে নিয়ে যায়। থানায় পৌঁছানোর পর কোন প্রকার প্ররোচনা ছাড়াই জনতা উত্তেজিত হয়ে উঠে এবং থানা লক্ষ্য করে ইট পাটকেল ছুড়তে শুরু করে। তারা থানায় কর্তব্যরত পুলিশের উপরও চড়াও হয়। থানা লুটেরও চেষ্টা করে। শ্রীপরিতোষ পালের বিবৃতি থেকে জানা যায় যে, তিনি জনতার মাঝে দাঁড়িয়ে ফটো তুলছিলেন এবং থানা লক্ষ্য করে জনতার ইট ছোঁড়ার ঘটনাবলী লক্ষ্য করছিলেন। ঐ মুহূর্তে উত্তেজিত জনতাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং তাদের ছত্রভংগ করতে পুলিশ শূন্যে ৮ (আট) রাউণ্ড গুলি ছোঁড়ে। থানা প্রাঙ্গণ থেকে পুলিশ জনতাকে সরিয়ে দেয়। এই হৈ-হট্টগোলের সময় জনতা বিভিন্ন দিকে দৌড়াতে থাকে। শ্রীপরিতোষ পাল যিনি জনতার মধ্যে দাঁড়িয়েছিলেন খুব সম্ভবত: জনতার ছোটাছোটিতে তিনি আঘাত পান। শ্রীপালের বক্তব্য অনুযায়ী জানা যায় যে, এ. এস. আই. শ্রীকানাইলাল লালার সাথে তার কোনরূপ বিরোধ নেই। পুলিশের পক্ষ থেকেও শ্রীপালের উপর কোন আক্রমণের ঘটনাও ঘটে নাই।

কাঞ্চনপুর হাসপাতালের রেকর্ড থেকে জানা যায় যে, শ্রীপালকে প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয় এবং তার পিঠের ব্যাথার জন্য আরও ভাল চিকিৎসার পরামর্শ দেওয়া হয়। থানার তথ্য থেকে জানা যায় যে থানার সামনে যখন উল্লেখিত ঘটনাবলী ঘটছিল সেই সময় এ. এস. আই. শ্রীকানাইলাল লালা কাঞ্চনপুর হাসপাতাল প্রাঙ্গণে অবস্থান করছিলেন। তাঁর দায়িত্ব ছিল মৃত দেহগুলির পোষ্ট-মার্টেম সুনিশ্চিত করা এবং আহত ব্যক্তিদের কৈলাসহর এবং আগরতলায় চিকিৎসার জন্য পাঠানোর ব্যবস্থা করা। উক্ত এ. এস. আই. থানা প্রাঙ্গণে ঘটনার সময় ছিলেন না। সুতরাং শ্রীপালকে উক্ত এ. এস. আই. মারধোর করেছে বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা সত্য নয়। ১৫/৮/৯৮ ইং সকাল থেকে সারাদিন এস, পি, (নর্থ), ডি এম, (নর্থ) এবং পরবর্তী সময়ে আই, জি, পি, (ল এণ্ড অর্ডার) সহ উচ্চপদস্থ অফিসারগণ কাঞ্চনপুর থানায় উপস্থিত ছিলেন। পরদিন অর্থাৎ ১৬/৮/৯৮ ইং তারিখে পুলিশের মহানির্দেশক কাঞ্চনপুর পরিদর্শনে যান। কিন্তু এদের কারো কাছেই কোন সাংবাদিকের উপর পুলিশের আক্রমণের অভিযোগ কেউ করেন নি।

Written Statement Laid on the table of the House by the Agriculture Minister to the Calling Attention Notice given by Shri Khagendra Jamatia, Member of Legislative Assembly,

"গন্ধি পোকার আক্রমণে রাজ্যে জুম ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সম্বন্ধীয়।"

ত্রিপুরায় খারিফ মরসুমে উঁচু জমি, বিশেষ করে টিলা জমির জুমধানে গন্ধি পোকার আক্রমণ কম বেশী হয়ে থাকে। এবার রাজ্যে মোট জুম চাষ হয়-১০ হাজার হেক্টর জমিতে। তার প্রায় ৬ শতাংশ জমিতে গন্ধি পোকার আক্রমণ হয়।

গন্ধি পোকার আক্রমণ প্রধানতঃ ছামনু, গণ্ডাছড়া, অমরপুর ও মান্দাই এলাকায় পরিলক্ষিত হয়। পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য কৃষিদপ্তর যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আক্রান্ত জমিতে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় কীটনাশক ঔষধ ও স্প্রে মেশিন সরবরাহ করার মাধ্যমে সময়মতো পোকার আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

কৃষি মহকুমাভিত্তিক আক্রান্ত জমির পরিমাণ ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা এবং স্প্রে মেশিনের যোগানের সংখ্যা নিম্নরূপ :

জেলার নাম	কৃষি মহকুমার নাম	আক্রান্ত এলাকার নাম	আক্রান্ত জমির পরিমাণ	ক্ষতিগ্রস্ত জুমিয়ার সংখ্যা	স্প্রে-মেশিন যোগানে সংখ্যা
ধলাই—	গণ্ডাছড়া—	গণ্ডাছড়া, রতননগর, শর্মা, জগবন্ধু পাড়া, বোয়াল খালি ইত্যাদি।	৩১২ হেক্টর	১,১৭০টি	৭০।
ঐ—	ছামনু—	রাজধর, মালিধর, লংথন ছড়া, গোবিন্দ বাড়ি প্রভৃতি মোট ৮টি গাঁওসভা।	১৮৫ হেঃ	৪১০টি	৬৫টি
পশ্চিম ত্রিপুরা-	জিরানিয়া-	মান্দাই ও পার্শ্ববর্তী এলাকা।	৫ হেঃ	১০০টি	৫টি
দক্ষিণ ত্রিপুরা-	অমরপুর-	তৈচু, পলকু, পাহারপুর, চেলাগাং ইত্যাদি।	১২০ হেঃ	৩০০টি	৫১টি
		মোট—	৬২২ হেক্টর	১,৯৮০টি	১৯১টি

আক্রান্ত ৬২২ হেক্টর জমির গন্ধি পোকার আক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য মোট ২৯৫ লিটার কীটনাশক ঔষধ ব্যবহৃত হয়। এতে খরচ হয়েছে ৭৬ হাজার ২ শত ৪৪ টাকা ৫০ পয়সা।

যে পরিমাণ কীটনাশক ঔষধ ব্যাবহার করিয়া গন্ধি পোকার আক্রমণ নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে তাহার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ :

	ঔষধের নাম	ঔষধের পরিমাণ	ঔষধের মূল্য
১)	এন্ডোসালফন—	২৮৫ লিটার	৭২,১০৫.০০ টাকা
২)	ফেনোক্রেন —	৬.৫ ,,	২,৯৭০.৫০ ,,
৩)	অক্সিডাইমিথন মিথাইল—	২ ,,	৮১৮.০০ ,,
৪)	রাভার—	১.৫ ,,	৩৫১.০০ ,,
	মোট—	২৯৫ লিটার	৭৬,২৪৪.৫০ টাকা

মোট খরচ—৭৬ হাজার ২ শত ৪৪ টাকা ৫০ পয়সা।

১৯৮০ টি ক্ষতিগ্রস্ত জুমিয়া পরিবারকে আগামী প্রাক-রবি মরসুমে সরিষা, মুগ, মটরশুটি ইত্যাদি প্রদর্শনী চাষ/মিনিকির্ষ বিতরণের মাধ্যমে সরকারী সহায়তা প্রদানের পরিকল্পনা বিবেচনাধীন রয়েছে।

* আনুমানিক উৎপাদিত ফসলের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৭.৫০ মে: টন। (৭ হাজার ৫শত কেজি)

Written Statement Laid on the Table of the House by the Transport Minister to the Calling Attention Notice given by Shri Samir Deb Sarkar & Shri Gour Kanti Goswami, Member of Legislative Aasembly.

"রাজ্যের বিপর্যস্ত টেলিফোন পরিসেবা সম্পর্কে"

রাজ্যের টেলিফোন সেবার উন্নতির বিষয়ে সরকার সচেতন। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় দিল্লীতে কেন্দ্রীয় কমিউনিকেশন প্রতিমন্ত্রী শ্রীকবিন্দ্র পুরকায়স্থ মহাশয়ের সাথে কথা বলেছেন এবং ২১/৫/৯৮ ইং তারিখে টেলিকমিউনিকেশন অফিসার এবং রাজ্য সরকারের অফিসারদের নিয়ে টেলি-ফোন পরিষেবার অগ্রগতি পর্য্যালোচনা করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি পরবর্ত্তীকালে মুখ্যমন্ত্রী, ২৩/৬/৯৮ ইং তারিখে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমতি সুষমা সরাজ ও প্রতিমন্ত্রী শ্রীকবিন্দ্র পুরকায়স্থের নজরে আনেন। আগামী ৪ঠা সেপ্টেম্বর মুখ্যসচিবের পৌরহিত্যে রাজ্যের টেলিফোন পরিষেবার পর্যালোচনা হবে।

টেলিফোন দপ্তর সূত্রে জানা যায় যে আগামী দিনে ইন্টারনেট, আইনেট ইত্যাদির পরিষেবা বাস্তবায়িত হবে। বিগত জুন ও জুলাই মাসে অত্যধিক বৃষ্টিপাত ও আর্দ্রতার কারণে টেলিফোন পরিষেবার কিছু সমস্যা দেখা দেয়। টেলিফোন দপ্তর জরুরী ভিত্তিতে সারাইয়ের কাজ করে এবং এর ফলে টেলিফোন পরিষেবা স্বাভাবিক হয়ে আসে।

অমরপুর, শান্তিরবাজার, গান্ধীগ্রাম ও বিলোনীয়ার Exchange এবং গণ্ডাছড়া, জম্পুইজলা ও যতনবাড়ীর V, H, F, Transmission বজ্রপাতের কারণে বিঘ্নিত হয়, সাথে সাথে জরুরী ভিত্তিতে এগুলো সারানোর ব্যবস্থা হয়।

জুলাই মাসে মোট ২৬,৩৪৭টি টেলিফোনের মধ্যে ৩০৪০টি টেলিফোনের ত্রুটির খবর পাওয়া যায় এর মধ্যে ২৭৩০টি টেলিফোনের সারাইয়ের কাজ একই দিনে করানো হয়।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে শেরমনটিলার রিপিটার বসানোর কাজ শেষ হয়েছে। আশা করা যায় আগামী অক্টোবরের মধ্যে এর ফলে আগরতলা–শিলচর ও অন্যান্য এলাকার সাথে টেলিফোন যোগাযোগের ব্যাপক উন্নতি সম্ভব হবে।

আগামী অর্থ বৎসরে ত্রিপুরার আভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে পুরোনো Exchange গুলো আধুনিক OCB Exchange, RLU ও C-Dot Exchahge-এ পরিবর্তন করা হচ্ছে। এর ফলে বিভিন্ন Exchange-এর পরিধি বিস্তৃত হবে।

রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বিভিন্ন Exchange-এর জন্য প্রয়োজনীয় জমি বন্দোবস্ত অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

আগামী দিনে শিলচর থেকে আগরতলা ও উদয়পুর হয়ে সাব্রুম পর্য্যন্ত Optical Fiber Cabla (OFC)-এর মাধ্যমে যোগাযোগের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত হবে।

. অকেজো Village টেলিফোন সারাই এর কাজ শুরু হয়েছে এবং জুলাই মাসে ৫৬টি টলিফোন সারাইয়ের কাজ হয়েছে এবং অন্যান্য অকেজো টেলিফোনের সারাইয়ের কাজ চলছে। এখন অবধি ২১টি ব্লক হেড কোয়াটারকে টেলিফোন পরিষেবায় আনা হয়েছে এবং বাকী ব্লক হেড কোয়াটারকে টেলিফোন পরিষেবায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

আগামী মার্চ মাসের মধ্যে টেলিফোনের অপেক্ষমান তালিকার সমস্ত টেলিফোন দেওয়া সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

টেলিকমিউনিকেশন দপ্তর ও রাজ্য সরকারের পারস্পরিক সহযোগিতায় আগামী দিনে এ রাজ্যের আভ্যন্তরীন যোগাযোগ ও বহিঃরাজ্যের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি হবে বলে আশা করা যায়।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The House met in the Assembly House Agartala on Tuesday the Ist September, 1998 at 11 A. M.

PRESENT

Shri Jitendra Sarkar: Hon'ble speaker in the Chair The Minister, 13 Ministers and 36 Members,

MATTER RAISED BY MEMBER'S

শ্রীবীরজিৎ সিনহা (কৈলাশহর) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রয়াত বিমল সিনহা হত্যা সংক্রান্ত আলোচনার সময়ে আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহাশয়ের আলোচনার সময়ে এই হাউসের পরিষদীয় মন্ত্রী কেশববাবু যে মন্তব্য করেছেন হাউসে, যে আচরন করেছেন এটাতে আমরা অত্যন্ত মর্মাহত এবং দুঃখিত। আপনার কাছে আমরা দাবী রাখছি এই হাউসে অশালীন মন্তব্যের জন্য উনি দুঃখপ্রকাশ করুন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা দাবীর প্রশ্ন নয়। আলোচনার সময়ে উত্তেজনার মুহূর্তে হয়ত বেরিয়ে গেছে, তাতে মাননীয় সদস্য যদি দুঃখ পেয়ে থাকেন, তার জন্য আমি দুঃখপ্রকাশ করছি।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রইমাভ্যালী) :— স্যার, সরকারী সূত্রে একটি খবর পাওয়া গেছে যে ত্রিপুরায় ছেলে গনেশ নাহা নামে যে ইংলণ্ডে সাঁতার প্রতিযোগিতায় ইংলিশ চ্যানেল পার হয়েছে এবং এই সম্পর্কে যদি সরকারের কাছে কোন খবর থাকে তাহলে এটা ত্রিপুরাবাসীর কাছে একটা গর্বের বিষয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে আপনার মাধ্যমে জানতে চাই এটা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে এই সভায় অভিনন্দন জ্ঞাপনের জন্য আমি প্রস্তাব রাখছি।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের এই সাঁতার বন্ধুটি যাওয়ার আগে আমার সংগে দেখা করে গেছে। তার যে কোচ তাকে নিয়ে এসেছিল। এখানে এই পারিতে তিনি সফল অর্জন করেছেন কিনা সেই তথ্য আমি ঠিক জানিনা। যদি সত্য হয়ে থাকে

নিঃসন্দেহে এটা ত্রিপুরার গৌরব বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে এবং আমরা এই হাউস থেকে সম্মিলিতভাবে তাকে অভিনন্দন জানাব এবং উত্তরোত্তর তার এই ক্ষেত্রে আরও বড় সাফল্য আমরা কামনা করব।

শ্রীরতন লাল নাথ (মোহনপুর) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাউস ২১ তারিখ শুরু হওয়ার পরে আজকে শেষের পথে। ৫টার সময় শেষ হয়ে যাবে বিধানসভা আজকে। এই অধিবেশনে আমি শেষ সময় হলেও আপনার দৃষ্টি আকর্ষন করছি একটি ব্যাপারে আমাদের বর্তমানে সদস্য নয়, আগে বিধানসভার সদস্য ছিলেন অমল মল্লিক মহোদয় ২০/৩/৯৭ইং তারিখে এই হাউসে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য নেতাজীর একটা মর্মর মূর্ত্তি স্থাপনের জন্য প্রস্তাব রেখেছিলেন। এটা উপমুখ্যমন্ত্রী স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার সহ হাউসের সবাইর সম্মতি নিয়ে এই এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে একটা সিদ্ধান্ত হয়েছিল। ২০/৩/৯৭ইং-এ এবং পরবর্ত্তী সময়ে ২/১/৯৮ইং এ প্রাক্তন বিধায়ক পরবর্ত্তী সময়ে উনিও প্রেস রিলিজ দিয়েছেন সর্বসম্মতি সিদ্ধান্ত সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে সেখানে নেতাজীর মূর্ত্তি স্থাপনের ব্যাপারে এই হাউসে হয়েছিল। কিন্তু এখনও কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। সুতরাং আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, যেহেতু হাউসের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত সেখানে এটা বোধ হয় আপনাদেরও দায়িত্ব আমাদেরও দায়িত্ব। এটা কিন্তু কার্যকর করা হয়নি। সুতরাং এই ব্যাপারে আমি আবার আজকে শেষ দিনে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যাতে ইমিডিয়েট ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তার একটা মর্মর মূর্ত্তি আগরতলা শহরে প্রতিষ্ঠা করা নিয়েও কোন বিরোধের কারণই থাকতে পারে না। যেহেতু হাউস এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ব্যক্তিগতভাবে আমার জানা নেই। আমি এই হাউসের কাছে যেটা বলতে চাইছি এই সম্পর্কে যত দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া যায় তা দেখার জন্য।

মিঃ স্পীকার ঃ— এই নিয়েও একটা কমিটি অলরেডি হয়েছে এবং মাননীয় প্রাক্তন মন্ত্রী রজগোপাল রায় উনি কমিউনিকেট করবেন সবটা। ইতিমধ্যে একটা মূর্ত্তি বসেছে।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— এটা একটা শতবার্ষিকী কমিটি নাম দিয়ে তৈরী করেছে। এটা বেসরকারীভাবে হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— ঠিক আছে, তারপর কি আছে না আছে দেখব।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— আমি বলছি, বিধানসভার সেশানের পর আমরা দেখব।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এটাকি আছে না নাই, ২০,৩, ৯৭ইং তারিখে এক বছর পেরিয়ে গেছে। ব্যাপারটাতো এই হাউসের ৬০ জন বিধায়ক এবং মন্ত্রীরা মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে আমাদের তিনটা মিটিং হয়েছে। সেই মিটিং এ মূর্ত্তিটা কাকে দিয়ে তৈরী করানো হবে.সেটাকি কমার্শিয়েল আর্টিষ্ট দিয়ে করানো হবে না স্কালপ্চারিষ্ট দিয়ে করানো হবে। শেষে সিদ্ধান্ত হয় একজন স্কালপ্চারিষ্ট দিয়ে করানো হবে এবং এখন এই ব্যাপারে কলকাতার সুনামাধন্য শিল্পি যারা আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। তারা একটা মডেলও পাঠিয়েছে. সেটা আমরা দেখেছি। তার একটা বাজেটও তৈরী করা হয়েছে। এখন যে প্রশ্নটা উঠেছে সেটা হলো মূর্ত্তিটা কোথায় বসানো হবে, বিধানসভার ভেতরে বসানো হবে না বাইরে সামনে যে বাগানটা আছে সেখানে বসানো হবে। কথা ছিল মাননীয় স্পীকার সাহেব সেই স্থানটা নির্দিষ্ট করে দেবেন।

মিঃ স্পীকার :- এইটা গেইটের ডান দিকটাতে যে অ্যাপ্রোচ আছে সেখানে বসানোর জন্য কথা হয়েছিল এবং সেটা হতে পারে।

শ্রী পবিত্র কর (মন্ত্রী) :—এখন মাননীয় স্পীকার মহোদয় যদি জায়গাটা ফাইন্যাল করে দেন তাহলে বাকি কাজটা আমরা করে নেব।

মিঃ স্পীকার :—ঠিক আছে।

শ্রীজহর সাহা (বীরগঞ্জ) :- মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার একটা প্রশ্ন ভেরী ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার। সেটা হচ্ছে গতকাল রাত্রী প্রায় ১১টা নাগাদ অমরপুর শহরোপকণ্ঠে থাকছড়া নাম একটা ছড়া আছে। ছড়ার ওপারে শহরের উপকণ্ঠে স্যার সয়েল কনজারভেটরের অফিসএ একদল সশস্ত্র বৈরী হামলা করেছে। বৈরীরা কয়েক রাউণ্ড গুলি চালিয়ে সেখানে যে ফরেষ্টার আছে শ্রী বিশ্বনাথ দেব তাকে অপহরন করে নিয়ে গেছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এই ঘটনার উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। স্যার, সমস্ত অমরপুর উগ্রপন্থীদের দ্বারা ছেয়ে গেছে। কাজেই আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি এই অমরপুরের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করে আজ বিকেলের মধ্যে বিবৃতি দেবার চেষ্টা করব।

ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR

মিঃ স্পীকার : অনারেবল মেম্বারস্, আই উড্ লাইক্ টু ইনফর্ম ইউ দ্যাট্ অনারেবল্ চীফ্ মিনিস্টার হ্যাজ্ কাইণ্ডলি অথোরাইজড শ্রীকেশব মজুমদার. মিনিষ্টার ফর রেভিনিউ অ্যাণ্ড হেল্থ ডিপার্টমেন্টস্ টু পারফর্ম দ্যা ডিউটিজ অ্যাণ্ড ডিস্চার্জ দ্যা ফাংকশান রিলেটিং টু দ্যা বিজ্নেস্ অব্ দ্যা ডিপার্টমেন্টস্ এলোকেটেড টু শ্রীবাদল চৌধুরী, মিনিস্টার অব্ ফিনান্স অ্যাণ্ড পাওয়ার, পি. ডাবলিউ, ডি. (ইলেকট্রিক্যাল্) এ্যাট্সেট্রা ডিপার্টমেন্টস্ ফর দ্যা রিমেইনিং পিরিয়ড্ অব্ দ্যা কারেন্ট সেশন অব্ দ্যা ত্রিপুরা লেজিস্লেটিভ্ অ্যাসেম্বলী ডিউরিং হিজ্ অ্যাবসেন্ট ফ্রম্ দ্যা ষ্টেস্ট।

আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের দ্বারা মাননীয় উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্য মহোদয়দের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাইলে দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী অনিল চাকমা।

শ্রীঅনিল চাকমা (পেচারথল) :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-২৫

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অ্যাড্‌মিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-২৫।

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর থেকে ভায়া জলেবাসা হয়ে জম্পুই-এ টি, আর, টি, সি বাস চালানোর পরিকল্পনা আছে কি?

উত্তর

২। ধর্মনগর থেকে ভায়া জলেবাসা হয়ে জম্পুই-এ টি, আর, টি, সি, বাস চালানোর পরিকল্পনা বর্তমানে নাই।

প্রশ্ন

২। ধর্মনগর থেকে ভায়া পেচারথল হয়ে জম্পুইএ বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ কি?

উত্তর

২। ধর্মনগর থেকে পেচারথল হয়ে জম্পুই বাস চলাচল মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যায় প্রয়োজনীয় গাড়ীর অভাবে।

শ্রী অনিল চাকমা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ধর্মনগর থেকে ভায়া জলেবাসা হয়ে জম্পুই পর্য্যন্ত টি, আর টি, সি, বছর তিনেক আগেও চালু ছিল। কিন্তু এটা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জয়শ্রী এবং লালজুরী এলাকার জনগণের আসা যাওয়ার আর দ্বিতীয় কোন রাস্তা নেই। মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে রাস্তাটি চালু করার কোন পরিকল্পনা নেই। এখন অবশ্য রাস্তা বেশী ভাল নয়। কিন্তু পরে রাস্তা ভাল হলে পরিকল্পনা করার চেষ্টা করবেন কি না?

শ্রী সুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বলেছি যে বর্তমানে এই রাস্তাটি চালু নাই। তবে আমি আমার দুই নং প্রশ্নের উত্তরে বলেছি আমাদের গাড়ীর স্বল্পতা রয়েছে। এর মধ্যে আমরা গাড়ী কিনেছি। এখন চেসিসগুলির বডি বিল্ডিং এর জন্য দিয়েছি। এগুলি বডি বিল্ডিং হয়ে এসে গেলে পরবর্তী সময়ে আমরা এটা বিবেচনা করে দেখব।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্য অনিল চাকমা মহোদয় গত ২০-৩-৯৫ইং তারিখে এবং ১৭-৩-৯৭ইং তারিখে যথাক্রমে এডমিটেড কোশ্চেন নাম্বার ৪১৯ এবং

১৬৭ অনুসারে একই প্রশ্নের উত্তর বারংবার চেয়েও পাননি। কাজেই ধরে নিতে হবে তা প্রশ্ন কর্তার প্রশ্নের গুরুত্বটাই উপলব্ধি করতে পারছেন না মন্ত্রী মহোদয়। কাজেই আমি এই প্রসঙ্গে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাইব, আর কতবার একই ধরনের প্রশ্নের উপরও বিভাগীয় মন্ত্রী উত্তর প্রদানে অপারগ থাকিবেন?

শ্রী সুকুমার বর্মণ (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে আগেই বলেছি যে নতুন কিছু বাসের চেসিচ কেনা হয়েছে। যেগুলি বাস চলাচলের উপযুক্ত হওয়ার পরই এবার রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বাস সার্ভিস চালু করার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। জলেবাসা-জম্পুই সড়কে বাস সার্ভিস চালু করার বিষয়টি নিশ্চয় গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে। কারণ ঐ রাস্তাটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে।

শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই বিধানসভায় বহুবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে রাজ্যের প্রতিটি ব্লক হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে বাস সার্ভিস চালু করা হবে। বাস সার্ভিস মানে টি, আর, টি, সি, বাস সার্ভিস। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে ২৭টা ব্লক রয়েছে।

যেমন— মেলাগড়, বিশালগড়, ডুকলি, মান্দাইনগর, ।
জিরানীয়া, তুলাশিখর, মাতারবাড়ী, গকুলনগর ।
বগাফা, রাজনগর, কদমতলা, পানিসাগর ।
আর তো নগর নাই
জম্পুইজলা তেলিয়ামুড়া, মোহনপুর অমরপুর ।
সাঁতচাঁন সেতো বহু দূর
সালেমা খোয়াই, মনু, ছামনু, কুমারঘাট।
আর রয়েছে
পেঁচারথল এবং দশদাহাট।

আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়-এর কাছে জানতে চাই কয়টি ব্লক হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে এখনও টি আর টি সি বাস সার্ভিস নেই এবং কদমতলা-আগরতলা চালু হবে কিনা?

মিঃ স্পীকার :— অনেক দিন পর আপনারা কবিকণ্ঠ শুনালেন।

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে প্রশ্নটা এনেছেন সেটা হচ্ছে প্রতিটি ব্লক হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে টি, আর টি, সির সাব সার্ভিস চালু করা হবে কিনা? স্যার, এটা ঠিক যে কয়েকটি ব্লক হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে টি আর টি সির সাব সার্ভিস নেই। আমি আগেই বলেছি যে বাসের স্বল্পতার জন্যই এটা হয়েছে। তবে আমরা চেষ্টা করছি যাতে ব্লক হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে বাস সার্ভিস চালু করা যায়।

শ্রীশ্যামা চরণ ত্রিপুরা (ছামনু) :—সাপলিমেণ্টারী স্যর, ট্রান্সপোর্টেশান হচ্ছে বিসিক মিনিবাস সার্ভিসের অন্তভুক্ত। যেমন রাজ্যের কয়েকটি জায়গায়, যেমন, খোয়াই, উদয়পুর সহ বিভিন্ন জায়গাতে বাসের বিশেষ করে টি, আর. টি, সি বাসের অভাব নেই। টি, আর, টি, সি বসে সার্ভিস নেই এমন রুটের সংখ্যা অনেক বেশী। বিশেষ করে রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস সার্ভিস নেই বললেই চলে। বাসের যদি স্বল্পতা থাকে তাহলে যে সমস্ত জায়গায় বেশী করে টি, আর, টি, সি, বাস সার্ভিস রয়েছে সেগুলি কমিয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাঠানো যেতে পারে। এটা তো সহজেই করা যায়। কাজেই এটা করে রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস সার্ভিস চালু করতে মাননীয় মন্ত্রী কি উদ্যোগ নেবেন জানাবেন কি ?

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন এখানে করেছেন যে তেলিয়ামুড়া মাতাবাড়ী বা এই জাতীয় কয়েকটি ব্লকের কথা বলেছেন। এই ব্লকগুলির মধ্যে সেখানে আমাদের সার্ভিসে আমরা টি আর, টি, সি, দিচ্ছি না যেমন মাতাবাড়ী ব্লক সেখানে সাব্রুম যেতে স্টপেজ পড়ছে তেলিয়ামুড়া যেতে সেখানেও স্টপেজ পড়ছে তেলিয়ামুড়াতে।

শ্রীশ্যামা চরণ ত্রিপুরা :— আমার প্রশ্ন হচ্ছে, বাসগুলি এখন প্রপার এরিয়াতে চলছে। এইগুলি দুর্গম এলাকাতেও পাঠানো হউক।

শ্রীসুকুমার বর্মণ (মন্ত্রী) :— আমাদের যে বাসগুলি আছে আমরা প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে গুরুত্ব দিচ্ছি এবং সেগুলিকে সেখানে সংযোগ করার জন্য আমরা সেখানে আমাদের।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (অম্পিনগর) :— স্যার, আমার সাপ্লিমেণ্টারী হচ্ছে, সরকারের হিসাব মত আমি দেখতে পারছি ১৯৯৩ ইং অবদি বাসের সংখ্যা ছিল ১৩৫টি এবং নতুন কিনেছেন ৫০টা। ট্রাক আগে ছিল ৩৭টা ১৯৯৩ সাল পর্য্যন্ত আবার ৫টা নতুন কিনেছেন ১৯৯৮ সাল অবদি। আগে যখন ৫০টি বাস কিনা হয় নাই তখনও এই অম্পি, অমরপুর সেখানে দুই—তিনটা বাস চলত ? এই এই ৫০টা নতুন কিনার পরেও বাসের অভাব হল কেন কোন হিসাবে কোন অংকের হিসাব। এটা মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :— স্যার, উনি যে হিসাবটা বলেছেন এটা আমি প্রশ্নের উত্তরে সেখানে দিয়েছি। কিন্তু এই যে ১৩৫টার পর ৫০টা নতুন কিনা হয়েছে এটা ঠিক কিন্তু আগের বাসগুলি কনডেম হয়েছে সেগুলি কিছু অকেজো অবস্থায় আছে, সারাইয়ের জন্য আমাদের গ্যারেজ আছে। কনডেম যেগুলি সেগুলি সারাইয়ের জন্য আমাদের চেষ্টা চলছে। আমাদের যারা কর্মীরা আছেন তারা সেগুলি সারাইয়ের জন্য আমরা সেখানে কাজ করছি। সেগুলি যদি সারাই হয়ে আসে তাহলে সেগুলি আমরা ব্যবহার করব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা আপনার হস্তক্ষেপ চাইছি। মাননীয়

আমাদের শ্যামাদা একটি একসেসিবল প্রশ্ন করেছিলেন এখন যেগুলি চালু আছে সেগুলি এক্সিসেবল এরিয়োতে আছে এখন প্রত্যন্ত এলাকাতে এগুলি আগে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিয়ে যাওয়া হবে কিনা ? কারণ একসিসিবল এরিয়াতে অনেক বাস চলছে। কাজেই, ইনএকসিসিবল এরিয়াতে হচ্ছে সমস্যাটা। কাজেই যেখানে বেশী সমস্যা সেখানে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীসুকুমার বর্মণ (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা আমরা বিবেচনা করে দেখব। মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা এনেছেন সত্যি গুরুত্বপূর্ণ। এটাকে আমরা বিবেচনা করে দেখব।

শ্রীসমীরদেব সরকার (খোয়াই) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার।

মিঃ স্পীকার :— আর না, আর, না। দশটা হয়েছে। আর না।

শ্রীসমীরদেব সরকার :— একটা করছি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে টি, আর, টি, সি'র যে অবস্থা এখন দেখছি হিল এরিয়াতে সেই টি, আর, টি, সি, আলাদা নতুন করে বাস কিনে চালানোর পক্ষে খুব অসুবিধা হবে। তারজন্য হিল এরিয়া বিশেষ করে ট্রাইবেল এরিয়ার জন্য আলাদা কোন কর্পোরেশন করার মত কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা ?

শ্রীসুকুমার বর্মণ (মন্ত্রী) :— এই সম্পর্কে আমরা এখনও কোন চিন্তাভাবনা করিনি। নিশ্চয় যদি এই জাতীয় প্রশ্নগুলি আসে তাহলে পরে সেগুলি চিন্তাভাবনা করে দেখা যাবে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মন্ত্রী মহোদয়ের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে, উত্তরবঙ্গে ট্রান্সপোর্ট আলাদা আছে, উত্তরপ্রদেশে হিল এরিয়াতে আলাদা আছে। অন্যান্য রাজ্যে অনেকটা ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন হতে পারে এটা আমাদের এখানে করার ইচ্ছা আছে কিনা ?

শ্রীসুকুমার বর্মণ (মন্ত্রী) :— রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন কিভাবে উন্নত করা যায় প্রত্যন্ত এলাকার। এই বিষয়ে আমরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে একজন বিশেষজ্ঞ এনেছি উনি একটা রিপোর্ট সাবমিট করেছেন। সবগুলি বিষয় নিয়ে এই রিপোর্টটা নিয়ে পরবর্তী সময় আমরা সেখানে বসব, বসে কি করে এটা করা যায় সেটার জন্য আমরা দেখব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯৪

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৯৪

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় চতুর্থ বেতন কমিশনের রিপোর্ট কার্য্যকর করার জন্য বর্তমান অর্থ বছরে প্রয়োজনীয় অর্থের বরাদ্দ রাখা হবে কিনা ?

২। বর্তমানে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের মধ্যে প্রদত্ত মহার্ঘ ভাতার বৈষম্যের পরিমাণ কত এবং বৈষম্য দূরীকরণে কবে নাগাদ বকেয়া মহার্ঘ ভাতার মঞ্জুরী দেওয়া হবে ?

উত্তর

১। এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করবে এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক অনুমোদনের উপর।

২। বর্তমানে ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারীগণ ১-২-৯৮ ইং থেকে ১৪৮ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা পাচ্ছেন। এবং কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীগণ ১-১-৯৬ ইং থেকে ৪ শতাংশ, ১-৭-৯৭ ইং থেকে ৮ শতাংশ, ১-১-৯৭ ইং থেকে ১৩ শতাংশ এবং ১-১-৯৮ ইং থেকে ১৬ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা পাচ্ছেন। সুতরাং, বৈষম্যের পরিমাণ নূতন বেতন হারের উপর ১৬ শতাংশ। ত্রিপুরা সরকার চতুর্থ বেতন কমিশনের পর্যালোচনার পরে উক্ত বিষয়ে সার্থকভাবে করা যাবে।

শ্রীজওহর সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছে কি না, কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যেক বছর দুই কিস্তিতে ডি এ দেন, একটা দেয় জানুয়ারীর ১লা তারিখ আর একটা দেয় জুলাইয়ের ১লা তারিখ। এইভাবে ১-১-৯৬ ইং তারিখ কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের তাদের পে-কমিশনের সুপারিশকে কার্যকরী করেছিলেন। এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটাও অবগত আছেন কি না, কেন্দ্রীয় সরকার নূতন বেতনক্রম চালু করার পরে এখন পর্যন্ত যেটা ১-৭-৯৮ ইং থেকে ২২ শতাংশ মহার্ঘভাতা দিতে চলছেন। এখানে কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছেন ২২ শতাংশ অথচ রাজ্য সরকার বৈষম্যের ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী তথ্য দিয়েছেন সেটা হল মাত্র ১৬ শতাংশ। কিন্তু এখানে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের মতে তারা ৪০ শতাংশ ডি এ রাজ্য সরকারের কাছে পাওনা আছে, এটা সত্য কিনা এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমার এখানে যে তথ্য আছে সেটি আমি আগেই বলেছি যে চতুর্থ বেতন কমিশন কার্য্যকরী হলে পরে সেখানে ১৬ শতাংশই পার্থক্য থাকবে। এটা অতিরিক্ত এখানে থাকবে না। যেটা মাননীয় সদস্য বলেছেন, রাজ্যের কর্মচারী সংগঠনগুলি বলছে ৪০ শতাংশ সেটি কমে ১৬ শতাংশ হবে। এখন কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে দিচ্ছে সেগুলি আমাদের এখানে পে কমিশন চালু হলে পরে আমরা দেখব সেটা কি করে কি করা যায়।

শ্রীজওহর সাহা :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, আসলে পরিবহণ দপ্তরের মন্ত্রী তো অর্থ দপ্তরের মন্ত্রী না। তারজন্য উনাকে অপরাধী মনে করব না। স্যার, উনি নিজে এটা ভাল করে জানেন তিনি একজন শিক্ষক নেতাও ছিলেন। কারণ, আমি এখানে পরিস্কারভাবে উল্লেখ করেছি যে ১-৭-৯৮ ইং তারিখ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার তার কর্মচারীদের জন্য ২২ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা দিয়েছেন। আর এখানে বলা হয়েছে বেতন বৈষম্য মাত্র ১৬ শতাংশ। প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের আমল থেকেই এই ডি এ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের ডি এ-র একটা বৈষম্য। আমি বলবনা যে এটা অসত্য তথ্য বা তা ইচ্ছাকৃতভাবে করেছেন তা না। আমার বক্তব্য হচ্ছে রাজ্যে ১ লক্ষের উপরে সরকারী কর্মচারী আছেন, সেখানে এই যে ৪০ শতাংশ, ১৬ শতাংশ কিংবা ২২ শতাংশ এই যে পার্থক্যটা, এই ব্যাপারে আমরা বলছি একটা, কর্মচারীরা বলছে আরেকটা। এই যে বৈষম্য সেটা দূর

করার জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা নেবেন কিনা, আদৌ কোনটা সত্য, আসল ঘটনাটা কি তা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন কিনা? আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে, এই যে পে কমিশন তাদের রিপোর্ট পেশ করেছে সেই রিপোর্ট কার্যকরী করার জন্য এখনো বাজেটে টাকা ধরা হয়নি। বলা হচ্ছে যে যদি বাজেটে সংকুলান হয় তাহলে আমরা এটা বিবেচনা করব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি পয়েন্ট করে দিন।

শ্রীজওহর সাহা :— আসলে কর্মচারীদের ঝুলিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে এটা বলা হচ্ছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্পেসিফিক, যে বর্তমান আর্থিক বছরে পে কমিশন কার্যকরী করা হবে, সেই এ্যাস্যুরেন্স দেবেন কিনা, তা আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে জানতে চাইছি।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এই বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। ডি, এ, নিয়েও সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। যাই সন্দেহ থাকুক না কেন, আমরা পে-কমিশন বসিয়েছি। এই পে-কমিশনে যারা আছেন তারাই এই বিষয়গুলিকে নিয়ে সবটাই নিয়ে একটা রিপোর্ট সাবমিট করেছেন। সুতরাং, এর মধ্যে আগের পাওনা বা পরের পাওনা বৈষম্যের কোন প্রশ্নই আসতে পারে না। বৈষম্য যদি কিছু থেকে থাকে, রাজ্য সরকারের বক্তব্য যদি ভিন্ন হয়, কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য যদি ভিন্ন হয়, কর্মচারী সংগঠনের বক্তব্য যদি ভিন্ন হয় তাহলে পরেও এই তিন মতের মীমাংসা করার দায়িত্ব এই পে কমিশনের। তারা সুনির্দ্দিষ্টভাবে তাদের রিপোর্ট পেশ করেছেন। ১৪৮ পারসেন্ট তারা এর সঙ্গে মার্চ করে দিয়েছেন। তারপর দেখা যাচ্ছে যে এটা কার্যাকরী হলে আর ১৬ পারসেন্ট-এর পার্থক্য থাকবে। আমি সেটাই পরিস্কার করে বলেছি।

শ্রীরতনলাল নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার কর্মচারীদের ডি. এ, দেওয়া হয়। কন্টিজেন্ট ডি. আর. ডব্লউ, তারা সামান্য বেতন পায়। তাদেরকে ডি. এ-র পরিবর্তে কি দেওয়া হয়। এবং কি হারে দেওয়া হয় এবং এর আনুপাতিক হারটা কি?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা যেহেতু এই প্রশ্নের সঙ্গে রিলেটেড না. তবু আমি বলছি। বারেবারে যখন ডি এ. ঘোষণা করা হয়. তখন তাদের জন্য যারা ডি. আর. ডব্লিউ, আছেন তাদের জন্য একটা স্লেপে দেওয়া হয়। আর যারা কন্টিজেন্ট আছেন তাদেরকে একটা স্লেপে দেওয়া হয়। প্রতিবারই এই বিষয়গুলি সম্পর্কে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

শ্রীজওহর সাহা :— সাপ্লমেন্টারী স্যার।

মিঃ স্পীকার :— না, না, আর না। অনেক হয়েছে আর না।

শ্রীজওহর সাহা :— আমার মূল প্রশ্ন ছিল, এই যে বৈষম্য ১৬ শতাংশ আরো ৪০ শতাংশ এই ব্যাপারে মাননীয় পরিষদীয় মন্ত্রী যে যর্মূলা দিয়েছেন সেটা আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। এই

কারণে বারবার বলছি। আমার মাথা খুব পরিষ্কার নয় সে জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করব, বিস্তৃতভাবে ব্যাপারটি জানাতে। আর আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে কর্মচারীদের অর্থনৈতিক বঞ্চনার প্রতি সহমত পোষণ না করার জন্য রাজ্যের কর্মচারী নেতা অজয় বিশ্বাস এই সংগঠন ত্যাগ করেছেন এ খবর সত্য কিনা?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য প্রথম যা বলেছেন তা ঠিকই। তারপরে পরেরটায় উল্টোদিকে চলে গেছেন। এটা প্রাসঙ্গিক বিষয় নয়। যাই হোক, বিষয়টি এখানে যা আলোচনা হচ্ছে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে আমাদের কর্মচারী আছেন ১ লাখ ১৫ থেকে ২০ হাজার। প্রতি পরিবারে যদি ৫ জন লোক ধরি, তাহলে প্রায় ৫/৭ লাখ লোক আছেন। এ নিয়ে রাজ্যে যত পে কমিশন হয়েছে, তার মধ্যে সব থেকে স্বল্প সময়ে এই কমিশন তার রিপোর্ট সরকারের কাছে সাবমিট করেছেন। আমাদের সরকার এটা ইমপ্লিমেন্ট করার ক্ষেত্রে তার সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে তার একটা পজেটিভ আউট লুক আছে। টাকা আমাদের নেই বলে, আমাদের একটু ভাবনা চিন্তা করতে হচ্ছে। যে প্রশ্ন এখানে তুলেছেন, সেটা তো অঙ্ক টঙ্কের ব্যাপার। তা আমি পরীক্ষা করে দেখিনি। তবে নীতিগতভাবে বলছি, কেন্দ্রীয় সরকারের যে ডি, এ-র ফর্মুলা বা হার অনুসারেই করা হয় এটা ইমপ্লিমেন্টের ব্যাপারে যদি কোন ডিসক্রিমিনেশন থেকে থাকে তবে তা অতীতে হয়েছে। থার্ড পে-কমিশনও একটা জায়গায় এসে এটা দিয়েছেন। ৪র্থ কমিশনও দিয়েছে। তবে সেন্ট্রাল দিলেই যে স্টেট গভর্ণমেন্ট সঙ্গে সঙ্গে তা দিতে পারবে তা কিন্তু নয়। প্রতিটি ষ্টেটই তারজন্য ফিন্যান্সিয়াল একটি কনসেন্ট লাগে। স্যার, চতুর্থ বেতন কমিশনও একটা ফর্মুলা নির্ধারণ করে একটা জায়গায় এসেছেন। তারপরেও যদি কোন ডিসক্রিমেনিয়েশন থেকে থাকে, তাহলে আমরা পরীক্ষা করে দেখে দূর করার চেষ্টা করব।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, এখানে ১ লক্ষ কর্মচারীর জীবন জীবিকার প্রশ্ন, তাই জানতে চাইছি, ৪র্থ বেতন কমিশন যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে ১৬ শতাংশ বৈষম্য দূরীকরণ হবে। এই রিপোর্ট সরকারের কাছে যে দিন সাবমিট করেছেন সেদিন থেকে কার্য্যকরী হবে। কিন্তু এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার আরো কয়েকটা ডি, এ, দেবে। কাজেই, সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। এই কারণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করব, সুনির্দ্দিষ্টভাবে জানাবেন কি কবে নাগাদ পে-কমিশনের রিপোর্ট কার্য্যকরী করবেন। এবং ১৬ শতাংশ যে ডিফারেন্স রয়েছে তা আগামী কোন মাসে দূর করবেন?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— নির্দ্দিষ্টভাবে কোন মাস থেকে কার্য্যকরী হবে এটা এখনই বলা যাচ্ছে না। এই হাউসে বিষয়টি নিয়ে আপনি বারবার বলছেন। অন্য সদস্যরা যদি বিরক্ত না হন, তাহলে আমি একটা কথা বলতে পারি। স্যার, রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে একটি কমিটি হয়েছে। এবং সেন্ট্রাল পে কমিশনের যে বেতন দিয়েছেন তার সঙ্গে, সামঞ্জস্য মেনটেইন করার ক্ষেত্রে রাজ্য

সরকারগুলির সিদ্ধান্ত দেখবে। শুধু এটা আমরাই চাইনি। সব রাজ্যেই চেয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অবস্থা তার মধ্যে খুবই খারাপ। রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে কমিটি হয়েছে সেই কমিটি রিপোর্ট সাবমিট করেছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে, পে-কমিশন যা দিয়েছে আমাদের রাজ্যে আমরা সেটা কার্য্যকরী করতে চাই। এর জন্য যে টাকা লাগবে তারজন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে টাকা চেয়েছি। তবে শুনেছি, পার্টিকুলারলি ৭/৮টি ষ্টেটকে স্পেশাল ক্যাটাগরীর ষ্টেট হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। খুব সম্ভবতঃ ২/১টার জন্য সাজেষ্ট করছেন। আমি সিউর নই। তাই এখানে আলোচনা করছি না। আমরা যখন প্ল্যানিং কমিশনের সঙ্গে আলোচনা করতে যাই তখন এই প্রসঙ্গ তুলি। তখন প্ল্যানিং কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান, যশবন্ত সিন্হা বলেন, এটা শুধু আপনাদের সমস্যা নয়, এটা প্রত্যেক রাজ্যের সমস্যা। আমি এই সম্পর্কে ফিন্যান্স ডিপার্টমেন্টকে অনুরোধ করব, অন দি বেসিস অব দি রিকমেণ্ডেশান মেড বাই শেখোয়াত কমিশন একটা কিছু হবেই। কাজেই এর বাইরে আর কিছু বলতে পারছি না। আপনারা দেখেছেন, আমরা ঘাটতি বাজেট করেছি। প্রায় ১৫০ কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট। এই ক্ষেত্রে আমি বলব, সর্বভারতীয় কি সিদ্ধান্ত তা জানার পরেই ঠিক করব, আমরা কখন দিতে পারব। সেকেণ্ড যেটা বলেছেন, ডি, এ, সম্পর্কে যে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট ফর্মুলা করে যা যা সুযোগ দিয়েছে যে যে সংখ্যা বলেছেন সব রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা পাবেন। হয়তো একসাথে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে পাবেন না, কিন্তু পাবেন। আমরা দিয়ে যাচ্ছি এবং দিয়ে একটা জায়গায় নিউট্রেলাইজ করার চেষ্টা করছি। কাউকে আমরা বঞ্চিত করব না।

মিঃ স্পীকার :— ব্রেকেটে শ্রীরতনলাল নাথ এবং শ্রীসমীর দেব সরকার।

শ্রীরতনলাল নাথ :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১১১ স্যার।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১১১ স্যার।

প্রশ্ন

১) রাজ্যে পূর্ত্ত দপ্তরের অধীনে কতটি ডিভিশান ও সাব ডিভিশান আছে;

২) বর্ত্তমান আর্থিক বছরে উক্ত দপ্তরের অধীনে নতুন কোন ডিভিশান ও সাব-ডিভিশান অফিস খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

৩) খোয়াই মহকুমায় পূর্ত্ত দপ্তরের নতুন একটি ডিভিশান এবং কল্যাণপুর ও বাইজল বাড়ীতে নতুন সাব-ডিভিশান অফিস খোলার কথা সরকার বিবেচনা করবেন কিনা?

উত্তর

১) পূর্ত্ত বিভাগের অধীনে (সড়ক ও ইমারত, জল সম্পদ এবং জনস্বাস্থ্য—কারিগরী শাখাসহ) মোট ৩৪টি ডিভিশন ও ১০৮টি সাব-ডিভিশান অফিস আছে।

২) বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এমন কোন পরিকল্পনা নেই।

৩) আপাতত এমন কোন পরিকল্পনা নেই।

শ্রীরতনলাল নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি অন্য একটা প্রশ্ন করার জন্য প্রিপেয়াড ছিলাম, কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী দপ্তরের মন্ত্রী নন, তিনি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী উনার কাছে থেকে যে উত্তর পেলাম তাতে আমাকে অন্য রকম প্রশ্ন করতে হচ্ছে। স্যার, ২৭-১২-৯৩ ইং সালে এই হাউসে আমার এই একটা প্রশ্ন ছিল। তখন পূর্তমন্ত্রী ছিলেন বৈদ্যনাথবাবু। তিনি যে উত্তর দিলেন তাতে ৩৬টা ডিভিশান এবং ১১৪টা সাব-ডিভিশান-এর কথা বলেছিলেন। আর এখন বলা হচ্ছে ৩৪টা ডিভিশান এবং ১০৮টা সাব-ডিভিশান। কোনটা ঠিক আমি জানি না। উনাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল জনগণকে আরও প্রশাসনের কাছে নিয়ে যেতে সর্বোতোভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে দৃষ্টিভঙ্গী, আগে বলা হয়েছিল এক রকম এখন বলা হচ্ছে আরেক রকম। এটা কিভাবে হয়। এখানে তো হাউসকে স্পেসিফিকেলী মিসলীড করা হচ্ছে। যেখানে ৯৩ ইং সালের পর থেকে ডিভিশান বাড়ার কথা ছিল এখন দেখা যাচ্ছে কমে যাচ্ছে। এই ব্যাপারে আপনারা ক্লীয়ার সিদ্ধান্ত দিন। ৯৩ ইং সন থেকে ৯৮ ইং পর্য্যন্ত যেখানে ডিভিশানগুলি বাড়ার কথা সেখানে দেখা যাচ্ছে কমে যাচ্ছে। তাহলে আমার সাপ্লিমেন্টারী থাকবে এই ডিভিশানগুলি এবং সাব-ডিভিশানগুলি কমিয়ে আনা হচ্ছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) **:—** স্যার, আমার কাছে যে তথ্য রয়েছে তাতে আমি বলেছি যে ৩৪টা ডিভিশান রয়েছে। এর মধ্যে সড়ক ও ইমারত শাখায় ১৮টি ডিভিশান এবং ৫৮টি সাব ডিভিশান। জল সম্পদ শাখায় রয়েছে ১১টি ডিভিশান এবং ৩৪টি সাব-ডিভিশান। জনস্বাস্থ্য ও কারিগরী বিভাগে মোট ৫টি ডিভিশান এবং ১৬টি সাব ডিভিশান। তাছাড়া জল সম্পদ শাখায় ৯টি ইউনিট এবং জনস্বাস্থ্য ও কারিগরী শাখায় ১০টি ইউনিট অফিস সহকারে মোট ১৯টি ইউনিট অফিস রয়েছে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে লীডার অব দ্য হাউস আছেন এই ব্যাপারটা একটু সিরিয়াসলী দেখুন অন্যান্য বার উত্তরগুলি মোটামুটি মিল পাওয়া গেছে কিন্তু এবার মারাত্মকভাবে অসত্য সংবাদ মন্ত্রীদেরকে দিয়ে পরিবেশন করানো হচ্ছে। স্যার, এটা সিরিয়াস মেটার। যেমন আমরা পৌরসভার কর্মচারীদের নিয়ে যখন আন্দোলন করেছিলাম, তখন মাননীয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব উনাদের মন্ত্রীদের দিয়ে যা-তা বলানো হয়েছে, স্যার। এই ব্যাপারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধানসভায় সঠিক তথ্য পরিবেশন করা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দায়িত্ব এবং কোন দপ্তর যদি এটা করার ক্ষেত্রে দুর্বলতা দেখান তাহলে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এবং যে তথ্য সঠিকভাবে দপ্তরে নেই বা সংগ্রহ করতে সময় নিচ্ছে সেটা সময় নিয়ে পরে দেওয়া ভাল। কিন্তু সঠিক তথ্য না জেনে অনুমানের উপর ভিত্তি করে কোন তথ্য দেওয়া ঠিক না এবং এটা হওয়া উচিত নয়। এই জায়গায় আমি সমস্ত মাননীয় সদস্যদের সাথে একমত পোষণ

করছি এবং এখান থেকে আমাদের বিভিন্ন দপ্তরের অফিসার বন্ধুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব বি সিরিয়াস এ্যাবাউট দিস মেটার।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, পূর্ত দপ্তরের ডিভিশান এবং সাব-ডিভিশান করার ক্ষেত্রে কি নীতি মেনে সেগুলি করা হয় এটা হচ্ছে আমার ১নং প্রশ্ন। দুই নাম্বার প্রশ্ন হলো—বিশালগড়ে নূতন সাব-ডিভিশান হয়েছে একটা বিশালগড় পি, ডবলিউ সাব-ডিভিশান। এটা কি আগরতলা টাউন মিউনিসিপালিটি এলাকায় কাজ করছে কিনা?

এছাড়া গত দুই বছর আগে আমরা দেখেছিলাম এবং তখন বিধানসভায় প্রশ্ন উত্তরে বলা হয়েছিল খোয়াইতে একটা ডিভিশানের কথা তৎকালীন মাননীয় পূর্তমন্ত্রী বলেছিলেন যে একটা ডিভিশানের কথা বিবেচনাধীন আছে এবং অনুসারে কল্যাণপুর সাব-ডিভিশান কথাটা বিবেচনাধীন আছে বলে জানিয়েছেন। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কি এবং জানা থাকলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য যে বিষয়টা উত্থাপন করেছেন এই সম্পর্কে আমার কাছে এখন কোন তথ্য নেই। এখানে নূতন ডিভিশান বা সাব-ডিভিশান খোলার এক্ষণি কোন পরিকল্পনা নেই তবে সাব্রুম এবং মনুতে একটা করে ডিভিশান এবং আনুসঙ্গিক সাব-ডিভিশান খোলার পরিকল্পনা বিবেচনাধীন রয়েছে। তবে মাননীয় সদস্য যে জায়গাগুলির কথা উল্লেখ করেছেন এই সম্পর্কে আমার কাছে এখন কোন তথ্য নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, অম্পিতে একটা সাব-ডিভিশান আছে। এটা ডিভিশান হচ্ছে তেলিয়ামুড়া পি, ডবলিউ. ডি, এটা এক সময় সালটা আমার মনে নেই, নৃপেনবাবুর আমলে তখন কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা শুধু আসল অম্পি রাস্তার জন্য এবং তখন তিনি টাকার পরিমাণ দেখে সেখানে সাব-ডিভিশান খোলেন। এবার বাজেটে দেখা যাচ্ছে তেলিয়ামুড়া ডিভিশানের পি. ডবলিউ, ডি'র জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ দেখানো হয়েছে সিডিউলড অব ওয়ার্কসে সেখানে অম্পি সাব-ডিভিশান বলে কোন হিসাব দেওয়া হয়নি ফলে দেখা গেছে, অম্পি সাব-ডিভিশানে যে কাজ করার কথা সেই অনুপাতে দেখা যায় প্রপার শেয়ার দেওয়া হয়নি। কাজেই, আমি এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে পারি কিনা যে শুধু ডিভিশান নয়, ডিভিশানের আণ্ডারে যে সাব-ডিভিশানগুলি আছে সেখানে পৃথকভাবে যাতে অর্থ বরাদ্দ দেখানো হয়।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এই সম্পর্কে তো এখনই বলা কিছু মুশকিল আমার পক্ষে অন্তত। এটা নিয়ে আলাদা প্রশ্ন করলে হয়ত আমি বলতে পারব. আলাদা করে সাব ডিভিশান ওয়াইজ।.

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এটা দেখবেন কিনা যে তেলিয়ামুড়া ডিভিশানের আণ্ডারে আরও বিভিন্ন সাব-ডিভিশান রয়েছে. তারা যেটুকু পেয়েছে তার কত অংশ অম্পি সাব-

ডিভিশান এটা একটু দেখবেন কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— এটা দেখা যাবে, এটার কোন অসুবিধা নাই।

শ্রীঅনিল চাকমা :— পি, ডব্লিউ, ডি, ডিভিশান ওয়ান, ডিভিশান-টু এটা একটা কমপ্লেক্সের মধ্যে করা হয়েছে। কিন্তু এই ডিভিশানের সাব-ডিভিশান আমাদের পেচারথলের ভাগ্যে জুটেছে কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, টাকা সংকুলাল হলে নিশ্চয়ই করা যাবে। একটা জায়গায় করা বা একটা কমপ্লেক্সে করার কোন বিষয়ই না। টাকা সংকুলান হলে আলাদা কাজের জন্য আলাদা অফিস করা এটা করা যাবে।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— আমার যে প্রশাসনিক কাজের প্রাথমিক যে অভিজ্ঞতা তার থেকে শুধু পি, ডব্লিউ ডি না আরও এক-দুইটা দপ্তর আছে যেটা মাননীয় সদস্য বলেছিলেন পি, ডব্লিউ, ডি সম্পর্কে তেলিয়ামুড়া হেড কোয়ার্টার এটা তারা অমরপুর অম্পি দেখছেন। এটা রিয়েলি খুব প্রোব্লেম ! আমরা মন্ত্রীসভায় একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই জাতীয় জনস্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট যে দপ্তরগুলি আছে এগুলি কোটারনিমাস করা ! অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ যে এরিয়াগুলি তার সংগে মিলিয়ে যাতে এগুলি করা যায়। অনেক এর মধ্যে হয়ে গেছে। যেমন অ্যাগ্রিকালচার অনেক এগিয়ে গেছে। পি, ডব্লিউ, ডি অনেক জায়গায় আছে, কিন্তু নতুন নতুন আমরা যেগুলি ডেভালাপ করছি, একটু সমস্যা হচ্ছে। এগুলি আমরা খুব তাড়াতাড়ি করে নেব ! এগুলি করতে পারলে পরে যে প্রশ্নটা এখানে এসেছে, যে সমস্যাটা এখানে এসেছে, যার প্রপার শেয়ার হচ্ছেনা বা ঐ জায়গাটায় প্রায়রিটি বেশী পেয়ে যাবে, সেটা হচ্ছেনা, এই প্রোব্লেমটা থেকে আমরা বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— পি ডব্লিউ, ডি দপ্তরে টেন পারসেন্ট শেয়ার দেওয়া হয়নি। এই অম্পি সাব-ডিভিশানে এবং ইরিগেশান দপ্তরে নট ইভেন ১০ পারসেন্ট আমি চ্যালেঞ্জ করছি, আপনি দেখবেন কিনা।

শ্রীমানিক সকরকার (মুখ্যমন্ত্রী) : — আমি যে প্রশ্নটা বলছি সেটা হচ্ছে কোটারনিমাস না হওয়াটা একটা সমস্যা। এটা করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি।

মিঃ স্পীকার : — মামনীয় সদস্য শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা।

শ্রীপ্রশান্ত দেবর্মা (সালেমা) : — অ্যাডমিডেট কোয়েশ্চান নং ১২১

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং-১২১

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিধানসভা সদস্যদের বিনা ভাড়ায় রাজ্যে সড়ক

পরিবহন ও রেলে যাতায়তের ব্যবস্থা আছে,

২। সত্য হলে উক্ত নিয়ম এ রাজ্যে ও চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন তৈরী করা হবে কি না?

উত্তর

১। হ্যাঁ, আংশিক সত্য।

২। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে উত্তর পূর্বাঞ্চলে শুধু আসাম রাজ্যে এই ব্যবস্থা চালু আছে এবং অন্যান্য রাজ্যের তথ্য আমরা সংগ্রহ করছি। তথ্যসংগ্রহাধীন হলে পরে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত সরকার নেবে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা : — স্যার, তথ্য সংগ্রহের প্রশ্ন উঠেনা, আপনি অ্যানেক্সমেন্ট করে দিন তাহলে হয়ে যায়। এম, এল, এরা নট অন ডিউটি, নট ফর অ্যাটেণ্ড ইন অ্যানি মিটিং এম, এল এরা যেতে পারেন। স্যার, আমার অভিজ্ঞতা আছে, তেলিয়ামুড়ায় মাখন লাল চক্রবর্ত্তীকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে, আমরা দুইজনে একসংগে আসছিলাম। আমাকে বসতে দিয়েছে, আর উনাকে বসতে দেয়নি। এটা নিয়েআমি প্রিভিলেজ এনেছিলাম। এইরকম মিস- বিহেভও করে। একবার আমি কৈলাশহর থেকে টিকিট কেটেছি। আমাকে উঠায়নি, না উঠিয়ে আর একজনকে নিয়ে এসেছে। এটা নিয়েও আমি প্রিভিলিজ এনেছি এবং শাস্তিও হয়েছে। কাজেই, এগুলি দূর করা দরকার। আগে নৃপেনবাবুর সময়ে এটা ছিল যে ৫১-৫২ নং সীট রিজার্ভ থাকবে। এটা কোনমতেই টিকিট কাটা হবে না শুধু মাত্র এম এল এরা যখন উঠে তখনই কাটা হবে। এম, এল, এ উঠলে টিকিট কাটা হবে নাহলে খালি যাবে। এখন এটা চালু করুন এবং খুব পোওর পেইড পিওপিল এম, এল, এরা, তাদের অ্যাসেম্বলি থেকে রি আমবার্স হতে পারে খুব বেশী টাকা উঠবেনা। মাসে হাজার টাকাও উঠবনা। এটা কার্যকরী করবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) : মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য টি, আর, টি, সির বাসের মধ্যে মেম্বারদের সঙ্গে যে মিস্ বিহেবিয়ারের কথা বলছেন সেটা আমরা আলোচনা করে দেখব যাতে আর এটা না হয়। আর এম, এল, এ, দের জন্য বাসের মধ্যে আসন সংরক্ষনের কথা বলেছেন-এটাও টি, সি-র সঙ্গে আলোচনা করব।

শ্রীরতনলাল নাথ : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে তথ্য সংগ্রাধীন আছে। কিন্তু এই তথ্য কবে নাগাদ সংগ্রহ করে তিনি আমাদের তার জবাব দিতে পারবেন তার ডেইট স্যার, এক্ষনি এই সভায় দিতে হবে। কারণ আমরা ১৯৯৩ থেকে দেখছি ৯৩২ টি কোয়েশ্চানের জবাবে বলেছেন যে তথ্য সংগ্রহাধীন আছে তার মধ্যে ৭০০ প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয় নাই। কাজেই এই প্রশ্নের তথ্য কবে নাগাদ সংগ্রহ করে দিতে পারবেন সেটা আমাদের এখনি জানাতে হবে স্যার। এখানে রুলস রয়েছে —

T. L. A. Rules of procedure and Conduct of Business Rule 47 (2) A question shall be replied on the date on which it is Listed. If the imformation required by the membeer is not available, the Minister shall state the position accordingly, and the Speaker may allow such further time as he may, under the circumstances, deem proper and fix a date for the answer.

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা তো অন্য রাজ্য থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। আমরা তো অন্য রাজ্যকে বাধ্য করতে পারিনা আমরা তাদের শুধু অনুরোধ করতে পারি। এখন যেমন আসাম থেকে আমাদের চিঠির জবাব এসেছে আমরা সেটা বলেছি। এখন অন্যান্য ষ্টেটসগুলি যখনই পাঠাবে সঙ্গে সঙ্গে আমরা তার জবাব দিয়ে দেব। রাজ্যের ভেতর থেকে তথ্য সংগ্রহ করার কথা হলে একটা টাইম দিয়ে দেওয়া যেতে। যাই হোক, অন্যান্য রাজ্য থেকে উত্তর আসুক বা না আসুক আমি আগামী এক মাসের মধ্যে এটার জবাব দিয়ে দেব।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, ব্যাপারটাতো অন্য রাজ্যের সঙ্গে রিলেটেড। যাই হোক মাননীয় মন্ত্রী আগামী এক মাসের মধ্যে এর জবাব দিয়ে দেবেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবীরজিৎ সিনহা।

শ্রীবীরজিৎ সিন্‌হা :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাড্‌মিটেড্ ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-২৬৮।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাড্‌মিটেড্ ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-২৬৮।

প্রশ্ন

১। কেন্দ্রিয় সরকারের গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের রাজীব গান্ধী ওয়াটার ট্যাকনোলজি মিশন গত ১৯৯৭ ৯৮ইং আর্থিক বছরে ও বর্তমান ১৯৯৮ ৯৯ইং আর্থিক বৎসরে কত টাকা ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য বরাদ্দ করেছেন ?

২। রাজ্যের কোন কোন এলাকায় ভূগর্ভ থেকে পানীয় জলের উৎস না পাওয়ায় ড্রাই এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে ? এবং

৩। উক্ত ড্রাই এলাকার জনগণকে পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য সরকার কি কি উপায় অবলম্বন করেছেন ?

উত্তর

১। রাজীব গান্ধী ওয়াটার টেকনোলজি মিশন থেকে ৯৭-৯৮ এবং ৯৮-৯৯ ইং সনে বরাদ্দ পাওয়া যায়নি। তবে রাজীবগান্ধী জাতীয় পানীয় জল মিশন থেকে ৯৭-৯৮ এবং ইং সনে ৮ কোটি

৪৮ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা এবং ৯৮-৯৯ ইং সনে প্রথম কিস্তিতে ৪ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা পাওয়া গেছে।

শ্রীবীরজিৎ সিন্‌হা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা তো জানি—এর আগে ত্রিপুরা সরকারের গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর ধলাই জেলার একটা বিরাট অংশ, গণ্ডাছড়া মহকুমা আমবাসার কয়েকটি গাঁওসভা, উত্তর ত্রিপুরার কয়েকটি টাউন ছাড়া সমস্ত এলাকাকে ড্রাই এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। তখনই ওয়াটার টেক্‌নলজি মিশনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন স্কীমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য বহু কোটি টাকা রাজ্য সরকারকে দেওয়ার পরও ত্রিপুরা রাজ্যে পানীয় জলের যে সমস্যা রয়েছে কেন এখনও ত্রিপুরা রাজ্যে লাঘব করা গেল না সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি? এছাড়াও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলছেন যে ত্রিপুরা ড্রাই এড়িয়া বলে কিছুই নেই। তাহলে আমি উনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, কাঞ্চনপুরের প্রত্যন্ত অঞ্চল, লংতরাই-ভ্যালীর প্রত্যন্ত অঞ্চল এবং ঊণকোটি পাহাড়ের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যারা বসবাস করছেন তাদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে সরকার ব্যর্থ কেন? সেখানে পাবলিক্ হেলথ ইঞ্জিনীয়ারিং-এর লোকেরা চেষ্টা করেছেন পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য। কিন্তু ডিপ-টিউবওয়েলের জন্য খনন করেও সেখানে জল পাওয়া যাচ্ছে না তারা জানিয়েছেন। একই কথা বলছেন রাজ্য সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর থেকেও। তারাও ড্রিলিং করে জল পাচ্ছেন না। কাজেই যেখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা যাচ্ছেনা সেখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য সরকার কি ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে রাজ্যে এমন কোন জনবসতি নেই যেখানে ওয়াটার সোর্স নেই। জল না থাকলে তো মানুষের নগরী সেখানে গড়ে উঠতে পারে না। সেখানে আণ্ডার গ্রাউণ্ড বা ওভার গ্রাউণ্ডই বলুন জলের সোর্স থাকেই। তবে অসুবিধা হচ্ছে. সব সোর্সগুলিকে ব্যবহার করে উপযুক্ত পানীয় জল সরবরাহ করার ক্ষেত্রে আমাদের কিছু কিছু অসুবিধা রয়েছে। যে টাকা পাওয়া গিয়েছে সেটা দিয়েই রাজ্যে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কাঞ্চনপুর সহ যে সমস্ত জায়গার কথা মাননীয় সদস্য বলেছেন সেই সমস্ত জায়গাতে পানীয় জল পাওয়া যাচ্ছে। রাজ্য সরকারের পূর্ত, পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনীয়ারিং এবং রাজ্যের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর থেকেও বিভিন্ন জায়গাতে পানীয় জলের ব্যাপারে কাজ করছে। আর, ডি, দপ্তর থেকে মার্কটু এবং মার্ক থ্রী রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসানো হচ্ছে। পি, এইচ, সি. থেকে বিভিন্ন জায়গাতে গভীর নলকূপ বসিয়ে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

তবে মাননীয় সদস্য নির্দিষ্টভাবে যে সমস্ত জায়গাগুলির কথা মাননীয় সদস্য বলেছেন সেগুলির ব্যাপারে কোন তথ্য নির্দিষ্টভাবে আমার হাতে এক্ষুনি নেই।

শ্রীবীরজিৎ সিন্‌হা :— পানীয় জলের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সবাই জানি যে

রাজ্যের এমন সব জায়গা রয়েছে যে ড্রিলিং করার পরও পানীয় জল পাওয়া যায় না। যেমন কুমারঘাটের পূর্ব দিকে দারচই ভিলেজ রয়েছে। সেখানে ঝর্ণার জল আটকে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই জলই সমগ্র গ্রামবাসী খাচ্ছেন। আমি তো বলছি যে ড্রিলিং করার পরই বলা হচ্ছে যে পানীয় জল পাওয়া যাচ্ছে না। আমাদের কৈলাশহরের শ্রীনাথপুর, বাবুর বাজার এবং ইরাণী সহ বহু এলাকা রয়েছে যেখানে কয়েকবার ড্রিলিং করার পরও পানীয় জল পাওয়া যায়নি। তেমনি কাঞ্চনপুরের বিভিন্ন এলাকাতেও রয়েছে। কাজেই আমার মূল প্রশ্নটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পানীয় জলের উৎস অনুসন্ধানে এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য আমাদের রাজ্যে যে টাকাটা আসে সেটাতো পরিকল্পনা অনুসারে নির্দিষ্ট স্কীমে খরচার জন্য। কাজেই, খরচাটা সেভাবে হচ্ছে কিনা? এবং হয়ে থাকলে ঐ সমস্ত জায়গাতে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না কেন?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমিতো পানীয় জলের ব্যবস্থা কিভাবে হচ্ছে বলেছি। এখন সেইফ ড্রিংকিং ওয়াটার সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমার কাছে যেটুকু তথ্য রয়েছে তাতে বলা আছে, ২০ শতাংশ এলাকায় আমরা সেইফ ড্রিংকিং ওয়াটার সাপ্লাই ফেসিলিটি বাড়াতে সক্ষম হয়েছি। যেখানেই সেটা দরকার সেখানেই আমরা কাজ করছি। তবে আণ্ডার গ্রাউণ্ড বা ওভার গ্রাউণ্ড ওয়াটার লিফটিং করার ক্ষেত্রে কিছু কিছু অসুবিধা রয়েছে। অনেক জায়গায় বৃষ্টির জল ধরে রেখে তার মধ্যে থেকেও জল সরবরাহের ক্ষেত্রে পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে চেষ্টা আমাদের রয়েছে। তবে আমাদের রাজ্য সরকার যেখানে যতটুকু ওয়াটার সোর্স পাই মানুষকে জল সরবরাহের ক্ষেত্রে আমাদের কোন চেষ্টাই এখানে থাকবে না এটা ঠিক সব জায়গাতে সবটা এখনও পৌঁছানো যায়নি। কিন্তু প্রচেষ্টা আমাদের চলছে যাতে করে করা হয়। এখানে যে টাকাটা পার্টিকুলারলি এসেছে এই টাকাটা কোন কোন অঞ্চলে কি কিভাবে খরচ হয়েছে এই পার্টিকুলার ইনফরমেশনটা আমার কাছে নেই। পরে এটা দেওয়া যাবে।

মিঃ স্পীকার :— কোয়েশ্চান আওয়ার ইজ অভার। যে সমস্ত তারকা (*) চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলির উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

ANNEXURES—'A'/

MATTER RAISED BY MEMBER'S

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার নিউট্রেশান প্রোগ্রাম বাচ্চাদের যে রেশনের চাউল সরবরাহ করা হচ্ছে টিফিনের জন্য, গতকাল আমি হাউজ থেকে যাওয়ার পরে দেখেছি কিছু অভিভাবক এবং কিছু বাচ্চা এই চাউলের কিছু নমুনা নিয়ে আমার এখানে এসেছে যে তাদের শিশু খাদ্যের নাম করে অখাদ্য

গো-খাদ্য সরবরাহ করা হচ্ছে। স্যার আমি কিছু চাউলের নমুনা আপনার কাছে দিচ্ছি। স্যার. এমনিতেই তেলের ব্যাপার নিয়ে মহামারী হাহাকার চলছে। বিশেষ করে শিশুদের যদি এই অখাদ্য কুখাদ্য দিয়ে ওদেরকে মেরে ফেলা হয় তাহলে এই রাজ্যের অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? স্যার, আমি চাউলের নমুনাটা আপনাকে দিচ্ছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এটা দিয়ে দিন, কোন অসুবিধা নেই।

শ্রীজওহর সাহা :— আমার কাছে আরও আছে।

মিঃ স্পীকার :— দিয়ে দিন কোন অসুবিধা নেই। তেলের ব্যাপারে এখনই আতংকিত হওয়ার কোন কারণ নেই। ত্রিপুরা রাজ্যে এই রকম ঘটনা ঘটেনি।

শ্রীজওহর সাহা :— আমি এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষন করছি যাতে এটার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— যেহেতু আজকে অধিবেশন শেষ সেই জন্য আমি বলছি। রেফারেন্স নোটিশ পর পর দুই তিন দিন দিয়েছিলাম কিন্তু আসে নি। যে কোন কারনেই হউক হয়ত অন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আরও ছিল : যাই হউক ২০শে আগষ্ট দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় একটি আর্টিকেল আমি দেখেছি মুখ্যমন্ত্রী সহ প্রাক্তন ছাত্র জনপ্রতিনিধিদের কিছু করনীয় আছে কি সর্বগ্রাসী উপেক্ষার স্বীকার ঐতিহ্যবাহী এম, বি, বি, কলেজ আমিও এই কলেজের ছাত্র, লিডার অব. দি হাউস এই কলেজের ছাত্র, ফিনান্স মিনিষ্টার, নগেন্দ্রবাবু, বিরোধী দলনেতা, অশোকদা সহ অনেকে এই কলেজের ছাত্র। এখন এখানে যে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে, বলছে মহাবিদ্যালয় অতলভাবে বিলীন হওয়ার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে এই আর্টিকেলটা ২০ তারিখের এটা মুখ্যমন্ত্রীকে টার্ন কোড করে একজন আর্টিকেল লেখেছে এবং চরম বিশৃংখলা বিভিন্ন জায়গা দখল করে নিচ্ছে কেউ কেউ খেলার মাঠ বানিয়ে নিচ্ছে এটার যথাপোযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে শিক্ষার পরিবেশ যাতে এই মহাবিদ্যালয়ে গড়ে উঠে সেইজন্য এটা মুখ্যমন্ত্রীর নাম এখানে বলেচেন ক্যাটাগরিক্যালি যাতে এই ব্যাপারে ব্যবস্থা নেন। যেহেতু আজকে কোন স্কোপ নেই রেফারেন্স বা কলিং এটেনশন আনার সেই জন্য আমি আপনার মাধ্যমে উনাদের বলছি যাতে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী এই ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে দেখুন।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে উত্থাপিত ব্যাপারটি শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় খোঁজ খবর নিয়ে যাতে সঠিক সিদ্ধান্ত নেন, এইজন্য এই সভা বলছে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, এই ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রীতো কিছুই বলছেন না।

মিঃ স্পীকার :— খোঁজ খবর নিয়েতো বলবেন উনি ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই যে এম বি বি কলেজ এটা এক সময় বিষ্যা পত্তন এরিয়া ছিল। সেটি জগহরি মুড়া এরিয়া পর্য্যন্ত ছিল। এখন যেটা আছে ইউনিভার্সিটি আছে এম বি, বি কলেজ আছে তারপরে কলেজ টিলার নিচে কিছু বাসাবাড়ী হয়েছে। এটা তো পুরোনো দিনের সমস্যা। হয়তো নূতন করে আবার লেখছে। এই ব্যাপারে এখন কোন কিছু করার নেই।

শ্রীরতনলাল নাথ :— পয়েন্ট অব ক্লিয়ারফিকেশন স্যার, হতাশার চিহ্ন দেখছি। আমরা নূতন নূতন কলেজ বানাবো, পরিকল্পনা গ্রহণ করব একটা কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যেহেতু ঐতিহ্যবাহী একটি কলেজ। আমি এই কলেজের ছাত্র ছিলাম। যেহেতু ঐ কলেজের ছাত্র প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্য করে বলছে সেই কারণে আমি আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করছি একটা কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— যেটুকু আছে সেইটুকু আছে সেইটুকু রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হবে। আর নূতন কিছু হলে নূতন জায়গায় করা হবে। এখানে জগহরি মুড়ার কলেজটির টীলা ভেঙ্গে এই সমস্ত করা যাবে না।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে তিনটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়গণ বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য বিষয়ের প্রথমটি এনেছেন মাননীয় সদস্য বীরজিৎ সিংহ মহোদয়।

শ্রীমানিক সরকার (মূখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, রেফারেন্সের বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আমি যেটা বলছি, রাজ্যস্তরে নিরাপত্তা সম্পর্কীয় সমন্বয় কমিটি যেটাকে আমরা এস, এল, সি, সি, বলি তার বৈঠকে বিভিন্ন ব্যক্তি সংবাদ সংগ্রহকারী তাদেরকে ইনফর্মার বলা হয় যারা রাজ্যের উগ্রপন্থী দলকে কোন না কোন ভাবে সাহায্য করে তাদের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আরক্ষা দপ্তরের স্পেশাল ব্রাঞ্চ সরকারী কর্মচারীদের একটি তালিকা রাজ্যসরকারের কাছে পেশ করেছেন. এই তালিকায় লিপিবদ্ধ ব্যাক্তিদের নাম গোপন সূত্রে স্পেশাল ব্রাঞ্চ সংগ্রহ করেছে। এই তালিকায় রাজ্যসরকারের কর্পোরেশান এবং স্বশাসিত সংস্থায় ৯৪ জন কর্মচারীর নাম রয়েছে। এই ব্যাপারে রাজ্যসরকার সিদ্ধান্ত নেন যে তাদের বর্তমান কর্মস্থল থেকে অন্যত্র বদলি করা হবে। সেই অনুসারে নির্দিষ্ট দপ্তরগুলির কাছে নির্দেশ প্রেরণ করা হয়েছে।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মন (আগরতলা) :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, এই যে মাননীয় চীফ-সেক্রেটারী মহোদয় যে সার্কুলার, এখানে বৈরী সহযোগী হিসাবে চিহ্নিত কর্মচারীরা যাতে বৈরী

সহযোগী হিসাবে কাজ না করতে পারে তার জন্য কোন সুস্পষ্ট পদক্ষেপ নিতে মুখ্যসচিব এখানে বলেননি। দ্বিতীয় হচ্ছে চীফ সেক্রেটারী উনার সার্কুলারে বলেছেন যে যোগাযোগ রাখ কিন্তু কম। স্যার, এই ৯৪ জন ট্রেন্সফার হওয়া সত্বে ও তারা ওই আর ষ্টীল মেন্টেনিং এ লিংক উইথ দি এক্সট্রিমিষ্ট। আমি জানিনা মাননীয় চীফ সেক্রেটারী মহোদয় কি করে এই সার্কুলার দিলেন। স্যার, আমরা সাধারনত জানি ট্রান্সফার ফর পাবলিক ইণ্টারেস্ট। এই যে ৯৪ জন তারা নিশ্চই জেনে গেছে কি কারনে তারা অন্যত্র টেন্সফার হয়েছে। তার বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় উঠেছে। আরেকটা হচ্ছে এই যে ৯৪ জন তার মধ্যে কতজন সারেণ্ডার এক্সট্রিমিস্ট আছে। এই তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আছে কিনা আর আমার আরেকটা হচ্ছে। এই ব্যাপারে আড়াই বছর আগে।

মিঃস্পীকার :— ক্লারিফিকেশান একসঙ্গে অনেকগুলি করলে তো হবেনা।

শ্রীসুদীপরায় বর্মন :— স্যার, আমি এক সঙ্গে করে দিচ্ছি। ফেক্টা না বললে তো হবে না। এটা তো ধামাচাপা দেওয়ার জিনিস নয়। আড়াই বছর আগে আমাদের দি দেন ডায়েক্টার জেনারেল অব পুলিশ এস কে চাটার্যী প্রাক্তন হোম মিনিস্টারের কাছে আজ থেকে আড়াই বছর আগে এই ব্যাপারে একটা রিপোর্ট সাবমিট করেছিলেন। আমরা বিরোধীদের পক্ষ থেকে এই রিপোর্ট প্রকাশ করার জন্য বহু চিৎকার করেছি। কিন্তু তখন এটাকে খুব একটা আমল দেওয়া হয়নি। এটা যদি আড়াই বছর আগে প্রকাশ হত।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এলাবোরেশানের দরকার নেই, আপনি ক্লারিফিকেশান চান।

শ্রীসুদীপরায় বর্মণ :— ঠিক আছে। নিশ্চয়ই এই আড়াই বছরের মধ্যে উগ্রপন্থীদের যে সমস্ত ঘটনাগুলি ঘটেছে সেই ঘটনাগুলি হত না। আর আমার শেষ যেটা হচ্ছে স্যার আমরা যারা বিধায়করা আছি আমাদের প্রত্যেকেরই এস, বি, স্টাফ আছে। এখন আমাদের এস বি স্টাফকে বলা হচ্ছে মাসের মধ্যে দু'বার আমাদের মুভমেণ্ট সম্পর্কে একটা রিপোর্ট সাবমিট করার জন্য স্যার, এখন পুলিশের বেতার শাখায় গোপনীয়তা রক্ষা হচ্ছে না আমাদের এস বি স্টাফের রিপোর্ট সাবমিট হওয়ার পর আমাদের গতিবিধি উগ্রপন্থীদের কাছে চলে যায় আমাদের রিপোর্ট সাবমিট করার পর তা হলেতো আমাদের প্রত্যেকের জীবন বিপন্ন। এই ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন কিনা এবং উনি কি কি ব্যবস্থা নেবেন তা জানাবেন কিনা ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে অনেকগুলি বিষয় একসঙ্গে এসেছে, আমি চেষ্টা করব খেয়াল রেখে তার উত্তর দিতে। প্রথম যেটা হচ্ছে চীফ সেক্রেটারীর যে সার্কুলার যেটা সেটা আমি দেখিনি। ধরেনিলাম উনি যেটা বলেছেন সেটাই ঠিক। এখানে আমার যে স্টেটমেণ্ট তাতে বলেছি যে স্পেশাল ব্রাঞ্চ তারা সন্দেহ করছে। এখানে বার বার

আলোচনা হচ্ছে যে কার্ম স্টেণ্ড নিতে হবে। যে যেখানে আছে সেখানে তার যদি কোন লিংক গড়ে উঠে থাকে, সে ডিলিং করে যাচ্ছে প্রথম থেকে মূল কাজ। অন্ত কিছু প্রাইমাফেসি না পেয়ে তার বিরুদ্ধে চট করে ব্যবস্থা নেওয়া যায়না। তাকে আগের থেকে হঠানোর প্রশ্ন আসছেনা। অন্ত কোন শাস্তির প্রশ্ন আসছে না। বদলিতো যে কোন কর্মচারীকে সরকার যে কোন সময় করতে পারে। এটা প্রতি কর্মচারীর চাকুরীর শর্তের মধ্যে যেমন আছে তেমনি সরকার এক্তিয়ারের মধ্যেও সেটা পরে। সেই দিক থেকে আমরা প্রাথমিক ভাবে কোন ভিন্‌ডিকটিভ এ্যাটিচিউট না। আমরা মানুষের মনের পরিবর্তনে বিশ্বাস করি। যারফলে অনেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন এসেছেন এবং তারা নূতনভাবে জীবনযাপন শুরু করেছেন। তাদের মধ্য থেকে আবার কেউ এম, এল, এ হচ্ছেন, কেউ মন্ত্রী হচ্ছেন, কেউ মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন এবং কেউ কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী হচ্ছেন। আমাদের সরকারী অফিসে কাজ করেন এই রকম কোন বন্ধু যদি কোন না কোন ভাবে এই জাতীয় ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পরেন সেখান থেকে তারা দ্রুত নিজেদেরকে মুক্ত করুন, সরে আসুন, এটা এটা আমরা চাই এবং এই জায়গায় যাদের বিরুদ্ধে কিছু তথ্য আসছে তাদেরকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে বলেছি।

এটাতে কোন বিতর্কে যেতে চাই না। তবে ত্রিপুরা রাজ্য খুবই ছোট। কাউকে যদি ধর্মনগরে নিয়ে আসা হয় সাব্রুম থেকে তাহলে সে সাব্রুমের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে না তা হয় না। ১৫ থেকে ২০ দিনের ভেতরেই যোগাযোগ করে আবার ধর্মনগরে চলে আসতে পারবেন। আর ২য়ত সুদীপবাবু বলেছেন এম, এল, এ দের রিপোর্ট সম্পর্কে। পুলিশ সেটা তদন্ত করছেন। আমার বক্তব্য হচ্ছে, সেটা দেখাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। আর হয়ত চ্যাটার্জীর যে রিপোর্টের কথা বলছেন, সেটা তিন বছর আগের। তবু যদি কিছু পজেটিভ পয়েন্ট থাকলে সেটা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আমাদের কোন অসুবিধার কারণ থাকবে না। আর এই ৯৪ জনের মধ্যে কতজন ট্রান্সফার হয়েছেন তা এখনই বলা সম্ভব নয়। তাছাড়াও প্রশ্ন ছিল, ৯৪ জনের মধ্যে কতজন সারেণ্ডার প্রাপ্ত কর্মচারী আছেন। এর মধ্যে কতজন সারেণ্ডার প্রাপ্ত কর্মচারী আছেন তার সংখ্যাটা আমার কাছে নেই।

শ্রীবীরজিৎ সিন্‌হা :— স্যার, চীফ সেক্রেটারী তথ্য দিয়েছেন। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটাকে চাঞ্চল্যকর বিষয় বলেও অভিহিত করা যায়। কর্মচারীরা সরকারী কাজকর্মের চক্রান্তে জড়িত থাকবেন, সেটাতো দেশদ্রোহী। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই এই ৯৪ জনের মধ্যে কতজন ট্রান্সফার হয়েছেন ? আর আমার অনুরোধ থাকবে সরকারের কাছে, ট্রান্সফার নয়, এই সব কর্মচারীদের চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হউক দৃষ্টান্তস্বরূপ। তাদের প্রতি নরম মনোভাব প্রদর্শন করলে এই ইস্যু একদিন রাহুগ্রাস করবে সরকারকে।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— এ ব্যাপারে নীতিগত ভাবে আমার কোন আপত্তি নেই। মানুষ ভুল করতে পারে। তাকে পরিবর্তনের একটা সুযোগ দেওয়া দরকার। ও ডাক্তারবাবু

প্রথমেই অপারেশন করেন না। প্রথমে ঔষধ পত্র দিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যান। কিন্তু ক্ষত না শুকালে পরেই ছোয়া ধরেন। সরকারী কর্মচারীরাও জনস্বার্থ বিরোধী কাজ করার সুযোগ পাবেন না। তাদেরকে শোধরানোর একটু সময় দেওয়া হয়েছে মাত্র।

শ্রীবীরজিৎ সিন্‌হা :— এটা রোগীর কথা নয়। দেশের নিরাপত্তার প্রশ্ন এতে জড়িত। কাজেই আমি মনে করি সরকারকে এ ব্যাপারে কঠোর দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। ওরা দেশদ্রোহীদের সাথে হাত মিলাচ্ছে। এটা সিরিয়াস মেটার।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মাননীয় মন্ত্রী এ কথাই বলছেন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে ৯৪ জন কর্মচারীর বৈরী সহচর হিসাবে চিহ্নিত হয়েছেন, জানিয়েছেন। এই বিষয় নিয়ে কর্মচারী মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে, ব্যক্তিগত ভাবে ক্লেশের সুযোগ নিয়ে বৈরী সহচর হিসাবে চিহ্নিত করে বদলি করে দেওয়া হচ্ছে। যেমন লোক শিক্ষালয়ের একজন শিক্ষক ভালই পড়াচ্ছিলেন কিন্তু তাকে ঋষ্যমুখে বদলি করা হল। সে ভাবল পানিশমেণ্ট দেওয়া হলো। এ ছাড়া আর অন্য কি কারণ থাকতে পারে। সে ঋষ্যমুখে জয়েন করেছে। তাকে এখন বন্দুকের নলের মুখে ছেড়ে দেওয়া হল।

এইভাবে ম্যাকসিমাম এডুকেশান দপ্তরে অনেক কর্মচারী জঙ্গলে চলে গেছে। এই ধরনের তথ্য দপ্তরে আছে কিনা এবং যদি তথ্য থাকে তাহলে তাদে সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং এটা খুবই ভয়ংকর যেটা বিশেষ করে টারগেট হচ্ছে যারা শহরবাসী কর্মচারী আছেন যেমন-কৃষ্ণনগর, বনমালীপুর, অভয়নগর এলাকায় উগ্রবাদী সবসময় আসে, পত্রপত্রিকায় এই সমস্ত খবর ছাপচে, তারা নিরাপত্তা-হীনতা বোধ করছেন, একটা আতংকের মধ্যে থাকেন। তাদের সুরক্ষা সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দেবেন ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এটাকে শাস্তি হিসাবে ধরা ঠিক হবে না। বদলী শাস্তি না। আমি আগেই বলেছি এদের সম্পর্কে সরকার এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি।
তথ্য কিছু এসেছে সন্দেহ করেছেন, কর্মচারী কিছু বদলী হতেই পারে ২/৩ বছর পর পর। এখানে আমি খুব বিনয়ের সাথে বলল যে সংবাদপত্র গুলির স্বাধীনতায় আমরা হস্তক্ষেপ করতে চাই না এবং করার প্রশ্নও নেই। এই জাতীয় স্পর্শকাতর বিষয়গুলি স্প্রেস নিউস করার একটা প্রবনতা থাকবে। এই জাতীয় বিষয়গুলি চট করে তুলে কাকে সাহায্য করা হয় ? এটা ক্ষতিকারক, সম্প্রীতির পক্ষে ক্ষতিকারক এবং অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরী করে প্রকৃত যারা অপরাধী তাদেরকে চিহ্নিত করতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এটা হওয়া উচিৎ না। সব তথ্য পেলেই চট করে পত্রিকায় দিয়ে দেওয়া উচিৎ না। আমাদের রাজ্যে যে জটিলতা চলছে তাতে কোন কোন সংবাদ সন্ত্রাসবাদীদের উৎসাহিত করে। কাজেই এই সমস্ত বিষয়গুলি সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত যে বন্ধুরা আছেন তারা এই

ব্যাপারে যথেষ্ট বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, অভিজ্ঞ এবং সচেতন। আমি অনুরোধ করব এই সমস্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে সতর্ক হওয়ার জন্য। এখানে পারটিকুলার একটা কমিউনিটি বা সেকশান কারো চোখে অহেতুক সন্দেহের পাত্র না হন সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিৎ। সেই দিক থেকে আমি বলব যে এটা শাস্তি না। কতজন বদলী হয়েছেন আমি সবটা বলে উঠতে পারছি না। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন যে ভিনডিকটিভ এটিচ্যুড নিয়ে যখন কারো কারো সঙ্গে মিলছে না চট করে বলে দিল এরকম সিদ্ধান্ত নিয়ে এর আগে বদলী করা হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। তবে কোন কর্মচারী সংগঠনের সেটা শাসক দলেরই হোক আর বিরোধী দলেরই হোক কারো লিষ্টের উপর ভিত্তি করে বদলী করার নীতিতে আমি বিশ্বাসী নই এবং এটা করা উচিৎ ওনা। তবে বিভিন্ন সংগঠনের নেতারা কোন কোন সময় কর্মচারী বন্ধুটির বদলী রদ করা বা বদলী করে এনে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করেন। আমি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এরকম ২/৪টি ক্ষেত্রে এসেছে। আমি বলেছি অন্যদের দপ্তরের ব্যাপারেতো আমি হস্তক্ষেপ করতে পারিনা। কাজেই মিনিষ্টারকে অনুরোধ করতে পারেন। সেগুলি এক জিনিষ; কিন্তু লিস্ট তৈরী করে বদলী করা এটা হবে না। কারো পছন্দ হল না তার ভিত্তিতে কারো নাম বলে দিল এ গর্হিত অপরাধ। এবং এই সমস্ত জিনিষগুলিকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। ৩য় যে বিষয়টি এনেছেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কৃষ্ণনগর, অভয়নগর এবং পার্টলী বনমালীপুর ওখানে ট্রাইবেল এবং নন ট্রাইবেল উভয় অংশের মানুষই বাস করেন। আজ আপনার সাথে দ্বিমত পোষন করছি না, কিছু হতেই পারে। এবং ওখানে উগ্রবাদী আছে এই সব বলা হয়। এগুলি করে কাদেরকে টারগেট করা হচ্ছে? ৮০ জুনের ভয়াবহ দিনগুলি আমি আগরতলা শহরে দেখেছি যে সমস্ত উপজাতিরা পুরানো দিনের বাসিন্দা, দিনের বেলায় বাজার করে রেখে সন্ধ্যায় যখন কারফিউহত তখন আমাদের ভালান্টিয়াররা তাদের বাড়ীতে খাবার দিয়ে আসত, জিনিষ দিয়ে আসত। সন্ধ্যার পর হেয়ার কাটার নিয়ে তাদের চুল কাটাতে হয়েছে। এই সমস্ত কাজ যারা করেছেন আমাদের কর্মীরা, তারা কারো কারো দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। আমি কোন দল মতকে যুক্ত করতে যাচ্ছি না।

নির্দিস্ট একটা কমিউনিটির লোক হলে সেই কমিউনিটিকে দায়ী করা ঠিক নয়। উপজাতির অংশের মধ্যে ট্রাইবেল ফোর্স যেমন আজকে সন্ত্রাসবাদের পথে গেছে অনুপজাতীর মধ্যে তো এই রকম বাহিনী তৈরী হয়েছে। টাইগার ফোর্স যখন ১০ দিন বন্ধের ডাক দিল তখন আগরতলা শহরে উপজাতীদের বাড়ীতে এই রকম বেঙ্গল ভকলনটিয়ারস, ফোর্সগুলি চিঠি দিয়ে বলা হয়েছে আমাদের কিছু হলে তোমাদের উঠিয়ে দেব এটা তো সমর্থন করা যায় না আমরা বিরোধীতা করেছি কাজেই এটা হওয়া উচিত নয়। সাংবাদিক বন্ধুদের কাছে আমরা সহযোগীতা চাইব এই রকম বিষয়গুলি জটিলতার দিকদিয়ে গিয়ে যারা আমাদের সাথে বিরোধ বাধাতে চাইছে তাদের সুযোগ করে দেওয়া ঠিক নয়।

মিঃ স্পীকার :—উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয় রেফারেন্সর নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে এবং শ্রীরতনলাথ মহোদয় এবং গত ২৮, ৮, ৯৮ ইং তারিখে উৎথাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুটির

উপর শিল্প ও বানিজ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো :—' ত্রিপুরায় প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন ত্বরান্বিত করা সম্পর্কে'।

শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, ত্রিপুরায় প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন ত্বরান্বিত করা সম্পর্ক মাননীয় সদস্য মানিকদের একটা রেফারেন্স ছিল এবং মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ একটা একটা কলিং এটেনশান এনেছিলেন তার বিষয়বস্তু হচ্ছে :—রাজ্যেপ্রাকৃতিক তেল এবং গ্যাস উত্তোলনে ও, এন, জি, সি, কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রয়োজনীয় ডীপ ড্রিলিংকরার ক্ষেত্রে অনীহা সম্পর্কে'। এই দুটি রিলেটেড ব্যাপার তাই আমি এক সাথে উত্তরদিয়ে দিচ্ছি।

আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার এবং ও,এন,জি,সি'র কর্তৃপক্ষের কাছে বার বার অনুরোধ জানিয়েছি এখানে যাতে ও, এন, জি, সির গ্যাস এবং তেল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে তারা ও বগড়ে ত্বরান্বিত করা হয়নি। আমরা বার বার উদ্যোগ নিয়েছি এবং এই উদ্যোগের ফলে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম নেচারেল গ্যাসের যে বানিজ্য মন্ত্রী উনার সভাপতিত্বে এই কমিটিতে আমাদের শিল্প মন্ত্রী ও সদস্য, চীফ সেক্রেটারীও সদস্য এবং এই কমিটির মিটিং ১৭, ৬, ৯৬ইং তারিখ প্রথম হয়। সেখানে এই বিষয়টা আমরা প্রথম উৎথাপন করি। ও, এন, জি ১৯৭২ সাল থেকে এখানে কাজ করছে যে ভাবে তারা তাদের কাজ করছে তার ফলে আমাদের রাজ্যের যে সম্ভাবনা আছে সেই সম্ভাবনার কাছাকাছি আমরা যেতে পারছি না তার জন্য আর ইনেসিয়েটিভ নেওয়া দরকার। রিপোর্ট অনুযায়ী আমাদের কাছে যে রিপোর্ট আছে ডীপ ড্রিলিং না হলে এখানে এই যে তেল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে সেটা পাওয়া যাবে না এবং তখন তারা বলেছিলেন যে আমরা বিষয়গুলি টেইক আপ করব। এবার আমাদের চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকার আসার পর আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পেট্রোলিয়াম এবং ন্যাচারেল গ্যাস মিনিষ্টার উনার সঙ্গে কথা বলেন এবং উনাকে অনুরোধ করা হয় যে গত এক বছর আগে যে মিটিংটা হয়েছিল সেই মটিংটা যাতে আরও তাড়া তাড়ি ডাকা হয়। এটাকে ভিত্তি করে ২০,৮,৯৮ ইং তারিখ পেট্রোলিয়াম দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী ত্রিপুরায় আসেন এবং এই মিটিংকে ভিত্তি করে ও এন জি, সি, গেইল. পেট্রোলিয়াম এবং হাই অফিসিয়াল যারা আছে এই কমিটিতে তারা আসেন এবং এখানে একটি মিটিং হয় এই মিটিং-এ আমরা যখন এই বিষয়গুলি আমাদের রাজ্যসরকারের পক্ষ থেকে একটা পেপার সাবমিট করি তাতে এই বিষয়গুলি আবার আমরা উত্থাপন করি এবং ঐ মিটিং থেকে সিদ্ধান্ত হয় যে এই পরিকল্পনায় দুটি জায়গায় ডীপ ড্রিলিং করা হবে। এই দুটি জায়গা হচ্ছে আগরতলা টু রাজনগর। এই দুটিতেই তারা এই ডীপ ড্রিলিং করবেন এবং তার জন্য যে রীগ সেটা তাদের আছে এবং যদি আরও প্রয়োজন হয় তাহলে আসামেও এই রীগ মেসিন আছে সেটা নিয়ে আসবে। এখানে আমরা বলি যে আমাদের রিজারভারে যে গ্যাস আছে তারা এষ্টিমেট করেছিল ৩০ মিলিয়ন কিউবিগ মিটার গ্যাসেব রিজারভার আছে এবং এখান থেকে তাদের ঐ রিপোর্ট অনুযায়ী

১৭ বিলিয়ান কিউবিক মিটার গ্যাস রিকভার করা যেতে পারে। কিন্তু এখন যা আছে আমাদের মাত্র ২ মিলিয়ন কিউবিক মিটার তাহলে আরও সেখানে ২৫ বাকী রয়ে গেছে। তাদের কথা মত আমরা এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিই এবং সিদ্ধান্ত হয় যে রাজ্য-এ ও, এন, জি সির যে ১৬টি স্ট্রাকচার আছে তাতে যে গ্যাসের সন্ধান পেয়েছে ৭টি স্ট্রাকচারে সেই স্ট্রাকচার হলো বড়মুড়া, আগরতলা ডোম, গজালিয়া, হালারগঞ্জ, কোবাল, রুখিয়া এবং চেতনা! রুখিয়াতে এই বছর আরও ড্রিলিং করা হবে এবং তার পাশাপাশি আরও নূতন ৪টি জায়গাতে তারা স্ট্রাকচার করবে সেই জায়গাগুলি হলো তিচনা, রাজনগর, খোয়াই এবং সোনামুড়া। এই জায়গাগুলিতে তেল অনুসন্ধানের কাজ শুরু হয়েছে। তার পাশাপাশি আরও নতুন চারটি স্ট্রাকচার তারা সেখানে করবে, এই জায়গাগুলির পাশেই কৃষ্ণা, রাজনগর, সোনামুড়া, খোয়াই, বামুটিয়া এইগুলিতে তারা তেল অনুসন্ধানের কাজ শুরু করবে এই বিষয়টি জানিয়েছেন এবং আমরা যেটা বলেছি এর সংগে আমি এক সংগে বলে নিতে চাই, আমাদের এখানে তাদের যে গ্যাস উত্তোলন হচ্ছে, সেই গ্যাসের ম্যাক্সিম্যামটাই আমরা অলরেডী ইউটিলাইজ করছি অনলি আমাদের পাওয়ার জেনারেশনের জন্য। আমাদের আরও ডিমাণ্ড আছে। এ, ডি, সি আমাদের প্রজেক্ট দিয়েছেন বড়মুড়া পাওয়ার প্রজেক্ট ২১ মেগাওয়াট। তার জন্য আমাদের ২ মিলিয়ন কিউবিক মিটার গ্যাস লাগবে। অবশ্য এটা মিটিংয়ে ফাইন্যাল হয়েছে, সেটা দেওয়া এবং আমরা বলেছি যেভাবে এখন গ্যাস উত্তোলন করা হচ্ছে তাতে বিষয়টি অ্যাক্সপ্লেন হচ্ছেনা। তখন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী রিপোর্ট করেছেন. ও, এন, জি, সি কর্তৃপক্ষ রিপোর্ট করেছেন যে অলরেডী তারা ১৭ই জুলাইয়ে এই বৎসরে একটা আমেরিকান কোম্পানী এসেছে, তাদের সংগে নর্থ এবং ইষ্ট সাইড আমাদের আছে, আঠারমুড়া থেকে আরম্ভ করে একেবারে কাঞ্চনপুর অবধি। এই জায়গায় তাদের সংগে একটা অ্যাগ্রিমেন্ট হয়েছে, সেখানে ড্রিলিং এর কাজে তাদেরকে নিয়োগ করা হবে। তা আমরা এখনও জানিনা। এই প্রশ্নটা যখন এসেছে যে একটা কোম্পানী এই রাজ্য এসেছে রাজ্য সরকারের তার পার্টি হতে হবে তাকে জানতে হবে এবং তারা বলেছেন যে এটা তারা আমাদের পাঠাবেন। পাঠালে আমরাও যাতে ক্লিয়ারেন্স দেই তাহলে এই কাজটা শুরু করবে। তবে পাশাপাশি এটাও রিপোর্টেড হয় যে ওয়েষ্টার্ন সাইডে ওয়েষ্ট ত্রিপুরাতে যেখানে ও এন জি সির বর্তমানে তার আক্টিভিটি চলছে সেখানে একটা সার্ভে হয়েছে। আর একটা আমেরিকান কোম্পানী ইউনিকল তার সংগে রয়েছেন। ইতিমধ্যে ইউনিকলের যারা রিপ্রেজেনটেটিভ তারা আমাদের রাজ্য সরকারের সাথে কথা বলেছেন তারা বলেছেন যে এখানে খুব ভাল প্রসপেক্ট আছে। ও এন জি, সি সেখানে রিপোর্ট করেছে যে আমাদের এবং ইউনিকল তার যে জয়েন্ট সার্ভে হয়েছে ও এনজি সি সহ এই রিপোর্ট জমা দেওয়ার পরে তারা আরও বিভিন্ন প্লেইসে ড্রিলিং করতে পারে কিনা তারা খতিয়ে দেখবেন এবং প্রয়োজন বোধে তারা এই কোম্পানীর সংগে জয়েন্টলি যাবেন যাতে ড্রিলিং

এর কাজটা ত্বরান্বিত করা যায়। এই সম্পর্কে আমাকে যে ষ্টেটমেন্ট দিতে বলা হয়েছে আমি সেটা এখানে উপস্থিত করেছি।

শ্রীমানিক দে :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, ও, এন জি সি আমাদের রাজ্যে অনেক বৎসর যাবৎ ড্রিলিং করছে এবং ড্রিলিং-এর যে তাদের লক্ষ্যমাত্রা এখনও তারা সেই লক্ষ্যমাত্রার একটি কূপও যেতে পারেনি। এই সম্পর্কিত বিষয় কোন কিছু জানা আছে কিনা তার সংগে যে মালটি ন্যাশন্যাল কোম্পানী এসেছে ড্রিলিং করার জন্য এবং এদের কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা তারা স্থির করেছেন কিনা এবং বাড়ী বাড়ী গ্যাস দেওয়ার যে চিন্তা ভাবনা, ও, এন, জি সি থেকে বলা হয়েছিল এই সম্পর্কে ঘোষনাও কয়েকবার দেওয়া হয়েছিল। বাড়ী বাড়ী গ্যাস সরবরাহ করাও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। বাড়ী বাড়ী গ্যাস সরবরাহ করার কোন চিন্তা-ভাবনা নেওয়াহয়েছে কিনা কিছুদিন আগে পত্রিকায় দেখলাম কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আসছেন। আমি তার সংগে ফার্টিলাইজার এবং গ্যাসের সংগে আমাদের এখানে ফার্টিলাইজারের কারখানা যদি গড়ে তোলা যায় আমাদের এখানে আন-অ্যামপ্লয়মেন্ট একটা সিরিয়াস প্রব্লেম, এই ফার্টিলাইজারের কারখানা যদি গড়ে তোলা যায় তাহলে এই সমস্যার কিছুটা হলেও সমাধান হত। এর সংগে একটা প্রস্তাবও আমি রাখছি, এই সভা পেট্রলিয়াম এবং গ্যাস মন্ত্রককে অনুরোধ করছে ত্রিপুরায় গ্যাস উত্তোলন কাজকে ত্বরান্বিত করে তৈল বের করা এবং গ্যাস ভিত্তিক তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও ফার্টিলাইজারের কারখানা করার দাবী জানাচ্ছে। এই প্রস্তাবটি আমি বিধানসভার সামনে রাখছি। এখান থেকে এই প্রস্তাবকে আমরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের কাছে পাঠাতে চাই যাতে গ্যাস উত্তোলনের কাজটা ত্বরান্বিত করেন এবং ফার্টিলাইজারের কারখানা এখানে গড়ে তোলা যায়।

শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে অনেকগুলি বিষয় জানতে চেয়েছেন। গ্যাস উত্তোলনের যে ব্যাপারটা এটা ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার-ও আমরা যত তাড়াতাড়ি গ্যাস উঠতে পারে ভাল, কারণ এটার কমর্শিয়াল ভেলু আছে। আমরা এটাও বলেছি আমাদের পাশে বাংলাদেশ, সেখানেও গ্যাস জোন আছে। তারা আমেরিকার বিভিন্ন কোম্পানী সব নিয়ে এসে তারা এগুলিকে ত্বরান্বিত করছে। তারা বলেছেন যে এই বিষয়টা তারা নজরে রেখেছেন। বিষয়টা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের। রাজ্য সরকারের দিক থেকে আমাদের পারসুসেশানের দিক থেকে কোন ঘাটতি আছে কিনা মাননীয় সদস্যরা বলবেন। আমরা আমাদের দিক থেকে যতটুকু করার সেটা করার চেষ্টা করছি। এবং প্রায় প্রতিদিনই রেগুলারলি এটা মনিটর করছি। এই ক্ষেত্রে ও, এন, জি, সি, কর্তৃপক্ষ যদিও তাদের কিছুই করার নাই, কারন ঐখান থেকে যে বাজেট আসবে, যা সেংকশান হয়ে আসবে যে অনুযায়ী তারা কাজ করবে এর বাইরে তাদের কিছুই নাই। আমরা কেন্দ্রিয় পেট্রোলিয়াম দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ

করেছি। আমি অলরেডি রিপোর্ট করেছি। এবং তারা আমাদের যেটা বলছেন যে নবম পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনায় সেটা ১.৯২ এম, এম, সি. সি. দ্যাট, ইজ গ্যাস উত্তলনের একটা পরিকল্পনা গ্রহন করেছি। কিন্তু এইটা আমরা বলেছি যে সাফিসিয়েন্ট না। এই গ্যাস পাওয়া গেলে আমরা কি করতে পারি তার জন্য আমরা ইঞ্জিনীয়ারস্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড তাদেরকে দিয়ে একটা সার্ভে করেছিলাম যে আমাদের এই গ্যাসকে ব্যবহার করার জন্য কি করতে পারি। তারা আমাদের যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে বলেছেন যে এখানে ইউরিয়া কম্‌প্লেক্স্ হতে পারে, তার জন্য ৭৪ এম, এম, সি, সি, গ্যাস লাগবে। তার প্রোজেক্ট্ কষ্ট প্রায় ১১,০৪৫ কোটি টাকা। তার সঙ্গে পি, বি, সি, কানেক্টেড সেটাতে ০,৭৪ লাগবে। তার প্রোজেক্ট্ কষ্ট ১৩০৫ কোটি টাকার মত। ইউরিয়া মিথানল কম্‌প্লেক্স্ হতে পারে তার জন্য ০,৭৪ লাগবে এবং সেটাতে প্রায় ৯৮৭ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। আরেকটা প্রোজেক্ট্ এটা ছোট প্রোজেক্ট্ লিকুইড, সোডিয়াম সোলিড হাইড্রো কার্বন প্রোজেক্ট্ যেটা খুবই ভাল অরুনাচল প্রদেশে অলরেডি এই ধরনের একটা কমপ্লেকস্ কাজ করছে এবং তাতে ০.৪ অনলি লাগবে। তাতে আমরা যেটা দেখেছি-২ পয়ন্টের উপরে গ্যাস লাগবে। এবং এই প্রোজেক্ট্গুলির প্রশ্নে এর আগে দুই তিনটা কোম্পানী গভার্ণমেন্ট অব, ইণ্ডিয়ার কাছে গ্যাস অ্যালোকেশান চেয়েছিল কিন্তু তারা অ্যালোকেশন দিতে পারেনি। যে কারনে আমাদের এইখানে তারা আশাও করতে পারেনা। তবে আমরা বলেছি যে প্রোজেক্ট হতে পারে। গভার্ণমেন্ট অব, ইণ্ডিয়ার একটা অর্‌গেনাইজেশান তারা আমাদের কাছে প্রোজেক্ট্ দিয়েছিল এবং অলরেডি তারা যাতে করেন হাইড্রো অলিড কারবন যেটা ছোট প্রোজেক্ট্ তার জন্য প্রোজেক্ট্ রিপোর্ট করার জন্য আমরা তাদেরকে অলরেডি অর্ডার দিয়ে দিয়েছি। তারা সেটা করবেন বলেছেন। গ্যাস না হলে প্রোজেক্ট রিপোর্ট করে কি হবে? কাজেই স্যার আমাদের দিক থেকে পাস্যুয়েশনের কোন অভাব নাই আমরা চেষ্টা করছি। এখন গ্যাস অ্যাভেইলেবিলিটির উপর নির্ভর করছে গ্যাস না পাওয়া গেলে এইটা করা সম্ভব নয়।

সেকেণ্ডলি আরেকটা হচ্ছে-বাড়ী বাড়ী গ্যাস সাপ্লাইর ব্যবস্থা করা। এইটা ও, এন, জি, সি, ঠিক না, আমাদের একটা কোম্পানী আছে ত্রিপুরা ন্যাচারেল গ্যাস করপোরেশন। এইটা টি, আই, ডি, সি, এবং আসাম গ্যাস এর জয়ন্ট কোলাবেশনে হয়েছে। অলরেডি আমরা এইটাকে টেক্ আপ করেছি। এতদিন এটার কাজে কোন অগ্রগতি ছিলনা, কিন্তু প্রায় এক হাজার বাড়ীতে গ্যাস সাপ্লাই দেওয়ার জন্য কাজ চলছে। আমরা গত যে তাদের বোর্ডের মিটিং হয়ে গেলো-সেখানে একটা প্রোজেক্ট, ফাইন্যাল করেছি যে ৫০০০ বাড়ীতে গ্যাস্ দেওয়ার জন্য। হাওড়া ব্রীজ এর সাদার্ণ সাইডে যে এরিয়া রয়েছে-সেখানে গ্যাস সরবরাহ করার জন্য এক কোটি টাকার প্রোজেক্ট কষ্ট এসেছে এবং আমরা তার জন্য ব্যাংকের কাছেঅলরেডি-ইউ, বি আই এবং আমাদের যে নর্থ ইষ্টার্ণ রিজিওন্যাল এর যে ব্যাংক আছে এন, ই, বি, আমরা তাদের কাছে অলরেডি প্রোজেক্ট, রিপোর্ট পাঠিয়েছি। এইটার সেংকশান পেয়ে গেলেই আমরা এইটারে কাজ হাতে নেব। এবং তারপর আমাদের প্ল্যান আছে আগরতলা

শহরের মধ্যে ৩০, ০০০বাড়ীতে গ্যাস সরবরাহ করার জন্য। এবং এই ব্যাপারটাও কেন্দ্রীয় মিনিষ্টার যখন এখানে এসেছিলেন তখন আমরা তার কাছে তোলেছি। আমরা বলেছি যে আমাদের ইন্‌ফ্রাষ্ট্রাক-চার খুবই দুর্বল। এই ব্যাপারে গ্যাস ভিত্তিক যদি আমাদের টি, আই, ডি, সি, র সঙ্গে জয়েন্ট ভেন্‌-চারে যাই অথবা তাদের যে মেইন পাইপ লাইনের যে ওয়ার্কগুলি সেটা তারা যদি করে দেয় কিন্তু মার্কেটিংটা করতে হবে-গ্যাস্‌ বিক্রি করলে যাতে লাভ হয়-এইটা আমরা বলেছি এবং তারা বলেছেন যে এইটা তারা পরীক্ষা করে দেখবেন। পরীক্ষা করে দেখে তারা আমাদের জানাবেন। এখন সবাই যদি একমত হন তাহলে আমরা এই প্রস্তাবটা উইনিয়ন পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের কাছে পাঠাতে পারি।

শ্রীরতনলাল নাথ :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এখানে যে বিষয়টি উত্থাপন করা হয়েছে, সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমাদের একমাত্র সম্পদ ত্রিপুরার মাটির নীচের গ্যাস। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তথ্য দিয়েছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় গত ২৪শে মার্চ এই হাউসে একটা বেসরকারী প্রস্তাবের উপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে' এখানে ভূগর্ভের তেল এবং গ্যাস তোলার জন্য যথোপোযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য এখানে ডীপ ড্রিলিং-এর জন্য দাবী জানিয়ে সর্বসম্মতি ক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিন্তু তাৎপর্য্যপূর্ণ হলো এখানে ও, এন, জি, সি, তে একটা চক্র আছে যারা ত্রিপুরার উন্নতি চায় না। অথচ রেল থেকে বেশী গুরুত্ব-পূর্ণ হতো যদি এখানে তেল পাওয়া যেতো। এখানে ও, এন,জি, সিতে একটি চক্র কাজ করছে যারা ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়ন কোন অবস্থাতেই চায় না। জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার মতে ত্রিপুরা রাজ্যে খনিজ তৈল পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। ভারতবর্ষে বোম্বের হাই ব্যতীত আংকেলেশ্বর, আসাম, গুজরাট সহ কোথাও এটা কর্মার্শিয়াল নয়। আরও, এন, জি, সির বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে ত্রিপুরাতে এটা কমার্শিয়াল হবে। সুখময় সেনগুপ্ত যখন ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন থেকেই ত্রিপুরা রাজ্যে খনিজ তৈল উত্তোলনের জন্য সাত-সাতটি রিগ মেশিন কাজ করছিল। সেটা কমতে কমতে বর্তমানে মাত্র তিনটায় এসে ঠেকেছে। ও, এন, জি, সি কর্তৃপক্ষ এখান থেকে সব গুটিয়ে নিচ্ছে এবং এখানে সে ব্যাপারে একটি চক্র সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে এগুচ্ছে। এতে কোন সন্দেহ নেই বা থাকতে পারেনা। গত ৩০শে জুলাই আমি এই ব্যাপারে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় সর-কারের পেট্রোলিয়াম মিনিষ্টারকে একটি চিঠি দিয়েছিলাম এবং এর কপি আমি আমদের মাননীয় মুখ্য-মন্ত্রী এবং লোকসভার সদস্য শ্রী পি, এ, সাংমাকেও দিয়েছিলাম বিষয়টি উপযুক্ত ফোরামে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমি জানতে চেয়েছিলাম কার আদেশে এখানকার একটি ইউনিটের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ? তারপর যখন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে এটা জানাজানি হয়ে গেল তখন নির্দিষ্ট মাপের পাইপ ব্যবহার না করেই খনন কার্য্য শুরু হল এবং সেটাও শুরু হল লোক দেখানোর জন্য। কাজেই ওদের উদ্দেশ্যটা কি ? সাধারণত, ৯০০ থেকে ১২০০ মিটার ড্রিলিং করলেই গ্যাস পাওয়া যায়। আমাদের রাজ্যে দুই থেকে আড়াই হাজার মিটার খনন করলেই গ্যাস পাওয়া যায়। আমাদের রাজ্যে

চার হাজার মিটারের নীচে খনন করলে খনিজ তৈল উঠবেনা বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। রখিয়াতে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত চার হাজার সাতশ মিটার খনন করার পর বিভিন্ন কারণে সেটার কাজও অসম্পূর্ণ।

মিঃ স্পীকার ঃ— আপনার পয়েন্ট অব, ক্ল্যারিফেকেশানটা করুন।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ— আমার পয়েন্ট অব, ক্ল্যারিফিকেশানটা হচ্ছে, এই চক্রে কারা কারা জড়িত? এই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের দোষ থাকতেই পারে এবং রয়েছে। ও, এন, জি, সির কে সেই আর, কে, দাস যিনি ত্রিপুরাবাসীকে বিজ্ঞান শেখাচ্ছেন? উনি বলছেন সব কিছুর উপরে তেল থাকবে। প্রশ্ন তাহলে গ্যাস আগে, না তেল আগে? কে সেই মাথাওয়ালে? তারা এখানে কি করছেন? এই চক্রতে তাদের কোন ভূমিকা আছে কিনা? বের করতেই হবে কারা এসব করছে। ত্রিপুরা রাজ্যে আরোও অধিক পরিমাণে রিগ মেশিন এলে ও, এন, জি, সির খননন কার্য্য যদি চালানো যায় সেটা ভাল হবে রাজ্যের পক্ষে। কাজেই এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার কি ভূমিকা নেবেন এবং রাজ্যে উৎপাদিত এসব প্রাকৃতিক গ্যাস সঠিক কাছে ব্যবহার করার জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়া জানাবেন কি?

শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় সদস্য যে কথাটা বলছেন সেটা সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যবাসীর ক্ষোভ রয়েছে। আমি এই হাউসে যখন বিধায়ক ছিলাম তখন আমিই বিষয়টি উৎথাপন করেছিলাম। আজকেও আমাদের মানিক দে এই প্রস্তাব এনেছেন। যদি সবাই একমত হতে পারে তাহলে দিল্লীতে আবার পাঠাতে পারে যে আমরা যে ড্রিলিং এবং আমাদের এখানে এক্সপ্লেশনের যে কাজ এটা আরও ত্বরান্বিত করা হউক। আমরা সকলে একমত এখানে দল মতের কোন প্রশ্ন নেই। যে প্রশ্ন এখানে এসেছে যে ড্রিলিংয়ে একটা চক্র কাজ করছে ইত্যাদি ইত্যাদি হচ্ছে, খবরের কাগজে উঠছে। মাননীয় সদস্য দিল্লীতে চিঠি পাঠিয়েছেন এই চিঠি অবশ্য আমি পাইনি। খবরের কাগজে যখন উঠছে আমি তারপর দিনই এখানকার যে জেনারেল ম্যানেজার উনাকে ডেকেছিলাম, ডেকে বলেছি যে এই রকম কাগজে উঠছে এই সম্পর্কে আপনারা সুনির্দিষ্ট-ভাবে রিপোর্ট আমাদের সরকারের কাছে জমা দিন। এই বিষয়টা যেহেতু উঠেছে এটা আপনাদেরই দায়িত্ব। পরে দেখলাম দু-তিন দিন পরে ওরা একটা স্টেটমেন্ট করেছেন যে বিষয়টা ঠিক না ইত্যাদি। বিষয়টা তাদের এবং বিষয়টা বিভিন্নভাবে রেইজ হয়েছে। আমার এই বিষয়টা আমাদের এখানে মাননীয় কেন্দ্রীয়মন্ত্রী যখন এসেছিল আমরা ত ন বলেছি এবং তারা বলেছে তদন্ত করবে। রাজ্য সরকারের পক্ষেতো এখানে তদন্ত করতে যেতে পারবে না। কারণ, মূল বিষয়টা কেন্দ্রীয় সরকার করে এবং এখানে কেন্দ্রীয় সরকার যখন এসেছিলেন তখন আমি ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছি। আমি কথা বলেছি এবং উনি আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন, মুখমন্ত্রী মহোদয় বিষয়টা আবার বলেছেন এবং আমরা পত্তিটিভলি গত দশ বছর থেকে বার বার বলে

আসছি যে ড্রিলিং যাতে করা হয়। এবার একটি পজিটিভলি কথা বলেছেন দুটি জায়গায় তারা ডিপ-ড্রিলিং করবেন, এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। একটা আগরতলা ডোম আর একটা রাজনগর ডোম। আমরা এবার আলোচনা করে বুঝালাম যে ডিপ -ড্রিলিং না করলে বুঝা যাবে না নিচে কি আছে। এটা মাটির উপর একটা রিপোর্ট আছে এটা সেগুকে ভিত্তি করে একটা কেমেস্ট্রি রিপোর্ট আছে এবং এই রিপোর্টকে ভিত্তি করে উপরের রিপোর্ট এবং নিচের রিপোর্ট অনেক তফাৎ হয়ে যায়। এই বিষয়টা ফাইণ্ডিং করে বের করতে হবে। ড্রিলিং হলে বুঝা যাবে সেখানে কি পাওয়া যাবে না যাবে। অন্যান্য জায়গায় দুই হাজার আড়াই হাজার ড্রিলিং হলে পাওয়া যায় আর এখানে চার হাজার মিনিমাম হলেও পাওয়া যায় না। তার আরও অনেক নিচে যেতে হবে। ও, এন, জি, সির যে পরিকাঠামো যা আছে তাতে বেশী নিচে ড্রিলিং করার ক্ষেত্রে ওদের অসুবিধা আছে। যেখানে ওরা আমাদের বলেছে আমরা যাতে হায়ার টেকনোলজি যাতে নিয়ে আসতে পারি, আমেরিক র কোম্পানীর সাথে এইজন্য আমরা করছি, এবং আমরা বলছি যে শর্তের যদি কোন অসুবিধা আমাদের না থাকে আমাদের দেশের স্বার্থ যদি বিঘ্নিত না হয় আমরা চাই এক্সপ্লোশনের জন্য যদি বাইরের কাউকে আনা হয় আমাদের আপত্তি নেই। দেশের স্বার্থ সেখানে বিঘ্নিত না হয় আমরা এই বিষয়ে বার বার বলেছি। মাননীয় সদস্যের যে উদ্বেগ সেই উদ্বেগকে আমরা প্রকাশ করছি এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজে গিয়ে কথা বলেছেন। তারপর ওরা খুব তাড়াতাড়ি মিটিং থেকে টেক আপ করেছেন। উনি বলেছেন যে প্রয়োজন বোধে আর ঘন ঘন মিটিং করে যেতে এই কাজটা ত্বরান্বিত করা যায় এবং এই মনিটারিং নেওয়া হচ্ছে। আমাদের মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে এখানকার কাজের জন্য আর একটা মনিটারিং কমিটি সেখানে হবে যাতে রেগুলার এখানে একটা মনিটর করা যায়। আমরা আমাদের তরফ থেকে এই পারস্যু আমরা করছি।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে।

শ্রী অমিতাভ দত্ত :— (ধর্মনগর) স্যার, আমার একটা. একটা স্যার।

মিঃ স্পীকার :— আর না, আর না। ২০ মিনিট আলোচনা হয়েছে। মাননীয় সদস্য আর দারকার নেই।

মিঃ স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের তৃতীয়টি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমিতাভ দত্ত মহোদয় কর্তৃক গত ২৮. ৮. ৯৮ইং তারিখে উৎথাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর নগর উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিয়ে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো :— "স্বল্প বর্ষনে আগরতলা শহর জলমগ্ন হয়ে পড়ায় জনদুর্ভোগের কারণ সম্পর্কে"।

শ্রীসুধীর দাস (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার উল্লেখ্য বিষয় হচ্ছে,—"স্বল্প বর্ষনে আগরতলা শহরে জলমগ্ন হয়ে পড়ায় জন দুর্ভোগের কারণ সম্পর্কে"।

আগরতলা শহরের পৌর এলাকার মধ্যে হাওড়া নদী এবং কাটাখালের মধ্য ভাগ অঞ্চল স্বল্প বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হয়ে পড়ে এবং জন দুর্ভোগ সৃষ্টি হয়। পূর্বে এই অঞ্চলের বেশীর ভাগ জল কাটাখাল দিয়ে বাংলাদেশের নদীতে যাওয়ার ব্যবস্থা ছিল এবং আরও জল আখাউড়া খাল ও কালাপানিয়া খাল দিয়ে সীমান্তের ওপাড়ে খুব তাড়াতাড়ি নেমে যেত। যে সমস্ত নালা এবং স্লুইস দিয়ে কাটা খালে জল যেত বর্তমানে সেগুলি প্রায় অকেজো হয়ে গেছে। তার মূল কারণ এনক্লোজমেন্ট সমস্যা। এই কারণে সেই সমস্ত জল ঠিকমত সময় মত সরবরাহ হয় না।

আখাউড়া কালাপানিয়া খাল দুটি ত্রিপুরার সীমান্ত অতিক্রম করার পর বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নদীতে সংযুক্ত হয়েছে। যতদূর জানা গেছে যে বাংলাদেশের ভিতর ঐ খাল দুটি পলিতে ভরাট হয়ে যাওয়ার জন্য খালের প্রভাহ শক্তি দারুনভাবে ব্যাহত হয়েছে এবং এর ফলে বৃষ্টির জল আগরতলা শহর থেকে দ্রুত বের হওয়ার ব্যাঘাত দৃষ্টি হচ্ছে এবং শহর অল্প বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হয়ে পরছে এবং জনগণের দুর্ভোগ সৃষ্টি হচ্ছে। জনসাধারণের অসুবিধা লাঘব করার জন্য ১৯৮৮ এবং ১৯৯০ সনে ৯টি জায়গায় কিছু ছোট ক্ষমতা সম্পন্ন পাম্প মেশিন বসানো হয়েছে, যেমন-

ক্রমিক সংখ্যা	জায়গার নাম	সংখ্যা	ক্ষমতা (প্রতি ঘন্টায়)
১।	ভি, এম, চৌমুহনী	১টি	২,২৫ লক্ষ গ্যালন
২।	রবীন্দ্রপল্লী	১টি	১,১৩
৩।	জয়নগর লেক লেন	২টি	২.২৫
৪।	গণরাজ চৌমুহনী	১টি	১,১৩
৫।	পূর্ব থানা	২টি	১.২২৫
৬।	সেন্ট্রাল রোড এক্সটেনশন	১টি	১,১৩
৭।	মাষ্টার পাড়া	১টি	১.১৩
৮।	টাউন প্রতাপগড় রোড-নং-১	১টি	০,৫০
৯।	হরিজন কলোনী, ইন্দ্রনগর	১টি	০,১৫
			১৭,৫২ লক্ষ গ্যালন

উল্লেখ করা দরকার যে যখন ঐসব এলাকায় খুব বেশী বৃষ্টি হয় তখন প্রতি ঘণ্টায় জল জমা হয় ২০০ লক্ষ গ্যালন অতি বৃষ্টিতে জল জমার যে পরিমাণ আর আমাদের জল সরানোর জন্য পাম্পগুলির যে ক্ষমতা তা অনেক অনেক কম। (২০০-১৭,৫২)১৮২,৪৮ লক্ষ গ্যালন ঘাটতি। এই ৯টি পাম্প-এর মাধ্যমে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ১৭ লক্ষ গ্যালন জল সরানো যায়। তবে সব সময় সব মেশিনে ঠিক ক্ষমতা কাজ করে না।

১৯৮৬ সালে ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরার বাইরের একটি সংস্থাকে দিয়ে একটি মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করেছিলেন। এতে আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছিল প্রায় ২৫ কোটি টাকা। সীমিত আর্থিক ক্ষমতার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ আরম্ভ করা যায়নি।

ত্রিপুরা সরকার ১৯৯৪-৯৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট জল নিস্কাশনের ও নর্দমা পরিস্কার সহ আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার অন্যান্য কাজের জন্য একটি প্রজেক্ট রিপোর্ট জমা দিয়েছিলেন সেই অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার দুই কিস্তিতে মোট ৬,৩৮ কোটি টাকা বিশেষ কেন্দ্রীয় অনুদান হিসাবে দিয়েছেন। এখানে উল্লেখ করা যায় মাষ্টারপ্ল্যানএ শহরের উক্ত অঞ্চলকে যে চারটা বেসিনে বিভক্ত করা হয়েছে তার বিবরণ সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া হল :—

১) কাটাখাল বেসিন :— কলেজ রোড, মঠচৌমুহনী পূর্বাশা থেকে হরিজন কলোনী পর্যন্ত যে রাস্তাটি আছে তার পূর্বাঞ্চলে চন্দ্রপুর পর্যন্ত রাস্তাটি আছে তার পূর্বাঞ্চলে চন্দ্রপুর পর্যন্ত যে জল তাহা কাটাখাল নদীতে স্লুইচ গেইট এবং পাম্প মেশিন দ্বারা নিয়ে যাওয়া হবে।

২) হাওড়া বেসিন :— মাষ্টার পাড়া সেন্ট্রাল রোড এক্সটেনসন, টাউনপ্রতাপগড় এই সমস্ত কিছু এলাকার জল পাম্প মেসিন দ্বারা হাওড়া নদীতে ফেলা হবে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে হাওড়া নদীর মাটির লেভেল এবং পাড়ের ভেতরে মাটির লেভেল প্রায় সমান সমান। তাই সমান এখানে স্লুইচ গেইট বসানো যাবে না।

৩) আখাউড়া বেসিন,

৪) কালাপানিয়া বেসিন,

মধ্যাঞ্চলের বাকীসমস্ত বৃষ্টির জল আখাওড়া খাল এবং কালাপানিয়া খাল দিয়ে সীমান্তের উপারে নিয়ে যাওয়া হবে। যদি কোন কারণে জলের প্রবাহ না যায় তা হলে এই দুই খালের মুখ আখাওড়া চেকপোষ্টের কাছে এবং জয়পুর এলাকাতে দুইটি স্লুইচ গেইট বসিয়ে এই দুইখালের জল একটি তা ড্রাইভারসন ক্যানেলের মাধ্যমে ভগৎসিং কলোনীর উত্তর দিকে স্লুইচ গেইট এবং পাম্প মেসিনের সাহায্যে কাটাখাল নদীতে ফেলা হবে।

যেহেতু প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম আর্থিক অনুদান পাওয়া গিয়াছে। তাই সমস্ত কাজ এক সাথে হাতে নেওয়া সম্ভব হয়নি।

বর্তমান আগরতলা পৌরসভা এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তর যৌথভাবে যে কাজগুলি করছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল :—

১) জয়গুরু ফার্মেসীর নিকট শিবনগর খাল থেকে পূর্ব ধলেশ্বর স্লুইচ গেইট পর্যন্ত একটি পাকা একটি ড্রেনের কাজ সমাপ্তির পথে।

২) মঠ চৌমুহনী দক্ষিণ দিক শিবনগর খাল থেকে পূর্বাশা কেন্দ্রীয় কারাগার হয়ে হরিজন

কলোনী পর্য্যন্ত একটি পাকা ড্রেনের কাজ চলছে জয়নগর গোলচক্করের পরে আখাওড়া খাল থেকে রঞ্জিতনগর পর্য্যন্ত পুরানো খালটি সংস্কারের কাজ চলছে।

৩) একটি পাকা পাম্প হাউস হরিজন কলোনীর স্লুইচ গেটের কাছে এবং আর একটি রঞ্জিতনগর স্লুইচ গেইটের পাশে নির্মাণ করা হচ্ছে। উভয় পাম্প হাউসে দুইটি করে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পাম্প মেসিন বসানো হবে।

উপরে উল্লিখিত ড্রেন এবং পাম্প হাউসগুলি আগামী বর্ষাকালের আগেই শেষ করা যাবে বলে আশা করা যায়। শিবনগর ধলেশ্বর কল্যানীর জল শহরের মধ্যাঞ্চল ওরিয়েন্ট চৌমুহনী মধ্য পাড়ার দিকে প্রভাহিত হবে না এতে আনুমানিক শতকরা ৩০ শতাংশ অঞ্চলের সমস্যা অনেকটা সুরাহা হবে বলে আশা করা যায়।

এ ছাড়াও আগরতলা পৌরসভা কিছু কিছু প্রাসংগিক ফিডার ড্রেনের সংস্কারের কাজ করছেন। ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আরও আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য ১৯৯৭ সনের সংশোধিত প্রজেক্ট জমা দিয়েছে এর মধ্যে ড্রেনের জন্য প্রায় ২৩ কোটি টাকা আর্থিক অনুদান চাওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই আর্থিক সহায়তা পাওয়া গেলে আরও অন্যান্য কাজ হাতে নেওয়া হবে এবং ভবিষ্যতে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে বলে আশা করা যায়।

শ্রী অমিতাভ দত্ত :— পয়েন্ট অব ক্লিয়ারফিকেশন স্যার, ইতিমধ্যে আমরা জেনেছি যে আগরতলা শহরে জমে যাওয়া জল নিষ্কাশনের জন্য অনেকটি পাম্প সেট রয়েছে আরও দুটি পাম্প সেট নির্মাণের কাজ চলছে। যে তথ্য এখানে পরিবেশিত হয়েছে আমাদের বিশ্বাস এই জল নিষ্কাশনের জন্য এই দুটি পাম্প সেটও কার্যাকরী ভূমিকা নিতে পারবে না। সেই ক্ষেত্রে প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে এই আগরতলা শহরবাসীকে জল এর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আরও পাম্পসেট বসানো হবে কি না? এছাড়া এখানে উল্লিখিত হয়েছে বনমালীপুর হয়ে ধলেশ্বর হয়ে জল নিষ্কাশনের জন্য নর্দমা নির্মাণের কাজ চলছে তা শেষের পথে। এই নর্দমা নির্মাণের কাজ শেষ না হওয়ার ফলে প্রধান সড়কের উপর দিয়ে যাতায়াতের বিঘ্ন ঘটছে এই নর্দমা নির্মাণের কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায়। তাছাড়া আগরতলা শহরের নর্দমাগুলি যেগুলি জবর দখল হয়ে আছে সেইগুলি মুক্ত করা হবে কিনা এবং শহরের নর্দমাগুলি পরিস্কার করা হবেন কিনা, যাতে জল নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা না হয়।

শ্রী সুধীর দাস (মন্ত্রী) :— স্যার, যে সমস্যাটা, এই যে নর্দমাগুলি পরিস্কার রাখা, সেইগুলি বেদখল মুক্ত করা আমার যে স্বল্পদিনের অভিজ্ঞতা আগরতলা পৌরসভা এই কাজগুলি করেন। তাদের সঙ্গে কথা বলে বা আমার অভিজ্ঞতায় যা দেখলাম সবচেয়ে বড় যে সমস্যা শহরে ড্রেইনগুলি আগে যা ছিল সরকারী মেপের মধ্যে, রেকর্ডে যে ড্রেনের পরিমাপ আগে যা ছিল বর্তমানে তা চারভাগের এক ভাগ হয়ে গেছে, যার জন্য জলগুলি সরতে পারছেনা অর্থাৎ এনক্রচমেন্টের সমস্যাটাই হচ্ছে সবচেয়ে

বড় সমস্যা। আমার বিশ্বাস যে পৌরসভা রাজ্য সরকার সহ আগরতলাবাসী যদি আমাদেরকে সাহায্য করেন এবং যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তা আমরা মানুষের সহযোগিতা নিয়ে যদি কার্য্যকরী করতে পারি তা হলে সুরাহা করা যাবে বলে আমার বিশ্বাস। ধন্যবাদ।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ ঃ— এই যে সমস্যা সেই ব্যাপারে এখানে আমার কয়েকটি সাবমিশান থাকবে স্যার, এই সাবমিশানগুলি যাতে যথাযথভাবে বিচার বিবেচনা করা হয়। রাস্তা জলমগ্ন হওয়ার কারণ-রাস্তা যখন মেটেলিং ও কার্পেটিং করা হয়, প্রথমে মেটেলিং তুলে নিতে হয় তারপরে দরকার হলে মেটেলিং কার্পেটিং করতে হয়। স্যার, এখন দেখা যাচ্ছে যে এই এক্সজেসটিং মেটিলিং কার্পেটিং উপরে আবার মেটিলিং হয় তারপর কার্পেটিং হয়। যার ফলে রাস্তার হাইট হচ্ছে। আমরা যারা মিউনিসিপ্যালিটি থেকে বাড়ী তৈরী করার পারমিশান নেই তখন রাস্তার লেভেল থেকে বাড়ীর লেভেলের সামঞ্জস্য রেখে প্লেনটা এপ্রোভ করাই মিউনিসিপ্যালিটি থেকে। পরবর্তী সময়ে দেখা যায় যে রাস্তার হাইট বাড়ে আর বাড়ীর হাইট কমে; যার ফলে জল বাড়ীঘরে প্রবেশ করে। আমি স্যার, সংক্ষিপ্তভাবে বলছি রাস্তা এবং ড্রেইন একটা আরেকটার সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকবে। রাস্তা করে পি, ডাব্লিও, ডি, আর ড্রেইন করে পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং। একটা রাস্তা করে গেল তার সঙ্গে যদি ড্রেইনের সামঞ্জস্য না থাকে তা হলে রাস্তা নষ্ট হয়ে যায়। আমি জানিনা স্যার, কার দোষে এই ড্রেইনের উপর দিয়ে স্লেবের মত পুল তৈরী করে স্যার। তাতে দেখা যায় সেটা রাস্তা থেকে দেড় হাত উচু হয়ে কার্ভ হয়ে দোকানে গিয়ে লাগে যার ফলে রাস্তার জলটা ড্রেইনে যাওয়ার মত পরিস্থিতি নাই। তার ফলে যখন লোডেড ট্রাক যায় তখন বিটুমেন ছেরে দেয় যারফলে রাস্তায় নষ্ট হয়। আর আমার দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন- কাঁটা খাল এবং হাওড়া নদী। এখানে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন, কাটাখাল ও হাওড়া নদীর নব্যতা কমে যাওয়ায় এবং বাংলাদেশের ডেড লেভেল হাই হয়ে যাওয়াতে এই অবস্থা হয়েছে। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক ২০ কোটি টাকা দিয়েছে আগরতলা সিটি সাজানোর জন্য। মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন সার্ভে করে রেখেছেন, এর জন্য ২৫ কোটি টাকা লাগবে। আমার অনুরোধ এখানে থাকবে, এই ২০ কোটি টাকা দিয়ে বাইরে থেকে সার্ভে করে এনে ড্রেনেজ প্রবলেম যেন সলভ করা হয়। আমি এখানে আগেই বলেছি, বাংলাদেশ উঁচু করে ফেলাতে এটা হয়েছে। আমাদের আরো উঁচু করতে হবে। বাংলাদেশে যদি বৃষ্টি না হয়, তাহলে ড্রেনের জল আমাদের এই খানের বৃষ্টির জল হাওড়া এবং কাটাখাল দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকে যায়। কিন্তু সে সময়ে যদি বাংলাদেশে জল হয়, তাহলে বাংলাদেশ উল্টো ধাক্কা দেয়। ফলে আগরতলা শহর জলমগ্ন হয়ে পড়ে। কাজেই যত টাকা খরচ করুন না কেন কিংবা পাম্প মেসিন বসান হউক না কেন, যা মাননীয় সদস্য শ্রীঅমিতাভ দত্ত মহোদয় বলেছেন তাতে কোন লাভ হবে না। এ সব কাজের জন্য দূরদর্শিতা থাকা দরকার। চীফ সেক্রেটারী বলেছেন, মন্ত্রীরা সাংঘাতিক ক্ষেপে গেছেন, মন্ত্রীদের কোয়ার্টার সব জলের তলায়। সেক্রেটারীয়েট কেন

জলমগ্ন হল ? সেক্রেটারীয়েট আরো উঁচু করে দাও। কিন্তু আমি বলব, তাতে কিছু হবে না, যদি প্ল্যানিং যে বডিস আছে সেখানে ট্যাকনিক্যাল পারসনস্ রাখা না হয়। আই, এ, এস, সেক্রেটারী দিয়ে সব কাজ হয় না। একটার সঙ্গে আর একটা কো-মিলিটেড। এখানে চীফ ইঞ্জিনীয়ারের অফিসই যত গাঁড়া কল। ওরা ওদের অফিসটা উচু করে নেওয়াতে আজকে এই অবস্থা। এই সমস্যা সমাধান করতে যদি মাননীয় সরকার আমার কোন সাহায্য নিতে চান তাহলে আমি প্রস্তুত সে সাহায্য করতে। আমার আরো কিছু বলার ছিল। কিন্তু সময় না থাকায় বলতে পারিনি। শুধু আমি বলব এই সমস্যা অবিলম্বে দূর করার জন্য সরকারকে সচেষ্ট হতে।

শ্রীসুধীর দাস (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য সুদীপবাবু এখানে যে সব সমস্যার কথা বলেছেন তার সঙ্গে আমি সহমত পোষণ করি। আমাদের দৃষ্টিতেও এ বিষয়গুলি আছে। যখন এখানে রাস্তা ঘাট, ড্রেন তৈরী হয়, তখন কোন সুদূরপ্রসারী চিন্তা ভাবনা এর মধ্যে ছিল বলে মনে হয় না। আমাদের দপ্তরের যে ঘাটতি আছে, তা আগামী দিনে দূর করতে প্রয়াস নেয়া হবে। মাননীয় সদস্য সাহায্য করতে প্রস্তুত আছেন। সে সময় আমরা অবশ্যই উনার সহযোগিতা নেব। তার টেকনিক্যাল পারসনদের দিয়েই কাজ করান হবে এই আশ্বাস আমি দিচ্ছি। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, মাননীয় সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে।

মিঃ স্পীকার :— এই সভা বেলা দুই (২) ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

AFTER RECESS AT 2.00 P.M.

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর বন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি বন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"রাজ্যে কাঠের অভাবে কাষ্ঠ শিল্পে সংকট সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কে"।

MATTER RAISED BY MEMBER

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন হাউসে উপস্থিত আছেন তখন উনার কাছে আমি একটা বক্তব্য রাখতে চাই যে, মোহনপুরের অন্তর্গত তুলাবাজারে স্বামী পরিত্যাক্তা এক ভদ্রমহিলা আছেন। তাঁর একটি নাবালিকা মেয়ে আছে। গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ সালে বি, এস, এফ, এর-এক অফিসার মেয়েটিকে কাজের জন্য কলকাতায় নিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে মেয়েটি হারানো যায়। যথারীতি রিপোর্ট পাবার সাথে সাথে সিধাই বি, এস এফ, এবং ডি, জি, লেভেলে

যোগাযোগ করে হয় এবং পরবর্ত্তী সময়ে মেয়েটিকে কলকাতার লিলুয়া প্রোটেকটিভ হোমে পাওয়া যায়। কিন্তু ভদ্রমহিলা যেহেতু স্বামী পরিত্যক্তা এবং গরীব তার পক্ষে কলকাতায় গিয়ে লিলুয়া প্রোটেকটিভ হোম থেকে মেয়েটিকে আনা সম্ভব নয়। মেয়েটিকে যেহেতু উদ্ধার করা হয়েছে এবং সে সিডুয়েল কাস্ট এবং যেহেতু গরীব ভদ্র মহিলার পক্ষে মেয়েটিকে আনা সম্ভব নয়,। তাই মেয়েটিকে আনার ব্যবস্থা করার জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এই ব্যাপারে মাননীয় সদস্য মহোদয়কে পরে জানাব।

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস (বামুটিয়া) :— স্যার, আমার একটা কলিং এটেনশান নোটিশ রয়ে গেছে এক নাম্বার। সেটার জবাব দেওয়া হলো না।

মিঃ স্পীকার :— সেটা বাদ যায়নি। এটার উত্তর পরে দেওয়া হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছিলেন যে উনার আসতে একটু দেরী হবে। তাই এটা এখন তুলি নি। এটার উত্তর আপনি পাবেন।

CALLING ATTENION

শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর এখন বিবৃতি দিচ্ছি :—

মাননীয় সুপ্রীম কোর্ট রিট পিটিশান নং ২০২ (১৯৯৫) এবং ১৭১ (১৯৯৬) মামলার রায় দিয়ে কাঠ চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন। এই রায়ে কাঠ শিল্পের সাথে জড়িত স'মিলগুলিকে একত্রিত করে শিল্প নগরীর ন্যায় এক জায়গায় আনার কথা বলা হয়েছে। রায় অনুযায়ী স'মিলগুলিকে বিস্তারিত ইনভেনটরী লিষ্ট এবং রিটার্ন বন দপ্তরে জমা করতে হবে। বন দপ্তর এই আবেদনপত্রগুলি মাননীয় সুপ্রীম কোর্ট দ্বারা গঠিত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন (এইচ, পি, সি) কমিটিতে পাঠিয়ে অনুমোদন নিয়ে আসবে।

ত্রিপুরার সর্বমোট ৯৬টি স'মিলের মধ্যে ৭৭টি স'মিলে অনুমোদনের জন্য আবেদনপত্র জমা করেছেন। তার মধ্যে ৬১টি স'মিলকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আরও একটি স'মিল অনুমোদন পাবার অপেক্ষায় আছে। নিম্নে অনুমোদনপ্রাপ্ত স'মিলগুলির স্থান ও সংখ্যা দেওয়া হলো :—

স্থান	সংখ্যা
ধর্মনগর	৭টি
কৈলাশহর	১টি
কুমারঘাট	২টি

১	২
আমবাসা	২টি
আগরতলা (খয়েরপুর, জিরানীয়া ও রানীরবাজারসহ)	৩৬টি
সোনামুড়া	৫টি
উদয়পুর	৬টি
বিলোনীয়া	২টি

(আরও একটি অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে)

স্যার, এই স'মিলগুলি দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকার ফলে স'মিল মালিকগণ এবং এদের সঙ্গে যুক্ত স'মিলের ওয়ার্কাররা এবং কাঠ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কাঠ মিস্ত্রিগণ তাদের জীবিকা নির্বাহ করার পক্ষে একটা বিরাট অসুবিধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। স'মিল মালিকগণ মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের দায়িত্ব দেন সুপ্রীম কোর্টের রায় অনুযায়ী তাদের জন্য কিভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। এই জন্য গত ১৫ই জুলাই আমি একটা মিটিং ডাকি। এখন পর্যন্ত যে মিলগুলি ক্লীয়ারেন্স পেয়েছে, সে মিলগুলিকে কিভাবে তাদের জন্য জায়গা ইত্যাদি ব্যবস্থা করতে পারি তারজন্য একটা মিটিং হয় এবং সেখানে কতগুলি একশান নেওয়া হয় ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেণ্ট এবং ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট যৌথভাবে। তারপর গত ১৬ই আগষ্ট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটা উচ্চ পর্যায়ের মিটিং হয়। সে মিটিং-এ আমি ছিলাম, মাননীয় বনমন্ত্রী মহোদয় ছিলেন, বন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারী হিসাবে চীফ সেক্রেটারী ছিলেন এবং ইণ্ডাষ্ট্রি দপ্তরের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকগণ ছিলেন। সেখানে এই মিলগুলির জন্য নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে আমরা একটা নির্দিষ্ট ঠিক করে যাতে এই কাজটাকে তাড়াতাড়ি করা যায় সেই জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এক নম্বর হলো ধর্মনগর যে ৭টি স'মিল আছে তার জন্য দেওয়ান পাশাতে একটা খাস জমি তার অধিগ্রহণের কাজ চলছে এবং এটা ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেণ্ট দিয়ে দেবে এবং মিলগুলিকে আমরা ঐ জায়গায় নিয়ে যাবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করব। কৈলাশহরে যে একটি মিল আছে সেই মিলটি যাতে ঐখানেই থাকতে পারে কারণ যে-হেতু একটা মিলই সুপ্রীম কোর্টের রায় অনুযায়ী সেইভাবে ব্যবস্থা করার জন্য বন দপ্তরে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কুমারঘাটে যে দুটি সমিল আছে সেই স'মিল দুটিকে আমাদের শিল্প দপ্তর কুমারঘাটে যে শিল্প নগরী আছে সেখানে যে উপনগরী আছে সেখানে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত হয়। আমবাসায় যে দুটি সমিল আছে এই দুটি সমিল পাশাপাশি এক সাথে আছে এবং এই দুটি সমিল যাতে এখানেই থাকতে পারে তার জন্য বন দপ্তর সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সেখানে করবেন সে সিদ্ধান্ত হয়। সোনামুড়ায় যে পাঁচটি সমিল আছে সেই মিলগুলির জন্য কোন খাস জায়গা যে-হেতু পাওয়া যায় না তাই মিল মালিকদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে

খেদাছড়া মৌজাতে একটি জায়গা মিল মালিকরা খরিদ করে নেবেন, বন দপ্তর তার মূলে সেখানে এই স'মিলগুলিকে ঐ জায়গায় নিয়ে যাবার জন্য সেখানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়। উদয়পুরে যে ৬টি স'মিল আছে সেই ৬টি মিলের জন্য সাউথের ডি.এম-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি বন দপ্তরের একটা জায়গা আইডেনটিফাই করেছেন এটা মিল মালিকরা যদি তাদের সঙ্গে কথা বার্তার ভিত্তিতে রাজী হন তাহলে সেই জায়গাতে যাতে উদয়পুরের যে মিলগুলি আছে সেগুলি নিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সেখানে নেবেন। বিলোনীয়ায় যে দুটি স'মিল আছে সেখানে আমাদের ইণ্ডাষ্ট্রি দপ্তরের একটি জায়গা আছে বিলোনীয়া কলেজের কাছে, এখন রেডিও সেন্টার যেখানে আছে সাড়াশীমা মৌজা সেই জায়গাতে এই দুটির জন্য জায়গা দেওয়ার কাজ নির্দিষ্ট করে কিছু জায়গা দেওয়া হবে। আগরতলা এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় যে ৩৬টি স'মিল আছে এইগুলিকে মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করার জন্য সিদ্ধান্ত হয়। যে-হেতু এর কাছাকাছি খাস জায়গা পাওয়া যায়নি সেই কারণেই ঠিক হয় যে এদিকে ধলেশ্বর, ইন্দ্রনগর, চিরানীয়া, রানীরবাজার, খয়েরপুর মিলিয়ে সবগুলি মিলকে সেখানে ১০টি মিল তারা ঠিক করেছেন একটা জায়গা এবং পারচেইজ করেছেন। ঐ জায়গাতেই ফরেষ্ট দপ্তর এক সাথে করে সুপ্রীম কোর্টের যে রায় আছে সেই অনুযায়ী এটা করা হবে বড়জলায় আমাদের টি আর টি সির অফিসের কাছে। এখানকার মিল মালিকরা তারা একটা জায়গা নির্দিষ্ট করেছেন সেই জায়গাতে উত্তর দিকের যে মিলগুলি আছে তারা বড়জলায় চলে যাবে এবং হাওড়া নদীর দক্ষিণ পার্শ্বে যে মিলগুলি আছে সেই মিলগুলি সাব্রুম আগরতলা যে রোড আছে সেই রোডের কাছে জায়গা দেখার জন্য বলা হয়েছে মিল মালিকদের। মিল মালিকরা দেখলে এখানে যে প্রায় ১৫টার মত মিল আছে সেগুলিকে যাতে একটা জায়গায় নিয়ে যায় তার জন্য ডি, এফ, ও, সদরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে জায়গাটা ঠিক করার জন্য। এখানে আর একটা প্রশ্ন এসেছিল শিল্প দপ্তরের জায়গা দেওয়ার জন্য কিন্তু আগরতলার কাছাকাছি যে শিল্প নগরীগুলি আছে একটা হলো এ, ডি, নগর আর একটা হলো বাধারঘাট, এখানে আমাদের জাগয়া খুবই স্বল্প এবং সেই জায়গাতে স'মিলের জন্য কোন জায়গা দেওয়া যাবে না বলেই কাছাকাছি যে-হেতু খাস জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না তাই এই ভাবে ঠিক করা যাচ্ছে না। যাতে মিলগুলি চলতে পারে, যাতে সুপ্রীম কোর্টের যে রায় আছে সেই রায় অনুযায়ী তারা যাতে কাজ শুরু করতে পারে তার জন্য আমরা আশা করছি এটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। এবং একে ভিত্তি করেই কাষ্ঠ শিল্পের সঙ্গে যে শ্রমিকরা যুক্ত আছে তাদের যে অসুবিধাগুলি এখন হচ্ছে সেই অসুবিধাগুলি দূর করতে পারবেন বলে আমি মনে করছি এবং এই জন্য এটা খুব গুরুত্ব বিচার করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব নিয়েছেন এবং মিটিং করেছেন যাতে খুব ত্বরান্বিত করা যায়। এই হচ্ছে আমার বিবৃতি।

শ্রীসুধন দাস (রাজনগর) ঃ— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে দীর্ঘদিন ধরে এই

মিল বন্ধ হয়ে থাকাতে সারা রাজ্যে কাষ্ঠ শিল্পী এবং কাঠ ব্যবসায়ী শ্রমিকসহ একটা ব্যাপক অংশের মানুষ এর সাংঘাতিকভাবে অসুবিধা হচ্ছে সেই অসুবিধার কথা চিন্তা করে যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সেটা ঠিক এবং তারপর অন্তবর্তী সময়ের জন্য এটা পারমিশান নেওয়ার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা যায় কিনা যে মিলগুলি সরিয়ে নেওয়ার সাপেক্ষে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। এমন অনেক কাঠ আছে যেগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেই কাঠগুলিকে রক্ষা করার জন্য সব মিলিয়ে দুই মাসের জন্য অথবা তিন মাসের জন্য এই বিষয়ে বিবেচনা করার জন্য সরকারের তরফ থেকে কোন উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী):—মহামন্য সুপ্রীম কোর্টের যে রায় আছে, আর বাইরে আমাদের পক্ষে যাওয়ার ক্ষমতা নেই। আমরা এই রায়কে ভিত্তি করে যাতে বিষয়টা খুব তাড়াতাড়ি করা যায়, মাননীয় মুখ্য-মন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটা মিটিং হয়েছে, আমরা সবাই ছিলাম সেখানে, এই কাজটা যাতে দুই মাসের মধ্যে করা যায়, আমরা দপ্তরকে বলেছি এই কাজটা তাড়াতাড়ি ২ মাসের মধ্যে করে পারমানেন্টলি যাতে বিষয়টা সমাধান করা যায়, এই উদ্যোগ আমরা সরকারের পক্ষ থেকে নিতে শুরু করেছি।

শ্রীসুধন দাস :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যেসমস্ত বিভাগে স'মিলগুলির অনুমোদন পাওয়া যায়নি, এই সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে ?

শ্রীপবিত্রকর (মন্ত্রী) :— সুপ্রীম কোর্ট যা বলেছেন, নতুন অনুমোদনের কোন প্রশ্ন নেই, যেগুলি আছে ৯১ টার মধ্যে ৬১টার অনুমোদন এসেছে। বাকীগুলির অনুমোদন আসার সম্ভাবনা নেই। কারণ, তারা ঠিকমত কাগজপত্র জমা দেয়নি। কাজেই নতুন প্রশ্নই উঠেনা। যেগুলি আছে যেগুলি আছে সেগুলি রাখাই-ত আমাদের পক্ষে বড় প্রশ্ন।

শ্রীমানিক দে :— যে মিলগুলি অনুমোদন পায়নি, এখনও কিছু মিল চলছে। এগুলি সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা নেওয়ার চিন্তা ভাবনা আছে কিনা ?

শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) :— এই ব্যাপারে মাননীয় ফরেষ্ট মিনিষ্টার আছেন এখানে। ফরেষ্ট মিনি-ষ্টারকে বলব, এই বিষয়টা যেহেতু ফরেষ্ট দেখেন, নিশ্চয়ই এটা করা উচিত। বে আইনীভাবে তারা কাজ করছেন। এটা একটু দেখা উচিত।

শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় :— পয়েন্ট অফ ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা যে মিলগুলি সুপ্রীম কোর্টের আদেশে বন্ধ আছে ঠিকই। কিন্তু তার সংগে যে সমস্ত শ্রমিকরা আছে, এই বন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের আর্থিক দিক দিয়ে সাহায্য করার কোন পরিকল্পনা বা ব্যবস্থা আছে কিনা ?

শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) :— সুপ্রীম কোর্টের যে রায় সেই রায়ে বলা আছে, মিলের সংগে যে শ্রমিকরা যুক্ত আছেন তাদের রুজিরোজগারের যে ব্যবস্থা, তাদের যে বেতন সেটা তাদের দিতে হবে। এটা মিলের মালিকরাই দেবেন। সেটা রায়ে এবং সেটা তারা দিচ্ছেন আমরা যতটুকু খবর নিয়েছি।

শ্রীসুধন দাস :— পয়েণ্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, শ্রমিকদের কোর্টের রায় অনুসারে সাহায্য দেওয়ার কথা বলা আছে, এই সাহায্য পাওয়ার ব্যাপারে কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ?

শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) :— এই ব্যাপারে সুনির্দ্দিষ্ট কোন অভিযোগ আসলে আমরা টেক-আপ করতে পারব। কারণ রায়ে পরিস্কার বলা আছে মজুরী মালিকদের দিতে হবে। এই ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আসলে আমরা দেখব।

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস :— পয়েণ্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এটা একটা ভাইটেল প্রশ্ন। সুপ্রীম কোর্টের রায়ের জন্য হাজার শ্রমিকরা কাজ করছেন মিলে সেটা বন্ধ হয়ে আছে। একদিকে গাছ কাটা যেমন সুপ্রীম কোর্টের রায়ের জন্য বন্ধ হয়েছে কিন্তু অন্যদিকে চোরাইপথে বাংলাদেশ বা অন্যান্য রাজ্যে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে প্রচুর পরিমাণে গাছ কেটে প্রতিদিন নিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এই শ্রমিকদের জন্য এবং সেই গাছ কাটা বন্ধ করার জন্য সরকারের কোন উদ্যোগ নিয়েছে কিনা, নাহলে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে ?

শ্রীনারায়ণ রুপিণী (মন্ত্রী) :— এটাতো ফরেষ্টের প্রশ্ন। এটা আলাদ-ভাবে প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া যেত। তবে চুরিতো বন্ধ করা যাবে না সহজে। এটাতো চেষ্টা হচ্ছে আমাদের তরফ থেকে যতটুকু সম্ভব এগুলি বন্ধ করার জন্য চেষ্টা চলছে। বিভিন্ন পেট্রল স্টাফ দিয়ে বন্ধ করা এবং পুলিশের কিছু অংশের সাহায্য নিয়ে চেষ্টা করছে। গাড়ী ঘোড়ার অভাবে এখন ঠিকমত গাড়ী-ঘোড়া দিতে পারছিনা।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রীর কাছে আমার প্রশ্ন সুপ্রীম কোর্টের রায় অনুসারে সুপ্রীম কোর্ট রায় দিয়েছে সমস্ত স'মিলগুলিকে একটা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াতে নিয়ে আসার জন্য এবং একডিংলি বাধারঘাট-এ এখানে একটা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া করা হয়েছে এবং সেখানে অনেকগুলি স'মিল নিয়ে যাওয়া পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই যে যাদেরকে নেওয়া হচ্ছে এটা কিসের ভিত্তিতে কাদেরকে নেওয়া হচ্ছে এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এবং তাতে সবগুলি জায়গা পেয়েছে কিনা এবং যদি না পেয়ে থাকে কারা কারা পেযেছে এবং কিসের ভিত্তিতে পেয়েছে এটা জানাবেন কি ?

শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য মহোদয় বুঝতে ভুল করেছেন, আমি যেটা বলেছি সেটা হচ্ছে আগরতলা শহরের পাশাপাশি যে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াগুলি আছে

বাধারঘাট এবং এ ডি নগর ওখানে আমাদের যে জায়গা আছে তাতে কোন স'মিলকে জায়গা দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব না। ওখানে দেওয়া হবে না এবং আমরা খাস জায়গা যেটা আইডেনটিফাই করেছি সেটা অনেক দূরে হয় এবং সেখানে তাদের পক্ষে বিজনেস করার ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়। আমরা মালিকদের বলেছি আপনারা দশজনে মিলে যেমন খয়েরপুরের দিকে বড়জলার দিকে তারা আইডেনটিফাই করেছে এবং জায়গা পারসেইজ করেছে তারা, তা আমরা এতে যদি আইনশুদ্ধভাবে কাজ করতে পারি তাহলে আপনাদের ব্যবসার সুবিধা হবে এবং আইনটাও ঠিক থাকবে৷ আপনারা সেইভাবে করুন এবং প্রপোজেল নিয়ে আসলে আমরা সেটা করে দেব এবং এর জন্য ডি এফ ও সদরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মিল মালিকদের সঙ্গে কথা বলে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। আমি যতটুকু জানি ডি এফ ও সদর একটা মিটিং-ও করেছেন এবং মিল মালিকরা তাদের নিজেদের উদ্যোগে সেইভাবে জায়গাও খুঁজছে। এখানে এই হাওড়া নদীর দক্ষিণ দিকে যে মিলগুলি আছে তাদের মধ্যে যারা পারমিশান পেয়েছে তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। যেমন, এই দিকে ধলেশ্বর, ইন্দ্রনগর, খয়েরপুর, রানীরবাজার জিরামীয়াতে যারা আছে ওরা দশটা মিল পারমিট পেয়েছে এবং এই দশটা মিলের মালিকরা মিলে ওরা খয়েরপুরের একটা ল্যাণ্ড কিনেছে চার কানি জায়গার। এই জায়গাটাকেই আমরা স'মিল ইণ্ডাস্ট্রি হিসাবে ডিক্লার করে দেব এবং ওখানেই তারা থাকতে পারবে। তা এই পেটার্নে দক্ষিণ দিকেও তারা যদি জায়গা খুঁজে নেয় তাহলে আমরা তাদেরকেও সেইম পেটার্নে করে দেব। কারণ এটা একটা স'মিলের বিজনেস। সুপ্রীম কোর্টের রায়তে এটাই আছে যে স'মিলগুলি একটা ক্লাসটারের মধ্যে চলে আসবে, যাতে তাদের পক্ষে ফরেষ্টের ইনকোয়ারী করে তাদেরকে লুক আফটার করা এই সমস্ত কাজগুলি সুবিধা হয়, ইনটেনশানটা এটাই।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটা দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি মাননীয় সদস্য প্রকাশচন্দ্র দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নে উল্লেখিত নোটিশটার উপর বিবৃতি দিতে নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো, রাজ্যে কংগ্রেস এবং অন্যান্য দলের বিধায়কদের হত্যার ষড়যন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্পর্কে।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষমহোদয়, এই নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে আমার যে বক্তব্য, রাজ্যে কংগ্রেস ও অন্যান্য দলের বিধায়কদের হত্যার ষড়যন্ত্রের কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য সরকারের কাছে নাই। সরকারী নিয়ম অনুসারে বিধায়কদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন নির্দিষ্ট কোন অভিযোগ বা তথ্য নাই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের জানা থাকার কথা যে আমাদের বিধায়ক বিপ্লব মিত্রা মহাশয় আক্রান্ত হয়েছিলেন ২৪-৪-৯৮ তারিখ এবং ২৯ তারিখ তিনি এফ, আই, আর করেছেন, এটা একটা সুনির্দিষ্ট অভিযোগ। এছাড়াও আমাদের দুই বিধায়ক

সুরজিৎ দত্ত এবং সুদীপ রায়বর্মণ ওনাদের উপরও হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। তারপর পত্রিকায় বেরিয়েছে মাননীয় সদস্য কাশিরাম রিয়াং, শ্যামাচরণ ত্রিপুরা নগেন্দ্র জমাতিয়া এবং রবীন্দ্র জমাতিয়া এবং রবীন্দ্র দেববর্মা সহ আরও অনেকে এবং আর অনেকে অন্যান্য দলেরও রয়েছেন তাদেরকে হত্যার জন্য চক্রান্ত করা হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে বলেছেন যে, নির্দিষ্ট কোন অভিযোগ নাই, তা মাননীয় সদস্য বিল্লাল মিঞা সাহেব যে এফ আই আর করেছেন এটা ঠিক কিনা এবং যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে এগুলি থাকা সত্বেও তিনি এইরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য একথা বলেছেন কিনা সেটা সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা এড়িয়ে যাওয়াতো কোন প্রশ্নই আসে না। এখানে স্থানীয় একটা পত্রিকায় রাজ্যে কংগ্রেস অন্যান্য দলের বিধায়কদের হত্যার খবর প্রকাশিত হয়েছে। এবং এই পত্রিকায় যে খবরটা প্রকাশিত হয়েছে তার ভিত্তিতে আরক্ষা দপ্তর এনকোয়ারী করার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই যে চিঠি এটা কে লিখেছেন এর কোন নির্দিষ্ট হদিশ করা যায়নি। এর উপর ভিত্তি করে নজর রাখা হচ্ছে। আর মাননীয় সদস্য বিল্লাল মিঞা সম্পর্কে যা বলেছেন এই ব্যাপারে একটা কলিং অ্যাটেনশন নোটিশ ছিল। তাতে ঐ সময় আমার যতটুকু খেয়াল আছে এটাতে দুই পক্ষেরই মামলা রয়েছে। বিষয়টি বিচারাধীন। আর এছাড়া মাননীয় সদস্য সুরজিৎ দত্ত এবং মাননীয় সদস্য সুদীপ রায়বর্মণ সম্পর্কে যেগুলি বলেছেন এইগুলি কোর্টের মধ্যে রয়েছে, দুই পক্ষেরই মামলা রয়েছে। এইগুলি অন্য বিষয় তো এখানে যে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে এখানে বলা যায় যে বিমল সিংহ হত্যাকাণ্ডের মামলাও কমলপুর কোর্টে আছে, কেইস চলছে। জনৈক অ্যাডভোকেট এর কাছে বোধ হয় একটা চিঠি দিয়েছে তাতে অনেকের নাম আছে এমনকি আমাদের মন্ত্রীসভারও অনেকেরই নাম আছে। তারপর আমি মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয়ের নিকট থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। সেখানে স্বাধীনতা দিবসের কিছুদিন আগে উপেন্দ্র সিং নামে যে ছেলেটি ধরা পড়েছে তাকে পত্রিকায় দেখেছি আসাম রাইফেলস গ্রেপ্তার করেছে এবং এরা যখন তাকে ইন্টারোগেট করে তখন তার জবানী থেকে অনেক এই রকম তথ্য বেরিয়েছে। এই রকম তথ্য পত্রিকায়ও বেরিয়েছে। এর ভিত্তিতে তিনি চিঠি দিয়েছেন। যথারীতি আমাকে যা করতে হয় ডি জি হচ্ছে পুলিশের মহা নির্দেশক তার কাছে সেটা পাঠাতে হয়। এইটা অনেকের নাম আছে। এবং এই শহরের কারো কারো নামও রয়েছে এবং বিধায়কদের নিরাপত্তার জন্য এর আগে ৫ জন বিধায়ক আমার সঙ্গে কথা বলেছেন। এবং এখানে আমাদের ভারত সরকারের যে প্যাটার্ন রয়েছে পেটার্নটি অনুসরণ করে আমরাও এখানে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করি। এবং এইটা করতে গিয়ে আমাদের কতগুলি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। অস্ত্র বা অন্যান্য লোকজন এইগুলির সীমাবদ্ধতা আছে। এবং আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে আমরা আমাদের যে ভি, আই, পি, দের সিকিউরিটির জন্য নতুন করে কিছু ট্রেনিং এর কাজও চলছে। ফলে জনগণের

নিরাপত্তার পাশাপাশি জন নির্বাচিত যারা প্রতিনিধি তাদের নিরাপত্তা কোন অংশেই কম নয় বরং বেশী। এই সম্পর্কে সরকার সচেতন। এর মধ্যেও দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, আমরা আমাদের মন্ত্রীকেই হারালাম। কাজেই এই রকম ঘটনা যাতে আর না ঘটতে পারে তার জন্য সরকার সাধ্যের মধ্যে যতটুকু ব্যবস্থা নেওয়া যায় সেটা করছেন।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— মিঃ স্পীকার স্যার, এইটা কি ঠিক যে বিধায়করা এনটাইটেলড্ ফর ওয়াই ক্লাশ সিকিউরিটি ?

স্যার, এর কিছুদিন আগে আমার যদিও ডেটটা ঠিক স্মরণে নাই তবে জুলাই মাসে একটা সার্কুলার ইস্যু করা হয়েছে যে এম, এল, এ, উইল বি কর্ডার্ড বাই সিক্স প্লেইন ক্লথ সিকিউরিটিস্ এই ধরণের পড়েছিলাম এবং এর জন্য ষ্টাফ এর ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে ফর সিকিউরিটি কভারেজ অব্ দ্যা এম, এল, এ, ।

স্যার, মাননীয় চীফ্ সেক্রেটারী মহোদয় যিনি আগরতলা শহরের মধ্যেই দিন যাপন করেন, আগরতলা শহরের মধ্যে উইথ ষ্টেনগান একজন সিকিউরিটি তার আছে এবং হি ইজ এন্টাইটেলড্ কিন্তু দেখা যাচ্ছে বিধায়করা যারা টু অ্যাণ্ড ফ্রো জার্নি মফস্বলে করে থাকেন তাদের জন্য তো তারা এনটাইটেলড্ ফর ওয়াই ক্লাক সিকিউরিটি কভারেজ কিন্তু তারা সেটা পাচ্ছেন না। অন্যান্য দলের প্রার্থীদের কথাও বলছি-তাদেরও সিকিউরিটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। কাজেই এই ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কী ব্যবস্থা নেবেন জানাবেন কি ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এক্স, ওয়াই এবং জেড এই তিনটি ক্যাটাগরির একটিতে বিধায়কদের নিরাপত্তার বিষয়টি রয়েছে। এই ক্যাটাগরিটা তৈরী করে রেখেছেন কেন্দ্রীয় সরকার। আমরা এটাকেই ফলো করার চেষ্টা করি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের মত আমাদের এখানে ঠিক সেইভাবেই সিকিউরিটি দেওয়ার ব্যাপারটা মেনটেইন করা যাচ্ছে না। বিষয়টা আমরা খতিয়ে দেখেছি। এটা করতে গেলে কি কি লাগবে সেটাও এতে বলা আছে। যেমন লাগবে চরজন এবং অস্ত্র কি ধরণের কতগুলি থাকতে হবে, কোন ক্যাটাগরিতে সেগুলি সবই উল্লেখ রয়েছে এতে। কিন্তু ক্যাটাগরি অনুসারে সেটাকে আমরা ঠিক ভাবে ফলো করতে পারছি না। কিছু কিছু সমস্যা থাকার ফলে এখানে আমরা সেটা করে উঠতে পারছি না। যেমন লাগবে ট্রেইণ্ড পার্সোনাল এবং আর্মস সহ ইত্যাদি। তারপরও এরকম যত সমস্যাই থাকুক না কেন বিধায়কদের বা জনপ্রতিনিধিদের নিরাপত্তা প্রদানের প্রশ্নে নিরাপত্তা ব্যবস্থা উত্তরোত্তর উন্নত করার জন্য আমাদের নজর আছে। সেই চেষ্টাই আমরা করছি। এটা ঠিক যে বিধায়কদের চলাফেরার ক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিষয়টি চলে আসে। তাদেরকে যদি নিয়মিত সিকিউরিটি ঠিকভাবে দিতে পারতাম তাহলে ভাল হত। কিন্তু এটা দেওয়া যাচ্ছে না। এটা ঘটনা। তবে বিধায়করা কোথাও গেলে পরে আগাম পুলিশকে

জানালে পরে পুলিশ দেওয়ার ব্যাপারে আমরা চেষ্টা করে দেখতে পারি। এটা ঠিক যে সব সময়ে যথা সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এটা করা যাচ্ছে না। কিন্তু একেবারেই সিকিউরিটি দেওয়া হচ্ছে না এটা কিন্তু নয়। এই ব্যাপারে সার্কুলার রয়েছে এবং তারপরও বলছি যে সব সময়ে এটা করা যাচ্ছে না। তবে সিকিউরিটির বিষয়টিকে আরোও কিভাবে উন্নত করা যায় সে বিষয়টি আমরা চিন্তা করে দেখছি। তবে এটা ঠিক সবাইকে যে ভাবে করা প্রয়োজন সেটা এক্ষুনি করা যাচ্ছে না। আর ছয় জন করে যেটা এটা একচুয়ালি তুজনতো আট ঘণ্টার বেশী ডিউটি করতে পারেন না। ছয় জন এক সঙ্গে, এটা আসলে ঘুরিয়ে দেওয়া প্রশ্ন। এটা ঠিক নয়। ভাগ করে দেওয়া এটাও সর্টেজ অব্ স্টাফের জন্য। দেখা যাচ্ছে এক জন তুজনকে দিচ্ছেন না।

দেখা যাচ্ছে বা সাধারণভাবে লক্ষ্য করা যায় যে বিধায়কের সঙ্গে তুজন পি, জি ষ্টাফ থাকেন সেই তুজন সংশ্লিষ্ট বিধায়কের সঙ্গে বা মন্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে যান একে অপরকে ছাড়া আর নেই এবং এমনকি অনেক ক্ষেত্রে পারিবারিক সম্পর্কও সৃষ্টি হয়ে যায় বহুদিন এক সঙ্গে থাকার ফলে। তাদেরকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য কোন প্রস্তাবও সংশ্লিষ্টা বিধায়কদের কাছ থেকে আসছে না। ফলে ঐ তুজন পি, জি, উনার সঙ্গে স্থায়ী হয়ে যান বহুদিনের জন্য। এটা ঠীক নয়। কেননা এর থেকে সিকিউরিটির প্রশ্নে লুজনেস ভাবটি চলে আসে এবং স্বাভাবিক কারণেই সেটা আসে। কাজেই তাদেরকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর-অন্তর পরিবর্তন করা উচিৎ। এতে লুজনেস ডেভলাপ্ হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই এটা আমি দেখেছি। এই বিষয়টি নিয়েও আমরা আলোচনা করেছি। যেমন দেখুন না, আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মারা গেলেন। তিনি তার সিকিউরিটি রেখে গেলেন। যদি সিকিউরিটি রেখে না যেতেন তাহলে সেদিনের ঘটনা অন্য রকমও হতে পারত। এই জনাই এটাকে পাল্টানোর প্রয়োজন রয়েছে। সিকিউরিটি পার্সোন্যালরা যাতে কোন অবস্থাতেই ফেমেলি মেম্বার হিসাবে ট্রিটেড না হন সেটা কিন্তু লক্ষ রাখতেই হবে। তারা যাতে করে তাদের দায়িত্ব মেনে চলে সেটা দেখতে হবে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— পয়েন্ট অব্ ক্লারিফিকেশান স্যার. মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বললেন যে এই রাজ্যে একজন মন্ত্রী মারা গিয়েছেন। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই এই রাজ্যের জনপ্রতিনিধিদের নিরাপত্তা প্রদানের বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে বা এই নিয়ে প্রশ্ন উঠেচে।

এখানে স্যন্দন, দৈনিক সংবাদ সহ অন্যান্য কয়েকটি পত্রিকায় ছাপা হয়েছে অঘোরবাবু, নারায়নবাবু. কাশীরামবাবু, শ্যামাবাবু, নগেন্দ্রবাবু, রবীন্দ্রবাবু, রতিবাবু, বিজয় রাংখলসহ অনেকের নাম উল্লেখ রয়েছে যারা হিট লিষ্টে আছেন। আর একটাতে দেখা যাচ্ছে অমুক-অমুককে টার্গেট করা হয়েছে। ভুপেন্দ্র সিং এরেষ্ট হওয়ার পর ১৬১-এ ষ্টেইটম্যান্ট-এ এবং গতকাল কোর্টে ১৬৪-এ স্বীকারউক্তি দিয়েছেন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— গতকাল কোর্টে ১৬৪ স্বীকারউক্তি দিয়েছে কিন্তু কি দিয়েছে আমি জানিনা। ১৬৪ এবং আর্মির কাছে বলেছে আমি অমুক অমুককে খুন করতে এসেছি। সুতরাং তার টার্গেট কত-টুকু টার্গেট সরবার বিবেচনা করবেন। দুই নং হচ্ছে, কলমছড়াতে যখন বিল্লাল মিঞা যায় তখন উনার ট্যুর প্রোগ্রাম এস পি (ওয়েষ্ট) কে দিয়ে গিয়েছিলেন। ঘটনার কেইস আছে না আছে এটা প্রশ্ন না, হয়েছে। কিন্তু উদ্ধারতো করেছে বি, এস, এফ। কলমছড়ায় ট্যুর প্রোগ্রাম থাকা সত্বেও তার রক্ষাত্বে আওার ইনভেষ্টিগেশন যদিও বলেছে রিপালাইতে কিন্তু সেখানে তাঁর নিরাপত্তার কোন বিধান করা হলো না দেখা গেল বি, এস, এফ উদ্ধার করেছে। পরবর্তী সময় পুলিশ গেছে রিপলাইতে দেখেছি পুলিশ গেছে সেখানে বি, এস, এফের সাথে কথা বলতে। আমরা শুধুমাত্র ট্রেজারী বেঞ্চ বিরোধী বেঞ্চ টার্গেট জনপ্রতিনিধিরা। স্যার, আপনার নজরে নিচ্ছি, আগে আমাকে থ্রেট করত এখন কিন্তু আমাকে থ্রেট করে না। এখন কি করে ? এখন ফোনে বলে দেখবেন পূজার আগে কি হয়।

মিঃ স্পীকার :— এটা নির্বাচনের আগে··· ··· ··· ···।

শ্রীরতনলাল নাথঃ— আপনি জানেন না এটা আমি প্রেকটিক্যালি বলছি। আমি মাননীয় মুখ্য-মন্ত্রীর চেম্বারে গিয়েও বলেছি। সেইজন্য পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ বিশেষ করে জনপ্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে ইন অল কেইসেস। বৈদ্যনাথবাবু দেখা যায় পাইলট কার নিয়ে যেতে পারে, সিকিউরিটি নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমার সিকিউরিটি থাকলেও সেটা হাইকোর্টে কেইস করে নিতে হয়েছে। তার-পরে আমার পয়সা দিতে হয়, গাড়ী তিনটা দিতে হয়, এটা সরকার দেয় না। প্রশ্ন সেখানে সেখানে নিরাপত্তার যখন প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন দিকে সেই বিল্লাল মিঞা, মন্ত্রীরা, এখানে শ্যামাবাবু, রবীন্দ্রবাবু সহ অলরেডি ১৬৪ ভূপেন্দ্র সিং কেটাগরিক্যালি বলেছে। সুতরাং কি ক্যাটাগরী জেড, ওয়াই, আমি এইসব জানি না। ট্যাকনিকেল ব্যাপার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজেও বলেছেন দেওয়া উচিৎ।
কিন্তু এগুলি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কিছু করা উচিৎ নতুবা মুভমেণ্ট বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ, উনি যেতে পারছেন না।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, ঠিক আছে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— সুতরাং আমার বক্তব্য এই টোটাল জিনিষটা বিচার বিবেচনা করে অতি সত্বর অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিৎ ইন অল কেইসেস। আমি শুধুমাত্র বিরোধী এবং শাসক পক্ষ বলছি না অনেকের ক্ষেত্রে বৈদ্যনাথবাবুও পাক, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে অন্যারাও পাক।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— ভূপেন সিং আসলে কোর্টে বা কোথায় কি স্টেটমেণ্ট দিয়েছে. আমি জানি না। পুলিশের কাছে বা আসাম রাইফেলের কাছে কি বলেছে আমার জানা নেই পত্রিকায় দেখেছি আমি। সেই যাই হউক এই রকম থ্রেটেনিং লেটার প্রায়শই পত্রিকার মাধ্যমে

আমরা জানি। এগুলিতে উদ্বিগ্ন হওয়ার সংহত কারণ আছে, আছে বলেই আমরা নিরাপত্তা উইংটাকে আলাদা করছি। এটাকে আলাদা করে দেওয়ার চেষ্টা করছি আমরা। আমাদের সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে এটা কিন্তু প্রমাণিত। আলাদা এস পি, কে, এটার জন্য দায়িত্ব দিয়েছি, আলাদা ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে টোটাল সেটাপটাকে আমরা আলাদা করার চেষ্টা করছি। এখানে যেটা বলেছেন প্রাইওরিটির প্রশ্ন এগুলি সঙ্গে কতগুলি বিষয় যুক্ত ভেহিক্যালস, আর্মস, পারসনসের, ট্রেনিং হচ্ছে, ভেহিক্যালস, আর্মস এগুলির আমরা চেষ্টা করছি। তাছাড়া এগুলি বললে আবার পুরানো জায়গায় যেতে হবে। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে যে মিটিং হবে হওয়ার কথা আছে যদি সত্যি সত্যি করে কেন্দ্রীয় সরকার তাতে গিয়ে আমাদের এই যে রিক্যয়ারমেন্টগুলি এইগুলি যদি মিট করা যায় তাহলে আমাদের এগুলি করা খুব কঠিন হবে না। যদি সেগুলি নাও হয় তারপরেও আমাদের যা রিপোর্ট আছে তার মধ্যে আমরা কি করতে পারি নিশ্চয় আমরা দেখব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ আর না অনেক হয়েছে। পাঁচটা ক্লেরিফিকেশান হয়েছে। ঠিক আছে কেবল একজন বলুন কে বলবেন বলুন। আরও অনেকগুলি বিজনেস আছে। যে কোন একজন বলুন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার আমি বলছি বিল্লাল মিঞা বলবে।

মিঃ স্পীকার : — মাননীয় সদস্য বিল্লাল মিঞা।

শ্রীবিল্লাল মিঞা (বক্সনগর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী গত ২৪ তারিখ যে তথ্য এখানে লে করেছেন সেটি সবটাই গট-আপ। আমি আমার বক্তব্যের মাধ্যমে সেইগুলি ক্লিয়ারিফিকেশন চাইছি। প্রথমত হচ্ছে. উনি এখানে বলেছেন ১০-৩০ মিঃ সময় আমি নাকি এফ. আই আর করেছি, কিন্তু আমি ১০-৩০ মিঃ সময় এফ. আই আর করি নাই। সেদিন ঘটনাটি ঘটেছিল ৮—৩০ মিঃ সময়। দ্বিতীয়ত উনি এখানে বলেছেন সেই দিন মোহনলাল এর বাড়ীতে বিয়ে ছিল, কিন্তু ঘটনাস্থল থেকে মোহনলাল এর বাড়ী দুই কিলোমিটার দূরত্ব। উনি বলেছেন ৬-৩০ মিঃ সময় তিনটা বাজির বিকট আওয়াজ হয়। স্যার, ৬-৩০ মিঃ সময় আমি কলমছড়া বাজারেই ছিলাম না। আমি সাতিয়া টিলা অনুকূল দেবের বাড়ীতে। স্যার, উনি এখানে বলেছেন যে কাঠের টুকরো দিয়ে দরজায় ব্যরি দেওয়া হয়েছে কিন্তু বারি দেওয়া হয়েছিল শাল গুরা দিয়ে। সেই দিন বিপক্ষে একটি মামলাও করা হয়েছিল। তার একটি কপি আমার কাছে আছে কেসের নকলে বলেছে এখানে ৯ আই, ই, এম, এম ৯৩। গোলা নম্বার, ৮৮ গোলা নম্বার ৯৩ বলা হয়েছে। এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছেন যে আমার পি, জি, তিনটা গুলি করেছেন। আর এখানে খোল আছে একটা। যেদিন ঘটনা ঘটে আমি বাজারেই উঠি ৮-১০ মিঃ নাগাদ। সেখানে ঔষধ ক্রয় করার পর যখন বাড়ী ফিরি বৃষ্টি আসছিল তাই দীপক দের দোকানে ঢুকি। দোকানে ঢোকার পাঁচ মিনিটও যায় নাই সাথে সাথে,

তিনবার আওয়াজ হওয়ার সাথে সাথে যখন আমার সিকিউরিটি দরজায় বসা অবস্থায় ছাতার টান দিল ছাতার সাথে উঠানোর চেষ্টা করা হল। সেখানে ছাতার বন্ধ করার পরেও ছাল গাছের গুঁড়ি দিয়ে সেটাকে ভাঙার চেষ্টা করা হল। পেছনের দরজা দিয়ে সেই দোকানেরই একজন লোক বি, এস, এফ ক্যাম্পে গিয়ে তাদেরকে খবর দিয়ে নিয়ে আসলেন। তার নাম হচ্ছে আবদুল গফুর বাবার নাম হচ্ছে আবদুল সাত্তার। উনি এখানে বলেছেন যে দুটি মামলা রয়েছে। স্যার, যখন আমাকে রিকভারী করে নিয়ে যায় তখন কিভাবে রিকভারী হয়, সাবিয়া টীলার এখানে একটি বি, এস, এফ সেন্টি পোস্ট আছে। ঐ সেন্ট্রি পোস্ট থেকে মমিং খান এবং বিষ্ণু দেব তাদেরকে নিয়ে আসে। তার পরেও তারা বাজারে উঠতে পারে নি। তারা ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে পুরো স্ট্রেং নিয়ে এসে দোকানের সামনে গিয়ে ডেকে আমাকে উদ্ধার করল। এখানে প্রশ্ন এসেছে, এখানে বলেছেন এস, বি, ডিপাটমেন্ট, যদিও এস, বি. ডিপার্টমেন্টের আওতাধীন আমার সিকিউরিটি রয়েছে। তাই নিশ্চয় এস, বি, ডিপার্টমেন্ট একটা ইনকরী করেছেন। ঐ ইনকরী রিপোর্ট কোথায়? এই যে ৯৩ আই এম এম বোলেট এখানে এস, বি, ডিপার্টমেন্টে আমার সিকিউরিটিকে দিয়েছিল কি না? এস বি ডিপার্টমেন্টের কোথাও কোন বক্তব্য এখানে দেয় নি। আর এখানে শুধু তাই নয় আমি প্রোগ্রাম যাওয়ার আগে ১৮ তারিখ এস, পি, ডি, আই, বি, তে আমি আমার ট্যুর প্রোগ্রাম দিয়ে এসেছি। ২০ তারিখ থেকে ১ তারিখ পর্যান্ত ট্যুর প্রোগ্রাম। এই ট্যুর প্রোগ্রামের ঐ দিন ২৮ তারিখ ছিল উত্তর করমছড়া। তাই আমি উত্তর করমছড়ায় ছিলাম। কিন্তু, সেখানে কোন সিকিউরিটি ব্যবস্থা নেই। শুধু তাই নয়, এখানে আর একটা প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছে, উনি উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন যে এই সমস্ত ঘটনার পর আশীষ নন্দীও নাকি একটা মামলা করেছেন। আশীষ নন্দী কখন এরেস্ট হয়, যখন বি, এস, এফ, আমাকে তাদের গাড়ীতে করে বসিয়ে নিয়ে আসছিলেন তখন আশীষ নন্দী বড় বড় গলায় আমাকে আজে বাজে বকতে শুনে বি, এস, এফ, তাকে এরেস্ট করে পুলিশের হাতে হেণ্ড ওভার করে। তারপর পুলিশ ছেড়ে দিয়েছে তাকে।

শুধু তাই নয়, গত ঐ মাসের ২৬ তারিখ কমলনগরে তিনটা কনভেনশন হয়, সেকেণ্ড অফিসারের সার্কেলের বিষয়। সেখানে সেকেণ্ড অফিসারের সঙ্গে বসে চক্রান্ত করা হয়, বাংলাদেশের কাশেম মিঞা নামে, আবুল কাশেম নামে জঙ্গলবাড়ী তাকে নিয়ে সর্টআউট করা হয় এবং তার পরে আক্রমণ সংঘটিত করা হয়। সেই দিন জঙ্গলবাড়ীর কাশেম মিঞা করমছড়া বাজারে উপস্থিত ছিল। আজকে প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে এম, এল, এ-দের নিরাপত্তার প্রশ্ন। আমি যখন সিকিউরিটি চাই তখন আমাকে তিনটা হোমগার্ড দিয়ে দেওয়া হয়। এখনো পর্যান্ত আমি এরিয়া ভিজিট করতে পারিনি। আমি জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখনো যে লিখিত ভাষণ দিলেন উনি হো স্যার, এইগুলি জানেন না।

মিঃ স্পীকার :— আপনি পয়েন্টগুলি বলুন।

শ্রীবিল্লাল মিঞা :— এখানে তো এইগুলি উঠেনি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে স্যার, এই যে এস, পি, ইন্‌কুয়ারী দেওয়া হল, আমি নিজে সেখানে উপস্থিত সেই এস, পি, এখন পর্যন্ত আমার কাছ থেকে কোন স্টেটমেন্ট নেয় নি। আমার কাছ থেকে কোন কিছু জেনে নেয়নি। ১ তারিখে বিপদ দেবের দোকান জাহির মিঞা এবং আশীষ নন্দী গিয়ে জোর করে বন্ধ করে দিল এবং এখানে বলল যে এখানে বিল্লাল মিঞার সিকিউরিটিগুলি করেছে। এখানে এস, ডি, ও, এস, ডি, পি, ও, এবং ও, সি, কমলছড়াকে বলেছে বিপদ দেব চিঠি দিয়ে বলেছে যে বিল্লাল মিঞাকে মারার জন্য ফায়ার করা হয়েছে। তার পরেও এখানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বাস্তব ঘটনাকে লুকিয়ে রেখে মিসগাইড করার জন্য যে পরিকল্পনা করছেন যেটার জন্য আমি আশা করি বর্তমান হোম মিনিস্টারের কাছ থেকে অন্তত এম, এল, এ'রা, তাদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা পাবে। এবং স্পেশালি উনি এস, পি, যে ইনকুয়ারী দিয়েছেন তার জন্য উনাকে ধন্যবাদ। সেই এস, পি, আজ পর্যন্ত ঘটনাস্থলে গেল না এবং সেই ব্যাপারে কাউকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন মনে করেনি এবং আজ পর্য্যন্ত আমার কাছ থেকে কোন স্টেটমেন্ট নেয় নি। স্যার, এখানে আরো অনেকের নাম ছিল যারা ঘটনার সময় ছিল। তাছাড়া এখানে এফ, আই, আর, এ. তে সেই ধারার কোন উল্লেখ নেই যে বুলেট দ্বারা গুলি করা হয়েছে। এফ, আই, আর, আমি দিয়েছি সেখানে এইরকম কোন ধারার উল্লেখ নেই স্যার। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যদি তাদের এরিয়াতে যেতে না পারে এবং তারা যদি এরিয়ার লোকদের কোন সুযোগ সুবিধা না দেখতে পারে তা হলেতো এম, এল, এ, হয়ে কোন লাভ নেই। এই হাউজে একদিন বিমল সিনহা বলেছিলেন আমাকে রক্ষা কর আজকে আমাদেরকে বলতে হচ্ছে আমাদেরকে স্যার, আপনি রক্ষা করেন। আমরা সরকারের কাছে সিকিউরড না, সেই কারণেই আমি এখানে পয়েন্ট অব্‌ ক্লারিফিকেশান চাইছি। ধন্যবাদ।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে বিষয়গুলি এনেছেন আমি তার পরিসংখ্যানে যেতে চাইছিনা। তবে এস, পি, যদি এখন পর্য্যন্ত উনার সঙ্গে দেখা করে সমস্ত ঘটনাটি জানার চেষ্টা না করে থাকেন এটা ঠিক হয়নি। আমরা এস, পি,-র পরিবর্তন করেছি। নূতন এস, পি, দায়িত্ব দিয়েছি। আমি আজকেই বিষয়টার খোঁজ নেব যাতে মাননীয় সদস্যে-এ সাথে স্বয়ং এস, পি, যোগাযোগ করে সমস্ত তথ্য জানার চেষ্টা করেন সেটা দেখবার জন্য আমি নির্দেশ দেব। আমি আগেই বলেছি সমস্ত সদস্যদের নিরাপত্তার প্রশ্নে আমাদের সীমাবদ্ধতার মধ্যে এখন যা করছি তার থেকে আর কতটা উন্নত করা যায় তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি।

মিঃ স্পীকার :— আজ আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিল। আমি এখন রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীবিজয় কুমার রাংখল মহোদয় কর্তৃক আনীত বিষয় বস্তুটির উপর বিবৃতি দেন।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, আমার একটা আছে।

মিঃ স্পীকার :— না, আর দিচ্ছিনা। ৭টা হয়ে গেছে, আর নয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যকে বলছি, ৭টা হয়ে গেছে, এ ভাবে হয় না। আরো বিজনেস আছে। এ ব্যাপারে দুই ঘন্টা চলে গেছে। এটা ঠিক নয়।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, শাসক বা বিরোধী দলের নয়। এটা সমস্ত জনপ্রতিনিধিদের নিরাপত্তার প্রশ্ন। আমার উপরে আক্রমণের চেষ্টা হয়েছে। এমন কি বিধায়ক খুন পর্যন্ত হয়েছে। তা যে দলেরই হউক। এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, বিধায়কদের নিরাপত্তার প্রশ্নে কিছু কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রত্যন্ত এলাকায় শাসক দলই হউক বা বিরোধী দলই হউক বিধায়কদের নিরাপত্তা আরো বেশী করে ক্যাটাগরিক্যালি ভিত্তিক প্রয়োগ করা হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি তো এই সম্পর্কে বার বার বলেছি। এক কথা দুবার বললে দু রকম অর্থ হয় না।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিয়ে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীবিজয়কুমার রাঙ্খল মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো :—

"Regarding creation of new Administrative District and Sub-Division for the greater interest of the state,"

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার. বিভিন্ন মহল থেকে এই ধরনের দাবী এসেছে রাজ্যের কোন কোন অঞ্চল নিয়ে নূতন সাব ডিভিশান জেলা তৈরী করার জন্য। কিন্তু আমাদের বর্তমানে আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় আমরা আর এই বছর নূতন করে কোন মহকুমা ও জেলা তৈরীর পরিকল্পনা করতে পারছিনা।

Shri Bijoy Kr. Hrangkhawl :— Mr. Speaker Sir, I will not raise any point of clarification, but I do want my dissatisfaction to be recorded. Sir, you have not been able to give me any chance to place my questions on the floor of the House. Most of the questions were related to tribal development. These weresubmitted by me almost three months back.

But they were avoided, they were not accommodated. I am not happy personally and the written replies, so far I have reccived are also not accurate I have tallied them with the reports of the Government departments. Sir, I am not going to any point on my issue, Thank you.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, মাননীয় সদস্যকে সন্তুষ্ট করুণ।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা কোন পয়েন্ট নয়। আমি এর কি উত্তর দেব?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, মন্ত্রী মহোদয় নন, আপনি সন্তুষ্ট করবেন।

মিঃ স্পীকার :— আমি? ঠিক আছে। মাননীয় সদস্য আপনি আবার বলুন।

শ্রীবিজয়কুমার রাংখল :— স্যার, আমি অনেক আগেই বিধানসভায় প্রশ্ন দিয়েছিলাম। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, অনেক প্রশ্নই আমার উঠেনি কিংবা উঠলেও পেঁছন দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এতে আমি প্রশ্ন করার কোন সুযোগ পাইনি এই হাউসে। আমার বেশীর ভাগ প্রশ্নই ছিল, ট্রাইবেলদের ডেভেলাপমেন্টের ব্যাপারে। এখানে রিটেন যেসব রিপ্লাই আমি পেয়েছি তাতে আমি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট এবং এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের উপরে যথোপযুক্ত উত্তর পাইনি। অন্য ডিপার্টমেন্টের ও একই অবস্থা। কাজেই বিষয়টা অন্যদিকে পার্টিকুলার ইস্যু আই হ্যাড রেইসড।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, উনার অভিযোগটা হচ্ছে যে উনি আনসারের জন্য কতগুলি প্রশ্ন করেছিলেন, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান। কিন্তু সব ল্যাপস হয়ে যায়। অনেকগুলি আসেনি, যেগুলি এসেছে সেগুলি অনেক পেছনে ফেলে দিয়ে সাপ্লিমেন্টারী করার স্কোপ দেওয়া হয়নি এগুলি সব প্রিপ্ল্যান রয়েছে। এটা শুধু মাননীয় সদস্য শ্রীবিজয় রাংখলের ক্ষেত্রেই হয়নি, আমার একটা প্রশ্নও সামনের দিকে আসেনি। এগুলি জ্ঞাতসারে হয়েছে কিনা আমি জানিনা।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয় শুনুন, আমাদের কতগুলি নিয়ম ফলো করতে হয়। তারপরও বলছি আমাদের যদি কোন সুচিন্তিত অভিমত থাকে রিগার্ডিং কোয়েশ্চান এ্যাণ্ড আনসারে তাহলে আপনারা রাখুন। আমি এই মোতাবেক কাজ করতে রাজী আছি। কাউকে ডিপ্রাইভ করার ব্যাপারে ব্যক্তিগত ভাবে আমার কোন ইনষ্ট্রাকশান নেই। কিন্তু যে যে বিষয়ে আমাকে করতে হচ্ছে এতে অনেকেই বাদ পড়েছেন। এই ব্যাপারে আপনারা আমাকে সাহায্য করুন।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— স্যার, আমার একটা বিষয় জানার আছে। উনারা আগে দিয়েছেন ঠিক আছে। কিন্তু জমা দেবার সময় সমীরবাবু একটা, খগেনবাবু একটা এই রকমভাবে দেননি জনে১০।২০ টা করে জমা দেন। তাহলে সমীর বাবু ১ নম্বর, খগেনবাবু ২ নম্বর অমৃকবাবু ৩ নম্বর এটা কি করে সম্ভব? মূল সমস্যাতো এখানেই রয়ে গেছে। যদি তাই হতো তাহলে সমীরবাবু ১।২।৩ এরকম

করে সিরিয়েলী হত। তারপর খগেনবাবু ২১।২২।২৩ এরকম হত। কিন্তু এখানে দেখা যায় মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকারের ১ নম্বর, খগেন বাবুর ২ নম্বর, আরেক জনের ৩ নম্বর এবং শ্যামাচরণবাবুর ২০৫, নগেন্দ্র বাবুর ২০৬ এটা কি করে হয়? এটা সম্ভব নয়। গণ্ডগোলটা তো এখানেই হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্যামাচরণবাবু, এইভাবে এখানে দাঁড়িয়েতো এই সমস্যার সমাধান করা যাবেনা। আপনারা যা বলেছেন, আমারও বক্তব্য আছে। আপনারা বসুন, আমি সবাইকে নিয়ে বসব। তারপর আপনাদের যা অভিমত আছে এটাকে আমি গ্রহণ করব।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— স্যার, আমার আরেকটা পয়েন্ট আছে। গতকাল যে পঞ্চায়েত আইন এখানে পাশ হয়েছে সেখানে নগেন্দ্রবাবু একটা প্রশ্ন করেছিলেন যে, কোথায় ৯ আর কোথায় ৪০। যেহেতু আমবাসা ডিভিশান করার ফলে কমলপুর ছোট হয়ে গেছে এবং তার মধ্যে বেশীর ভাগই হচ্ছে এ'ডি, সি এলাকা। এ, ডি সি এলাকাগুলি পঞ্চায়েত সমিতিতে পড়েনা। কাজেই সেখানে করতে গেলে ঐ ৯ দিয়েই করতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ফটিকরায় সাবডিভিশান ক্রিয়েট করা হয়, কৈলাশহর একটা নূতন করা হয়, তাহলে ফটিকরায়, কমলপুর এবং কৈলাশহর নিয়ে একটা বড় পঞ্চায়েত সমিতি হতে পারে। ইন দ্য সেইম ওয়ে ধর্মনগর থেকে যদি খেদাছড়াকে আলাদা করা হয় তাহলে ধর্মনগর, খেদাছড়া এবং কাঞ্চণপুরকে নিয়ে একটা ডিষ্ট্রিকট হতে পারে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা জানেন কিনা জানিনা যে, শুধু ট্রাইবেল সাবডিভিশান নিয়ে, ট্রাইবেল ব্লক নিয়ে যদি আলাদা একটা ডিষ্ট্রিকট হয় তাহলে সেখানে প্ল্যানিং কমিশন থেকে এডিশ্যনাল রিসোর্স মোবিলাইজেশানের আলাদা ব্যবস্থা আছে। কাজেই গণ্ডাছড়া, কাঞ্চনপুর এবং লংতরাইকে নিয়ে যদি আলাদা ডিষ্ট্রীক্ট করা হয় তাহলে সেটা রাজ্যের কল্যাণেই হবে উপজাতিদের কল্যাণ হোক আর নাই হোক। মোর ফ্লো অব ফাণ্ড এনস্যুর হবে। এই কারণে মাননীয় সদস্য রাংখল মহোদয় যে প্রস্তাব এনেছেন, এখনই না আগামী দিনে ডিভিশান করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার যে কলিং এটেনশান আনা হয়েছে, তার মধ্যে এই ধরণের কোন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব ছিলনা। কাজেই মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয় যেহেতু সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন এগুলি আমরা ভবিষ্যতে চিন্তা করে দেখব।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে মাননীয় রেভেনিউ মিনিষ্টার মহোদয় বলেছেন যে আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য এখন সরকারের চিন্তা ভাবনা নেই। এখানে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহেদয়ের কাছ থেকে জানতে চাই তেলিয়ামুড়াকে আলাদা মহকুমা করা হবে কিনা? এবং কবে নাগাদ এটা করার সম্ভাবনা আছে? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানেন কিনা যে, আমাদের বর্ত্তমান অনারেব্যল স্পীকার নির্বাচনের আগে তেলিয়মুড়াতে নাগরিক কমিটি সদস্যদের নিয়ে একটা মিটিং করেছিলেন। সেই মিটিং এ আমরা বলেছিলাম যে ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকার বলে ওখানে সাব-

ডিভিশান করার জন্য নূতন সরকারের কাছে আবেদন রাখব। সেই অনুরোধে ফল হিসাবে আপনি এই ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন চিন্তা ভাবনা করছেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

মিঃ স্পীকার :— ইয়েস অনারেবল মিনিষ্টার, ইট ইজ এ ফ্যাকট।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, ফ্যাকট, তো সব সময় ফ্যাকটই হয়। আমি যা বলছি এটাই আমাদের সরকারের পক্ষে একটা ফ্যাক্ট যে আমাদের আর্থিক অসংগতি আছে। তাই নূতন কিছু ভাববার অবকাশ পাচ্ছি না। আর্থিক সচ্ছলতা আসলে বিষয়টি দেখব।

মিঃ স্পীকার :— আর্থিক সচ্ছলতা আসলে তখনই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এটা করবেন কিনা?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— নিশ্চয়ই করব, স্যার।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— স্যার, ৮ লক্ষ জনসংখ্যার জন্য যদি ১৪টা ডিষ্ট্রিক্ট হতে পারে তাহলে ত্রিপুরার ৩০ লক্ষ জনসাধারণের জন্য ১০টা ডিষ্ট্রিক্ট করলে তো কোন অসুবিধা নেই। আপনারা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠান। দে উইল প্রভাইড মানি।

মিঃ স্পীকার :— রিয়েলি।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠান তারা টাকা দেবেন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখন তো আর্থিক সংগতির কারণে কোনটাই নূতন হবে না যেটা পুরনো আছে যেমন, গণ্ডাছড়া সাব-ডিভিশান জোট আমলে হয়েছিল। রইস্যাবাড়ী গণ্ডাছড়ার সাব-ডিভিশানের ভিতরে আছে কিন্তু এখন নূতন করে শাসক দল থেকে নেওয়া হচ্ছে এবং এস, ডি, ও, উভয় পক্ষই রইস্যাবাড়ীকে আবার অমরপুরে যুক্ত করার জন্য পরিকল্পনা করা হচ্ছে এবং এনকোয়ারীও চলছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি? আমার দাবী থাকবে রইস্যাবাড়ীকে গণ্ডাছড়াতেই রাখা হোক। গণ্ডাছড়া থেকে রইস্যাবাড়ীর দূরত্ব মাত্র ২০ কিলোমিটার। তাই রাস্তা করলে এটার সমাধান হয়ে যায় এটা করবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, গণ্ডাছড়া থেকে রইস্যাবাড়ী আলাদা করার এই ধরণের কোন প্রস্তাব ওখান থেকে এখনও আমাদের কাছে আসেনি। সুতরাং এই প্রশ্ন আসে না।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— স্যার, ফোর্থ পে কমিশনের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট যেটা গতকাল প্রকাশ হয়েছিল এবং মাননীয় বিরোধী দলনেতার অনুরোধ ছিল সেটা বিনামূল্যে আমাদের মেম্বারদের এবং জার্নালিষ্ট ভাইদের দেওয়ার জন্য।

মিঃ স্পীকার :— আমি তো বলেছি দেওয়া হবে।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— আজকে পাব কি স্যার?

মিঃ স্পীকার :— আজকে দেবেন কিনা আমি জানি না। বিনা পয়সায় দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করেছি।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, যেহেতু হাউস চলছে কিন্তু আজকের পর তো আর হাউস থাকবে না তাহলে মেম্বাররা কি করে জানবেন ?

মিঃ স্পীকার :— আজকে যদি তারা প্রভাইড করতে পারেন তাহলে আপত্তি নেই। নতুবা আপনাদের কাছে পৌছে দেবেন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, আজকেই প্রভাইড করুন, স্যার।

মিঃ স্পীকার :— আপত্তি নেই। কিন্তু এখন কপি আছে কিনা এটাই প্রশ্ন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, আমি যতটুকু খবর নিয়েছি প্রিন্টিং ডিপার্টমেন্টে ১৭৫টি কপি রেডি আছে।

মিঃ স্পীকার :— থাকলে দিয়ে দেবেন। আপনারা ভ্যালুয়্যাবল মেন আপনাদের তো দেওয়া উচিত।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, আপনি পারমিশান ফিয়ে দুই মিনিটের জন্য ফোন করলেই আমরা পেয়ে যাব হাউস চলাকালীন সময়ে।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে।

LAYING OF PAPER ON THE-TABLE.

Mr Speaker :— Now, the question before the House, Layring of a copy of

i) 'The Report of the Comptroller and Auditor General of India relating to the Accounts of the Government of Tripura for the year 1996-97."

ii) "The Appropriation Accounts of the Govt. of Tripura for the year 1996-97."

iii) The Finance Accounts of the Govt. of Tripura for the year 1996-97.

Now, I request the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department to lay the above mentioned Report & Accounts on the table of the House.

Shir Keshab Majumder (Minister) :— Sir, I beg to lay The Entertainment Tax Rules, 1998.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের সভায় পেশ করা এ্যাকাউন্টস এবং রুলস্-এর প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

GOVERNMENT BILLS—Considered and Passed.

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো The Tripura Tea Companies(Taking Over of Management of Certain Tea Units) (Second Amendment) Bill, 1998 (Tripura Bill No. 2 of 1998)

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Shri Pabittra Kar (Minister) :— I beg to move that "The Tripura Tea Companies (Taking-over of Management of Certain Tea Units) Second Amendment) Bill, 1998 (Tripura Bill No. 2 of 1998) be taken into consideration.

মিঃ স্পীকার :— এটা নিয়ে আলোচনার সুযোগ আছে। কেউ করবেন ?

শ্রীরতনলাল নাথ :— হ্যাঁ করব। আগে মিনিস্টার আরম্ভ করুণ।

মিঃ স্পীকার :— :— মাননীয় মন্ত্রী আলোচনা আরম্ভ করুণ।

শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) :— স্যার, বিষয়টি পুরানোই। ১৯৯৬-এ ত্রিপুরায় ৬টি গার্ডেন মূলতঃ যেগুলি মালিকরা ছেড়ে চলে গিয়েছিল এবং তখন শ্রমিকদের কি হবে বাগানগুলি বন্ধ তৎকালীন যে সরকার ছিলেন, সেই সরকার কিছুদিন শ্রমিকদের বিভিন্নভাবে কাজ দিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। এইভাবে-ত আর দীর্ঘদিন রাখা যায় না। মালিকদের সংগে যোগাযোগও করার চেষ্টা হয়েছিল, মালিকদের হোয়্যারেবাওট পাওয়া যায়নি তারা কোথায় আছে না আছে। সেই তৎকালীন সরকার শ্রমিকদের কথা চিন্তা করে এবং টি, ইণ্ডাষ্ট্রিকে বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে এই গার্ডেনগুলিকে টেকেন-ওভার, তার ম্যানেজমেন্ট টেকেন-ওভার করেন ১৯৯৬-এ। ফলে এটা এখন সাবসেকুয়েন্টলি চলে এসেছে এবং যাতে আমরা আমাদের ম্যানেজমেন্টে রাখতে পারি যাতে আমরা শ্রমিকদের স্বার্থকে আরো ভাল করে দেখতে পারি এই ইণ্ডাষ্ট্রীকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি এই প্রশ্নে আমাদের কনষ্টিটিউশানের যে বাইন্ডিংপ্রেস সেটাকে এনে সেটাকে সংশোধন করে তারপর আমাদের আইনটাকে অ্যাক্সটেণ্ড করে যাতে আমরা কাজটা চালু রাখতে পারি। এই মূল উদ্দেশ্য আমাদের যে শ্রমিকদের স্বার্থ দেখা এবং ইণ্ডাষ্ট্রিকে বাঁচিয়ে রাখা। আমি আর বেশি কিছু বলতে চাইনা, যেহেতু পুরানো আইন, এটা নিয়ে অনেক আগেই হয়েছে, আমি আর বিস্তৃত আলোচনা করতে চাই না। সেই কারণে আমি এটাকে কনসিডার করার জন্য অ্যাসেম্বলীর কাছে পেশ করছি।

শ্রীরতনলাল নাথ:— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আলোচনা সংক্ষেপেই করব। বাগানের মালিকরা বাগান ফেলে চলে গিয়েছে। নিশ্চয়ই সরকারের একটা দায়িত্ব এবং কর্তব্য সেই বাগানের রক্ষণাবেক্ষণ করা, উৎপাদন বাড়ানো শ্রমিকদের স্বার্থ দেখা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যতগুলি শিল্প কারখানা আছে, যতটুকু আছে রাজ্যে, সেগুলির মধ্যে দেখা যায়, আমরা এই হাউসে একটি প্রশ্নের উত্তরে পেয়েছি যে সবগুলি লসে চলছে। যদিও একমাত্র চা শিল্প, তাও হিসাব দিতে পারেনি, মাননীয় মন্ত্রী লিখিত উত্তর দিয়েছেন কিছুটা লাভে চলেছে। বর্তমানে চায়ের বাজার দর সারা পৃথিবীতে হাই এবং বর্তমানে নীলামে ত্রিপুরার চা বিক্রী হচ্ছে ৫৫ থেকে ৬৫ টাকা বা এই রকম কিছু সেটা মাননীয় মন্ত্রী বলতে পারবেন। এখন দেখা যায় তাদের প্রতি কেজিতে মিনিমাম ২০ টাকা লাভ হয়। এখন প্রশ্ন হল এই লাভের পরে আজকে যে সরকার পরিচালিত যে চা বাগান, আমার কেন্দ্রের কথাই বলি স্যার দুটো চা বাগান আছে আমার কেন্দ্রে। একটা মোহনপুরে, আর একটা কালাছড়া। এই চা বাগানগুলির পরিস্থিতি আমরা অতীতেও দেখেছি, বর্তমানে দেখছি। স্যার, সরকার চালাচ্ছে টি, টি, ডি, সি'র নাম দিয়ে। আমি জানিনা মাননীয় মন্ত্রী বোধ হয় ২-১ বার ভিজিটও করেছেন। এগুলির পাপাপাশি মালিক পরিচালিত যে বাগানগুলি আর সরকার পরিচালিত যে বাগানগুলির মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ।

আমি ভাবতেও পারি না যে এই বাগানগুলি চলছে কি করে? আগে ছিল কড়ই গাছ, এখন সেগুলিকে কেটে ফেলা হয়েছে। কালাছড়া চাবাগান এবং সদর উত্তর অঞ্চলে যে চা বাগানগুলি আছে এগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ চা বাগান ছিল। এখানে বলেছেন যে শ্রমিকদের স্বার্থে চা বাগানগুলি পরিচালিত হয়েছে। স্যার, যেদিন চা বাগানগুলি গ্রহন করা হল ২০।৫।৯৮ ইং তারিখে আমি তখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটা চিঠি দিয়েছিলাম। এখানে উনি মূলত বলেছেন যে শ্রমিকদের স্বার্থে দেখতে আমরা চা বাগানগুলি নিয়েছি, ভাল কথা। কিন্তু ১৯৯৪ সাল থেকে টি, টি, এ, ডি সির পরি-চালিত চা বাগানের শ্রমিক ননী পানিকা, উত্তম পানিকা শেফালী পানিকা এবং সাবিত্রী কর্মকার নামে যারা ছিল তাদেরকে ছাঁটাই করা হয়েছে বিনা নোটিশে। এখন সেই শ্রমিকগুলির কি হবে। স্যার, এটাতো গেল ১৯৯৪ সালের ঘটনা তারপর হল ১৯৯৮ সাল থেকে দেবতী সাওতাল এবং বিপুলা কর্মকার নামের কিছু পরিবারের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সরকার পরিচালিত চা শ্রমিকরা যদি কাজ না পায় তাহলে তো সেই বাগান কিসের জন্য এবং কোন শ্রমিকের জন্য করা হচ্ছে আমিতো বুঝতে পারছিনা। আমি এই ব্যাপারে চিঠিও দিয়েছি কিন্তু সেই চিঠির কোন উত্তর পাইনি, নো একশান। আমি ব্যক্তিগতভাবে টি, টি, এ,ডি,সির ভাইস চেয়ারম্যান মিঃ ভানু মজুমদারকে পঞ্চায়েত সমিতির মিটিং-এ আলাদাভাবে ডেকে বলেছি, কিন্তু কোন একশান হয়নি। তাহলে কিসের জন্য কার স্বার্থে এই বিল আনা হয়েছে এবং এতে কি কাজ হবে? এখানে প্রচুর টাকা লাভ হচ্ছে এবং তাতে শুধু মাত্র সর-কারের আর্নিংটাই হচ্ছে পাবলিকের মানে শ্রমিকদের এই চা বাগান থেকে কি লাভ হচ্ছে। আমি কার

দোষ দিয়ে কিছু বলছি না, মাননীয় মন্ত্রী যখন উত্তর দেবেন তখন এই যে ২০-৫-৯৮ তে আমি চিঠিটা দিয়েছি বার বার এবং শুধু আমিই নই আই আর এফ সির তরফ থেকে দীপক রায় এবং নীরোদ বরণ দাসও চিঠি দিয়েছেন, নো একশান টেকেন। কার স্বার্থে এই বিল, কি উপকার হবে এই বিল বা বিল এনে। স্যার, তুফানিয়ার লক্ষ্মীলোংগায় যে চা বাগান আছে এগুলির তবু কিছুটা একস্-টেনশান হয়েছে, কিন্তু মোহনপুর এবং কালাছড়ার চা বাগানের কোন একস্‌টেনশান হয়নি। তাহলে চায়ের যে লাভটা হচ্ছে এটা কার জন্য হচ্ছে, অন্যদের খাওয়ার জন্য নয়তো, তার মানে যে লাভটা হচ্ছে সেটা কাজে লাগছে না। আর একটা জিনিষ হচ্ছে, মালিক পরিচালিত বাগানগুলি আক্রান্ত হচ্ছে, কিন্তু সরকার পরিচালিত বাগানগুলি আক্রান্ত হচ্ছে না। আমি বলছি না যে, আক্রমণ কেন করে না, আমার প্রশ্ন হচ্ছে এর একটা রহস্য থাকতে পারে। আজকে সদর উত্তরাঞ্চলে যে ১৮টা চায়ের বাগান আছে সেগুলি প্রায় সবগুলিই বন্ধ হয়ে যাওয়ার পথে যেমন ধরুণ সিমনা চা বাগান আক্রান্ত হচ্ছে, কিন্তু ব্রহ্মকুণ্ড চা বাগান আক্রান্ত হচ্ছে না। তারপর মেঘলিবন বাগান আক্রান্ত হচ্ছে, কিন্তু কালাছড়া আক্রান্ত হচ্ছে না। বড়জলা আক্রান্ত হয়, কিন্তু মোহনপুর আক্রান্ত হচ্ছে না, এর কারণটা কি? তাহলে আমি কি সন্দেহের চোখে দেখতে পারি না যে এটার পেছনে একটা চক্র কাজ করছে এবং এই বাগানগুলিতে বর্তমানে যে লাভ হচ্ছে সেটাকে যাতে লুটেপুটে খাওয়া যায় তারজন্য এই সব হচ্ছে। স্যার, আমি জানি এখানে আর একটা এমেণ্ডমেন্ট আনা হয়েছে যে, বাগানগুলিকে খাস করে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু চা বাগান বাগানকে হঠাৎ করে খাস করে দেওয়া যায় না। সমরবাবু যখন রেভেনিউ মিনিষ্টার ছিলেন তখন আমার একটা প্রশ্ন ছিল যে, দুলা বাগান চৌমুহনীতে যেসব জায়গা ২০ বছর ধরে দখল করে নিয়েছে সেই জায়গাগুলি তাদেরকে অ্যালটমেন্ট দেওয়া হবে কিনা? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তার উত্তরে বলেছিলেন যে না চা বাগানকে হঠাৎ করে খাস করা যায় না। কাজেই অ্যালটমেন্ট দেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাজতন্ত্রের আমলে রাজাও বিশেষ বিশেষ কয়েকজনকে ডেকে এনে বলেছিলেন—শুধুমাত্র এই জায়গাগুলি এলোট করে দেওয়া হলো অন্‌লি ফর টী প্ল্যান্টেশন। সুতরাং টী প্ল্যান্টেশন যদি না করা হয় তাহলে যে ল্যাণ্ডকেই শুধুমাত্র খাস করা হবে এবং এলোটমেন্ট দেওয়া হবে। কিন্তু এখানে দেখলাম স্যার, যে ল্যাণ্ড খাস করার কথা বলা হয়েছে সেটা হতে পারেনা, স্যার, কাজেই কি ভাবে এই বিলটি আনা হলো সেটা বুঝতে পারছি না। যে চা বাগানের জমি কি ভাবে খাস করা হবে এবং টী, ডি, সি,-এর নামে এলোট করে দেবেন। এইটা তো হতে পারে না। এখন প্রশ্ন হলো আমি জানি লক্ষীলুঙ্গা, তুফানিয়ালুঙ্গা চা বাগানের মালিক কর্তৃপক্ষ মামলায় জিতেছেন এবং মোহনপুর চা বাগান এবং কালাছড়া চা বাগান-এর মালিক কর্তৃপক্ষও মামলায় জিতেছেন। এখন চা বাগান যদি ভাল চলে তাহলে আমাদের বলার কিছু নেই। কিন্তু দুই একটা চা বাগান ভাল চলছে। এখন একটা চা বাগান দুর্গাবাড়ী টাউন কো-অপারেটিভ

এটা গভর্ণমেন্ট-এর চা বাগান নয়-ইট ইজ গভর্ণমেন্ট আণ্ডারটেকিংস। এইটা একটু ভাল চলছে। আর অন্যান্য বাগানগুলির অবস্থা খুবই খারাপ। স্যার, আমার কাছে ইনফর্মেশন আছে যে এই বাগানগুলির মালিক কর্তৃপক্ষকে উগ্রপন্থীর ভয় দেখিয়ে আজকে তাদের বাগানগুলির দখল নিতে দিচ্ছেন না। এবং এই যে প্ল্যান করেছেন যে এই জায়গা টি, ডি, সি, কে এলোটমেন্ট দেওয়া হবে সেটা কিভাবে করবেন? মাননীয় মন্ত্রী যদি এটার সদুত্তর দিতে পারেন তাহলে আমি খুশী হব। টি, ডি, সি, কে কি ভাবে এলোটমেন্ট দেবেন এটাতো হতেই পারে না। খাসও করতে পারেন না। কাজেই স্যার, এখানে যে বিল আনা হয়েছে সেটাকে আমি মেনে নিতে পারছি না। এইটা জনগণের স্বার্থে বা শ্রমিকদের স্বার্থে বা সরকারী স্বার্থে হবে এইটা আমি মনে করতে পারছি না।

স্যার, এখন বাগানগুলির যে অবস্থা চলছে যে অবস্থায় সবগুলি বাগানই সরকার টেক-আপ করে নিক না মালিকদের তাড়িয়ে দিয়ে তাহলে আর যাই হোক্ উগ্রপন্থীদের হাত থেকে অন্ততঃ লোকটা বাঁচবে। গভার্ণমেন্ট লুটুক আমাদের আপত্তি নেই।

কাজেই, যদি বলেন যে কালছড়া চা বাগানটি ভালই চলছে হাতলে আমি খুশী হব। আমরাও তাহলে এই বিলটিকে সমর্থন করব। আমার অনুরোধ যে বিষয়গুলি আমি এখানে রেইজ করলাম আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব তার সঠিক উত্তর দেওয়ার জন্য এবং যারা ছাঁটাই হয়েছে তাদের কাজ দেওয়ার জন্য যেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়। স্যার, আমি এই ব্যাপারে চিঠি দিতে দিতে অন্ধ হয়ে গেছি। কিন্তু নো অ্যাক্‌শান টেকেন। তারপর আই, এন, টি, ইউ, সি, মজদুর ইউনিয়ন তারাও বার বার চিঠি দিচ্ছে যে তাদের চাকুরী দিচ্ছে না, রেশন দিচ্ছে না। কার স্বার্থে স্যার, চা বাগানগুলি ? আরেকটা জিনিস স্যার, ছাঁটাই নয় বলে দিচ্ছে কাজে আসতে পারবে না অথচ টেক্‌নিক্যালী তো সব কিছুই ঠিক ঠাক রাখছে।

কাজেই স্যার, আমি মাননীয় শিল্প দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে বলছি যে আইনের দ্বারা চা বাগানের জমিকে খাস করা যায় না দেয়ার ইজ নো—ল প্রিভিয়াস রেভিনিউ মিনিষ্টার আমাকে উত্তর দিয়েছিলেন এই ফ্লোরে যে এইটা আইন করা যায় না। সেখানে কিভাবে খাস করলো—কিভাবে এটাকে এক্সট করে দেবে। সুতরাং এখানে আর কোন অর্থ আছে কি না সেটা খোঁজে বের করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে প্রশ্ন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ব্যাপারে আমি সংক্ষেপে বক্তব্য রাখছি। চা শিল্প আজকে সবচেয়ে বেশী মার খাচ্ছে নিরাপত্তার কারণে। এখনো যদি নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে পরে এই চা শিল্পের সম্প্রসারণতো দূরের কথা যে সমস্ত চা বাগান আছে

সেগুলিও একটা সংকটের দিকে চলছে। তাছাড়া মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন এইটা সত্যি কথা যে বিভিন্ন চা বাগান যেগুলি বেসরকারী মালিকানাধীন ছিল অথচ সরকার সেগুলিকে অধিগ্রহণ করার পরে সেখানকার অনেক সম্পদ লুটপাট করে নিয়েছে। যেমন দামী দামী গাছগুলি কেটে নিয়ে গেছে। এখন কারা নিয়ে গেছে, কয়টা গাছ কাটা হয়েছে এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যদি এখানে হিসাব দেন তাহলে আমরা খুশী হব। কারণ, এই গাছগুলি চা বাগানের জন্য প্রয়োজন। কারণ চা গাছের উপর শেড দেবার প্রশ্নে এই গাছগুলি রাখা প্রয়োজন। কিন্তু দেখা গেছে এই সমস্ত গাছগুলি কেটে নেওয়া হয়েছে। কাজেই, এইটা হয় গভর্ণমেন্টের খাতায় থাকবে, বা ত্রিপুরা ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশনের খাতায় থাকবে। যদি না থাকে তাহলে বুঝতে হবে এখানকার কিছু লোক এইগুলি লুটেপুটে নিয়ে গেছে যেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে আগেই বের হওয়া উচিৎ ছিল। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার মনে হয় এই টী ইণ্ডাষ্ট্রিজকে আরো বেশী গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এটাকে আরোও সম্প্রসারণ করার জন্য আমাদের ব্যবস্থা নিতে হবে সেখানে যে ধরনের উগ্রপন্থী হামলা হচ্ছে সেটাতে স্বাভাবিক কাজ নেই উদ্বেগের কারণ রয়েছে। উপজাতিদের মনে ক্ষোভ থাকতেই পারে কারণ, তাদের জমি চলে গিয়েছে তা বা সংখ্যালঘু হয়ে গিয়েছেন এবং অন্যান্য দিক থেকেও তারা আর্থ-সামাজিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। কিন্তু তার জন্য হামলা হবে, খুন করা হবে এটাতো মেনে নেওয়া যায় না। কাজেই এটাকে মোকাবেলা করার জন্য যা যা দরকার প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাই সরকারকে নিতে হবে। শুধু চা বাগানেই নয় প্রায় সর্বত্র তাদের এই অত্যাচার চলছে। কাজেই চা শিল্প-এটা হচ্ছে একটি প্রাচীন শিল্প, এটাকে এই ভাবে নষ্ট করতে দেওয়াটা ঠিক হবে না। আমাদের দলের পক্ষ থেকে শ্যামাচরণদা বলেছেন, উগ্রপন্থা মোকাবেলায় ত্রিপুরা রাজ্যে আরোও অধিক সংখ্যায় আসাম রাইফেলস্ জওয়ান আনা হলেও আমরা রাজ্যের সার্বিক স্বার্থের কথা চিন্তা করে এটা কোন অবস্থাতেই বাধা দেবনা। কাজেই আরোও নিয়ে আসা হউক এবং কেন্দ্রীয় সরকারেরও এটা দেওয়া উচিৎ বলে মনে করি। আর যে বাগানগুলি রাজ্য সরকার অধিগ্রহণ করেছেন সেটা নিয়ে আমার কোন আপত্তি নেই তবে এই বাগানগুলিকে রাজ্য সর- উন্নতির দিকে নিয়ে যাচ্ছেন নাকি অধঃপতনের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন সেটাই হচ্ছে মূল প্রশ্ন। এই ব্যাপারে আমরা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে কিছু শুনতে চাই।

শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আনন্দিত এই কারণে যে দু'জন মাননীয় সদস্য এখানে বক্তব্য রেখেছেন যদিও উনাদের বক্তব্যে দুটি ভিন্ন মত প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে উনারা কেউ মূলতঃ এই আইনের বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখেন নি। তবে উনারা এই আইনের কিছু কিছু জায়গায় আলোচনা করতে গিয়ে নতুন কিছু ক্ল্যারিফিকেশান চেয়েছেন আমার কাছে। কিছু কিছু বিষয় তারা জানতে চেয়েছেন।

এটা আমরা সবাই জানি যে, এই বাগানগুলি টেইক্ আপ্ করেছে টি,টি,ডি,সি। এই কর্পোরেশানটি

একটি লাভজনক কর্পোরেশন হিসাবে রাজ্যে চিহ্নিত হয়ে আছে। এটার কাজের পরিধি আরও কিছু বাড়ানোর পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি যে গার্ডেনগুলি অধিগ্রহণ করা হয়েছে সেগুলি অনেক পুরানো এবং কোন কোন বাগান ৭০ বছরের পুরানোও হবে। কাজেই তার থেকে আর কি আশা করা যেতে পারে? কাজেই. এখানে ইনভেষ্টমেন্ট করে প্রোডাকশান করতে হবে এবং সেই জন্য এই বাগানগুলিতে যে ধরণের ইনভেসমেন্ট করা উচিৎ ছিল সেটা আমরা করে উঠতে পারিনি। কারণ এই বাগানগুলি নিয়ে অর্থাৎ অধিগ্রহণ করা বাগানগুলি নিয়ে গৌহাটী হাই-কোর্টে একটি মামলা চলছিল। মামলা থাকলে তাতে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা অনিশ্চয়তা থাকেই। ফলে ইনভেষ্টমেন্টের ঝুঁকিটা নেওয়া হয় নি। টি, টি, ডি, সি এই জমিটা দেওয়া হয়েছে, টী ইণ্ডাষ্ট্রী করার জন্য। এটাকে অন্যভাবে ডাইভার্ট করার জন্য কোন অধিকার দেওয়া হয় নি। রেভেন্যুর জন্য এটাকে খাস করা হয়েছে এবং তারপর এটাকে টি, টি, ডি, সি'র কাছে হেণ্ডওভার করা হয়েছে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, ল্যাণ্ডস অব দ্য ফলোয়িং টী এষ্টেট হেড বিন ডিক্লেয়ার্ড এজ, খাস।

শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) :— উদ্দেশ্য হচ্ছে চা শিল্প করা। এটা একজনমালিকের নামে ছিল, একটা ম্যানেজমেন্টের নামে ছিল এটার ল্যাণ্ড রেভিনিউ ওরা দেয়নি। এই রেভিনিউ না দেওয়ার ফলে এটা সরকারের রাইট আছে খাস করার খাস করে সেটা আবার টি পারপাসে আর একটা কর্পোরেশানকে দেওয়া কিম্বা অন্য কাউকে দিতে পারে। এখানে রেভিনিউ মিনিষ্টার থাকলে ভাল করে বলতে পারত। আমি যেহেতু নতুন এবং তার সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং এগুলি করতে হচ্ছে, জানতে হয়েছে তাই আমি বলছি। যেহেতু তারা ল্যাণ্ড রেভিনিউ দেয়না. ল্যাণ্ড রেভিনিউ যদি কেউ লং টাইম না দেয় তাহলে সেখানে সার্টিফিকেট কেস করে সেখানে এটা খাস করে দিতে পারে। খাস করে সেই ল্যাণ্ডটাকে পারপাস ইউস করতে হবে এটাই নিয়ম। আমরা বসেই উদ্দেশ্যে করছি অন্য উদ্দেশ্যে আমরা এটা ইউটিলাইজ করছি না। ফলে সেখানে মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন উনার কনসাটিটিউন্সীতে দুটি বাগান আছে। যেহেতু এগুলির কেস আছে এখন উনি চিন্তা করছেন টাকাটা খরচ করবেন কিনা। তিনি মন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর আমি সেখানে দুই দুইবার ভিজিট করেছি। উনি নিশ্চয় জেনে খুশী হবেন আমি বলেছি টাকা খরচ করতে হবে। যেহেতু টাকা আমাদের আনিং হচ্ছে এই ওয়ার্কারদের কথা চিন্তা করে কোন কারণে যদি কেসে আমরা হেরে যাই মালিকদের দিয়ে দিতে হবে, কিন্তু তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু প্রোপার্টিতো হবে। এটা জানবেন আমি রিপোর্ট দিতে পারি এই বাগানগুলি যখন আমরা টেক আপ করি ১৯৮৬ সালে তাতে ১১ লক্ষ বুশ ছিল। আমরা এই সময়তে তার নাম্বার অব বুশ হয়েছে ২৪ লক্ষ সব মিলিয়ে পাঁচটা বাগান। সেখানে ব্রহ্মকুণ্ড আমরা খুব সিরিয়াসলি অ্যাকশন করেছি। কালাছড়া এবং মোহনপুরে কম হয়েছে এবং এবার এখন গিয়ে আপনারা খোঁজ নিতে পারবেন ইতিমধ্যে নার্সারীর কাজ চলছে।

কারণ চা তো এমনিতেই করা যায় না। দুটি বাগানে দুই লক্ষ দুই লক্ষ চার লক্ষ নার্সারী এবারই করা হবে যাতে পরবর্তী বছর যেটাকে আমরা কিলিং সহ ইত্যাদি করতে পারি মোহনপুর এবং কালাছড়াতে।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে কনক্লোড করুন।

শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) :— দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা এনেছেন উনি চিঠি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যে শ্রমিকরা ছাঁটাই ইত্যাদি হয়েছে। উনার চিঠি আমার কাছে আসেনি মুখ্যমন্ত্রী বোধ হয় টি, টি, ডি, সি, কিম্বা অন্য জায়গায় পাঠাতে পারে। কিন্তু আমি একটা নিউজ আইটেম দেখেছিলাম কাগজে উঠেছে আমি সেই নিউজ আইটেম দেখে আমি এটা আমার যে এম, ডি, আছেন টি, টি, ডি, সি'র উনাকে দিয়েছি তদন্ত করার জন্য। একটা রিপোর্ট আমার কাছে এসেছে। সেটা সত্য কিনা ধরুণ রিপোর্ট যেটা ওরা কাজে আসে না দীর্ঘদিন। আমি বলেছি তারপরেও ঐ এলাকার এম, এল, এ, আছেন তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে যদি সত্যি শ্রমিকরা থাকে যদি কোন ভয়ভীতির কারণে কাজে না আসে, আমরা সবাইকে দিচ্ছি কিন্তু পাঁচছ য়জনকে বেতন দেওয়াতো কঠিন না। সেখানে তিনশ শ্রমিকদের আমরা কাজ দিচ্ছি বেতন দিচ্ছি। তাই সেটা দেখে এটার সেটেলমেন্ট করার জন্য ইতিমধ্যে আমি ভাইস চেয়ারম্যান যিনি আছেন তিনি সমস্ত বিষয়টা দেখে উনার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে আমি বলেছি আপনিও কথা বলতে পারেন পানুবাবুর সঙ্গে কথা বলে এটা শেষ করুণ। যদি ঐ রকম সুনির্দিষ্টভাবে আপনি আমাকে দেন আমি আবার খোঁজ করব, দরকার হলে আপনাকেও আমি ডাকতে পারি, আমি পানুবাবুকেও ডাকতে পারি আমার ঘরে ডেকে এটা আলোচনা করতে পারি, যদি সত্যি শ্রমিক হন তাহলে তারা কাজ পাবে না কেন ?

আর একটা বিষয় নগেন্দ্রবাবু এখানে এনেছেন এটা ফ্যাকট। চা বাগান তার মুল হচ্ছে সেফটি, সেফটি না থাকলে এই বাগান রক্ষা করা যায় না। এখন এটা আমাদের একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সেই সমস্যাটা কি ? যেহেতু বর্ডারের কাছাকাছি বাগান আমি সেই দিন কয়েকটা প্রাইভেট বাগান ভিজিট করেছি, ওরাও বলছে যে মূল্যবান যে গাছ কড়ই গাছ এগুলি কেটে নিয়ে যাচ্ছে। এতে বাগানের ভীষণ ক্ষতি হচ্ছে। কিন্তু আমরা পুরণ করার চেষ্টা করছি কিন্তু ৫০ বছর ৬০ বছরের গাছতো লাগিয়ে পূরণ করা যায় না। এই অসুবিধা হচ্ছে এবং এটা আমরা রক্ষা করতে পারছি না। বিভিন্নভাবে চেষ্টা হচ্ছে, সেইদিক থেকে আমরা চেষ্টা করছি এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। আমি আর বক্তৃতা বাড়াতে চাইনা এটা পুরাণো বিষয়। আমরা কাজটা যেহেতু করতে চাই এখন সেটাই বিষয়।

মিঃ স্পীকার :— আলোচনা শেষ। এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন উহা ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো :— "The Tripura Tea Companies (Taking over of Management of certain Tea Units) (Amendment) Bill, 1998 Tripura Bill No. 8 of 1998)" বিবেচনা করা হউক।

(অতএব, প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক ধনী ভোটে গৃহীত হয়)

মিঃ স্পীকার :— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং হইতে ৩নং পর্যান্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(অতঃপর বিলের উক্ত ধারাগুলি ধ্বনী ভোটে সর্বসম্মতভাবে বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল, বিলের শিরোনামটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(অতঃপর ধ্বনী ভোটে সর্বসম্মতভাবে বিলের শিরোনামটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার : — সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, Tripura Tea Cmpanies (Taking over of Mangement of Certain Tea units) (Second Amerdmcni) Bill, 1991 Tripura Bill No, 2 of 1998).

পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উথাপন করার জন্য।

শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি প্রস্তাব করছি যে. The Tripura Tea Companies (Taking-over of Management of Certain Tea units) (Second Amendment) Bill, 1998 (Tripura Bill No. 2 of 1998) পাশ করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো—শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো-The Tripura Tea Companies (Taking-over of Management of Certain Tea Units)(Second Amendment) Bill, 1998 (Tripura Bill No. 2 of 1998)

(অতপর, আলোচ্য বিলটি ধ্বনী ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং হইতে ৩নং পর্য্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(অতঃপর, ধনী ভোটে বিলের উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো)।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, বিলের শিরোনামটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(অতঃপর, বিলের শিরোনামটি ধ্বনী ভোটে উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো)

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো "The Tripura Tea Companies (Teking-over of Management of certain Tea Units) (Amendment) Bill, 1998 (Tripura Bill No. 8 of 1998) ."

পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাবটি উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripura Tea Companies (Taking-over of Management of certain Tea Units) (Amendment) Bill, 1998 (Tripura Bill No. 8 of 1998) ." পাশ করা হউক ।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো,— "The Tripura Tea Companies (Taking-over of Management of certain Tea Units) (Amendment) Bill, 1998 (Tripura Bill No. 8 of 1998)." be passed.

(অতঃপর প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক ধ্বনী ভোটে গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, "The Salaries, Allowncos and Pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Twelvth Amendment) Bill, 1998 (Tripura Bill No. 10 of 1998)."

এই সভায় বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি পরিষদীয় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, "The Salaries, Allowncos and Pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Twelveth Amendment) Bill, 1998 Tripura Bill No. 10 of 1998) ." বিবেচনা করা হউক।

স্যার, আগে আমাদের এই রাজ্যের বিধায়কদের সেলারী, পেনসান, এলাউন্সেস্ সংক্রান্ত যে পরিমাণ ছিল এটা তো আগের ছিল। ইত বছরে জিনিষপত্রের দাম অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই দিন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জিনিষের দাম বেড়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের বিধায়ক যারা আছে তাদেরও যাহাতে দুমুঠো খেতে পারে সেই ব্যবস্থা করার প্রয়োজন আছে। এই বিষয়টা সামনে রেখে চিন্তার মধ্যে রেখে আমি নূতন বিলটি উত্থাপন করছি। স্যার প্রসঙ্গক্রমে বলতে পারি যে বিলটি আমি এখানে উত্থাপন করতে যাচ্ছি এটাও যথেষ্ট নয়।

প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের রাজ্যের নিজস্ব আয় বলতে কিছু নেই। সব বিষয়ে আমাদেরকে কেন্দ্রের উপর নির্ভর করতে হয়। এই সমস্ত কথা চিন্তা করে যা করার দরকার তা করে এবং বিধায়করাও চিন্তা করবেন যতটুকু করা উচিৎ। অন্যান্য অনেক স্টেট আছে তাতে অনেক বেশী আছে। সেই কম্পিটিশান আমাদের পক্ষে করা সম্ভব না। এটা খুবই দূর সাধ্যের বিষয়। আমাদের সংগতির মধ্যে থেকে যতটুকু করা সম্ভব আমরা তা করেছি। মাননীয় সদস্য যারা আছেন তাদের সঙ্গেও আলাপ আলোচনা করে মোটামোটি একটা অবস্থার মধ্যে আশা যায় কিনা আমরা সেই চেষ্টা করেছি। এটা ঠিক অনেকের মনে প্রশ্ন জাগবে যে চতুর্থ পে-কমিশন হয়েছে সরকারী কর্মচারী এদের যা কিছু বেতন ভাতা ইত্যাদি যা হচ্ছে, পার্লামেন্টে অনেক বেশী হচ্ছে এই সব অনেক বিষয় আছে গোটা দেশের মধ্যে এই ধরণের একটা পরিবর্তনের বিষয় এসেছে। আমি যেটা মনে করছি সরকারী কর্মচারীদের বেতন কাঠামো ইত্যাদি ঠিক হয়েছে তাদের সঙ্গে যারা আছেন মাননীয় সদস্যরা আছেন তাদের সঙ্গে চিন্তা করা ঠিক হবে না। আমরা সেই ভাবে দেখছিও না। এই নুতন প্রভিশানের মধ্যে আমরা আরো নুতন প্রভিশান আরো কিছু করেছি। স্যার, আমরা পরিবর্তন করে যেটা করতে পেরেছি আগে সেলারী ১৪০০ টাকা ছিল, এখন আমার তা ২১৫০ টায় এনেছি। ডেইলি এলাউন্স আমাদের রাজ্যের মধ্যে ৬০ টাকা ছিল আর রাজ্যের বাইরে ৭০ টাকা ছিল, আমরা এই বিলের মধ্যে প্রস্তাব করেছি যে, রাজ্যের মধ্যে তা ১০০ টাকা হবে আর রাজ্যের বাইরে ১৫০ টাকা হবে। স্যার, আগে কনভেন্স এলাউন্স ছিল ৩০০ টাকা এখন আমরা বিলের মধ্যে ৭০০ টাকার প্রভিশান রেখেছি। স্যার, পেনশানের ক্ষেত্রেতে, আগে যেটা ১০০০ টাকা ছিল, এখন আমরা বিলের মধ্যে তার ১৭০০ টাকার সংস্থান রেখেছি। আগে প্রতিমাসে মেক্সিমাম ১৩৫০ টাকা পর্য্যন্ত ৫০ টাকা করে বাড়ত এখন বিলে প্রস্তাব রাখা হয়েছে ২০০০ টাকা পর্য্যন্ত ১০০ টাকা করে বাড়বে। এটার আপার লিমিট হবে ২০০০ টাকা। এছাড়াও যে প্রভিশানটি করা হয়েছে এখানে আগে পোস্টেল এলাউন্স সদস্যদের দেওয়া হত না। সদস্যদের বিভিন্ন স্থানে চিঠি পত্র ইত্যাদি দিতেই হয় নানান জনের কাছে। তার জন্য ১০০ টাকা পোস্টেল এলাউন্সের প্রভিশান রাখা হয়েছে। আগে যেটা মাইলেজ ছিল ৬০ পয়সা সেটা বাড়িয়ে এখানকার বিলে ১,২০ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে প্রতি কিলোমিটার। এই বিষয়গুলি যেমন আছে অন্যদিকে ছোট ছোট কিছু বিষয় যেমন লেটারহেড বাড়ানো হয়েছে ২০০০ হাজার করে, আগে ইনভেলাপের প্রভিশান ছিল না এখন ১০০০ করে এনবেলাফের প্রভিশান রাখা হয়েছে। বিধায়করা আমাদের এখানে থেকে যদি বাইরে যেতে হলে খুবই অসুবিধায় পরতে হয়। এখান থেকে রেলে বা অন্যকিছুর সুযোগ নেই আমাদের আইনে কোন প্রভিশান ছিল না এখন বিধায়ক তার সঙ্গে একজনকে নিয়ে আগরতলা থেকে কলিকাতা পর্য্যন্ত আপ ডাউন প্লেইন ফেয়ার এবং পশ্চিম বাংলা থেকে ৫ হাজার কিলোমিটার পর্য্যন্ত রেলের প্রথম শ্রেণীর জার্নি এই দুজনের প্রভিশান এই বিলের মধ্যে রাখা হয়েছে।

তাহ'লে তাঁদের খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এখানে রেলের সুযোগ নেই। আগে আমাদের যে আইন ছিল তাতে এ সবের সুযোগ ছিল না। আমরা এখন বিল এনেছি, বিধায়ক এবং তার একজন সঙ্গী এখন থেকে প্লেনে করে কলকাতা যেতে পারবে। এবং কলকতা থেকে (পশ্চিমবাংলা) থেকে ৫ হাজার কি, মিটার পর্য্যন্ত রাস্তা রেলে করে যেতে পারবে।

(ভয়েসেস্ ফ্রম অপজিশান বেঞ্চ :— বাচ্চা কাচ্চা কোথায় রেখে যাব? শুধু স্বামী স্ত্রীকে দিলেন?)

বাচ্চা বা স্ত্রীর প্রশ্ন নয়। বলা হয়েছে, দু'জন যেতে পারবেন। স্যার, আরো ভাল প্রভিশান করতে পারলে খুশী হতাম। কিন্তু আর্থিক অবস্থার কথা চিন্তা করে আর সুযোগ দিতে পারিনি। আগে আমাদের লাগত ২৬ লাখ ২০ হাজার টাকা ইয়ার্লি। আর নূতন এই বিলে ইয়ার্লি খরচ হবে, ৪৯ লাখ ৪৯ হাজার টাকার মত। প্রায় দ্বিগুণ। কাজেই, সব দিক বিচার বিশ্লেষণ করে মাননীয় বিধায়কদের সামান্য সুযোগ দেওয়ার জন্য বিল উত্থাপন করেছি। আশাকরি সমস্ত সদস্যরা এই বিল সমর্থন করবেন।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— স্যার, কেশববাবু আমাদের একটা বিরাট বিপদে ফেলেছেন। ৪র্থ বেতন কমিশনের রিপোর্ট এখনও সরকার ইমপ্লিমেন্ট করতে পারল না আর কালকেই পত্র-পত্রিকায় বেড়িয়ে যাবে, বিধায়কদের বেতন বাড়ল। স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের লোক এখনও জানে না, আমরা কত টাকা পাই। অনেক সময় এসে বলে, তোমরা চার জন এম এল এ ৫ হাজার টাকা চাঁদা দাও। স্যার, চাঁদায় জুলুম বেড়ে যাবে। আবার অনেক সময় কেহ এসে বলে ৫০০ টাকা দাও। কিন্তু কোথা থেকে দেব। ১৬৮০ টাকা বেতন পাই। তার থেকে ৫০০ টাকা দিয়ে দিলে সারা মাস চলবে কি করে? বিশ্বাস করে না, এত কম বেতন পাই বলে। এখন আরো একটা বিপদ হবে। বাজারে গেলে যারা চিনবে তারা বলবে বড় একটা মাছ আস্ত নিয়ে যেতে। আর সিঁদল। সেটা তো এখনই ১০০/২০০ গ্রাম কিনতে পারি না। বিশ্বাসই করে না, কেনার ক্ষমতা নেই। এক সঙ্গে ৫০০ গ্রাম দিয়ে দেবে। অবশ্য আমাদের লাগে। আর এখন দিয়ে দেবে এক সঙ্গে এক কে, জি। তাই আমার প্রস্তাব ছিল, মিনিমাম্ নীড অনুযায়ী দিতে। ডেইলি লেবাররা আগে পেত ৩২ টাকা। এখন দেওয়া হচ্ছে ৩৫ টাকা। ৪০ টাকা দেবার দাবী উঠেছে। এটা অবশ্য ঠিকই ৫০-৬০ টাকা যারা রোজগার করেও দু'বেলা পেট ভরে ডাল ভাত খেতে পারে না। ডাল খায় না। শুধু ভাত খায়। বললে বলবেন চাকুরী না এটা আলাদা সম্মান। সম্মান-পেয়ে জীবন চলে না। ক্ষুধার্ত্ত হয়ে ঘুমিয়ে থাকতে হয়। মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজনকে অস্বীকার করা হচ্ছে। অন্যান্য ষ্টেটে অনেক বেশী পায়। সে সব ষ্টেটের সঙ্গে আমরা কমপেয়ার করি না। তবে একেবারে ন্যূনতম পাব না এটা কি করে হয়? সব থেকে

ট্রেজারী বেঞ্চ থেকেই আমাকে ধরেণ বেশী। বলেন দাদা আপনি একটু বলুন না। নিশ্চয়ই একটা করেছেন অবশ্য। আপনাদের ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে আরো একটু বেশী চেয়েছিলেন। আমরাতো জানি আমরা কি পাব। আমাদের হারানোর আর কি আছে। তবে কতগুলি বিষয় আছে। এগুলি ঠিক লাক্সারী জিনিস হিসাবে গণ্য হয় না। যেমন তার মধ্যে একটি আছে টেলিফোন। স্যার, গতকাল কবীন্দ্র পুরকায়স্থ বলেছেন, আগামী পাঁচ বছরে নর্থ ইষ্টার্ণের একেবারে বিলোয়েষ্ট এলাকায় নুতন টেকনিক্ প্রয়োগ করে টেলিফোন প্রভাইড করবেন।

এম, এল, এ. হোষ্টেলে আমিও টেলিফোন করি না, নগেন্দ্রবাবুও করেন না। অশোকবাবু আছেন কিনা টেলিফোন করলে বলে ধরুণ আমি দেখে আসি। এই করে ১০ মিনিট বসে থাকতে হয় তারপর হয়তো লাইনই কেটে যায়। এম, এল, এ, হোষ্টেলে প্রতি রুমে রুমে ইন্টারকম দিলে কি হত? এটাতো মাননীয় স্পীকার মহোদয় নিজেই করতে পারেন। প্রতিটি এম, এল, এ, হোষ্টেলে আলাদা এম, এল, এ.দের জন্য টেলিফোন আছে। আমরা যারা টেলিফোন নিতে পারি না তাদেরকে টেলিফোন দিলে কি হত? গ্রামে ১ হাজার টাকা লাগে আগে আর শহরে ৩ হাজার টাকা লাগে। শহরে যারা এস্টাব্লিশড তাদেরতো টেলিফোন আছেই। সুধনবাবু গ্রামে থাকেন তাঁর টেলিফোন নেই। এটা জাষ্টিস হলো না। আমরা জাষ্টিস চাইছি। তারপর স্যার, রেল ভ্রমণের কথা বলা হয়েছে। এখানে আমি বুঝতে পারছি না এটাকে বুঝিয়ে বলবার জন্য অনুরোধ করছি যে এম, এল, এরা বেড়িয়ে এসে টাকা রিএমবার্সমেন্ট করবে কিনা? যদি তাই করতে হয় তাহলে এত টাকা তো আমাদের নেই। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে আসতে ১৫ থেকে ২৯ হাজার টাকা লাগবে। এত টাকা কোথা থেকে দেব। এখানে আমার মনে হয় ট্রেভেল' এডভান্স হিসাবে আমাদের কিছু দিতে হবে। তাহলে পরে সম্ভব। একটা লাম সাম টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। আর এটা খুবই দুঃখজনক যে একজন রাজ্যপাল যাঁর কোন কাজ নেই, সিনেমা দেখা আর বই পড়া আরেকটা ইনফারমেশান পেলাম যে উনি ভিডিও দেখেন। উনি দেখুক তাতে আমার কিছু আসে যায় না।

মিঃ স্পীকার :— উনিতো প্রফেসর মানুষ।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— উনি প্রফেসর আমি জানি। এরকম প্রফেসর বিহারে বহু আছেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আর কি কি বিশ্ববিদ্যালয় আছে সেখানে কত টাকা দিলে নাকি সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। ত্রিপুরা রাজ্যের বহু এম. এ, পাস আছেন একজনকে আমি জানি, আমরা এক সাথে শিক্ষকতা করতাম উনি হঠাৎ একদিন একটা এম, এ, পাস সার্টিফিকেট নিয়ে এসে ডাইরেক্টরাকে বললেন স্যার, আমি এম, এ, পাস করেছি। আমাকে স্কেল দিন। ডাইরেক্টর তখন অজিত দাসগুপ্ত মহোদয়। উনি বললেন এই সাবজেক্টের জন্য আমাদের এখানে পোষ্ট খালি নেই।

তাহলে কোন সাবজেকটের উপর পোষ্ট খালি আছে। তখন উনি বললেন অমুক সাবজেকটের উপর খালি আছে। পরে ঐ সাবজেকটর উপর সার্টিফিকেট নিয়ে এসেছেন তো। আমি উনার নাম বলব না। কারণ, উনি আমার বন্ধু মানুষ। কাজেই. এরকম বহু প্রফেসর আছেন। এটা হিসাবে বাইরে। ইট ইজ ফ্যাকট। উনি এখনও একটা স্কুলে চাকুরী করছেন। সুতরাং, একজন প্রফেসরের জন্য বছরে ৮৯ লক্ষ টাকা আর ৪০ জন এম, এল, এ'র জন্য বছরে ১৬ লক্ষ টাকা ইনক্লুডিং স্পীকার এ্যাণ্ড ডেপুটি স্পীকার এটা এখন বেড়ে ২৭ লক্ষ টাকা হয়েছে। স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকারের জন্য কনসলিডেটেড থেকে যাবে এটা হিসাবের মধ্যে পড়ে না। আমরা গরীব অংশের মানুষ ৩০ জন এম, এল, এ, আছি আমাদের প্রতি এত নির্দয় ব্যবহার কেন এটা ক্ষমতার অযোগ্য। কাজেই, এখানে আপনারা যা করেছেন এটা আমরা মানতে পারছি না। আমি আশা করব আগামী ৩/৪ মাসের মধ্যে আরও একটু দিলে খারাপ হয় না। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীরতনলাল নাথ:— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় স্যার, ব্যাপারটা হচ্ছে অনেকে এইগুলি নিয়ে সমালোচনা করেন এবং কোন কোন পত্রিকায় আমি দেখেছি কর্মচারীরা বলছে আমাদের কি হলো বিধায়কদের তো বেতন বাড়ছে? কথাটা ঠিকই স্যার, কারণ পেটে ক্ষুধা কিন্তু মুখে লাজ রেখে লাভ নেই এটা বাস্তব সম্মত নয় কারণ এম, এল, এ, এবং মন্ত্রীদের সম্বন্ধে রাজ্যে এবং ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যেও একটা ধারণা আছে কিন্তু বাস্তব সত্য মনে হয় সবই বুঝি লুটে ফেলছে এটা কিন্তু কারণ ছাড়া। এখানে মাননীয় বর্ষীয়ান সদস্য শ্যামাবাবু একটা ডিসকাশন এনেছেন ডিলিং যুয়িথ দি এম, এল, এ।

মিঃ স্পীকার:— এটা রিলেটেড নয়।

শ্রীরতনলাল নাথ:— এটা রিলেটেড স্যার। আজকে এই প্রশ্নগুলি কেন এসেছে? ক্লাশ ওয়ান কেটাগরি এম, এল, এ, স্যার, কিন্তু ডিলিং শিখাতে হচ্ছে, আই, এস, যে তারাও ক্লাশ ওয়ান কিন্তু আজকে কেন তারা সম্মান দেয় না কার জন্যে? অর্থ-নৈতিকভাবে তারা কিছু করতে পারছে না স্যার. এটা বাস্তব সত্য এত ডিটেইলসে আমি যাচ্ছি না, স্যার। আমি একটা কথা বলব স্যার, এখানে মাননীয় বিরোধী দলনেতা প্রশ্ন রেখেছিলেন যেখানে আজকে যে বিল এসেছে সেটাকে কার্যকরী করার আগে কয়েকটি জিনিষ সম্বন্ধে চিন্তা করা দরকার। স্যার, সরকারী কর্মচারীদের যে বেতন কমিশন সুপারিশ করা হয়েছে এটা যেন একই সাথে কার্যকরী করা হয় এটা পাশ হওয়ার সাথে সাথে যেহেতু সরকার এই বিল এনেছেন সাংবাদিকদের এবং সরকারী সুযোগ সুবিধা আমি পত্রিকার মালিক পক্ষের কথা বলছি না. সরকারী সুযোগ-সুবিধা আবাসন চিকিৎসা পেনশন এটা গভর্ণমেণ্টের এইগুলির সাথে যেন বিধায়কদের এই বিল পাশ হওয়ার ক্ষেত্রে

সরকারের যেগুলি কর্ত্তব্য সেটা পত্রিকার মালিকদের কথা আমি বলিনি সেগুলি যেন ইমপ্লিমেন্টেশান করা হয় এবং সর্ব্বাগ্রে সাংবাদিকদের (আমি বাচোয়াত কমিশনের কথায় যাচ্ছি না) যে অস্তিত্বের প্রশ্ন দেখা দিয়েছে ৪০ জন সাংবাদিকের কথা মাননীয় মন্ত্রী উত্তর দিয়েছিলেন, কিন্তু দেখা যায় তথ্য দপ্তরের খবর ৮৮টি এবং টি, পি, এস, সিতে আবার পরীক্ষা দিতে গিয়ে দেখা যায় ৫০০ সুতরাং তাদের অস্তিত্বের প্রশ্নে এই সংখ্যাটা যেন নিরুপনের জন্য একটা কমিটি গঠন করা হয়। এখানে রেকর্ড আছে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা না থাকলে আই,ও,সি-তে পরীক্ষা দেওয়া যায় না সেটার যেন ব্যবস্থা করা হয়। স্যার, আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি সেখানে থেকে যারা প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন তারাও জনপ্রতিনিধি কিন্তু সেখানে একটি বিল এসেছে বিলটি হলো,

Every commissioners shall be entitled to receive a compensatory allowances of Rs. 250 per month and sittin allowances Rs. 45 for each day sittting in the Commissioners,

সেটা কোন অজানা কারণে ১৯৯৫ সাল থেকে বন্ধ হয়ে গেছে। এখন নুতন কি একটা আছে শুধু মাত্র চেয়ারপারসন পাবে আর মেম্বাররা পাবে শুধু সিটিং-এর জন্য ৫০ টাকা। তারাও জনপ্রতিনিধি এক একটা কেন্দ্র আছে ২।৩টা কেন্দ্র সম্বন্ধে আমি বলতে পারি মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় ১৩।১৪ হাজার ভোটার ছিল। বিলটা কি উদেশ্যে এনেছে স্যার, বিলটা এনেছে এই কারণে যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন মিনিমাম নীড সেই নীড সেটা চিন্তা করে বাড়ান হয়েছে কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এটা কিছুই নয় স্যার, । ১৯৮৩ সালে যেটা এ্যাফেক্ট ছিল সেটাকে বাদ দিয়ে দিল এই কথাটা চিন্তা ভাবনার ব্যাপার আছে, স্যার। নগর পঞ্চায়েত তারাও জনপ্রতিনিধি তাদের জন্য বিশেষ করে আছে ১০০০ টাকা চেয়ার পারসনের সুতরাং আমি অনুরোধ করব যেটা ছিল সেটাও বাস্তব সম্মত নয়। স্যার, দ্রব্যমূল্যের যে ভাবে দাম বাড়ছে তারা জনপ্রতিনিধি হিসাবে মানুষের জন্য কাজ করতে গেলে একটা এনভেলাপ কিনতে গেলে লাগে তিন টাকা সেই জায়গায় আমাদের এই পারপাসে মাসিক ধরা হয়েছে ১০০ টাকা । স্যার এই চিঠি তো আমরা সব সময়ই দিচ্ছি কিন্তু তার জন্য কম করে হলেও মাসে ৩০০।৪০০ টাকা লাগে।

সেজন্য আমার অনুরোধ থাকবে, আমি বিরোধীতা করলেও এই বিল পাশ হবে জানি। কারণ গভর্ণমেণ্ট বিল কখনও ফেইল হয়না। কিন্তু অনিলবাবু প্রশ্ন করার সময় পাগল হয়ে যায় আমার এটা হইনা কেন ? ৯৫ থেকে আরম্ভ হয়েছে ৯৬-এ হলনা কেন। সুতরাং আমি অনুরোধ রাখব যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যে তিনটি প্রস্তাব আমি করলাম সেগুলি যেন ইমপ্লিমেনটেশান হয়। এই বিল পাশ হওয়ার সাথে সাথে এগুলির দিকে যদি লক্ষ্য রাখতে পারেন তাহলে যেন বিল পাশের জন্য শুভ করা হয়, নতুবা আমি বিরোধীতা করছি ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় পার্লামেন্টারী অ্যাফেয়ার্স মিনিষ্টার বক্তব্য রাখার সময় বলেছেন বিলটি আমাদের সকলের। বিধায়কদের দিকে লক্ষ্য রেখে, খুব মায়াদয়া দেখিয়েছেন। স্যার, অনেকটা শিয়ালও বগের গল্পের মত। এই দুই বন্ধুর গল্প আমরা সবাই জানি। শিয়ালকে লম্বা একটা কলসীর মধ্যে খাওয়ার দেওয়ার মত হয়েছে। এগুলি যেখানে বিলে অ্যামেডমেন্ট এনে বিলে প্রডিউস করেছে এটা কারোর পক্ষে অ্যাভেল করা সম্ভব না। তবুও উনি বলেছেন না খান, তবুও খান। খাওয়া সম্ভব না। এইরকম একটা বিল এটা বিরোধিতা না করে পারছিনা। স্যার, এই বিলের আগে আলোচনা করেছেন বিরোধীদের সংগে, আমিও ছিলাম। আমরা কতগুলি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, এটার ধারে কাছেও যায়নি। আমরা বললাম ন্যূনতম বেতন কমিশনের রিপোর্ট ন্যূনতম বেতন হচ্ছে ২৫৫০ টাকা। স্যার, আমরা কোন্ ক্লাসে পড়ি, জানিনা, বেতনের ক্ষেত্রে ফিফথ ক্লাস না সিক্স্থ ক্লাস জিরো ক্লাস। অ্যানটাইটেলের ক্ষেত্রে প্রোটোকলে আমরা আবার ফাষ্ট ক্লাস আমাদের সিকিউরিটি দেওয়া হয়। সিকিউরিটিরা বিভিন্ন জায়গায় গেলে, আমরা যখনই যেখানে যাই তাদের টি, এ, ডি, এ অ্যালাউ করা হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, যখনই মিটিং হয় তখনই আমরা অ্যালাউন্স পাই, টি,এ, পাই। কিন্তু পাবলিকদের আমাদের উপর ধারনা খুব খারাপ। তারা মনে করে যারা সরকারে আছে তারা একটু বেশী চুরি করে আর বিরোধী থাকলে বোধ হয় একটু কম পায়। এইরকম একটা ঘটনা। স্যার, আজকে দেখি যারা মন্ত্রী হয়েছেন, দিনরাত সবসময়ই মেহনতী মানুষের কথা বলেন, কিন্তু স্বাস্থ্যটা কিন্তু মেহনতী মানুষের না। আমরা দেখছি যারা পুরানো মন্ত্রী আছেন তারা ফুলছেন। ট্রেজারী বেন্‌চের যারা এম, এল, এ আছে, তাদের চেহারা খুব রুগ্ন। দেখেন স্যার, খগেন্দ্রবাবুর দিকে, উনার স্বাস্থ্য আর বাড়েনা, তারপর আজকে বিধায়িকা সন্ধ্যা দেববর্মার দিকে দেখলেও মায়া হয়, স্বাস্থ্য আর বাড়েনা। এই করুন অবস্থায় এম. এল, এরা ট্রেজারী বেন্‌চের আছেন, এতে কোন সন্দেহ নাই। উনারা বলেন, ঠিক আছে আপনারা যা বলার বলুন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীত্ব আপনাদের কথাত খুব বেশি গুরুত্ব দেয়. মাঝে. মধ্যে মেনেও নেয়, মেনে নিতে পারে। আজকেও স্যার, লবীতে এই কথা বলা হয়েছে। আমি বলেছি, আপনারাও বলুন যে এই দিয়ে চলবে কি করে ? কিন্তু আজকে যদি আমরা এই কথা বলি, কালকে-আমাকে পার্টি শো-কজ নোটিশ দেবে। স্যার, আমরা জানি উনারাও বড় বড় রসগোল্লা চান। ছোট রসগোল্লা উনাদেরও পছন্দ হয়না। কিন্তু লজ্জায় উনারা বলতে পারেননা। উনাদের হয়ে আমরাও বলছি। পূজার চাঁদা বাদ দেন শ্যামাচরনবাবু বলেছেন আর এক বড় পূজার চাদা সেটা জানিনা অন্যরা পান কিনা, আমরা এম এল, এরা কত পাই জানিনা, দুইলক্ষ টাকা দেন নাহলে জান খতম। আমরা জানি আন টাইড ফাণ্ডের টাকা দিয়ে অনেক বিধায়করা চলছে। এটাহয়ত আমি প্রমান দিতে পারবনা। টাউনে যারা আছেন তাদের দিতে হয়না, কিন্তু গ্রাম গ্রামাঞ্চলে যে এম. এল, এরা আছেন তারা

পেমেন্ট করে। আমাদের একজন মন্ত্রীও সেই পেমেন্ট করতে গিয়ে প্রান হারান।

এটাতো লুকানোর কিছু না, কাউকে অপহরণ করলে সরকার কোন দিন উদ্ধার করতে পারে না, এটা প্রমান হয়ে গেছে। তা আজকে এখানে যেটা বলতে হচ্ছে, সেটা হচ্ছেযখন দেখবে এম এল এদের বেতন বেড়েছে কত বেড়েছে সেটা জানি না কিন্তু আমাদেরকেতো চিঠি দেয় প্রায়ই এত লক্ষ টাকা দিতে হবে না হলে প্রান নাশ করা হবে। কংগ্রেস বিধায়করাও চিঠি পেয়ে থাকেন এবং প্রান নাশের হুমকি পেয়ে থাকেন। তাই এখানে আমার অনুরোধ হচ্ছে, এটাকে আপনি গুটিয়ে বাড়িতে নিয়ে যান, এই বিলটার দরকার নাই। কারণ এটা দিয়ে কোন লাভ হবে না। এটা শুধু শুধু ব্রাহ্মন পূজা দেওয়ার মত, জল তুলসী দিয়ে শুদ্ধ হওয়ার মত। কাজেই শুধু শুদ্ধ হওয়ার জন্য এটা দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। এখানে বলা হয়েছে একজনকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন, তা কাকে নিয়ে যাবো বন্ধু বান্ধব স্বামী স্ত্রী কাকে নিয়ে যাবে বাচ্চা থাকলে তাকে কোথায় রেখে যাবে। শুনেছি মানিকবাবুর ছেলে-মেয়ে নাই উনি গেলে যেতে পারেন এবং যারা বিয়ে করেননি তাদেরও কোন সমস্যা হবে না, সে একজন বন্ধু না হয় বান্ধবীকে নিয়ে যেতে পারবেন, এটা হতে পারে। কিন্তু যাদের বাচ্চা আছে তাদের কি হবে, বাচ্চাকেতো আর অন্য কোথায়ও রাখা যাবে না, তার মানে তুমি যেও না। নিমন্ত্রণ করছি খাও বলে কিন্তু খেতে পারে না, এই ধরণের আইন করার কি অর্থ আছে। তারপর এখানে ক্রেডিট কার্ড এর কথা বলা হয়েছিল চীফ মিনিষ্টার সাহেব এবং মাননীয় পার্লামেন্টরীও নোট করেছিলেন যে, হ্যাঁ এটা দেওয়া হবে, কিন্তু এই বিলের মধ্যে এটা নাই এটাতো খুব বেশী বড় কাজ না, এই কাজে শুধু আন্তরিকতার দরকার। তারপর এখানে রি-এনভার্সমেন্ট করার কথা বলা আছে, এটা কোন মতেই সম্ভব না, আমরা ঘুরে আসব তারপর রি-এনভার্সমেন্ট করব এটা কোন মতেই সম্ভব নয়। আর একটা জিনিষ হল এখানে শুধু স্পেসিফিকভাবে কলকাতার কথা লেখা আছে। কিন্তু আমিতো বাই রোডে গৌহাটী দিয়ে যাই, কাজেই আমি গৌহাটী হয়ে কলকাতা যেতে পারি। কিন্তু এখানে লেখা আছে কলকাতা দিয়ে যেতে হবে, তাহলে আমাকে গৌহাটী যেতে হলে কলকাতা হয়ে যেতে হবে, এতে আবার টাকায় কুলাবে না। কাজেই আমার মনে হচ্ছে, আর একটু সংশোধন করে টাকা পয়সা বাড়িয়ে যদি করেন তাহলে বোধ হয় সমর্থন করা যাবে। না হলে এটাকে সমর্থন করে আমরা অযথা বদনাম নিতে চাই না। তারপর টেলিফোনের কথা বলা হয়েছিল যে হ্যাঁ, এটারও প্রয়োজন আছে। এই টেলিফোন সম্পর্কে অন্যান্য সদস্যরাও বলেছেন, এতেতো খুব বেশী টাকা যাওয়ার কথা না। দশরথবাবুকে একদিন এই হাউসে বলতে শুনেছিলাম যে উনি টি, ভি, দেখেন না, মাঝে মাঝে ওনার জামাইয়ের ঘরে গিয়ে দেখেন। স্যার, আজকাল টি, ভি, দেখা, ঘড়ি হাতে দেওয়া, টেলিফোনে কথা বলা এগুলি শৌখিন কিছু না, আমরা জাপানের মত চাইছি না। আমরাতো ঘরে বসে টি, ভি, দেখি, আর জাপানে প্রত্যেকটা ঘড়ির মধ্যে টি, ভি থাকে এবং যে

কোন সময় তার হাতের ঘড়ির মধ্যে সে টি, ভি, দেখতে পারে। এগুলি অবশ্য আমাদের দেশে এখনও আসেনি।

এইগুলি আমাদের দেশে আসে না। কিন্তু এইগুলি আর লাক্সারিজ্ না। কারণ বিজ্ঞান আমাদের এত কাছে নিয়ে গেছে এখন বিজ্ঞানের যুগ। কাজেই স্যার, আমরা দুর্গম এলাকায় থাকি। আমি তাই বলেছিলাম যে যারা দূরে হিল এলাকায় থাকেন তাদের অন্ততঃ হিল অ্যালাউন্স দেওয়া হোক। একজন কর্মচারী যদি হিল এলাকায় বা দুর্গম এলাকায় কাজ করেন তাহলে তিনি হিল অ্যালাউন্স পান। এখানে আগরতলায় যারা থাকেন যেমন সুদীপবাবু, মধুসূদনবাবু, উনাদের টি, এ, পাবার দরকার নাই। কিন্তু আমাদের এক একটা কনস্টিটিউএন্সী এখান থেকে ১০০/১৫০ কিলোমিটার দূরে। সেক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম যে আমাদের হিল অ্যালাউন্স দেওয়া হোক। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে—'না, এটা দেওয়া হবে না। তো এই টাকা বাড়িয়ে কি লাভ। বরং কর্মচারীদের চতুর্থ পে কমিশন দিয়ে দেওয়া হোক্, আমাদেরটা এখন থাক। ধন্যবাদ।

(নেপথ্যে শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরাও দেখুন চুপ করে বসে আছেন একটি কথাও বলছেন না, তাদেরও এই ব্যাপারে দাবী রয়েছে কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারছেন না)।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিলটি উত্থাপন করার সময় আমার যা, বলার সব আমি বলেছি। মাননীয় সদস্য রতনলাল নাথ মহাশয় যে মিউনিসিপ্যালিটি এবং সাংবাদিকদের কথাও এখানে বলেছেন তার সঙ্গে আমাদের এই কি সম্পর্ক আছে আমি সেটা বুঝতে পারছিনা। প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা বিভাগ রয়েছে। সুতরাং এই বিলের সঙ্গে তাদের এটা এনে মেশানো ঠিক না। কাজেই এইগুলি বলার জন্য বলা না।

স্যার, এখানে যা দেওয়া হয়েছে তার চেয়ে বেশী দিলে নিশ্চয়ই আরো ভাল হত। কিন্তু আমাদের যা সঙ্গতির সেই সঙ্গতির মধ্যে দাঁড়িয়ে যতটুক্ করা যায় সেটা করেছি। আর এটা সঙ্গে কর্মচারীদের কমিশনে লাভ নেই। বিষয়টি অনেকটা সম্মানিক। অন্য কিছুর সঙ্গেই এর তুলনা হয় না। এই ব্যাপারে অনেক আলোচনা হয়েছে। উনারা যা, বলেছেন আমরা চেষ্টা করেছি মেক্সিমাম্ অ্যাকোমোডেট্ করার জন্য। হয়তো দুই একটা আমরা পারিনি। আর এটা তো অনবরত পরিবর্তন হচ্ছে এইগুলিতো স্টেটিক্স্ কোনটাই নয়। জিনিসপত্রের দাম অনেক বেড়েছে তার সঙ্গতি আছে কি না এপ্রশ্ন উত্থাপন করে কোন লাভ নেই। কাজেই আমি সকলকে অনুরোধ করছি, যা এনেছি আমাদের সঙ্গতি অনুসারেই এনেছি। সুতরাং আমি সকল সদস্যকে অনুরোধ করব শুধু রাজনীতির জন্য বিরোধীতা করে লাভ নেই, যা বাস্তব যে অনুযায়ী এই বিলটিকে গ্রহণ করবেন। সে আশা আমি রাখছি।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের বর্তমান অধিবেশনে এই বিধানসভায় মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয় এই প্রসঙ্গটি তুলেছিলেন। এবং পরবর্তী সময়ে পাঁচজন বিধায়কের একটি প্রতিনিধি দল বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতে আমার কাছে গিয়েছিলেন। সেখানে আলোচনা প্রসঙ্গে এইটা ছিল। কিন্তু আমি মাননীয় বিধায়ক মণ্ডলীকে বলেছিলাম যে আমাদের বিধানসভার মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের সঙ্গে কথা বলার জন্য।

পার্লামেন্টারী এফেয়ার্স দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী কেশববাবুর সঙ্গে কথা বলে আমাদের সাধ্যের মধ্যে কতটা কি করতে পারি সেটা আমরা দেখব। যাই করব সেটা আমরা দেরী করবনা। সমস্ত দিক খতিয়ে এই ব্যাপারে একটি কাঠামো তৈরী করে এখানে আনা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ নিজেও অবগত আছেন এবং তিনি নিজেও উদ্যোগ নিয়েছেন, উনার সঙ্গে আমারও কথা হয়েছে। উনিও চেষ্টা করেছেন দেশের বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির জনপ্রতিনিধিরা কি ধরনের সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন বা ভোগ করে থাকেন সেগুলি সম্পর্কে খোঁজ নেওয়ার ব্যাপারে। সমস্ত তথ্য-গুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমরা দেখেছি যে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় আমাদের রাজ্যের জনপ্রতিনিধিরা সত্যি সত্যিই অনেক অনেক কম সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন। একদিকে এটা সমগ্র ভারত-ভর্ষের মধ্যে আমাদের কাছে, আমাদের মন্ত্রী ও বিধায়কদের কাছে গর্বের বিষয়। আসলেতো বিধায়কের দায়িত্ব পালন করনের বিষয়টি আমাদের পেশা না। আমরা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেদের যুক্ত করেছি। সমাজ সেবার সঙ্গে আমরা নিজেদের যুক্ত করে রেখেছি। আসলে এই সমাজ সেবাটাই আমাদের পেশা হয়েছে। এরমধ্যে থেকেই দলীয় মনোভাব নিয়ে জনগনের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে আমরা এখানে আসছি এবং আসার ফলে কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছি। এখানে বিধায়ক যারা আছেন তারা নিজেদের সমাজসেবা থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখবেন এটা আমি বিশ্বাস করিনা। বা এই সুযোগ সুবিধাগুলি না পেলে তারা এই কাজ থেকে অব্যাহতি নেবেন এটা আমি মনে করি না এবং এইভাবে মাননীয় সদস্যদের খাটো করে দেখতে রাজি না। এটা ঠিক যে আমরা যখন বাইরে যাই তখন অনেকেই আমাদের কাছে জিজ্ঞেস করেন, আপনাদের এখানে মন্ত্রী বিধায়কদের বেতন-ভাতাদী কত এবং কি কি সুযোগ-সুবিধা রয়েছে তাদের জন্য ? তখন আমরা বুকে টুকি দিয়ে বলি, আমাদের এখানকার মন্ত্রী এবং বিধায়করা এই সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন। তখন তারা বলেন, তাহলেতো এটা কিছুইনা। আমিও বলি, হ্যাঁ, অবশ্যই কিছুই না। মন্ত্রী-বিধায়করা তার মধ্যেই কাজ করেন।

রাজ্যটা ছোট। রিসোর্স আছে, কিন্তু কাজে লাগাতে পারছি না। পয়সাকড়ি আমাদের কম। কিন্তু এটার মধ্যে দিয়েই আমরা চলবার চেষ্টা করছি। তবে এটাওতো ঠিক যে জন প্রতিনিধি হলে পরে জনগনের প্রতি তার কিছু হলেও দায়িত্ব বর্তায়। বাড়ীতে গেলে সবাইকে চা খাওয়াতে বাধ্য না। কিন্তু কোন কারনে একজন অফিসার বাড়ীতে গেলেন তাকে অফার করতে হচ্ছে চা খাওয়ানোর

জন্য। বসার জন্য একটি চেয়ার রাখতেই হবে। এগুলি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাতজোড় করেই বলতে হচ্ছে. বসার জায়গাতো নেই ভাই, কি করব? সবাইতো আমার পার্টি অফিসে যেতে বাধ্য না। কারন, আমি তাকে বলতে পারি না আপনি আমার পার্টি অফিসে এসে কথা বলুন। আমার দলীয় অফিসে যেতে তিনি বাধ্য থাকবেন না। কাজেই তিনি বাড়িতে যেতেই পারেন এবং আমরাও উনাকে এক কাপ চা খাওয়াব বসাব-এটা আমাদের সৌজন্যতার মধ্যে চলে আসছে। সব কিছুই মিলিয়ে আমি বুঝতে পারছি আমরা বর্তমানে যা দিচ্ছি সেটা খুবই কম। এর সঙ্গে কিছুরই তুলনা করা চলে না। তবে আমি প্রথমেই বলেছি যে, এই জন্য এই বিধান-সভার ৬০ জন সদস্যই গর্বিত। আমরা গর্ববোধ করতে পারি যে এত কম টাকা দিয়ে এত কম সুযোগ-সুবিধার মধ্যেও আমরা কাজ করে চলেছি। আমি শুধু এটাই বলব যে-খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রন করেছেন ঠিকই কিন্তু যে পাতে খাওয়ার দিয়েছেন সেটাতে খাওয়া যাচ্ছে না। বক আর সাড়বের গল্পটা যেমন। তবে ব্যাপারটা কিন্তু তেমন না আমাদের মধ্যে কিন্তু আন্তরিকতার অভাব নেই এটা আরোও আগে হতে পারত হয়নি। এই জন্য কাউকে দোষ দিচ্ছি না সমালোচনাও করছি না তবে হিসাব করে দেখেছি প্রস্তাবিত কাঠামো অনুসারে পূর্বের তুলনায় বাৎসরিক খরচটা এই খাতে প্রায় দ্বিগুনের থেকেও বেশী হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তারপরও আমি বলব এটা অন্য রাজ্যের তুলনায় অনেক কম। এক লাফেই আমরা কিন্তু দ্বিগুনের উপরে চলে যাচ্ছি এবং এই কথা কেউ বলেছেন না যে এটাই শেষ, আর আর বাড়বে না। এবার নতুন-নতুন কিছু বিষয় এতে যুক্ত হয়েছে এবং আপনারাও কিছু নতুন প্রস্তাব দিয়েছেন যুক্ত করার জন্য। গ্রিটিংস কার্ড এটা বিলের মধ্যে না এনেও করা যায়। মাননীয় অধ্যক্ষ এটা করতে পারেন। এটা কোন ব্যাপারই না। আপনারা গেজেটের কথা বলেছেন আমি ঐ দিনই গিয়ে আমার সেক্রেটারীকে বলে অর্ডার ইস্যু করিয়েছি। এর জন্য যে দেড় হাজার টাকা লাগবে সেই টাকাটা বিধানসভা সচিবালয়ে যাতে দিয়ে দেয় সেটা আমি মাননীয় অধ্যক্ষের কাছে অনুরোধ করেছি। কাজেই আপনাদের পরামর্শকে বিবেচনা করে যে জিনিষটা এখানে আনা হয়েছে এটা নিয়ে ভুটাভুটি করা ঠিক হবে না। উইথ রিজার্ভেশান এটাকে মেনে নিন। ভবিষ্যত দিনে আমরা আবার আমাদের সামর্থের উপর সঙ্গতির উপর ভিত্তি করে এটাকে পুনরায় কি কি সুযোগ আমরা এ্যাডভান্স করতে দিতে পারি সেটা আমরা নিশ্চয় দেখব।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— রিঅ্যামবারসমেন্ট না করে এটা এ্যাডভান্স করলে ভাল হত।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— রিঅ্যামবারসমেন্ট হল আগে খরচ করে তারপরে টাকা তুলতে হবে এটা সম্ভব হবেনা.।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— এটা কি চিকিৎসার ব্যাপারে ?

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— না. এল, টি সির ক্ষেত্রে।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— আমার মনে হয় এটা করা যায়। এটা করতে ব্যক্তিগত-ভাবে আমার কোন আপত্তি নেই। আর যেটা বলেছেন মাননীয় রবীন্দ্রবাবু যে এটা কলকাতা না লিখে গৌহাটি এই জায়গায় অবলিক করে কলকাতা, গৌহাটি করা যায় কোন অসুবিধা নেই। এই দুইটি বিষয়। স্বাভাবিক আমরা এম, এল, এরা যখন বাইরে যাই, কোন ট্যুরে যাই তখন এটা এ্যাডভান্সই হয়। তারপর ফিরে আমার পরে এটা সেখানে অ্যাডজা করা হয়। কাজেই এটা এইভাবে থাকবে। যদি কেউ এ্যাডজাস্ট করতে না পারেন তাহলে তার সেলারী থেকে কাটা যাবে। কাজেই এটা করা যায়। এই দুইটি বিষয় অ্যাডজাস্ট করে আমি আশা করি সবাই মিলে উইথ রিজারভেশান আমরা গ্রহণ করব এই হচ্ছে আমার অনুরোধ।

শ্রীরতনলাল নাথ :— ব্যাপারটা ঠিকই এ্যাডভান্স ইচ্ছে করলে করা যাবে কলকাতা অবলিক গৌহাটী। আমার ছেলে ফাইভে পড়ে কিন্তু কমপিনিয়ন যে কথাটা এটা কি?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্প্যাউজ বলা হয়েছে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— এখানে লেখা হচ্ছে কমপিনিয়ন সেটা হবে স্প্যাউজ। একমপিনিয়ন সমস্যা আছে।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্বামী স্ত্রী দুইজনে যাবে। এম, এল, এ, যদি স্ত্রী হন তাহলে উনার স্বামী আর এম, এল, এ, যদি স্বামী হন তাহলে তাঁর স্ত্রী।

শ্রীরতনলাল নাথ :— আমার বক্তব্য হল যে, অনেকের মাইনর চাইল্ড আছে। যারা চার পাঁচ জনের মা, বাবা হয়ে গেছেন তাদের কথা আলাদা। এখানে আগেও দেখেছি।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— এম, পিদের ক্ষেত্রে সেটা আছে। আইদার কমপিনিয়ন অথবা স্পাউজ এইভাবে বলা আছে এম, পিদের ক্ষেত্রেও। এবং যেটা আছে আমরা করি না। আমরা দেখি তারপরে যদি একজন ছেলে বা মেয়ের কাউকে করা যায় কিনা। এখনি এটাকে জটিল করে লাভ নেই।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেছেন এই বিলের-মধ্যে, এ্যাডভান্স এমনিই হয়। এ্যাডভান্স এমনি নিতে পারবেন তারপরে এটাকে আ্যডজাস্ট করে নেয়। এতে কোন অসুবিধা নেই। আর যেটা বলেছেন গৌহাটী অবলিক কলকাতা সেটা করে দেওয়া যাবে।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, পরিষদীয় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হল :— "The Salaries, Allowances and Pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Twelfth Amendment) Bill 1998 (Tripura Bill No. 10 of 1998) বিবেচনা করা হউক।

(অতএব, প্রস্তাবটি সভা কর্ত্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হলো)

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো," বিলের শিরোনামটি বিলের একটি অংশ-রোপে গণ্য করা হউক।"

(অতঃপর বিলের শিরোনামটি উক্ত বিলের অংশরোপে ধ্বনি ভোটে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হলো)।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, "The Selaries, Allownces and Pension of Members of the Legislictve Assembly (Tripura) Twelfth Amendment) Bill, 1998 (Tripura Bill No. 10 of 1998)" পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি পরিষদীয় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Selaries, Allownces and Pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Twelfth Amendment) Bill, 1998 (Tripura) Tripura Bill No. 10 of 1998)." পাশ করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, পরিষদীয় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :— "The Selaries, Allownces and Pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Twelfth Amerdment) Bill, 1998 (Tripura Bill No. 10 of 1998)."— পাশ করা হউক।

(অতঃপর, ধ্বনি ভোটে উক্ত আলোচ্য বিলটি সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হলো)।

HALF AN HOUR DISCUSSION.

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :—"হাফ এ্যাণ্ড আওয়ার ডিসকাশান। আজকের কার্যসূচীতে একটি হাফ এ্যাণ্ড আওয়ার ডিসকাশনের নোটিশ আছে। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয়। নোটিশটি বিষয়বস্তু হলো :—"রাজ্যে ও, বি, সি,

সম্প্রদায়ের সুপারিশ কার্য্যকরী করা এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক রাজ্যে অবিলম্বে ও, বি, সি, সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা সম্পর্কে।"

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয় গত ২১.৮.৯৮ইং তারিখে উক্ত বিষয় বস্তুর উপর তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের নাম্বার ১৫২ উথাপন করেছিলেন। কিন্তু, উক্ত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উক্ত প্রশ্নের উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয় বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনার জন্য একটি নোটিশ দিয়েছেন এবং বিষয় বস্তুটি গুরুত্ব উপলব্ধি করে আলোচনার জন্য উহা সভার উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিষয়-বস্তুটির উপর উনার আলোচনা আরম্ভ করতে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মিঃ স্পীকার স্যার, বিষয়বস্তুটি হাউসে প্রশ্ন উত্তর এর সময় উঠেছিল কিন্তু মৌখিক উত্তর দিতে পরেন নাই তাই আপনি বিষয়টির উপর আলোচনা করার জন্য ৩০মিঃ সময় দিয়েছেন তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের রাজ্যে পশ্চাদপদ জনগণকে নিয়ে একটা তালবাহানা চলছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে আছেন। আমি জানি উনি স্টাডি করে এসেছেন, আমি জানি উনি ত্রিপুরা রাজ্যের শূদ্র জাগরণের একজন হোতা। কিন্তু কর্তব্য তার অধ্যায়ে কি আছে আমি জানি না। উনি দপ্তরের একজন মন্ত্রী। যদি সেখানে যদি কোন উদ্যোগ সত্যিকারের থাকতো তাহলে কিছু পদক্ষেপ ও. বি. সি. সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য ব্যবস্থা থাকত। মিঃ স্পীকার স্যার, ১৯৯৩ এবং ১৯৯৮ইং সনে বামফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল কিন্তু সেখানে বলা হয়েছে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্যাকরী করা হবে এবং রাজ্যের ও, বি. সি. সম্প্রদায়ের সংরক্ষণ ব্যবস্থা করা হবে। পর পর দুইবার প্রাইভেট মেম্বার রিজোলুশনে পাশ হয়েছিল। মিঃ স্পীকার স্যার আমি একটা জিনিষ বুঝিনা। কেউ যদি প্রতিশ্রুতি বঙ্গ করে বা বিশ্বাস ভঙ্গ করে তাদেরকে বলা হয় প্রতারক। মিঃ স্পীকার স্যার, ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনে বিভিন্ন বিধান রয়েছে সেই রকম অপরাধে। মিঃ স্পীকার স্যার, যখন সুযোগ আসবে তখন তারাই বিচার করবে কাদের জন্য এই সংরক্ষণ চালু হচ্ছে না। এখানে, এই সভায় যে বেসরকারী বিল পাশ হয়েছিল সেটা যদি কার্য্যকরী না হয় তাহলে বিধান সভার অধিকার ভঙ্গ করা হয় না। আমি মনে করি এই জিনিষের গুরুত্ব অনুধাবন করে সুব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান। মিঃ স্পীকার স্যার, ত্রিপুরাতে ৪৬টি জাতি গোষ্ঠীর ও, বি. সি. অন্তর্ভুক্ত আছে। সেইজন্য রাজ্যের ও, বি, সি, কমিশন সুপারিশ করেছেন এবং রাজ্য সরকার ও সেটি গ্রহণ করে বিজ্ঞপ্তি জারী করেছেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মনে করি এই জিনিসটার গুরুত্ব অনুধাবন করে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানাব। রাজ্যের ও, বি, সি, কমিশন ৪৬ টা সম্প্রায়কে সুপারিশ করেছে এবং রাজ্য সরকারও ৪৬টা সম্প্রদায়কে পশ্চাদপদ জাতি হিসাবে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে এবং ঘোষণা করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার ৩৫টি জাতি গোষ্ঠীকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। আর মাত্র বাকী রয়েছে ১১টি। এই ১১টির জন্য নেশানেল কমিশন আগরতলাতে এসেছে, এই বছরের এপ্রিল মাসে শুনানী হয়েছে, শুনানীর পর কেইসটা পেন্ডিং রয়েছে। নেশানেল কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করে থাকেন। এখন ও, বি, সি-দের সংরক্ষনের প্রশ্ন তো দূরের কথা, এখন ও, বি, সি-দের অস্তিত্বের প্রশ্ন এসে দাড়িয়েছে, স্যার, । স্যার, অবস্থাটা দাড়িয়েছে সাংবাদিকদের মত, সংখ্যা তুলেই ৮০ আসলে ৫০০। সংখ্যাটা এখানে মাননীয় মন্ত্রী স্বীকার করেছেন ২৪.৫ শতাংশ। সরকারের গঠিত নন্দি কমিশন, সেই নন্দী কমিশন বলছে ত্রিপুরাতে ও, বি, সি, সম্প্রদায়ের সংখ্যা হচ্ছে ৩৪.৫ শতাংশ। আগে শ্যামাচরণ কমিটি যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে ৪২ শতাংশ। যদিও প্রত্যেকে বলেছেন যে প্রপার সার্ভের দরকার। তা নাহলে প্রকৃত লোক সংখ্যা জানা যাবেনা। বর্তমানে কে, আর, দাস কমিশন সেখানেও বলা হয়েছে প্রপার সার্ভের দরকার তা নাহলে তার সঠিক সংখ্যা বলা যাবেনা। এখানে সকলেই যদি বলে থাকে যে প্রপার সার্ভের দরকার, তা নাহলে প্রকৃত জনসংখ্যা জানা যাবেনা, তা হলে কোন সার্ভের ভিত্তিতে আজকে বলছে ২৪.৫ শতাংশ তা হলে সেটা কিসের ভিত্তিতে বলছে, স্যার, । ১৯৩১ সালের পরে, আমার চেয়ে বেশী জানার কথা উনি বেশী স্টাডি করেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ১৯৩১ সালের পরে ভারতবর্ষে কাস্ট বা কমিনিটি ভিত্তিক সার্ভে হয়নি। এর আগে কাস্ট ভিত্তিক সেন্সাস হত তা আবার হবে স্যার, ২০০১ সালে। তাহলে এই পর্য্যন্ত যে পরিসংখ্যান দেওয়া হল এটা কিসের ভিত্তিতে। ঘরে বসে একটা সংখ্যা বলে দিল যে ২৪.৫ শতাংশ তা মেনে নেওয়া যাবে। যেখানে বলছে যে প্রপার সার্ভের দরকার সেখানে বলছে যে ২৪.৫ শতাংশ, এই সংখ্যাটা বলা অন্যায় হয়েছে বলে আমি মনে করি। এটা প্রতারনা করা হয়েছে ও, বি, সি, সম্প্রদায়ের সাথে। স্যার, এই যে ২০০১ সালে সেন্সাস হবে আমি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছি, যে পরবর্তী সময়ে ২০০১ সালে যে সেন্সাস হবে, এই রাজ্যে যাতে কাস্ট এবং কমিনিটি ভিত্তিক সেন্সাস হয় সেই জন্য আমি দাবী জানিয়েছি, তারা চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করেছে কিন্তু কি ব্যবস্থা নেবে তা বলেনি। আমার আবেদন হচ্ছে এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারে তরফ থেকে এবং দপ্তর থেকে চিঠি দেওয়া হউক যাতে সারা ত্রিপুরাতে যেন ২০০১ সালে যে সেন্সাস হবে সে সময় আমাদের রাজ্যে কাস্ট এবং কমিনিটি ভিত্তিক সেন্সাস হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বর্তমানে ও, বি, সি, কমিশনের জন্য যে টাকা ধরা হয়েছে সেটা লোক দেখানো মাত্র। এখন আসছি সংরক্ষণের প্রশ্ন। রাজ্য সরকার বলছে যে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে ৫০ শতাংশের বেশী রিজার্ভেশন দেওয়া যাবেনা। এটা কিভাবে রাজ্য সরকার বলে।

স্যার, একথা বলেনি। এটা কোন কেসে বলেছে? কেসটা হলো, এ, আই, আর, ১৯৯৩ সুপ্রীম কোর্ট ৪৭৭, ইন্দ্র সাহনী এটসেটরা, এটসেটরা, পিটিসনারস ভার্সাস ইউনিয়ন অব ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড আদারস এসসেটরা এসসেটরা, রেসপনডেন্টস্। জাজমেন্টে কি বলা হয়েছে? বলা হয়েছে, While 50·/. shall be the rule, it is necssary not to put out of consideration certain extraordinary situations inherent in the great diversity of this country and the people. It might happen that in farflung and remote areas the population inhabiting those areas might, on aceount of their being out of the main stream of national life and in view of conditions peculiar to and characteristical to them, need to be treated in a different way, some relaxation in this strict rule may become impertative. In doing so, extreme caution is to be exercised and a special case made out. এখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে। এটা রুল। বলেছে, এটাকে রিলাকজেশন করা যাবে। স্যার, এখানে আমার চিঠিতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছিলাম, এখানে শুধু আমার কথা নয়। এই রাজ্য বিধানসভায় দাঁড়িয়ে রাজ্য সরকার স্বীকার করেছিলেন, আইনের দিক দেখব। আবার রাজ্য সরকারের জয়েন্ট সেক্রেটারী লেভেলের অফিসার হাই কোর্টে এফিডেভিট দিয়ে বলেছে, সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, পঞ্চাশ শতাংশের বেশী রিজার্ভেশন দেওয়া যাবে না এটা ঠিক নয়। রিজার্ভেশন দেওয়া যাবে। স্যার, সিভিল রুল, ৩৩২/৯৬ এইখানে স্টেট অব ত্রিপুরা অ্যাণ্ড আদার পারসনস ভার্সাস শ্রীচন্দন সাহা অ্যাণ্ড আদারস সেখানে বলেছেন এফিডেফিট দিয়ে, ফিফটি পারসেন্ট রিজার্ভেশান সুপ্রীম কোর্ট যা বলেছে ইট ইজ নট কারেকট। এটা মেণ্ডাটরী নয়। স্যার, এখানে আমাদের রাজ্যের কি পরিস্থিতি। সারা ভারতে এস, টি, সংখ্যা কত? এস, টি, সংখ্যা ৭.৫ পারসেন্ট। আর এস, সি,-এর সংখ্যা কত? এস, সি,-এর সংখ্যা ১৫ পারসেন্ট। আমাদের রাজ্যে কি? আমাদের রাজ্যে এস, টি, হলো, ৩১ পারসেন্ট। আর এস, সি, হলো, ১৬ পারসেন্ট। এখানে পিকিউলিয়ার সারকামটেনসেস। ত্রিপুরা দুর্গম অঞ্চল কিনা? হ্যাঁ। ত্রিপুরা ফারফ্লাঙ্গ কিনা? হ্যাঁ। পিকিউলিয়ার বৈশিষ্ট কিনা? হ্যাঁ। এখন কেস মেড আউট করবে কে? রাজ্য সরকার। কিন্তু এইখানে পরিষ্কার। আইনের যুক্তিতে আমি যাব না। স্যার, মাননীয় মন্ত্রী ঐ দিন বলেছিলেন যে, এটর্ণি জেনারেলের মতামত নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। রাজ্য সরকার মতামত নিচ্ছে। মন্ত্রী বলেছেন, এটর্ণি জেনারেলের মতামত আউট করলে গণ্ডগোল লেগে যাবে। স্যার, কি গণ্ডগোল? এটা সাংবিধানিক অধিকার। ভাত পাওয়ার প্রশ্ন নয়। এটা সংবিধানে দেওয়া আছে। এখানে স্ত্যি সত্যি এ, বি, সি-দের সংরক্ষণের অধিকার দেওয়ার ইচ্ছা থাকলে সংবিধানের অধিকার দেওয়া আছে। ইট ইজ ক্লেরিফিকেশন। আর্টিকেল ১৫ (৪), ১৬ (৪) তা পরিষ্কার লেখা আছে। ১৫ (৪) এ আছে, "Nothing in this article shall prevent the

State from making any provision for the reservation of appoiniments or posts in favour of any backward class of citizens which in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State " স্যার, । ১৫ (৪) এবং ১৬ (৪) এ পরিষ্কার লেখা আছে। এছাড়া ৩১ (খ) ধারা মতে আমাদের বিধানসভায় (আইনের যুক্তি বলছি না) আমাদের ক্ষমতা আছে। কিনা ? পঞ্চায়েত বিলের উপর সুদীপ বর্মণ মহাশয় যখন বলেছিলেন, সিলেক্ট কমিটিতে পাঠাতে। তার উত্তরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, অন্যরাও বলেছেন, আগে আইন তৈরী করি। ভুল ত্রুটি থাকতে পারে। ভুল ত্রুটি থাকলে পরে দেখব। দেরী হলে জনসাধারণের ক্ষতি হবে৷ এখন বিল আটকাবেন না। কাজেই যেহেতু সংবিধানে প্রভিশান আছে, ১৫ (৪) এবং ১৬ (৪) এ ও ৩১ (খ) ধারায়, বিধানসভায় দুই তৃতীয়াংশের সমর্থন থাকলে, মাননীয় রাষ্ট্রপতি মহোদয় অনুমোদন দিতে পারেন। যতখুশি রিজার্ভেশন দেওয়া যাবে। কাজেই এখন যদি বিল না হয়, তাহলে এর উদ্দেশ্য কি ? রাজনৈতিক সদিচ্ছা আছে বলে মনে হয় না। স্যার, ১৯৯৩ সালে সীতারাম কেশরী যখন কল্যাণমন্ত্রী ছিলেন, তখন একটি অল পার্টি মিটিং ডেকেছিলেন ও, বি, সিদের রিজার্ভেশনের ব্যাপারে। সেখানে অনলি ওয়ান মেম্বার অপোজ করেছিলেন, । এখানে এই বিধানসভায় এই ব্যাপারে অরুনকান্তি ভৌমিক রেইজ করেছিলেন। প্রশ্নটা ছিল, চণ্ডীগড়ে পার্টি কংগ্রেসে সোমনাথ চ্যাটার্জী অপোজ করেছেন। তাছাড়া আমার জানা নেই, আমি শুনেছি, সি, পি, আই, (এম) এর পলিট ব্যুরোতে একজনও ও. বি, সি, মেম্বার নেই। আজকে স্যার, সোমনাথ চ্যাটার্জী কিভাবে অপোজ করল ?

স্যার. এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে—১) রিজার্ভেশনের জন্য লোক সংখ্যা পরিসংখ্যানের জন্য রাজ্য সরকার থেকে একটা চিঠি দেওয়া হোক প্রধানমন্ত্রীর কাছে। ২) শিক্ষা, চাকুরী এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে আর্থিক সাহার্য্যের ক্ষেত্রে সংরক্ষন চালু করার জন্য ২৪ ৫ পার্সেন্ট এটাই দেওয়া হোক লোক গননা হওয়া সাপেক্ষে। ৩) ও, বি, সি, ডাইরেক্টরেট এবং ও, বি, সি, ডেভেলাপমেন্ট করপোরেশন ও এখন এস, সি, এস. টি, ডেভেলাপমেন্ট কমিশনের সঙ্গে ও, বি, সি ফেও ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে এটার কি ডেভেলাপমেন্ট হবে ? ও, বি, সিদের জন্য সেপারেট ডেভেলাপমেন্ট করপোরেশন গঠন করা হোক। এবং ও, বি, সিদের প্রমোশান. উন্নয়ন এবং অগ্রগতির জন্য পৃথক মন্ত্রক করা হোক। স্যার. এখানে ও, বি, সির দুই জন মন্ত্রী আছেন। অন্য সদস্য কাউকে ও, বি, সি মন্ত্রকের দায়িত্ব দিয়ে অনলী কর ডেভেলাপমেন্ট অব দ্য ও, বি, সি' তাদের জন্য পৃথক মন্ত্রক করা হোক। স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার এবং অন্যান্য কোন কোন রাজ্যে আছে, অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী মধ্যে অস্পৃশ্যতার শীকার তাদেরকেও তপশিলী জাতি ও উপজাতি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মণ্ডল কমিশন প্রস্তাব করেছেন। স্যার, বিভিন্ন রাজ্যে পশ্চাদপদ জাতিগুলির

প্রস্তাব প্রায় একশত বছরআগে ভারতের প্রদেশিক সরকার সমাজে বঞ্চিত অংশের জন্য বিভিন্ন ধরণের বিশেষ কর্মসূচী নিয়ে এসেছে। প্রথম নিয়েছে পাঞ্জাব সরকার, ১৮৮৫ইং সালে নিপীড়িত শ্রেণীর ছাত্রদের বিশেষ সুবিধার মাধ্যমে। ১৯২১ইং সালে তা আরও বাড়ানো হয়। এরকম সুযোগ শুধু পাঞ্জাবেই নয়, অন্যান্য বহু রাজ্যে প্রসারিত করা হয়েছে। শুধু মাত্র জ্যোতি বসু বলেছেন আমাদের রাজ্যে ও, বি, সি নেই। চণ্ডিগড় কনফারেন্সে বলেছেন। এখানে অবশ্য শুভ্র জাগরণের কথাই বলা হচ্ছে। এখানে শুধু বারবার বলা হচ্ছে আইনের দিকটা খাতিয়ে দেখেছি। এখানে এই প্রভিশান মোতাবেক বিধানসভায় আমরা বিল আনতে পারি। বিল আনার পরে সুপ্রীম কোর্ট যদি বাতিল করে, করুক। এখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে ক্লার ফাং, রিমোর্ট এরিয়ার কথা বলা আছে। দেয়ার ইজ এ প্রভিশান। কাজেই এই ক্ষেত্রে বঞ্চনা না করার জন্য আমি অনুরোধ করছি। আমি রাজনীতির জায়গায় যাব না। সোমনাথ চ্যাটার্জী বিরোধীতা করেছেন সেইজন্য বলছি। স্যার, এখানে ২৪.৫ পার্সেন্ট বলা হয়েছে এটার সংখ্যা ৪৩ পার্সেন্ট হবে। আমি অনুরোধ করব মণ্ডল কমিশন যে যে সুপারিশ করেছেন সংরক্ষনের জন্য, তার জন্য এই বিধানসভায় একটা বিল আনা হোক। সরকার যদি বিল না আনতে পারেন, তাহলে আমরা বিল আনি, উনারা সমর্থন করুন। এই ব্যাপারে দপ্তরের সফটনেস আছে আমি জানি। কিন্তু কার জন্য পারছেন না? সেক্রেটারিয়েট অব দ্য সি, সি, আই, (এম) পার্টি? আমি অনুরোধ করব এই জিনিষটা খতিয়ে দেখে মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে ব্যবস্থা নেবার জন্য। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা। শ্যামাবাবু আপিন অল্প কথার মধ্যে শেষ করুন। কারণ আপনার একটা আলোচনা পেণ্ডিং আছে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— ঠিক আছে স্যার, আমি বেশী সময় নেব না। শুধু প্রস্তাবটাকেই সমর্থন করছি। স্যার, বিধানসভা যে কোন আইন পাস করতে পারে এবং পার্লামেন্ট সেটা নাকচ করে দিতেও পারে। লেট আস প্রেসিডেন্ট ছাট এ্যাকসেপ্ট। আমরা সত্যি সত্যি যদি আন্তরিক হই লেট আস ট্রাই আওয়ার লেভেল বেষ্ট। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅনিল সরকার।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, ও, বি, সি রিজার্ভেশন সম্পর্কে আধ ঘণ্টার জন্য আলোচনার বিষয়বস্তু উপস্থিত করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয়। ও, বি, সি রিজার্ভেশনের ব্যাপারটা ভারত সরকারের একটা দীর্ঘদিনের একটা আন্দোলনের ব্যাপার। আমরা লক্ষ্য করেছি ১৯৫৩ সালে এই সব পশ্চাদপদ শ্রেণীকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কাকা কালেকর কমিশন বসেছিল।

প্রথম বসেছিলেন ও, বি, সি, কমিশন এবং সেখানে প্রায় ২৩৯৯টি কমিউনিটিকে আইডেন-টিফাই করা হয়েছিল এর মধ্যে মহিলাদেরও পশ্চাৎপদ বলে ধরা হয়েছে। মোট ব্যাকওয়ার্ড ছিল ৮৩৭টি এই কমিশনের রিপোর্টে ১৯৫০ সনে প্রকাশিত হয় কিন্তু কার্য্যকরী হয়নি নেহেরু সরকার বলে দিলেন যে এতে অনেক গলদ আছে। রাজ্যগুলিকে নিজ নিজ জনসংখ্যার মধ্যে যারা পশ্চাৎ-পদ তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কমিশন গঠন করা হোক সেই জন্য কর্নাটক, গুজরাট, তামিলনাড়ু, কেরালা, অন্ধ্র তারা বিভিন্ন সময়ে এই সব কমিটি গঠন করে পশ্চাৎপদ শ্রেণীর মানুষের কিছু কিছু রিজার্ভেশান দেয় ১৯৯৭ সালে সেকেণ্ড ও, বি, সি, কমিটি গঠিত হয় তখন কেন্দ্রে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহের আগের সরকার ছিল মোরারজী দেশাই সরকার। কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন বি, পি, মণ্ডল সেই অনুসারে নাম হয় মণ্ডল কমিশন। মণ্ডল কমিশন খুজে দেখল যে ১৩৮০ সালে তার রিপোর্ট প্রকাশ করে ১৪৭৩টি কমিউনিটিকে পশ্চাৎপদ শ্রেণীর বলে ঘোষণা করা হলো এবং সংবিধানের ১৫নং ধারাতে যারা শিক্ষা এবং সামাজিক দিক থেকে অনুন্নত এবং পশ্চাৎপদ তাদের জন্য সংরক্ষন করতে হবে। এটা হলো প্রটেকটিভ ডিসক্রি-মিনেশ্যান আইনের চোখে সবাই সমান হলেও যারা হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষের জাতিগত কারনে সামাজিক ভাবে অর্থ, বিদ্যা ইত্যাদি অধিকারের জন্য পিছিয়ে আছে তাদেরকে চাকুরী এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে রিজারভেশান দিতে হবে। সেটা পরবর্তী সময়ে বি, পি, সিং যখন প্রধানমন্ত্রী তখন এই মণ্ডল কমিশনের সুপারিশগুলি গ্রহণ করলেন। সেখানে সুপারিশ গ্রহণ করতে গিয়ে দেখা গেল যে সুপ্রীম কোর্টের রায় যা আছে ৫০ ভাগের বেশী রিজারভেশান দেওয়া যাবে না এবং যথারীতি সাড়ে ২২ শতাংশ ট্রাইবেল এবং সিডিউ্যলড্ কাষ্টের রিজারভেশান আছে। ২৭ ভাগ ও, বি, সির জন্য রিজারভেশান করা হলে এবং যেখানে সেই ও, বি, সি, রিজারভেশান ৫০ এর নীচে এখন খালি আছে তারা বিভিন্ন জায়গায় এইগুলি কেউ কেউ চালু করলেন। আমাদের রাজ্যে তখনি বামফ্রণ্ট সরকার ছিল আমরা নীতিগত ভাবে গ্রহণ করলাম। তৃতীয় বামফ্রণ্ট সরকারের সময় এটাকে কার্য্যকরী করার জন্য ও, বি, সি,-তে সুযোগসুবিধা এবং তাদের অগ্রগতির জন্য কি করা যায় তার জন্য আমরা একটা কমিশন গঠন করলাম এবং তার ভিত্তিতে রিপোর্ট আমরা প্রকাশ করলাম এবং তাতে ৪৪টা জাতিকে আমরা ও, বি, সি, পশ্চাৎপদ ঘোষণা করলাম কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার মাত্র ৩৫টাকে মেনে নিলেন। এর ভিত্তিতে বিভিন্ন রকম সুযোগ ষ্টাইপেণ্ড, বুক গ্র্যাণ্ট দেওয়া হলো এর ফলে ৩৭ হাজার ষ্টুডেণ্ট উপকৃত হয়েছে। সিকস্ এবং সেভেন ১০০ টাকা ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়েছে। এইটেতে যারা ৫০ পারসেণ্ট নম্বর পেয়েছে তাদের ১২০ টাকা করে স্কলারশীপ দেওয়া হয়েছে এবং ইলাভেন, টুয়েলভ্-এ ১৬৫ টাকা করে স্কলারশীপ দেওয়া হয়েছে। এখন প্রসঙ্গ এসে গেল যে প্রশ্নটা পশ্চাৎপদ শ্রেণী ও, বি, সির জনসংখ্যা কারণ আমরা লিগেল এডভাইস গ্রহণ করেছি।

কারণ আমরা লিগেল অ্যাডভাইস গ্রহণ করেছি এটা ঠিকই বলেছেন যে ৩১ পর্য্যন্ত সেনসাসের মধ্যে জাতিটা কোন্ বর্ণ ইত্যাদি দেখা হয়। কিন্তু তার পরবর্ত্তী সময়ে সেই সেনসাসের মধ্যে আর বর্নটাকে দেখা হয়না। কি কারণে বুঝা খুব কঠিন বা সোজাও। কিন্তু একটা কিভাবে পোষ্টিংটা হতে পারে এটা একটা অনুমান। ধরা হচ্ছে ভারতবর্ষে ৫২ পারসেন্ট এই অংশের মানুষ। এর মধ্যে সমস্ত অংশের মানুষই ও, বি, সির মধ্যে আছে, সমস্ত ধর্মেরই আছে। মুসলিমদের মধ্যে একটা অংশ আছে, খ্রীষ্টানদের মধ্যে একটা অংশ আছে। এইভাবে পশ্চাৎপদ শ্রেণী। আমাদের এখানে এটা আদিবাসী প্রধান অঞ্চল ছিল। বাংলাদেশ ভাগ হওয়ার পর যে জনসংখ্যা, এখানে উদ্বাস্তু বেড়েছে। সেখানে ভারতীয় সেনসাসের ৩১ সনের ব্যাপারটা দিয়ে ক্যালকুলেট করা যায় না। গুণ করে এটা করা সম্ভব না। কাজেই আমাদের-কে এটা বলে দেওয়া হল। লিগ্যাল অ্যাডভাইজ নিলাম যে এটা কেয়ারফলি করতে হবে। ৫০ ভাগের বেশী দূরবর্ত্তী এলাকায় এবং দুর্গম এলাকায় বা Ordinary এলাকায় মধ্যে দেওয়া যায়, কিন্তু সেটা যাতে সাইনটিফিক ওয়েতে হয়, সেটা দেখতে হবে। সেজন্য আমরা ১৯৯৫-এ একটা রাফ সেনসাস করলাম। সেই সেনসাসে বেরিয়ে এল পপুলেশান ৬ লক্ষ ৭৪ হাজার ৪৯২৬ ২৪.৪৮ পারসেন্ট এবং যথারীতি আমরা আমাদের সরকারের কমিটি বলল যে তোমরা তোমাদের ও, বি, সির এই রিজারর্ভেশান তোমরা দেবার জন্য চেষ্টা কর। আমরা দেখলাম এখানে ৪৭ পারসেন্ট অলরেডী রিজার্ভ হয়ে আছে। যদি দিতে হয় তার ৫০ পারসেন্টের মধ্যে তাকে মাত্র তিন পারসেন্ট এবং এটা অসম্ভব। ইতিমধ্যে আমরা লক্ষ্য করলাম যে তামিলনাড়ু সরকার এই রিজারর্ভেশানের পক্ষে তারা একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন এবং সেখানে ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসের জন্য থার্টি পারসেন্ট রিজার্ভ, মোস্ট ব্যাকওয়ার্ডের জন্য টুয়েন্টি পারসেন্ট রিজার্ভ, সিডিউল কাস্টের জন্য ১৮ পারসেন্ট রিজার্ভ, সিডিউল ট্রাইবের জন্য ওয়ান পারসেন্ট সিকসটি নাইন পার-সেন্ট রিজার্ভ করার জন্য একটা প্রস্তাব দিলে প্রস্তাবটা লোকসভার মধ্যে আলোচনা হল পক্ষে, সেখানে আলোচনা করার পরে বলা হল যে সেটা নাইনথ্ সিডুলের মধ্যে কনষ্টিটিউশানের মধ্যে সীমানা ঢুকিয়ে দাও। সেখানে সুপ্রীম কোর্টের কোন এক্তিয়ার থাকবেনা। কারণ এটা ব্যাপারে সেখানে জনসংখ্যার অনুপাতে যারা পিছিয়ে আছে ভারতবর্ষে, তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য প্রেটেক্টিভ ডিসক্রিমেনেশান রিজার্ভেশানে ব্যাপারটা আছে। তারপরও সুপ্রীম কোর্ট থেকে সেটা আটকে দেওয়া হল। এখানে একটা ব্যাক্লগ হয়ে গেল। কাজেই সেইদিক আমরা অ্যাটরনি জেনারেলের কাছে আবার গেলাম যে আমরা নীতিগত ভাবে রিজার্ভেশান দেওয়ার পক্ষে। আমরা তামিলনাড়ুর ভাগ্যে যা ঘটেছে এই সম্পর্কে অ্যাটরনি জেনারেলের মতামত জানতে চাইলাম।

If reservation has to be provided to for O. B. C also can the state

of Tripura would have to prone down the reservation of the Schedule Tribe and Schedule Caste and make distribution of reservation according to their respective adequacy of representation in the State Service. If this exercise is done this State may modestly increase overall reservaticn over 50 /. but not 70 to the extend of 71./·.

ট্রাইবেল ৩১, এস, সি ১৬, এবং ২৪ এটা ৭১ হয়। কাজেই এই যে জটিলতা সেজন্যই আমরা বলছি আইনের দিক থেকে আমরা খতিয়ে দেখব এবং নীতিগত আমরা যেটা বলেছি যে আমরা ও, বি, সির বেনিফিট, ও, বি, সির রিজার্ভেশান এখান থেকে আমরা এখনও দূরে সরে যাইনি। আমরা এইদিক থেকে যেসমস্ত দাবী, প্রস্তাব ইত্যাদি এসেছে, রাফলি যদি হয়, ২৪ শতাংশ মানুষের যে আশা আকাঙ্খা এটাকে আমরা রেসপেক্ট করি এবং এটাকে কিভাবে কার্যকরী করা যায় নিশ্চয়ই আমরা দেখব।

প্রশ্নটা বিরোধী দলের সদস্য তুলেছেন ভালই হয়েছে এবং আমরা চাই এটা নিয়ে আলোচনা হোক এবং এই ব্যাপারটা খুবই বিতর্কিত হচ্ছে এবং এই মণ্ডল কমিশন ঘোষণা করতে গিয়ে বলেছে যে, এটা হাড বার্নিং হবে অনেক এটা সহ্য করতে পারবে না, এই জন্য ভি পি সিং যেটা গ্রহন করলেন সেই দিন অনেকেই সেটা সমর্থন করতে পারেন নি, আমি তাদের নাম বলতে চাই না, নাম বলে লাভ নাই। কোটি কোটি টাকার সম্পদ সেখানে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আত্মহুতিও দিয়েছে ইত্যাদি হয়েছে। কাজেই আমরা অর্থ নৈতিক দিক থেকে যতগুলি সুবিধা দেওয়া দরকার এবং শিক্ষার দিকে যতগুলি সুযোগ দেওয়া দরকার, তাদের বেনিফিট রিলিফ এগুলি আমরা দিয়েছি এবং দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং করপোরেশানও আমরা করেছি। নিজস্ব ডাইরেকটরিয়েট করার ব্যাপারটা আমরা নিশ্চয়ই দেখব এবং এখানে যে প্রস্তাবগুলি এসেছে ক্রমশ সেগুলিও বিচার বিবেচনা করব আমাদের সাধ্যমত। এতে আমাদের কোন আপত্তি নাই, তবে নীতিগত ভাবে যা করতে হবে নিশ্চয়ই আমরা তা ভবিষ্যতে করব। স্যার, কেন্দ্রে যখন যুক্তফ্রন্ট সরকার ছিল তখন আমাদের কাছে একটা বে-সরকারী প্রস্তাব এসেছিল যে রিজার্ভেশনের যে বার ৫০ পারসেন্ট এটাকে তুলে দেওয়া হোক, এর কারণ হচ্ছে যাদের জন্য রিজার্ভেশানটা চাওয়া হচ্ছে নীতিগত ভাবে বা সামাজিকভাবে তারা কত পারসেন্ট, তারা সমাজের অনুগ্রসর শ্রেণী মাইনরিসটি এবং মোষ্টলি হাজার হাজার বছর ধরে তারা অ্যানএডিউকেটেড ইত্যাদি। তাতে দেখা যাচ্ছে এস. সি. হল ১৬ পারসেন্ট আর এস টি হল ৭ পারসেন্ট ও. বি, সি, হল ৫২ পারসেন্ট এবং মাইনরিটিস ১০ পারসেন্ট রাফলি ধরলে এটা হয়, এটার বেশী হবে। এদেরকে নানাভাবে ধরে নেওয়া হয়েছে এবং এদের জন্য প্রটেকটিভ ডিসক্রিমিনেশন দরকার আমেরিকায় যেমন নিগ্রোদের জন্য

ধরা হয়েছে ইত্যাদি এই ধরণের। কাজেই এই প্রশ্নটা আজকে সারা ভারতবর্ষে আলোচিত হচ্ছে এবং তামিলনাড়ুতে প্রথমে এটা প্রায় একশত বছর আগে স্টার্ট করে ডেভেলাপমেন্ট কমিউনিটিকে সেয়ার দেওয়া দরকার সেই জন্য তামিলনাড়ুতে সবার আগে এটা প্রায়রিয়া। কিন্তু আমাদের অংশে যেহেতু আইনসভাগুলিতে কোর্ট কাচারীতে সেইভাবে কথা বলার ব্যাপারটা নাই সেই জন্য আইনের চোখে সবাইকে সমান বলে এবং কোয়ালিটির প্রশ্নটা তুলে দিয়ে ৮৫-র জন্য রিজার্ভেশান করে দেওয়া হল। ৮৫ না আমি ধরব ও, বি, সি, সহ ৭৫ পারসেন্ট মাইনরিটির কথা বলছি না, যদিও তাদের অবস্থাটা আরও অনেক খারাপ, ধর্মীয় সংখ্যা লঘুদের কথাও বলছি না। এখানে ৭৫ পারসেন্ট পপুলেশানের জন্য ৫০ পারসেন্ট রিজার্ভেশান হয়ে রইল। আর ওপেষ্ট টু অল বলতে মাইনরিটিস সেই কমপিটিশানে আসে না। তাহলে হয় আপার ক্লাসই হোক আর আপার কাষ্টই হোক বা আপার স্টেটাসই হোক, যারা হাজার হাজার বছর ধরে বিদ্যার সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলি গ্রহণ করেছে তাদের কোয়ালিটি তাদের প্রিভিলেইজের জন্য নীতিগত কথা আছে যে ১৫ পারসেন্ট-এর জন্য ৫০ পারসেন্ট রিজার্ভেশান, আর ৭৫ পারসেন্ট-এর জন্য রিজার্ভেশান হল ৫০ পারসেন্ট। এই যে সোশ্যল জাসটিস-এর কোয়েশ্চান এই প্রসঙ্গটা আজকে এসে যাচ্ছে। সেই জন্য লোকসভায় প্রশ্নটা এসেছিল যে আমরা কি বলি, সকলকে রিজার্ভেশান দেওয়ার ক্ষেত্রে, অগ্রসর শ্রেণীর ক্ষেত্রে।

তখন দশরথবাবু মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। এবং যেখান থেকে আমাদের মতামত জানতে চাওয়া হলো। আমরা তাদের জানিয়ে দেই যে-দেয়ার শুড নট বি অ্যানী সিলিং লিমিট অন রিজার্ভেশন অ্যাণ্ড দ্যা রিজার্ভেশন শুড বি ফেইজড অন দ্যা পার্সেণ্টেজ অন সিডিউল্ড কাষ্ট, সিডিউল্ড ট্রাইবেস্ অ্যাণ্ড ও, বি, সি পপুলেশন। এটা আমরা পাঠিয়ে দেই সেই ১৯৯৭ইং সালে। কাজেই এই দিক থেকে আমাদের নীতিগত অ্যাটিটিউড অনেক ক্লিয়ার। এবং আমরা যেটা বলতে চাই আমরা খতিয়ে দেখছি। এইটা অত্যন্ত ক্রিটিক্যাল হতে পারে কারণ এটা একদিনের ব্যাপার না, এটা হাজার হাজার বছরের যে অবজ্ঞা সেটা থেকে যে একটা নিউ অ্যাসপিরেশন-নতুন আকাংক্ষা এটা হতেই পারে। নিশ্চয়ই আমরা ও, বি, সি, কে আরো বেশী বেনিফিট, আরো বেশী স্বাধীকার, যাতে দেওয়া যায় সেটা দেখব। কারণ রিজার্ভেশন এই দেশের চাকুরীতে হলে এই দেশের ক্ষমতায় পাওয়ার এর করিডোর-যদি এই মানুষ গুলিকে প্রশাসন থেকে দূরে তাহলে একদিন তারা ভাববে যে এই দেশটা আমাদের নয়। যারা এগিয়ে গেছে তাদের সেন্স অব সোস্যাল জাষ্টিস্ অ্যাণ্ড সেন্স অব হিউমেনিজম্ এর উপর তাদের অবিশ্বাস আসবে।

১৯৪৯ সালে আম্বেদকর বলেছিলেন যে আমরা আজকে ভারতবর্ষকে রিপাবলিক হিসাবে ঘোষণা করছি সকলকে ওয়ান ম্যান ওয়ান ভোট ধারণা করছি, অ্যাণ্ড ওয়ান ম্যান ওয়ান ভেলিউ

ঘোষণা করছি। কিন্তু আজকে দুটো ইন্‌জাষ্টিস্ আমরা রেখে দিচ্ছি-বিরোধ একটা হলো অর্থনৈতিক বিরোধ। আরেকটা হলো সামাজিক বিরোধ। অর্থ-নৈতিক বিরোধ হলো কেউ কোটিপতি আর কেউ ভীখারি। আর সাম্য মানে শয়ান ম্যান ওয়ান ব্রেক্। আরেকটা হচ্ছে সোস্যাল জাষ্টিস্। হিন্দুদের মন্দিরে উচ্চবর্ণের লোকেরাই প্রবেশ করতে পারবে কিন্তু নিম্ন বর্গের লোক প্রবেশ করতে পারবে না। একটা কুকুরও প্রবেশ করতে পারবে না। এইটা হচ্ছে সোস্যাল ইন্‌জাষ্টিস্। এবং এতে অল্প সময়ের মধ্যে এই সোস্যাল ইন্‌জাষ্টিস্ যদি দূর করা না যায়, এই অসাম্য দূর করা না যায় তাহলে এই ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের ষ্ট্রাক্‌চারটা দে উইল্ ব্লো আপ্। তাদের ভুড়িয়ে দেবে। এবং এটাই মণ্ডল কমিশনে বলা হয়েছে এবং ভারতবর্ষের সংবিধানে ১১৫ নং ধারায় বলা হয়েছে যে ভারতবর্ষের জাতির একটা বিশেষ বৈশিষ্ট আছে। এই জাতি সত্বার দ্বারাই মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। সেজন্য ১৫ নং ধারায় এবং ১৬ নং ধারায় বলা হয়েছে যারা পশ্চাদপদ শিক্ষা এবং সামাজিক দিক থেকে এরসঙ্গে অর্থ-নৈতিক ব্যাপারটাতো আছে। সেই জায়গায় কিন্তু আপনাদেরকে বলছি যে কি বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে যে অর্থ-নৈতিক অবস্থার, সামাজিক আপনাদেরকে বলছি যে কি বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে যে মণ্ডল কমিশনের কিছু ডাটা আপনাদের কাছে আমি পড়ে শুনাচ্ছি ভারতবর্ষের একটা হলো শ্রেণীগত ভেদ-বিত্ত এবং বিত্তহীন, আরেকটা হলো সুবিধা ভোগী। আরেকটা হলো বর্ণগতভাবে-একটা উচ্চবর্ণ, আরেকটা হচ্ছে নিম্নবর্ণ এবং উচ্চশ্রেনী যাদের সোস্যাল অ্যাণ্ড ইকনোমিক ষ্টেটাস্ প্রায় কাছাকাছি-ওয়ান পার্সেণ্ট প্রায় এদিক সেদিক হচ্ছে। মণ্ডল কমিশনের রিপোর্টে বলেছে-ভারতবর্ষের ১৫ ভাগ মানুষ এরা হলো উচ্চ বর্ণের যারা ব্রাহমন্ ক্ষত্রিয় বৈশ্য আর বাকিরা হলো শুদ্র। ব্রাহমণ হলো ৩.৫ শতাংশ। কিন্তু তারা রাজনীতিতে দখল করেছে ৪১ শতাংশ আর চাকুরীতে দখল করেচে ৬২ শতাংশ। ক্ষত্রিয়রা ৫.৫০ শতাংশ কিন্তু তারা জমির দখল করছে ৮০ শতাংশ। বৈশ্যরা ৬ শতাংশ কিন্তু বানিজ্যের ৬০ শতাংশ তাদের দখলে। ১৫ ভাগ মানুষ রাজনীতির ৬৬ শতাংশ দখল করেছে এবং সম্পূর্ণ ক্ষমতা তাদেরই। তারা চাকুরী দখল করেছে ৮৭ শতাংশ, ব্যবসা দখল করেচে ৯৪ শতাংশ। জমি দখল করেছে ৯২ শতাংশ। কাজেই, বিত্ত বাণিজ্য প্রশাসন এবং রাষ্ট্র ক্ষমতা কার দখলে? মুষ্টিমেয় কিছু উচ্চবর্ণের বা উচ্চ শ্রেনীর হাতে। আর ৫২ শতাংশ ও, বি, সি তাদের রাজনৈতিক তাও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দয়াতে রাজনীতিতে অধিকার পেয়েছে মাত্র ৮ শতাংশ। চাকুরী পেয়েছে ৭ শতাংশ ব্যবসা পেয়েছে ২.৩ শতাংশ জমি পেয়েছে-৫ শতাংশ আদিবাসী ও সিডিউল কাষ্টস্ যারা তারা যেহেতু পলিটিক্যালী রিজার্ভেশন আছে সেজন্য তারা ২২.৫ শতাংশ হয়ে আসার রাজনৈতিক ক্ষমতা পেয়েছে ২.২৫ শতাংশ।

কিন্তু তাদের চাকুরী ৫ শতাংশ, ব্যবসা ০.২ শতাংশ জমি, ১ শতাংশ। সংখ্যালঘু মুসলিম-খৃষ্টান ইত্যাদিতে ১০.৫ শতাংশ রাজনৈতিক ক্ষমতা পেয়েছে। চাকুরী পেয়েছে ১ শতাংশ, ব্যবসা পেয়েছে ৩.৫ শতাংশ জমি পেয়েছে ২ শতাংশ 'এদেরকেই বলা হচ্ছে "নিম্নবর্গ"। এবং

এই ৮৫ শতাংশের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা বা অংশ গ্রহণ রয়েছে ৩৪ শতাংশ, চাকুরীতে ১৩ শতাংশ। ভারতবর্ষের চাকুরী মানে রাজস্ব-পজিসন। একজনকে পুলিশ অফিসারের চাকুরী দিয়ে ৫২ শতাংশ মানুষের কোন পরিবর্তন হয় না। তাদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয় না। এই ৮৫ শতাংশ মানুষের মধ্যে ব্যবসা পেয়েছে ৬ শতাংশ জমি পেয়েছে ৮ শতাংশ। এর বিরুদ্ধে গোটা দেশের মানুষের সংগ্রাম। সেই সংগ্রাম হচ্ছে, সামাজিক ন্যায়ের সংগ্রাম। স্বাধীনতার ৫০টি বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ওরা অনের অনেক পিছিয়ে রয়েছে। আমাদের সরকার তাদের জন্য কিছু করার চেষ্টা করছে। ও, বি, সি, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আমরা স্টাইপেণ্ড ও স্কলারশীপ চালু করেছি। তাদের জন্য আমরা কর্পোরেশান গঠন করেছি। বাকীটাও আমরা ধীরে ধীরে করব। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সভাসদ্‌গণ, আজকের আলোচ্যসূচীতে আরো একটি বিষয় আলোচনার জন্য রয়েছে। এদিকে পাঁচটা বাজতে চলেছে। কাজেই আলোচনা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আজকের হাউস চলার জন্য যেটুকু সময় লাগে সেটার জন্য হাউসের সময় কিছুটা বাড়ছে।

শ্রীজওহর সাহা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত বছরের মত এই বছর কিন্তু অ.ডট রিপোর্টের ব্রীফ নোট বা সংক্ষিপ্ত সারটি আমাদেরকে নোটিশ অফিস থেকে পরিবেশন করা হয় নাই। কাজেই এটা করার জন্য আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মিঃ স্পীকার :— না, এটা বাধ্যতামূলক নয়। আমাদের কাছে সেখান থেকে যা দেওয়া হয়েছে সেটাই আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। তবে আপনারা যেহেতু বিস্তারিতই পাচ্ছেন সেখানে ব্রীফ নোট দিয়ে আর কি হবে। এটা থেকেই সব পাবেন আপনি।

SHORT DISCUSSION ON THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, সর্ট ডিসকাশান অন দ্য মেটার অব আর্জেন্ট পাবলিক ইমপর্টেন্স। আজকের কার্য্যসূচীতে একটি সর্ট ডিসকাশান নোটিশ আছে। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয়।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—"Official dealing between the Administration and Members of Parliament and State Legislature observance of proper procedure etc."

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিশটির উপর আলোচনা আরম্ভ করতে।

SHORT DISCUSSION ON THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— এটা নিয়ে আমার আলাদা কোন বক্তব্য নেই। এটা নিয়ে সরকার তরফে মাননীয় মন্ত্রীর বক্তব্য রাখলেই হয়ে যায়। তবুও আমি সংক্ষেপে কিছু বলছি। লোক-সভা ও বিধানসভার সদস্যদের সঙ্গে সরকারী অফিসারদের ব্যবহার কি ধরণের হতে হবে এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কোড অব কনডাক্ট রয়েছে। কিন্তু এটা এখানে এখনও চালু করা গেল না। ১৯৯৭ সালের আগস্ট মাসে শ্রীনগরে হুইপদের সম্মেলনে অফিসাররা এই কোড অব, কনডাক্ট মানছেন না বলে অভিযোগ করা হয়েছিল।

গত বছরের আগষ্ট মাসে (১৯৯৮) শ্রীনগরে অনুষ্ঠিত হুইপদের দ্বাদশ সম্মেলনে এই বিষয়টি আবার উঠে এবং অনেক রাজ্য থেকে অভিযোগ করা হয় যে, কোর্ড অব, কনডাক্ট বিভিন্ন রাজ্যের অফিসাররা মানছেন না। কাজেই এটা কি করা যায়। তখন আবার নতুন করে মিনিষ্ট্রি অব, পার্লামেন্টারী অ্যাফিয়ার্স, পার্লামেন্ট থেকে উনি একটা কড়া নোট দিলেন যে, এখন থেকে এগুলি সব পালন করতে হবে। ১৯৯৮ইং সালের ১৬ই জুন এটা সার্কুলেট করেছেন এবং এখানে মুখ্যসচিবকেও কপি দেওয়া হয়েছে।

এখানে নয়টা ব্যবহার বিধি আছে।

প্রথমটা হচ্ছে লোকসভা সদস্য এবং বিধানসভা সদস্যদের যথাযথ ভদ্রতা সৌজন্যবোধ দেখাতে হবে।

দ্বিতীয়ত হচ্ছে-সংবিধান অনুসারে এম, এল, এ, ও এম, পিদের যে দায়িত্ব পালন করার আছে সেটা পালন করতে গিয়ে যা যা দরকার, অফিসারদের সেটা সাহায্য করতে হবে।

তৃতীয়ত হচ্ছে, এম, এল, এদের সঙ্গে যদি অফিসারদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে থাকে এবং কোন কারণে যদি অফিসারকে সেটা বাতিল করতে হয় তাহলে সেটা আগাম জানিয়ে দিতে হবে এবং আলোচনা করে আর একটা তারিখ ঠিক করতে হবে।

চতুর্থত হচ্ছে, এম, এল, এ, এবং এম, পি, যখন কোন অফিসে যান তখন অফিসারদের উঠে স্বাগত জানাতে হবে এবং উঠে আবার তাকে বিদায় সম্বোধন জানাতে হবে। এটা সাধারণ ব্যাপার।

পঞ্চম হচ্ছে, যার যার এলাকায় যখনই যে কোন দপ্তর কোন সরকারী প্রোগ্রাম করেন তখন ঐ এলাকার এম, এল, এ অথবা এম, পিকে অবশ্যই নিমন্ত্রন করতে হবে এবং তাঁর বসার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

স্যার, আমার মনে আছে এখানে একটা উদাহরণ দিতে হয়। ১৯৮৩ সালে তাকমাছড়াতে রাবার কারখানার উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী। হঠাৎ কথাবার্তা নেই নৃপেনবাবু একটা গাড়ী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার নাগ সাহেবকে পাঠিয়ে দিলেন আমাকে নেওয়ার জন্য। নাগ সাহেব এসে বললেন যে, স্যার আপনাকে যেতে হবে তাকমাছড়াতে মুখ্যমন্ত্রী পাঠিয়েছেন। আমি

বললাম যে হ্যাঁ তাহলেতো যেতে হয় আমি গেলাম। আমি একটু আগে গেছি। সেখানে গিয়ে দেখলাম এস, ডি, ও, বি, ডি, ও, আরও অনেকে ছিলেন তারা আমাকে বসতে জায়গা দেয়নি। কারণ আমি বিরোধী দলের সদস্য, আমি এখানে কেন। যাই হউক, আমাকে দেখে তারা অবাক হয়ে গেছে। আমি তখন কি করব ঐ সাংবাদিকদের সঙ্গে কোন রকমে বসে রইলাম। নৃপেনবাবু আধঘন্টা পরে গিয়ে স্টেজে উঠে বললেন শ্যামাচরণ ত্রিপুরা কোথায়? তখন তারা বলল স্যার, ঐখানে। তখন তিনি বললেন ঐখানে কেন, জানেন না উনি এলাকার এম, এল, এ তিনি প্রচণ্ড রেগে গেছেন। তারপর এসে আমাকে নিয়ে গেলেন বসালেন। এই যে ভদ্রতা এতে তো উনার কোন ক্ষতি হয়নি। বরং উনার লাভ হয়েছে এবং চিরদিন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি অনেক বেড়ে গেল। এই জিনিষটা আমরা আশা করছি আমাদের নবীন প্রজন্মের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে।

এই জিনিষটা আমরা আশা করছিলাম আমাদের নবীন প্রজন্মের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। উনি আমাদের ডিস্ট্রেস এলাকা দেখতে গেলেন। সেখানে কোন নির্বাচিত সদস্যকে তিনি খবর দিলেন না এমন কি শাসক দলেরও না। আমাদেরকে তো না। আর একটা ঘটনা হল আমাদের এখানে বিজু মেলা গড়িয়া উৎসব এখানে সরকারীভাবে একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল সেখানে দেখলাম কাগজে ঠিকই লেখা আছে শ্যামাচরণ ত্রিপুরা বিশেষ অতিথি। কিন্তু আমার সামনে দিয়েই আসা যাওয়া করছে কিন্তু আমাকে একবারের জন্য জিজ্ঞেস করলেন না আপনি যাবেন কিনা না, বা কখন যাবেন। তারপরে, ছয় নাম্বারে আছে যদি কোন নির্বাচিত এম, এল, এ, বা এম, পি যদি কোন দপ্তরে চিঠি দেয় তাহলে প্রথমেই একনলেজ দিতে হবে যে হ্যাঁ, তোমার চিঠি পেয়েছি। এবং পরে এটা সঠিক উত্তর দিতে হবে। এটা পারবে বা পারব না যা হয়। আমি চিফ সেক্রেটারীকে বেশ কয়েকবার চিঠি লিখিছি কিন্তু কোন উত্তর পাই নাই। কিন্তু রাজ্যপালকে যে চিঠি লিখিচি সেইগুলির উত্তর আমি পেয়েছি। হবে হ্যাঁ, চিফ্ সেক্রেটারী খুবই ব্যস্ত মানুষ। মুখ্যমন্ত্রীর চেয়েও তিনি ব্যস্ত থাকেন। আসলে ভারতবর্ষের শাসক হচ্ছে চিফ্ সেক্রেটারী নট্ চিফ্ মিনিস্টার। তারপরে অন্যান্য সেক্রেটারীদেরকে তো চিঠি লিখতে হয় তারমধ্যে অনেকটা পেয়েছি যেমন অনিল মিশ্র হি ইজ বেরী পার্টিকিউলার ইন দিস রিগার্ড। আর একজন হচ্ছে বনমালী সিংহা সাহেব। সেক্রেটারী-দেরকে দোষ দিয়ে তো লাভ নেই মন্ত্রীদেরকে চিঠি দিয়েও উত্তর পাওয়া যায় না। তারপর বি, ডি. ও মনুরঞ্জন চাকমা তাকে যে কয় শত চিঠি দিয়েছি তার কোন হিসাব নাই। উত্তর দেওয়া দূরের কথা। তোমার চিঠি পেয়েছি বলে একনলেজ দেওয়া টুকু মনে করলেন না। তারপরে আমি একজন নির্বাচিত এম, এল, এ আমার এলাকাতে সরকারী মিটিং হচ্ছে সেখানে আমাদের ডাকল না। আমার সামনে অন্যদেরকে বলছে কালকে আসবেন। কিন্তু আমাকে ডাকে না। তারপরে আমি বললাম কেন আমাকে কল করা হচ্ছে না আমি তো নির্বাচিত সদস্য এলাকার। তারপরে তিনি বললেন যে উপর মহল থেকে কোন নির্দেশ নেই। তারপরে আমি উনাকে বললাম আপনার বিরোদ্ধে আমি প্রিভিলেজ মোশন আনব। যে নির্বাচিত সদস্য উনি

এমনিতেই ব্লক কমিটির উন্নয়ন সংস্থার মেম্বার। তারপরে জোর করে মিটিং এ গিয়েছি। এটা হয় না নাকি। এই ধরণের যাহাতে না হয় সেই ব্যবস্থা করার জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করব। যদি কোন এম, এল, এ, কোন দপ্তরে কোন সমীক্ষা সম্পর্কে জানতে চায় তাহলে তাকে সেই ব্যাপারে অবগত করা দরকার। আমরা যখন জিজ্ঞেস করি এখানে কত টাকার ওয়ার্ক অর্ডার করা হয়েছে কত কি হয়েছে। না এটা বলা যাবে না। বলছে যে এটা গোপনীয়। ডেভলাপমেন্ট এর কাজ গোপনীয় হবে কেন। আর একটা হচ্ছে কোন সরকারী কর্মচারী কোন কিছু ব্যাপারে কোন এম, এল, এ-র কাছে গিয়ে তার নিজের স্বার্থের জন্য যেতে পারবে না। আর আমরা এখানে কমিটিতে কোন কিছু ব্যাপারে যখন সিদ্ধান্ত হয় তখন তারপর কোন অফিসার তার ব্যাপারে কোন রকম খবর করে না। এখানে পরিস্কার লিখা আছে কোন মতে সেখানে জয়েন্ট সেক্রেটারী লেভেল এর অফিসার যারা সেখানে উপস্থিত থাকতে পারবে না। দেখা যায় যে সেখানে তিন চার বছর পরে সেখানে আর কোন রিপ্লাই পাওয়া যায় না। আমি কিছু দিন আগে একটি পি, এ, সি রিপোর্ট দেখছি ১৯৮৮ ৮৯, ১৯৮৯ ৯০, ১৯৯০-৯১ এখন পর্য্যন্ত কোন এগজামিনও হচ্ছে না।

আমি পি, এ, সি-র একটা রিপোর্ট করছি. ৮৮ ৮৯ ৮৯ ৯০ ৯০-৯১-এর এখনো একজামিন হয়নি। তা না হওয়ার পর আমি দপ্তরকে চিঠি দিলাম যে তোমরা তার উত্তর পাঠাও। দপ্তর থেকে (পি. ডাব্লিও, ডি,) বলা হচ্ছে যে এটা অনেক আগের প্রায় ১০ বছর আগের ব্যাপার, এর উত্তর আমরা আগে দিয়েছি। ঠিক আছে আগে দিলে দিয়েছ. আগেরটা তো আমি জানিনা, আগেরটাই এখন পাঠাও। কোন গুরুত্ব টুরুত্ব নাই এই সব ব্যাপারে। এটা আমার দেখার ব্যাপার না, এটা শাসক ও বিরোধী দলের দেখার ব্যাপার না। এটা কোন মোশান না, কোন রিজলিওশ্যান না বা অন্য কিছু না। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের ইন্সট্রাকশান। এটা কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৭ সালে একবার দিয়েছে, ১৯৬৪ সালে, ১৯৭৪ সালে ঐ একই সার্কুলার, ১৯৯২ সালে, ১৯৯৬ সালে এই মোট ৭ বার দেওয়া হয়েছে তবু মানছেনা। স্যার, ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসে যারা ত্রিপুরায় আছে তাদের সর্ব্বনিম্ন বেতন হচ্ছে ১০ হাজার টাকা। শুধু বেসিক পে ১০ হাজার টাকা। এটা সাংঘাতিক ব্যাপার। তার বেতন গিয়ে দাঁড়াবে নিশ্চই ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা। আর সবচেয়ে বেশী যে সি. সি, পি, এ, তার বেতন ২৬ হাজার টাকা। তারা এত টাকা বেতন পায় সুতরাং আমাদেরকে নজরে লাগবে কেন, এটা তো স্বাভাবিক কথা। যাই হোক স্যার, এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার আবেদন থাকবে উনি যে একটি সার্কুলার দিয়ে আমাদের রাইট সেটার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দেওয়া হবে কিনা এটাই আমার অনুরোধ। ধন্যবাদ।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় বর্ষীয়ান সদস্য যে প্রস্তাব এনেছেন

আমি সদস্য হিসাবে এটাকে সমর্থন করি। আমি স্যার, মাননীয় সদস্য হিসাবে মনে করিয়ে দিচ্ছি। আমি বিভিন্ন দপ্তরে অনেকগুলি চিঠি দিয়েছি, ফুড, হেল্থ, পি, ডাব্লিও, ডি, এডুকেশান, ট্রেন্সপোর্ট, কো-পারেটিভ ইত্যাদি দপ্তরে। এখানে পরিষদীয় মন্ত্রী মহোদয় আছেন। আমি রেভিনিও ডিপার্টমেন্টে একটি চিঠি দিয়েছি এবং তার কপি দিয়েছি মাননীয় মন্ত্রীকে তাতে কোড করে বলে দিয়েছি যে মাননীয় মন্ত্রী যেন এই ব্যাপারে খোজ খবর করে আমাকে চিঠির উত্তর দেন। স্যার, এটা যেহেতু সার্কুলার কেন্দ্রীয় সরকারের, সরকার কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না সেই জন্যই শ্যামাবাবু প্রস্তাবটা এনেছেন এ্যাটেনশান ড্র করার জন্য। এখানে পরিষদীয় মন্ত্রী যিনি আছেন তিনি হেলেথেরও মন্ত্রী, আমি হেলথ এবং রেভিনিওর মন্ত্রী সেক্রেটারীকে চিঠি দিয়েছি এবং ৫ জন এম, এল, এ, মিলেও দিয়েছি আমাদের চিঠির কোন উত্তর দেয় নাই। আমাদের চিঠির কোন প্রাপ্তি স্বীকারও পর্য্যন্ত করেনাই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ৬টা চিঠির মধ্যে ৫টা চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করেছেন। কোন কোন মন্ত্রী একটা চিঠিরও প্রাপ্তি স্বীকার পর্য্যন্ত করেনা। ট্রেন্সপোর্ট এর সেক্রেটারীকে চিঠি দিয়েছি উনি রিপ্লাই দিয়েছেন এবং ফুড দপ্তর থেকে কোন রিপ্লাই দেয় নাই। এখানে প্রভিশানটা কি, কোন এম, এল, এ, প্রয়োজনে সেক্রেটারীর কাছে চিঠি দিতে পারে। সেক্রেটারী তার উত্তর না দিলে পরিষদীয় মন্ত্রীর গোচরে আনবে, আমি মন্ত্রীর গোচরে এনেছি। উনিও যদি কোন ব্যবস্থা না করেন তা হলে স্পীকার ব্যবস্থা করবেন। এখানে রাইট টু ইনফরমেশান, জনগণের অধিকার, এম, এল, এ, এম, পি, বাদ দিয়ে পাবলিকও চিঠি দিলে তার প্রাপ্তির স্বীকার করতে হবে এবং তার উত্তর দিতে হবে। আর এম, এল, এ,-এবং এম, পি,-দের তো প্রশ্নই উঠেনা। আমি আর, ডি,-র সেক্রেটারী কে চিঠি দিয়েছিলাম একজন মন্ত্রী আমাকে যে রকমভাবে রিপ্লাই দিয়েছে এটা তো শিক্ষার প্রশ্ন। সুতরাং যে প্রোগ্রামগুলি আছে—একটা এলাকায় অনুষ্ঠান হবে আমাদেরকে জানাতে হবে। আমাদেরকে জানাতে বাধ্য। কেন সরকার আমাদেরকে জানাবে না। সেই জন্য আমি উনার যে এ্যাটেনশান সেটাকে আমি সমর্থন করছি।

এখন এই জন্য উনার যে এটেনশন, এই এটেনশনকে সমর্থন করছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি করেছেন প্রশাসনিক কাজে গতি আনার জন্য। আমি মনে করি, প্রত্যেক অফিসারকে তার কাজের দায়বদ্ধতা এবং কাজের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। বলতে হবে, এম, এল, এ এম, পি, দের প্রত্যেকের চিঠির উত্তর দিতে হবে। কোন কারণে ভুল বশতঃ যদি একটা ডিপার্টমেন্টের কাছ থেকে জানার বিষয়টি অন্য ডিপার্টমেন্টে চলে যায়. তাহলে ফেলে না রেখে সেটাও সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিতে হবে। অন্যথায় চিঠি পত্রের জবাব না পেলে স্বাধীকার ভঙ্গের আওতায় আনতে হবে। যদি বলা হয় অতি শীঘ্র তবে কোন কাজ হবে না। বলতে হবে, ২/৩ দিনের মধ্যে উত্তর দিতে হবে। এই বলেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবিজয়কুমার রাঙ্খল।

শ্রীবিজয় কুমার রাখল ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি ২।১ মিনিট নেব। এখানে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সেটার ব্যাপারে এখানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে Official deeling between the Administration and Member of Parliament and State Legislature observance of proper procedure etc. স্যার, এটা আমাদের রাইট। কোন জোর জবরদস্তি করে আদায় করার ব্যাপার নয়। আমাদের অভিজ্ঞতা আছে, আমরা দেখেছি, বড় বড় অফিসারের কথা বাদ দিন, এমন কি এস, ডি, ও, বি, ডি, ও, তহশীলদার, রেভেনিউ ইন্সপেক্টররাও এই নির্দেশ পালন করেন না। সময়ে সময়ে ধারণা হয়, হয়ত বিরোধীদের কিছু না জানাতে হয়ত ইন্সট্রাকশন আছে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ জানাব, এটা যেন না হয় সেটা দেখার জন্য কন্সটিটিউশনে যখন রাইট আছে, তখন যটপট যাতে সার্ভ করা হয় সেটা দেখুন। এই বলেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে বিষয় নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা হয়েছে এটা খুব প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ। এটা দুইপদের কনফারেন্সের মধ্যে বিষয়টি উঠে এবং সে ব্যাপারে কিছু গাইড লাইনস ঠিক করা হয়। এখানে এই তথ্য থেকে এটা পরিষ্কার যে, এই নির্দেশ নামা থাকা সত্বেও তা কার্য্যকরী করার ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। সে কারণে একটি নির্দিষ্ট সময়ে এটা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ইভেন জনপ্রতিনিধিরাও কোন অনুষ্ঠানে কোথায় বসবেন সেটা বলে দিতে হচ্ছে। এটা খুবই দুঃখ জনক দুর্ভাগ্য জনক। চেয়ার নিয়ে কেহ ঝগড়া করে না। কিন্তু এটা হচ্ছে, খানিকটা মূল্যবোধ-এর ব্যাপার। আমি আলোচনা দীর্ঘায়িত করতে চাই না। কোন সরকার যদি রেসপন্সিবল হতে চায়, তাহলে জনগণের প্রতি তার যে দায়বদ্ধতার ব্যাপারটা তাঁকে দেখতে হবে। এবং নিশ্চয়ই যে দলেরই সদস্য হউন না কেন তাঁর একটা নিজস্ব নির্বাচক মণ্ডলীর স্বার্থ দেখতে হবে। কাজেই সে দিক থেকে দায়িত্ব পালন না করতে পারলে একটা বিরাট ব্যাপার হয়ে যাবে। এটা বিচ্ছিন্ন কতগুলি ব্যক্তি স্বার্থের ঘটনা নয়। সামগ্রিক ভাবে সময়মত ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার ব্যাপার। তবে এটা ঠিক সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্যে ক্ষয় ধরেছে। অনেক ক্ষেত্রে আমরা নিজেরাও ভাবি, আমরা শাসক দল, বিরোধী দল কিছু বললেই বিরোধীতা করবে। এটা ঠিক নয়। আবার বিরোধী দল ভাবেন শাসক দল যা বলছেন তা বন্ধ করতে হবে, বিরোধীতা করতে হবে দিস ইজ অলসো নট প্রেসিডিউর। এটা ঠিক এ রকম একটা জায়গায় আমরা চলে যাচ্ছি বা চলে গেছি। এখন আমাদের তার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

যেখান থেকে আমাদের বেড় হয়ে আসতে হবে। বেড হয়ে আসতে গেলে এই এপ্রোচ, আমাদের চ্যাঞ্জ করতে হবে, ব্রোড এবং পজিটিভ হতে হবে। সেটা হতে গেলে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব যারা আছেন এই সম্পর্কে বেশী সচেতন এবং দায়িত্বশীল হতে হবে। আমি বলব অফিসার-

দের অভিযুক্ত করার আগে আমরা যারা মন্ত্রীসভার সদস্য এবং রাজ্যসভার নির্বাচিত সদস্য মহোদয়রা আছি কিংবা আমাদের রাজ্যে যে নির্বাচিত সংস্থাগুলি আছে, আমাদের এই জায়গায় আরও বেশী দায়িত্বশীল ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। সেই জায়গায় আমি নিজেকে বলব মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে এবং মন্ত্রীসভার সদস্যদের সকলকে একটা সারকুলার দিয়ে কাকে সম্মান দেখতে হবে এটা নির্দ্ধারণ করে দেওয়াটা কিন্তু শোভন নয়। কিন্তু পরিস্থিতি এই জায়গায় আমাদের নিয়ে গেছে যে সিদ্ধান্ত নিয়ে সেটা করতে হচ্ছে। এটাতো আমাদের কালচার না। কাজেই, এই জায়গায় যে অবক্ষয় হচ্ছে এর মধ্যে দিয়ে তার প্রতিফলন ঘটছে। সে জায়গায় আমারও যদি ভুল থাকে তাহলে আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করব ভুল ধরিয়ে দেবেন, নিশ্চয়ই সংশোধিত হওয়ার চেষ্টা করব। এবং আমার মন্ত্রীসভার সহযোগীরা যারা আছেন তাদের কাছে অনুরোধ করব যে কোন নাগরিক তাকে যেমন আমরা রেসপনস করব, নাগরিকরা হয়তো সরাসরি মন্ত্রীদের কাছে আসতে পারেন না তায়া মিডিয়া হিসাবে জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে আসেন। কাজেই জনপ্রতিনিধিদের যে মর্যাদা যে সম্মান এর পাশাপাশি দায়বদ্ধতা থাকছে। সেই দায়বদ্ধতা পালন করতে পারেন তাঁকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে সেই ভাবে আচরণ করতে হবে। এটা যদি আমরা করতে পারি তাহলে অফিসার যারা নেতিবাচক ভূমিকা নেওয়ার চেষ্টা করছেন সেখান থেকে তাদের আমরা ফিরিয়ে আনতে পারব। সব অফিসার যে এক রকম তা নয়। কোন কোন অফিসার তার প্রতিদিনের কাজের যে সিড্যুয়েল তাতে এত ব্যস্ততার মধ্যে থাকেন যে তার পক্ষে অনেক সময় দেওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু একটা সময় তাকে বেড় করে নিতে হবে। ৮ ঘণ্টার মধ্যে এক ঘণ্টা তাকে ভিজিটারস্‌দের জন্য রাখতে হবে। সেখানে বলে দেওয়া হয়েছে ভিজিটরসদের যাদের এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে সেই জায়গায় যদি দেখা যায় যে একজন এম, পি, এসে এসেছেন সেই ভিজিটরসকে দেখা করবার পর তাঁকে সময় দিন। এটা বললে হবে না যে আপনি তো আমার কাছ থেকে এপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আসেন নি। এটা যাতে না হয়। এই ব্যাপারগুলি বলে দিতে হয়। এই ধরণের ঘটনা ঘটেছে। আমাদের রাজ্যে না ঘটুক অন্য জায়গায় ঘটেছে। এই ধরণের ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য সতর্ক থাকতে হবে। আমরা এই সারকুলারের উপর ভিত্তি করে এটা নিয়ে আলোচনা করে প্রশাসনের একেবারে সর্বনিম্ন স্তরে পঞ্চায়েত সচিব পর্য্যন্ত এই বিষয়গুলি সম্পর্কে তাদের সচেতন করে দেওয়ার জন্য আমরা যথোপযোগী উদ্যোগ নেব এবং সেই জায়গায় আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। যখনই এটার ঘাটতি হবে, টু এর ইজ হিউম্যান, যত বড় মানুষই হোক না কেন তারও ভুল হয়। সেই ভুলগুলিকে নেতিবাচক ভাবে না নিয়ে তার রিয়েলাইজেশনের মধ্যে আনতে হবে। এবং এটা আমাদের দায়িত্ব। আপনারা যদি সাহায্য না করেন যাদেরকে আমরা সাহায্য করতে চাইছি সে জায়গায় কিন্তু আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করতে পারব না। কাজেই এটাকে রিয়লাইজেশানের মধ্যে আনতে হবে। তারপরও যদি দেখা যায় কেউ ভুল মোটিভ নিয়ে চলার চেষ্টা

করছেন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। তিনি যত উচ্চ পদাধীকারীই হোক না কেন। কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। আমরা এক সাথে মিলে চেষ্টা করলে রেসপনসিভ গভর্ণমেন্টের যে দায়িত্ব সেই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে একটি নূতন পরিমণ্ডল আমরা তৈরী করতে পারব। এই কথা বলে এই বিষয়ের উপর যে আলোচনা হলো এবং মাননীয় সদস্য শ্যামাবাবু যে রেফারেন্সে হিসাবে আমাদের দৃষ্টিতে এনেছেন তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

STATEMENT BY THE CHIEF MINISTER

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য জওহর সাহা আজকে সকালে একটা পয়েন্ট তুলেছেন আমি বলেছি পরে বিবৃতি দেব। এখন আমি যতটুকু কালেকশান করতে পেরেছি সেটুকু সংক্ষেপে বিবৃতি দিচ্ছি।

গত ৩১-৮-৯৯ইং রাত আনুমানিক ১০-৩০ মিঃ সময় ২০/২১ জনের একটা উগ্রপন্থী দল অত্যাধুনিক অস্ত্রসহ বীরগঞ্জ থানা হইতে প্রায় ৩ কিঃ মিঃ দক্ষিণ পশ্চিমে থাকছড়া ফরেষ্ট রেঞ্জ অফিস কমপ্লেক্সে শ্রী বিশ্বনাথ দেব বয়স ৪৫ ফরেষ্টার বাড়ীতে চরাও হয়ে বন্দুকের মুখে এটা অফিস কাম কোয়ার্টার থেকে অপহরণ করে। এই ঘটনার সময় পার্শ্ববর্ত্তী আরেকটি কোয়ার্টারে আরেক জন ফরেষ্টার শ্রীস্বপন দত্ত প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতে যাওয়ার জন্য উগ্রপন্থীরা তাকে পায়নি। তিনি বেঁচে যান। এই আক্রমণের হাত থেকে যে ফরেষ্ট গার্ডরা নিস্কৃতি পান তারা চীৎকার চেঁচামেচি করতে থাকেন এবং পার্শ্ববর্ত্তী এলাকার লোকেরা সবাই বেড়িয়ে আসেন। এবং উগ্রপন্থীরা যে দিকে ফরেষ্টার বন্ধুটিকে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছিল সেই দিকে ধাওয়া করেন। এই সময় দুষ্কৃতীকারীরা গ্রামবাসীদের লক্ষ্য করে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য তারা কয়েক রাউণ্ড গুলি ছোঁড়ে। এই খবর বীরগঞ্জ থানা পাওয়া মাত্র ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক ও এস, ডি, পি, ও (অমরপুর) এক প্লাটুন সি, আর পি, এফ, সহ ঘটনাস্থলের দিকে ছুটে যান। পরে অন্য বাহিনীর লোকেরাও তাদের সাথে যুক্ত হন এবং অপহৃত ব্যক্তিকে উদ্ধার করা এবং দুস্কৃতকারীদের খুঁজে বেড় করার জন্য তল্লাসী অভিযান শুরু করেন। এই ঘটনায় দুস্কৃতীদলের পরিচিতি এখনও নির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি।

শ্রীস্বপনকুমার দত্ত ফরেষ্টার, পিতা হরলাল দত্ত, সাং থালছড়া। ফরেষ্ট অফিসের অভিযোগ মূলে বীরগঞ্জ থানার ৩১-৮-৯৮ তারিখ ৬৭-৯৮ নং মামলা লিপিবদ্ধ করা হয়। অপহৃত বিশ্বনাথ দেবের বাড়ী আগরতলা ইন্দ্রনগর এবং তদন্ত কাজ চলছে। আজকে এই পরিবার বর্গের সমস্ত সদস্যরা সকাল বেলা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন এবং কান্নাকাটিতে তারা ভেঙ্গে পড়েছেন এটা দুর্বিসহ। কি বলব আমি তাদের, আমি বলেছি আমাদের তরফ থেকে চেষ্টার কোন ত্রুটি থাকবে না। প্রশাসনিক দিক থেকে যেমন আমাদের ওখানকার বন্ধুদের সবার সাহায্য নেব। এটা হৃদয়

বিস্ফোরণ ঘটনা, কাজেই এই জায়গায় আমরা বার বার আলোচনা করেছি এবং কালকেও একটা ঘটনা ঘটেছে যদিও এটার দৃষ্টি আকর্ষণ করেননি গোলাঘাটির কাছে নবশান্তিগঞ্জ বাজার। সেখানে একটা ক্লাশ এইটে ছেলে পড়ছে, মা বোনেরা বাড়ীতে বসে আছে এবং সেখানে পাশের বাড়ীতে তারা গিয়ে একজনকে কিডনাপ করেছে তারপর গিয়ে পড়ার টেবিল থেকে এই ছেলেটাকে তুলে এনেছে। মা বাধা দেওয়া চেষ্টা করেছে তারা গুলি চালিয়েছে মার পায়ে আঘাত পেয়েছে তারপর হৈ চৈ শুনে সমস্ত মানুষ যখন বেড়িয়ে এসেছে তাদের ধাওয়া করার চেষ্টা করেছে কিন্তু তারা রাস্তায় গিয়ে দেখেন আর একজন ভদ্রলোক গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছেন এবং তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসার পথে জি, বি হাসপাতালে যখন আসে তখন সেখানে যাওয়ার পর বলা হয় মৃত। এই খবর পাওয়ার পর আমি এস, পি'র সঙ্গে যোগাযোগ করি এস, পি, বলেছেন আমি খবর পেয়েছি এবং তারপর আমি ডি, এমের, সঙ্গেও যোগাযোগ করি। এস, পি স্পটে ছুটে গেছেন। এই ঘটনা চলছে এ তো বরবরতা, এ তো অশোভনীয় এবং আমরা সবাই মিলে এই জায়গায় এক মত হয়েছি তাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত ভাবে আমরা যদি সেই ধরণের প্রচার জাগ্রত করতে না পারি যারা ফিরে আসবে তো ভাল আর যারা ফিরে আসবে না তাদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য আমরা যদি সবাই মিলে এটার কোন ব্যবস্থা নিতে না পারি তাহলে এর থেকে নিস্তারের তো কোন রাস্তা খুজে পাওয়া যাবে না। অত্যন্ত হৃদয় বিদারক একটা বিবৃতি দিয়ে এটার দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল না। আমি আশা করব আমরা ১২ দিন যাবৎ এই সেসানে ১২ যাবৎ সবাই মিলে যখনই আলোচনা করেছি বিষয়টা নিয়ে আরও হচ্ছে এবং এখানে কেউ এদের এই কাজ বন্ধ করার ব্যাপারে বিরোধীতা করছেন না। আসুন আমরা সবাই মিলে এখান বলব তাদের শুভ বুদ্ধির সূচনা হোক এবং এই সমস্ত কাজ থেকে তারা নিরস্থ হোক আবারও আমি বলব এই অধিবেশনের শেষ লগ্নে এসে তাদের গণতান্ত্রিক যে দাবীগুলি আছে এইগুলি নিয়ে যদি তারা কথা বলতে চায় আমাদের সঙ্গে অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আমরা কথা বলতে রাজী আছি অথবা তারা যদি এখান থেকে বলেন যে এই রাজ্যেরই কাউকে মাধ্যম করে কথা বলতে চান তাহলে সেই জায়গায়ও যেতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। আমি প্রসঙ্গক্রমে বলছি মিঃ রাখল এই সম্পর্কে যখন আমার সঙ্গে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কথা বলতে যান মাঝে মাঝে রেফার করেন আমি উনাকে বলেছি যে ইফ ইউ টেক ইনেসিয়েটিভ অথবা যদি আপনি সাজেষ্ট করেন যে অমুককে দায়িত্ব দিন এতেও আমাদের কোন আপত্তি নেই, যদি কেউ উদ্যোগী হয়ে এই জায়গায় একটা আলোচনার ক্ষেত্র তৈরী করতে পারেন আমরা একেবারে খোলা মন নিয়ে বলছি, সেখানে আমাদের তরফ থেকে সমস্ত রকম পজেটিভ উদ্যোগ আমরা নেব কিন্তু এটা বন্ধ হওয়া দরকার সর্ব্বনাশ হয়ে যাচ্ছে ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে, তাই আর কোন মতেই চলতে দেওয়া যায় না। এই বলে আমি আমার বিবৃতি শেষ করছি।

শ্রীজওহর সাহা :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার,

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আর পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান করে কি লাভ।

শ্রীজওহর সাহা :— একটা ভয়াবহ পরিস্থিতি এটার উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ষ্টেটমেন্ট দিলেন স্যার, এই পরিস্থিতিতে কিছু বলব না স্যার।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আজকের হাউসের সমস্ত কার্য্যকরী শেষ হয়ে গেছে কাজেই আমার মনে হয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ষ্টেটমেন্ট দেওয়ার পর আর আলোচনার দরকার নেই।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, আমাকে বলতে দিন এটা আমার কনষ্টিটিন্সীতে হয়েছে মাননীয় মুখ্য-মন্ত্রী তারজন্য উদ্বিগ্ন, আমি উনাকে ধন্যবাদ জানাই যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই ব্যাপারে কালকের ঘটনা আজকে উনি হাউসে তথ্য দিয়েছে স্যার, আমি উনার সাথে এক মত যে গ্রামবাসীরা তাড়া করেছিল এটা সত্যি কথা কিন্তু তাদের গুলির মুখে সেখানে গ্রামবাসীরা বাধা প্রাপ্ত হয়েছে স্যার। সেখানে কোন রাজনৈতিক ব্যাপার নয় স্যার এটা সত্যি কথা। তারপর প্রশ্নটা গিয়ে দাঁড়িয়েছে স্যার, যে অমরপুর থানা থেকে যেটা তিন কিলোমিটার বলা হয়েছে আসলে ঘটনাটা কিন্তু তিন কিলোমিটার নয় অমরপুর থানা থেকে সেটা দুই কিলোমিটারেরও কম হবে ঘটনাস্থলটা। এখন ঐ এলাকার মানুষরা সবাই শহরে চলে গেছে, স্যার।

এটা একটা ভাইটেল প্রশ্ন স্যার। অমরপুর এবং উদয়পুরের যে রাস্তা সেই রাস্তার মধ্যে গান্ধারী পড়ে, স্যার। সেখানে অনেক ঘটনা হয়েছে প্রায় প্রতিদিনই ঘটনা হচ্ছে। ফলে স্যার, এই রাস্তায় যারা চলাচল করছে তাদের জীবন, যাত্রীদের জীবন, শ্রমিকদের জীবন প্রচণ্ড নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে আছে। পাশাপাশি অমরপুর যতনবাড়ী রোড এবং অমরপুর চেলাগাং রোড এগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার মুখে। আমার অনুরোধ থাকবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই পরিস্থিতির সার্বিক বিবেচনা করে, আমাদের এই সাব-ডিভিশানের উন্নয়ন যাতে স্তব্ধ না হয়ে যায়, মানুষের নিরা-পত্তার প্রশ্ন নিয়ে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে, এই রাস্তায় চলাচলকারী যানবাহনের নিরাপত্তার ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেবেন এই ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি ব্যবস্থা নেবেন জানাবেন কি ? দ্বিতীয়টা হল ফরেষ্ট অফিসে যাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে, গতকাল ঠিক এমনি করে আরো কয়েকজন সরকারী কর্মচারীর রস্যাবাড়ী স্কুলের হেডমাষ্টার-ইন-চার্জ।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— জওহরবাবু, ষ্টেটমেন্টের পরে আর পয়েন্ট অব অর্ডার, পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান'বা কোন ডিসকাশন হয় না।

মিঃ স্পীকার :— শ্যামাচরনবাবু আপনি বসুন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— এগুলি যা বলেছেন, এগুলি না বললেও করার ক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্ব অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। আমরা সেগুলি নিশ্চয়ই লক্ষ্যের মধ্যে রাখব। অলরেডী যারা পদাধিকার অফিসার আছেন তারা সেগুলি দেখছেন।

শ্রীবিরজিৎ সিনহা :— স্যার, এই যে রিপোর্টের বইটা দেওয়া হয়েছে বাজেট এট গ্লান্স এই ভাবে বাজেটত সংক্ষিপ্তভাবে বাংলায় দেওয়া হয়। এইবারত দেওয়া হচ্ছে না।

মিঃ স্পীকার :— এগুলিত ডিপার্টমেন্ট থেকে যেগুলি সাপ্লাই দেওয়া হয়েছে তা আমরা দিয়েছি। এটাত এ, জি'র রিপোর্টের সিনোপসিস ইট নট মেন্ডেটরী। এই ব্যাপারে আমরা ডিপার্টমেন্টের সংগে কথা বলেছি। এটা নট মেন্ডেটরী।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, আজকে কার্যসূচীত শেষ, বিধানসভাও আর ২-৩ মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন। শেষ হওয়ার আগে আমি একটা কথা বলতে চাইছি আত্মহত্যার একটা খবর গত ৫ বৎসরে ৪ হাজার ১১২ আর এই কয়দিনে ৩২৯। আমি জানিনা তথ্যটা সঠিক কিনা তবে সংখ্যাটা বিসদৃশ, আর যদি সত্য হয়ে থাকে এর পেছনে কারণটা কি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে জানতে চাইছি।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— এই সংখ্যাটা দেখার পর, আমি ডি, জি, পি,র সাথে কথা বলি। এই তথ্য, এত দেখে বিস্ময়কর বলে আমার কাছে মনে হচ্ছে। আমাদের রাজ্যে গণতান্ত্রিক চেতনাস্তর ভারতবর্ষের অন্য জায়গা থেকে অনেক বেশি। হতাশা থেকে মানুষ এই জায়গায় যায়। কাজেই আমরা এখানে কিন্তু মানুষকে হতাশাচ্ছন্ন সেইভাবে করা যাচ্ছে না। করা গেলেও ডেমোক্রেসি এই জায়গায় যেতনা। বিষয়টা একটু দেখা দরকার এবং যেটা বলেছেন সেটা নিশ্চয়ই আমাদের সবাই মিলে আরও অনুসন্ধান করা দরকার। আমরা এই জিনিসগুলি দেখব। আমি তখনই জিজ্ঞাসা করেছি যখন আমার কাছে প্রশ্নটার উত্তর এসেছে যে হোয়াট ইজ দিস? আমি এটাও বলেছি যে ডায়েরী যেগুলি আছে কেইস ডায়েরী তার রেফারেন্স সেগুলি ভাল করে দেখা এবং সেটা যদি এই হয় তাহলে আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ আছে।

VALEDICTORY SPEECH MADE BY THE SPEAKER

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়, এটা অষ্টম বিধানসভার দ্বিতীয় অধিবেশন। তার যে কর্মসূচী মানে বিজনেস যা ছিল সব শেষ হয়েছে এবং এখন এই শেষ হওয়ার সময়টা অত্যন্ত সুন্দর। সুন্দর পরিবেশে আমরা সমস্ত বিজনেসের কাজ শেষ করেছি। আমি এজন্য আপনাদের সরকার এবং বিরোধী পক্ষের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। অভিনন্দন জানাচ্ছি সাংবাদিক বন্ধুদের, অভিনন্দন জানাচ্ছি আরক্ষা দপ্তরের কর্মচারী বন্ধুদের, অভিনন্দন জানাচ্ছি মার্শাল সমেত, ওয়াচ অ্যাণ্ড ওয়ার্ড বন্ধুগণদের, অভিনন্দন জানাচ্ছি অন্যান্য কর্মচারী বন্ধুরা যারা বিভিন্ন দপ্তরের কাজকে সাহায্য করেছেন, অভিনন্দন জানাচ্ছি সচিব সমেত আমার বিধানসভার কর্মচারী বন্ধুদের। কাজেই আবারও সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে এখানেই সভা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবী ঘোষণা করছি।

Admitted Starred Question No. 102

Name of M.L.A. :— Sri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Water Resources P. W. D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর শহরকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য রাজ্য সরকার কোন পরিকল্পনা নিয়েছেন কি ?

২। নিয়ে থাকলে কি কি ?

৩। এর জন্য ১৯৯৮-৯৯ সালে আর্থিক বছরে কত টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ক) শুকনাছড়ার প্লাবনের হাত থেকে ধর্মনগর শহরকে বাঁচানোর জন্য শুকনাছড়ার গতি পরিবর্তিত করা এবং ছড়ার তীরে বাঁধ তৈরী করার পরিকল্পনা আছে।

খ) ধর্মনগর রেলওয়ের সংলগ্ন বাঁধ হইতে কলেজ রোড পর্যন্ত নির্মিত বাঁধকে উন্নয়ন সাধন করিয়া বাঁধের সু-রক্ষার জন্য গতি প্রতিরোধক দেওয়ানোর কাজ চলেছে।

৩। শুকনাছড়ার গতি পরিবর্তনের জন্য ১৯৯৮-৯৯ইং আর্থিক বছরে ২০,০০,০০০ (বিশ লক্ষ) টাকা মঞ্জুরীর জন্য প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

রেলওয়ে সংলগ্ন বাঁধ হইতে কলেজ রোড বাঁধের উন্নয়ন সাধনের জন্য এই আর্থিক বছরে সরকারের কাছে অর্থ মঞ্জুরের জন্য ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 132

Name of M.L.A. :— Shri Birajit Sinha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of WR. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কৈলাশহর কামরাঙ্গাবাড়ীতে নির্মিত বিদ্যানগর লিফট ইরিগেশন সেন্টারটি কবে নাগাদ জল সেচের কাজ শুরু করা হবে।

২। জলসেচের জন্য ড্রেনের কাজ শুরু না হওয়ার কারণ কি ?

৩। এবং এর জন্য কত অর্থ মঞ্জুর হয়েছে ?

উত্তর

১। উক্ত প্রকল্পে জলসেচের কাজ শীঘ্রই শুরু করা হবে আশা করা যায়।

২। বৃষ্টিপাতের কারণে সাময়িকভাবে ড্রেনের কাজ বন্ধ আছে (পিস ক্যানাল)

৩। এই খাতে ৮,০০০,০০ (আট হাজার) টাকা অনুমিত ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে।

Admitted Starred Qucstion No. 135.

Name of M.L.A. :— Shri Billal Miah.

Will the Hon'ble Minister-in-chaige of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) Wakfs Election Rinle হয়েছে কিনা ?

২) যদি না হয়ে থাকে কবে নাগাদ কার্য্যকরী হবে এবং রাজ্য ওয়াকফ্ কমিটি হয়েছে কি না ?

৩) কার্য্যকরী রাজ্য কমিটি না হয়ে থাকলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওয়াকফ্ সম্পত্তি অর্থ-নৈতিক সামাজিক, শিক্ষার ক্ষতি হবে কি না ?

উত্তর

১) Tripura Board of Wakfs (Election of Msenius) Rules, 1997 তৈরী হয়েছে।

২) ওয়াকফ্ এ্যাক্ট ১৯৯৫ অনুযায়ী এখনো রাজ্য ওয়াকফ কমিটি গঠন করা হয় নাই।

৩) রাজ্যে নতুন ওয়াকফ, কার্য্যকরী কমিটি না হয়ে থাকলে ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওয়াকফ্ সম্পত্তি অর্থ-নৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষার কোন ক্ষতি হবে না, কারণ ১৯৫৪ সালের ওয়াকফ্ আইন দ্বারা গঠিত রাজ্য ওয়াকফ্ বোর্ড এখন ও গতিশীল।

Admitted Starred Question No. 137

Name of M.L.A. :— Shri Dipak Kr. Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) রাজ্যে বিগত জোট আমলে সড়ক পরিবহণ নিগমে আয়ের পরিমাণ কত ছিল, (বৎসর ভিত্তিক হিসাব)

২) বর্তমান চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকার সড়ক পরিবহণ নিগমের উন্নয়ণ কল্পে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন কি না,

৩) করিলে তাহার বিবরণ ?

উত্তর

১) বিগত জোট আমলে রাজ্য সড়র পরিবহণ নিগমের আয়ের পরিমাণ নিম্নরূপ (বৎসর ভিত্তিক হিসাব):—

১৯৮৮-৮৯	=	২২৩.২৩ লক্ষ টাকা
১৯৮৯-৯০	=	২৫৮.২৬ ,, ,,
১৯৯০-৯১	=	২৩২.৭৮ ,, ,,
১৯৯১-৯২	=	২৩৫ ৭২ .,
১৯৯২-৯২	=	২২৩.৫৫ ,, ,,

৩) হ্যাঁ, করবেন।

৩) চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকার পরিবহণ নিগমের উন্নয়ন কল্পে ১৯৯৮-৯৯ অর্থ-বর্ষে নুতন বাস সংযোজন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

Admitted Starred Question No. 140

Name of M.L.A. :— Sri Dipak Kumar Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P.W.Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমান আর্থিক বছরে বড়জলা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত কোন্ কোন্ রাস্তার ব্রিজ সংস্কার বা নুতন করে করার পরিকল্পনা রয়েছে এবং

উত্তর

১। বর্তমান আর্থিক বছরে বড়জলা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত হে সমস্ত রাস্তার ব্রিজ সংস্কার বা নুতন করে তৈরী করার পরিকল্পনা আছে তার তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো।

১। ইন্দ্রনগর হইতে সৎসঙ্গ কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত রাস্তার একটি পাকা সেতু।

২। চন্দ্রপুর লাড়ু চৌমুহনী রাস্তার দুইটি পাকা সেতু।

৩। বড়জলা ভোলাগিরি রাস্তার একটি পাকা সেতু।

৪। সিনাইহানী রাস্তার ১টি ব্রিজ।

৫। নারায়নপুর ক্রসিং হইতে সবগ্রাম স্কুল পর্য্যন্ত ২টি কালভার্ট।

৬। দূর্গা চৌমুহনী হইতে নুতননগর ভায়া বড়জলা রাস্তার ১টি পাকা সেতু।

৭। ইন্দ্রনগর হইতে উত্তরপাড়া পর্য্যন্ত রাস্তার ১টি সেতু।

৮। উষাবাজার হইতে আখাউড়া রোড ভায়া সোনমুড়া ২টি ব্রিজ।

প্রশ্ন

২। এই কাজগুলি কবে নাগাদ শুরু হবে এবং কবে নাগাদ কাজ সম্পূর্ণ করা হবে বলে আশা করা যায়?

২। যেসব কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে তাহা বর্ত্তমান আর্থিক বছরে শেষ হবে বলে করা যায়।

Admitted Starred Question No. 142

Name of M.L.A. :— Sri Dipak Kr. Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P.W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত নন্দননগর গ্রাম পঞ্চায়েতে ইচামুড়া থেকে টাটা কোম্পানী পর্য্যন্ত সড়কটির নির্মান কাজ অর্দ্ধ সমাপ্ত অবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে পড়ে আছে।

উত্তর

১। হ্যাঁ।

প্রশ্ন

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে জনস্বার্থে অবিলম্বে উক্ত সড়ক নির্মাণের কাজ শুরু করা হবে কি?

উত্তর

২। হ্যাঁ।

প্রশ্ন

৩। হলে কবে নাগাদ শেষ করা হবে বলে আশা করা যায়।

উত্তর

৩। বর্ত্তমান আর্থিক বর্ষে উক্ত কাজটি শেষ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 144

Name of M.L.A. :— Sri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P.W.D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৭-৯৮ইং আর্থিক বছরে রাজ্যের বেকারদের ডিড. কার্মের মাধ্যমে ফর্ম ১১তে কাজ দেবার সুযোগ আরও বৃদ্ধি করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

উত্তর

১। আপাততঃ এমন কোন প্রস্তাব বা পরিকল্পনা সরকারের নেই।

Admitted Starred Question No. 163

Name of Member : Shri Madhusudan Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারের অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থা সহ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সর্বমোট অফিসার ও কর্মচারীর সংখ্যা কত?

উত্তর

২। রাজ্য সরকারের অধীনস্থ বিভিন্ন দপ্তরের সর্বমোট অফিসার ও কর্মচারীর সংখ্যা ৯৬৬৯০।

Admitted Starred Question No. 173

Name of M. L. A—Shri Kajal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Deparment be pleased to state

প্রশ্ন

১। রাজ্যের কোন্ কোন্ ব্লক হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে টি, আর. টি, সি, বাস সার্ভিস বর্তমানে চালু নেই :

২। যে সমস্ত ব্লক হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে টি, আর, টি, সি বাস সার্ভিসের সংযোগ নেই সেই সমস্ত জায়গায় বিকল্প কি ব্যবস্থা চালু আছে এবং কবে নাগাদ ঐ সমস্ত স্থানে টি, আর, টি, সি, বাস চালু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। বর্তমানে টাকারজলা, মান্দাই, কিল্লা, তুলাশিখর, রূপাইছড়ি, কদমতলী, মেলাঘর, ছামনু, করবুক, ও দশদা ব্লক হেডকোয়াটারের সঙ্গে টি, আর, টি, সি সার্ভিস চালু নেই।

২। বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে ঐ সমস্ত জায়গায় প্রাইভেট সার্ভিস চালু আছে (সঙ্গে তালিকা দেওয়া হলো)। গাড়ীর স্বল্পতার জন্য এক্ষুনি ঐ জায়গায় টি আর টি সির সার্ভিস চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। গাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে পর্য্যায়ক্রমে টি,আর,টি,সি, সার্ভিস চালুর ব্যাপারে বিবেচনা করা যেতে পারে।

বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে বর্তমানে যে সমস্ত জায়গায় বেসরকারী সার্ভিস চালু আছে তা নিম্নরূপ— :

১। টাকারজলা (জম্পুইজলা)	বাস ২টি
	জীপ ১৫টি
২। মান্দাই	বাস ৫টি
	জীপ ১০টি
৩। কিল্লা	বাস ১টি
	জীপ
	অটো ১২টি
৪। তুলাশিখর (চাম্পাহাওর)	বাস ২টি
	জীপ
	অটো ২০টি
৫। রূপাইছড়ি	বাস ২টি
	জীপ
	অটো ১২টি
কদমতলা	বাস ১টি
	জীপ
	অটো ১২টি

৭।	মেলাঘর	বাস জীপ প্রায় ১৫০টি আগরতলা সোনামুড়া রুটে চলাচল করে মেলাঘরের উপর দিয়ে
৮।	ছাওমনু	বাস ২টি জীপ ৮/৯টি
৯।	করবুক	বাস ২টি জীপ ২০টি
১০।	দশদা (কাঞ্চনপুর)	বাস ২টি জীপ ১০টি

Admitted Starred Question No. 179

Name of Member : Shri Kajal Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Parliamentary Affairs Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। গত পাঁচ বছর দ্রব্যমূল্য ও মূল্যসূচক বৃদ্ধি হওয়া সত্বেও মন্ত্রী বিধায়কদের বেতন ভাতাদি বৃদ্ধি না করার কারণ কি ?

২। দ্রব্যমূল্য তথা মূল্যসূচক বৃদ্ধি জনিত কারণে ত্রিপুরার মন্ত্রী বিধায়কদের বেতন ভাতাদি বৃদ্ধি করার বিষয়টি বর্তমান সরকারের বিবেচনাধীন আছে কিনা ?

১। গত পাঁচ বছর দ্রব্যমূল্য ও মূল্যসূচক বৃদ্ধি হওয়া সত্বেও মন্ত্রী ও বিধায়কদের বেতন ভাতাদি বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়নি আর্থিক সংকট জনিত কারণে।

২। বিধায়কদের বেতন ভাতাদি বৃদ্ধি করার জন্য মন্ত্রিসভা ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিধানসভার চলতি অধিবেশনে এই ব্যাপারে সংশোধনী বিল আনার চেষ্টা হচ্ছে। মন্ত্রীদের বেতন ভাতাদি বৃদ্ধির বিষয়টি আপাতত সরকারের বিবেচনাধীন নয়।

Admitted Starred Question No. 198

Name of Member :- Shri Jawhar Shaha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state-

প্রশ্ন

১। রাজ্য লটারী চালু করার কোন পরিকল্পনা আছে কি?

২। থাকলে কবে নাগাদ চালু করা হবে ?

৩। না থাকলে কারণ কি ?

উত্তর

১-৩। অতীতে ত্রিপুরায় লটারী চালু থাকার সময় কিছু অভিযোগ পরিলক্ষিত হয় এই পরিপ্রেক্ষিতে লটারী বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তাই পুনরায় চালু করার কোন পরিকল্পনা নাই।

Admitted Starred Question No. 231

Name of M.L.A. :– Sri Shyma Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P.W. Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। লংতরাইভ্যালী মহকুমার ময়নামা বাজারের কাছে মনু নদীর ভাঙ্গন থেকে মনু চামনু রোড রক্ষার জন্য এমব্যাঙ্কমেণ্ট তৈরীর পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১। আপাততঃ এরূপ কোন পরিকল্পনা নেই।

প্রশ্ন

২। থাকলে কবে কাজ শুরু করা হবে ?

উত্তর

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

প্রশ্ন

৩। না থাকলে কারণ ?

উত্তর

৩। পর্য্যাপ্ত অর্থের সংস্থান না হওয়ায় এরূপ ব্যয়বহুল বাঁধ তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি।

Admitted Starred Question No. 232

Name of M.L.A. :— Sri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the PHE. Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। লংতরাইভ্যালী মহকুমার ছাওমনু বাজারে, লালছড়া, ঘাঘরাছড়া, ময়নামা তিলকপাড়া ডিপটিউবওয়েল মারফৎ পাণীয় জল সরবরাহের কোন পরিকল্পনা আছে কি?

২। থাকলে কবে নাগাদ কাজ শুরু করা হবে।

৩। না থাকলে কারণ।

উত্তর

১। ছাওমনু বাজারে মাটির নিচে পাথর থাকার জন্য Deep Tube Well করা সম্ভব নহে। তথাপি পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য Infiltration presure well-এর মাধ্যমে পর্যাপ্ত পানীয় জল সরবরাহ করার পরিকল্পনা বর্তমান আর্থিক বছরে আছে। ময়নামা এলাকার বর্তমান Deep Tube Well হইতে পাইপ লাইন বাড়িয়ে আরো কিছু এলাকা জল সরবরাহের আওতায় আনা হবে। লালছড়া ও ঘাঘরাছড়াতে Deep Tube Well করার কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নাই।

২। ছাওমনু বাজার সংলগ্ন এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের কিছু কাজ ও ময়নামা এলাকায় পাইপ লাইনের কাজ বর্তমান আর্থিক বছরে হাতে নেওয়া হবে।

৩। ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 233

Name of M.L.A. Sri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Water Resources Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ছাওমনু ব্লকের রাজধর ছড়ায় বাঁধ দিয়ে মানিকপুরে জল সেচের সরকারী প্রকল্প আছে কি?

২। থাকলে কবে পর্যন্ত কাজ শুরু হতে পারে ?

৩। না থাকলে কারণ ?

উত্তর

১। বর্তমানে নাই।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

৩। নানাহ কারণে কাজটি হাতে নেওয়া হয়নি। অনুসন্ধানের কাজ হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা আছে।

Admitted Starred Question No. 240

Name of M.L.A. :— Sri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Water Resources (I.F.C) Dedartment be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। খোয়াই নদীর ভাঙ্গণের হাত থেকে সোনাতলা গ্রামের ভবতোষ পাড়া ও চেবরী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়কে রক্ষার জন্য বোল্ডার বসানো বা হাল নির্মান করা হবে কি না ?

২। খোয়াই নদীর ভাঙ্গণের হাত থেকে পহড় মুড়া গ্রামের বাল্লার বেড় পাড়াকে রক্ষার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এবং কতটুকু কার্য্যকারী হয়েছে ?

উত্তর

১। ক) সোনাতলা গ্রামের ভবতোষ পাড়া রক্ষার কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নেই।

খ) চেবরী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়কে রক্ষার জন্য ব্লক বসানোর কাজ শেষ হয়েছে।

২। ২২০ মিটার নদীর পাড় প্রটেকসনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং ১৩০ মিটার কাজ শেষ হয়েছে।

Admitted Starred Question No, 246

Name of M.L.A. :— Sri Birajit Sinha.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the PHE Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ধর্মনগর শহরে পানীয় জলের তীব্র সংকট চলছে, সত্য হলে শহরে বাড়ী বাড়ী পানীয় জল সরবরাহের কোন পরিকল্পনা বর্তমান সরকারের আছে কি ?

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে। ধর্মনগর শহরের বাড়ী বাড়ী পানীয় জল সরবরাহের পরিকল্পনা বর্তমান সরকারের আছে এবং সেইজন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

২। বর্তমানে গভীর নলকূপ থেকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে ধর্মনগরে পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে। নূতন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের কাজ চলছে। এই কাজ পুরোপুরি শেষ হলে পর সরকারীভাবে বাড়ী বাড়ী পানীয় জল সরবরাহের কাজ ধাপে ধাপে হাতে নেওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 253

Name of M.L.A. :— Sri Madhu Sudhan Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমানে আগরতলা শহরের মধ্যে চলাচলকারী যাত্রীবাহী বাসের সংখ্যা কত এবং রাত্রি কয়টা পর্য্যন্ত চলাচল করে?

২। নগরবাসীর সুবিধার্থে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত রাজধানী আগরতলায় বাস সার্ভিস চালু করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন কিনা?

৩। উদ্যোগ গ্রহণ করা না হলে তার কারণ কি?

উত্তর

১। বর্তমানে আগরতলা শহর মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল এলাকার মধ্যে মোট.২৬টি টাউন বাস সার্ভিস চালু আছে এবং এরমধ্যে রাজ্য পরিবহন নিগমের বাসগুলো রাত্রি দশটা এবং বেসরকারী বাসগুলো রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত চলাচল করে।

২। রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত আগরতলা শহর এলাকায় বেসরকারী বাস সার্ভিস চালু করার প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে।

৩। ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 263

Name of MLA :— Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। জনগণের সুবিধার্থে মোহনপুর ব্লক এলাকাকে সদর মহকুমা থেকে আলাদা করে নূতন মহকুমা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। থাকলে, কবে নাগাদ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। মোহনপুর ব্লক এলাকাকে সদর মহকুমা থেকে আলদা করে নূতন মহকুমা গঠণ করার কোন পরিকল্পনা বর্তমান সরকারের নেই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 274

Name of M.L.A :— Sri Billal Mia.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Water Resources (I. F. C) Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত দুর্গাপুর গাঁও সভার কতগুলি লিফট ইরিগেশন স্কীম দ্বারা জল সেচ করা হয়ে থাকে ?

২। বর্তমানে এই সমস্ত স্কীম চালু আছে কিনা ?

৩। যদি না থাকে তার কারণ কি এবং কবে নাগাদ চালু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। ৩টি স্কীম দ্বারা জল সেচ করা হয়ে থাকে।

২। হ্যাঁ।

৩। ২ নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 275

Name of M.L.A. :— Sri Billal Mia.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Water Resourece (I. F. C) Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া মহকুমার মতিনগর গাঁও সভার অন্তর্গত নলচেপা মাঠে লিফ্‌ট ইরিগেশন আছে কি না ?

২। যদি থাকে তাহলে উক্ত লিফ্‌ট ইরিগেশনের জন্য পাইপ লাইন করা হয়েছে কি না ?

৩। যদি না করা হয়ে থাকে তার কারণ কি ?

৪। যদি করার কোন পরিকল্পনা থাকে তবে কবে নাগাদ আশা করা যায় ?

১। হ্যাঁ।

২। হ্যাঁ। ৩৭০০ মিটার দীর্ঘ পাইপ লাইন করা হয়েছে।

৩। ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই উত্তর হয় না।

৪। ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই উত্তর হয় না।

Admitted Starred Question No. 278

Name of M.L.A. :— Sri Kajal Chandra Das

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Water Resources (I. F. C) be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কল্যাণপুর মোটরষ্ট্যাণ্ড সংলগ্ন কাঠের ব্রীজ থেকে গোপালনগর (কুচপাড়া) পর্যন্ত নদীর ভাঙ্গন রোধে সরকার কোন পরিকল্পনা নিয়েছে কিনা ?

২। নিয়ে থাকলে কবে নাগাদ এই কাজ শুরু করা হবে ?

উত্তর

১। না।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ইহা আসে না।

Admitted Starred Question No. 311

Name of Member : Shri Bidhu Bn. Malakar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the water Resources (I.F.C). Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। দেওনদীর ভাঙ্গন রোধে এবং উত্তর পাবিয়াছড়া এলাকায় আসাম-আগরতলা সড়কের পশ্চিম অংশ রক্ষায় সরকার কি পদক্ষেপ নিয়েছেন ?

২। না নিয়ে থাকলে কবে নাগাদ তা নেওয়া হবে ?

উত্তর

১। আপাততঃ কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয় নাই।

২। অর্থের সংকোলন হলে কাজটি হাতে নেওয়া হতে পারে।

Admitted Starred Question No. 312

Name of M. L. A—Bidhu Bhusan Malakar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কুমারঘাট থেকে কৈলাসহর পর্যান্ত সড়কটি প্রশস্ত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা।

২। যদি থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত উক্ত রাস্তাটির কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায়।

৩। যদি না থাকে তবে তার কারণ ?

উত্তর

১। আপাততঃ উক্ত সড়কটি প্রশস্ত করার কোন পরিকল্পনা নেই।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

৩। প্রশস্ত করার জন্য বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 313

Name of M.L.A. :— Shri Bidhu Bhusan Malakar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the PHE Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কুমারঘাটের ৯১ মাইলে Water Treatmeut Plant নির্মানের কাজ শুরু করা হবে কি না ?

২। যদি করা হয় তবে তাহা কবে পর্য্যন্ত শুরু হবে বলে আশা করা যায় ? এবং

৩। করা না হলে তার কারণ ?

উত্তর

১। কুমারঘাটের ৯১ মাইলে একটি Watcr Treatment Plant করার পরিকল্পনা প্রস্তুতি পর্য্যায়ে আছে।

২। বিস্তৃত প্রজেকট্ রিপোর্ট তৈরীর কাজ চলছে। প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরীর কাজ শেষ হওয়ার পর তাহা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে অনুমোদন পাওয়ার পর এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান হলে কাজটি হাতে নেওয়া হবে।

৩। ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিত এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 314

Name of M.L.A. :— Shri Madhu Sudhan Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমান আর্থিক বছরে পূর্ত্তদপ্তরের Division No. 1 এর অন্তর্গত Central IV Sub-Division এর মাধ্যমে কুঞ্জবন টাউনশীপ সরকারী আবাসনগুলির কোন ব্লক (Type) কত টাকার Work Order এখন পর্য্যন্ত issue হয়েছে ?

২। ১-১-৯৮ ইং থেকে ৩১-৫ ৯৮ পর্য্যন্ত উক্ত সরকারী আবাসন এলাকার আবাসিকরা এই সাব-ডিভিসনের সংশ্লিষ্ট রেজিষ্টারে আবাসনের সমস্যা সংক্রান্ত কতগুলি অভিযোগ লিপিবদ্ধ করছেন এবং অভিযোগ অনুসারে কতগুলি ক্ষেত্রে-সমস্যা নিরসনে কার্য্যকরী ব্যবস্থার মাধ্যমে কাজ সম্পন্ন হয়েছে ?

উত্তর

১। সরকারী আবাসনগুলির মেরামতের জন্য পূর্ত্তদপ্তরের ১ নং ডিভিসনের অন্তর্গত ৪ নং সাব-ডিভিসন থেকে ব্লক ভিত্তিক Work-Order issue করার পরিমাণ নিম্নরূপ :—

ক)	টাইপ-১	৫০০০ টাকা
খ)	টাইপ-২	২৩,১৬৭ টাকা
গ)	টাইপ-৩	৪০,০৬৮ টাকা
ঘ)	টাইপ-৪	২০,০০০ টাকা
ঙ)	টাইপ-৫	১,২৪,১৪৯ টাকা
চ)	টাইপ-৬	১.০০,০০০ টাকা
	মোট	৩, ১২.৩৮৪ টাকা

২। মোট ১৬৩ টি অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেছেন। এর মধ্যে ১৩২ টির এখন পর্য্যন্ত কার্য্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 333

Name of M. L.A. :— Sri Joygobinda Debroy.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে পূর্ত্তদপ্তর কর্ত্তৃক ঠিকাদারের মাধ্যমে কাজ করানোর জন্য বর্ত্তমানে যে নীতি চালু আছে তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়।

২। যদি সত্য হয় তবে তা পরিবর্তন করে নতুন নীতি চালু করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

উত্তর

১। পূর্ত্তদপ্তরে ঠিকেদারের মাধ্যমে কাজ করানোর বর্ত্তমান নীতি যথেষ্ট।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 337

Name of M. L. A. :— Shri Joy Gobinda Deb Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে পূর্ত্ত বিভাগে সার্ভেয়ারদের এম, বি, লেখার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে ?

২। যদি সত্য হয় তবে পূর্ত্ত দপ্তরের সকল বিভাগে ইহা কার্য্যকরী আছে কিনা ?

৩। যদি না থাকে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, যে সমস্ত সার্ভেয়ারদের সার্ভে কাজের অভিজ্ঞতা ৩ (তিন) বৎসর হয়েছে, সেই সমস্ত সার্ভেয়ারদের শুধু সার্ভে কাজের জন্য এম, বি, লেখার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

২। হাঁা।

৩। ১ নং এবং ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 397

Name of M. L. A. :-- Sri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Water Resouces (I.F.C) Department be pleased to state :--

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরার করমছড়া, দক্ষিণ ত্রিপুরার মৈলাকছড়া ও পশ্চিম ত্রিপুরার সোনাইছড়ায় ডাইভারসন প্রকল্প চালু করার প্রস্তাব আছে কি না ?

২। থাকিলে ঐ তিনটি প্রকল্পের জন্য প্রাথমিক বরাদ্দের পরিমান কি, ও এরমধ্যে কত টাকা ব্যয় হয়েছে ?

উত্তর

১। হাঁা, আছে।

২। উত্তর ত্রিপুরার করমছড়া, দক্ষিণ ত্রিপুরার মৈলাকছড়া এবং পশ্চিম ত্রিপুরার সোনাইছড়া ডাইভারসন প্রকল্প সমূহ রূপায়নের জন্য যথাক্রমে ৩৯,৮৭,০০০ টাকা ১,৯৯,১৭,০০০ এবং ১,৩৪,২৭,০০০ টাকা প্রাথমিক ভাবে বরাদ্দ হয়েছে। (Sanctioned amount) উপরোক্ত

মৈলাকছড়া ডাইভারসন প্রকল্প বাবত ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ২,২২,৬৬৪ টাকা। বাকি দুইটি প্রকল্পের জন্য এখনো কোন টাকা ব্যয় হয়নি।

Admitted Starred Question No. 398
Name of M. L. A. :— Sri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge, of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। অমরপুর মহকুমার অন্তর্গত ছেছুয়া থেকে কাঞ্চনছড়া, অম্পি থেকে বৈশ্যমনি পাড়া ও বৈছু থেকে শিংলুং গ্রামের রাস্তাগুলো বর্তমান আর্থিক বছরে মেরামত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। না হলে তার কারণ ?

উত্তর

১। অম্পি থেকে বৈশ্যমনি পাড়া রাস্তাটি মেরামত করার পরিকল্পনা আছে, বৈছু থেকে সিংলুং রাস্তাটি বর্তমান বছরে কাজের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই, তবে ঐ রাস্তায় SPT bridge টি পুনরায় তৈরী করার পরিকল্পনা আছে। ছেছুয়া থেকে কাঞ্চনছড়া পর্য্যন্ত রাস্তা Schedule of work-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই।

২। আর্থিক অপ্রতুলতার দরুন উপরোক্ত সব রাস্তার কাজ একই সাথে করা সম্ভব নহে।

Admitted Starred Question No. 399
Name of M. L. A. :— Sri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P.W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। অমরপুর মহকুমার অন্তর্গত অম্পি রাস্তার অম্পিছড়ার উপর পাকা সেতু তৈরী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

২। থাকলে কবে নাগাদ কাজটি ধরা হবে বলে আশা করা যায় ?

৩। না করা হলে তার কারণ ?

উত্তর

১। অম্পিছড়ার উপরে পাকা সেতু নির্মানের পরিকল্পনা বিবেচনার মধ্যে আছে।

২। আগামী আর্থিক বৎসরে কাজটি হাতে নেওয়া হতে পারে।

৩। ১ নং ও ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 403

Name of M. L. A. :— Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। প্রশাসনিক কাজগুলিতে আরও গণমুখি করার লক্ষ্যে এবং জনগণের সুবিধার্থে রাজ্য বিধানসভার ১ নং থেকে ৪ নং বিধানসভা কেন্দ্রগুলিকে নিয়ে একটি পৃথক সাব-ডিভিশান করার কোন পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে কিনা ?

উত্তর

১। না। এমন কোন প্রস্তাব রাজস্ব দপ্তরের গোচরে আসেনি।

Admitted Starred Question No. 410

Name of M.L.A. : — Shri Kashiram Reang

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, উত্তর ত্রিপুরার কৈলাশহর মহকুমার কুমারঘাট, পাবিয়াছড়া ও ফটিকরায় এলাকার জনসাধারণ কুমারঘাট মহকুমা গঠন করার জন্য বহুদিন যাবত জোরালো দাবী সরকারের নিকট জানিয়ে আসছেন ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহা হইলে উক্ত মহকুমা গঠন করার জন্য সরকারের পরিকল্পনা বর্তমানে আছে কি, যদি থাকে তাহলে কবে নাগাদ কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ?

৩। যদি না থাকে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, সত্য।

২। না, বর্তমানে কুমারঘাট, পাবিয়াছড়া ও ফটিকরায় এলাকা নিয়ে নূতন মহকুমা গঠনের পরিকল্পনা সরকারের নেই।

৩। আর্থিক সঙ্গতি, পারিপার্শ্বিকতা বিভিন্ন দিক ক্ষতিয়ে দেখার পরই সরকার এ ব্যাপারে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

Admitted Starred Questions No. 416

Name of M.L.A. :— Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P.W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমান অর্থবছরে মোহনপুর ব্লক এলাকায় পূর্ত দপ্তর কর্তৃক কোন নতুন রাস্তা তৈরী করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

২ থাকিলে রাস্তাগুলির নাম কি এবং কত কিঃ মিঃ করা হবে?

উত্তর

১। আপাততঃ এরূপ কোন পরিকল্পনা নেই।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না

Admitted Starred Question No. 420

Name of Member :— Shri Rabindra Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। আগরতলা হইতে গণ্ডাছড়া পর্য্যন্ত প্রতিদিন অন্তত দুটি T.R.T.C. বাস চালু করার পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি?

২। যদি না থাকে, তার কারণ কি, এবং

৩। ইহা কি সত্য আগরতলা হইতে মন্দিরঘাট পর্য্যন্ত T.R.T.C. বাস চলাচল বন্ধ আছে?

৪। যদি বন্ধ থাকে, তার কারণ কি?

উত্তর

১। বর্তমানে এ রকম কোন পরিকল্পনা নেই।

২। আগরতলা হইতে গণ্ডাছড়া ভিন্ন আমবাসা হইতে গণ্ডাছড়া পর্য্যন্ত আরও দুইটি সার্ভিস চালু থাকা বিধায় আগরতলা হইতে দ্বিতীয় সার্ভিস চলাচলের আপাতত প্রয়োজন বোধ হয় না।

৩। হঁ্যা, বন্ধ আছে।

৪। নিরাপত্তাজনিত কারণে আগরতলা হইতে মন্দিরঘাট পর্য্যন্ত TRTC বাস সার্ভিস বন্ধ আছে।

Admitted Starred Question No. 458

Name of Member :— Shri Rabindra Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। গণ্ডাছড়া মহকুমার গণ্ডাছড়া বাজার হইতে রইস্যাবাড়ী বাজার পর্যন্ত এবং ডাঙ্গাবাড়ী হইতে অম্পি বাজার পর্যন্ত রাস্তার মেরামত ও তৈরী করে গাড়ী চলাচলের উপযোগী করার পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি ?

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। হ্যা।

২। গণ্ডাছড়া বাজার হইতে রইস্যাবাড়ী রাস্তার কাজ ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে। আগামী আর্থিক বছরে একাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়, ডাঙ্গবাড়ী হইতে অম্পি বাজার পর্যন্ত রাস্তাটির কাজ এই আর্থিক বছরে শুরু হবে বলে আশা করা যায়। শেষ কবে হবে তা সঠিকভাবে এক্ষুনি বলা যাচ্ছে না। (প্রাথমিক কাজ আগামী আর্থিক বচরে শেষ হবে বলে আশা করা যায়।)

Admitted Starred Question No. 466

Name of M.L.A. :— Shri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা কত ?

২। শিশু শ্রমিকদের কাজে খাটানোর অভিযোগে কত জনের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে ?

৩। না দেওয়া হয়ে থাকলে এর কারণ কি ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে অবিপজ্জনক ক্ষেত্রে ২৬৪ জন এবং বিপজ্জনক ক্ষেত্রে ১১ জন শিশু শ্রমিক পাওয়া গেছে।

২। অবিপজ্জনক ক্ষেত্রে যে সমস্ত শিশু শ্রমিক এখনো কাজে নিযুক্ত আছে তাদের ক্ষেত্রে ৫ ঘন্টা কাজ এবং ২ ঘন্টা মালিকের খরচে পড়াশুনার ব্যবস্থা করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বিপজ্জনক ক্ষেত্রে ১১ জন নিয়োজিত শিশু শ্রমিকদের নিয়োগকারীদের কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা করে আদায় এবং অবিলম্বে ঐ সমস্ত কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য নোটিশ জারী করা হয়েছে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 487

Name of M.L.A. :— Shri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the 'Industries & Commerce' Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বেকারদের কর্ম সংস্থানের লক্ষ্যে বে-সরকারী শিল্পোদ্যোগীদের মাধ্যমে রাবার ও প্রাকৃতিক গ্যাসের মতো স্থানীয় সম্পদ নির্ভরশীল শিল্প কারখানা স্থাপনের উপর কি ধরনের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং অগ্রগতি কতটুকু ?

২। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে রাজ্যে রুগ্ন শিল্প সংস্থার সংখ্যা কত ছিল এবং এর মধ্যে কতগুলি শিল্প সংস্থাকে পুনর্জ্জীবিত করতে রাজ্য সরকার সমর্থ হয়েছেন ?

উত্তর

১। ক) রাজ্যে বেকারদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বে-সরকারী শিল্পোদ্যোগীদের মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাসের মতো স্থানীয় সম্পদ নির্ভরশীল কারখানা স্থাপনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের অনীহার কারণে অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা সম্ভব হয়নি।

খ) রাজ্য সরকার কর্তৃক রাজ্যে রাবার ব্যবহার করে শিল্প স্থাপনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে কিছু ইউনিট চালুর অপেক্ষার আছে। ট্রেনিং-এর পরিকাঠামোর অসুবিধার জন্য ইউনিটগুলি চালু করা যাচ্ছে না।

২। রাজ্যে কোন রুগ্ন শিল্প নেই। কারিগরী মূলধনের স্বল্পতার জন্য বন্ধ হয়ে যাওয়া নিম্নলিখিত ৫ (পাঁচ) টি শিল্প সংস্থাকে ত্রিপুরা শিল্পোন্নয়ন নিগম (TIDC) থেকে ঋণ দেওয়া হয়েছে। মোট ঋণের পরিমাণ ২৫,৯০ লক্ষ টাকা :—

ক) দিপালী বাল্ব,
খ) কিংশুক রাবার অয়্যার,
গ) ত্রিপুরা ফাউণ্ড্রি,
ঘ) রুহিনী প্রিন্ট
ঙ) টি আর অয়েল

Admitted Starred Questions No. 500

Name of M.L.A. :— Shri Sudip Roy Barman

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries & Commerce Department be pleased to state :—

QUESTIONS

1, Is it a fact that the provident fund money of employees of TSIC has not been deposited since long ?

2. If so what is the amount pending to be deposited ?

3. What is the reason for not deposition ?

4. Who is responsible and what action has been taken ?

Answar

1. Yes
2. Thc pending amount is Rs. 31.48 Lakhs
3. Due to financial crisis
4. Financial constraint is mainly responsible

Admitted Starred Question No. 514

Name of Member : Shri Prakash Chandra Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। দুর্গম তথা প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী জনসাধারণের সুবিধার জন্য বর্তমান বছরে কোথায় কোথায় প্রশাসনিক শিবির করা হয়েছে; এবং

২। কি ধরনের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে ?

উত্তর

১। ও ২। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 515

Name of M.L.A.—Prakash Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সরকারী আবাসন বন্টনের ক্ষেত্রে বিধায়কদের সুপারিশ সমূহ অগ্রাধিকারের 'ভিত্তিতে বিবেচনা করতে রাজ্য সরকার আগ্রহী কি না ?

১। Asper rule of relaxation & out of term allotment/House allotment rule কোন বিশেষ কারোর সুপারিশ থাকিলে এলটমেন্ট কমিটি বিবেচনার মধ্যে আনেন।

Admitted Starred Question No. 527

Name of M.L.A :— Sri Kashiram Reang

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৬-৯৭ইং আর্থিক বছরে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কয়টি মাদ্রাসার জন্য অনুদান পাওয়া গিয়াছে ? (মহকুমা ভিত্তিক নাম)

২। অনুদান প্রাপ্ত প্রতিটি মাদ্রাসা এখন চলিতেছে কি না ?

৩। প্রতিটি মাদ্রাসাতে কতজন শিক্ষক আছেন ?

৪। ১৯৯৭-৯৮ সালে কতটি মাদ্রাসার অনুদানের জন্য পাঠানো হয়েছে এবং কতটির জন্য অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে ?

উত্তর

১। ১৯৯৬-৯৭ইং আর্থিক বছরে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে মোট ১২৭টি মাদ্রাসার অনুদান পাওয়া গিয়াছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব Annexure-A তে দেওয়া হল।

২। হ্যাঁ চলিতেছে।

৩। Modernisation of Madrassa Scheme অনুসারে প্রতিটি মাদ্রাসাতে ১ জন করে শিক্ষক নিযুক্ত আছেন।

৪। ১৯৯৭-৯৮ সালে ৭১টি মাদ্রাসার অনুদানের জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কোন অনুদান পাওয়া যায়নি।

TRIPURA BOARD OF WAKFS

Revenue Building, Agartala.

LIST OF THE MADRASSA OF TRIPURA SUB-DIVSION WISE

SONAMURA

Sl. No.	Name of the Madrassa	Full address
1	2	3
1.	Sonamura Islamia Madrassa	Vill, N. C. Nagar, P. O. Sonamura, West Tripura
2.	Sonapur ahammadia Islamia Govt. aided Sr. Madrassa	Vill. Rabindranagar, P. O. Sonamura West Tripura,
3.	Daodarani Soddiquia Sr. Madrassa.	Vill. N C. Nagar, P. O. Kulubari, Soaamura West Tripura
4.	Kulubari Madrassa Unnayan Committee, Sonamura.	

1	2	3
5.	Janakalyan Samity,	Durgapur, Soaamura, West Tripura.
6.	Durgapur Madrassa Committee,	Sonamura, West Tripura
7.	Bejimara Jr. Madrassa Committee	Sonamura, West Tripura
8.	Srimontapur Jr. Madrassa Committee	Sonamura, West Tripura.
9.	Bejimara Madrassa Committee,	Sonamura, West Tripura.
10.	Jamia Islamia Arabia wusomol Ullam	Grantali, Sonamura, West Tripura.
11.	Mohanbhog 2 No. Jr Madrassa Committee,	Sonamura, West Tripura
12.	Durlavnarayan Madressa Committee	Sonamura, West Tripura.
13.	Kulubari Jr. Madrassa Committee	Sonamura, West Tripura.
14.	Aralia Islamia Jr. Madrass Committee,	Kulubari, Sonamura, West Tripura.
15.	Durgapur Islamia Jr. Madrassa,	Durgapur, Sonamura, West Tripura.
16.	Himmatpur Jr. Madrassa Committee	Himmatpur, Sonamura, West Tripura.
17.	Chandigarh Jr, Madrassa Committee	Chandigarh, Sonamura, West Tripura.
18.	Anandapur Jr, Madrassa Committee	Anandapur, Sonamura, West Tripura.
19.	Srimantapur Jr Madrassa Committee	Srimantapur, Sonamura, West Tripura.
20.	Boxanagar Jr. Madrassa	Vill + P. O. Boxanagar, Sonamura West Tripura
21.	Naljala Islamie Madrassa	Vill. Naljala P. O. Valuarchar, Sonamura, West Tripura

1	2	3
22.	Melagarn Islamie Madrassa	Vill, Indranagar, Sonamura, west Tripura.
23.	Pukania Maktab	Madhya Boxanagar (West para) Sonamura. West Tripura
24,	Hamidia Jr. Madrassa	Vill. Kalamkhet PO. Urmai Sonamura West Tripura
25.	Ashabari Jr. Madrassa	Vill. Ashabari Ward No 2 Boxanagar, Sonamura;
26-	Sovapur Qurania Maktab	Vill. Sovapur. PO. Rabindranagar. Sonamura. west Tripura.
27.	Kulubari (Moynama) Hafizia Madrassa	Vill. & PO. Kulubari, Sonamura, West Tripnra.
28.	Fnrkania Jr. Basic Madrassa	Vill & PO. Matinagar Sonamura, West Trpura
29.	Madhya boxanagar Islamie Madrassa	Vill Madhya Boxanagar PO. Boxanagar, Sonamura
30.	Choudhury para JB. Madrassa	Vill & PO. Kulubari. Sonamura, west Tripura
31.	N. C. Nagar JB. Madrassa	NC. Nagar, Sonamura; West Tripura
32,	South Aralia Islamic SB. Madrassa	Vill Aralia PO. Sonamura, West Tripura
33.	Ayesha (R) Girl's Madrassa (Primary)	Vill & PO, Kulubari, Sonamura, West Tripura

1	2	3
34.	Gourangola Jr. Madrassa	Vill Gourangola PO, Rahimpur Sonamura, west Tripura
35.	Aralia Uttarpara Islamic Jr. Madrassa	Vill Aralia PO. Sonamura, west Tripura
36.	Qurania Alia Muktab	Boxanaar South Para PO. Sonamura, west Tripura
37.	Karaliamura Jr. Madrassa	Karaliamura Sonamura, west Tripura
38.	Nagar Furkania Madrassa	Vill Nagar PO. Nalsimua Sonamura west Tripura

KAILASHAHAR

1,	Kubjar Muktab	Kubjar, Kailashahar (N) Tripura
2.	Bagaon Muktab	PO. Ichabpnr Kailashahar (N) Tripura
3,	Bhuemhetpara Jr. Madrassa	Vill Jubrajnazar P O Baburbazar, Kaiiaahahar (N) Tripura
4.	Jakaria Muktab	PO. Tilabazar Kailashahar, (N) Tripura
5.	Dhaliarkandi Jr. Madrassa	PO. Tilabaxar Kailashahar, (N) Tripura
6.	Babur Bazar Jamia Islamia Hussania Madrassa	PO. Babur Bazar Kailashahar (N) Tripura
7.	Hanaging Committee Kachargool Muktab	PO. Irani Kailashahar, North Tripura
8.	Managing Committee Latiapura Muktab	Vill Latiapura PO. Rangauti Kailashahar, (N) Tripura

1	2	3
9.	Managing Committee Debipur Ahamidya Madrassa	PO.• Bagobharnagar, Kailashahar, North Tripura
10.	Managing Committee Nagar Pry. Madrassa	do
11,	Managing Committee Chanti Muzaffaria Pry. Madrassa	Vill Chanti, Kailashahar (N) • Tripura
12.	Managing Committee Depacherra Muktab	Vill Depacherra, PO. Depacharra Kailashahar, North Tripura
13.	Managing Committee Laxmipur Muktab	Vill Laxmipur, P O, KLS (N) Tripura
14.	Managing Committee Maguruli Pry. Muktab	Vill Magurali, P. O. Irani KLS (N) Tripura
15.	Managing Committee Gournagar Pry. Madrassa	Vill & P O Gournagar, KLS (N) Tripura
16.	Managing Committee Noagoan Jr. Madrassa	Vill & PO Noagorn, Kailashahar (N) Tripura
17.	Managing Committee Arabindranagar Pry. Madrassa	Vill Arabindranagar, P O Babur Bazar, Kailashahar, North Tripura
18.	Managing Committee Irani Madrassa	Vill & PO : Irani, KLS (N) Tripura
19.	Managing Committee Samrurpar Pry. Madrassa	Vill & PO : Samrupar, KLS (N) Tripura
20.	Managing Committee Barknala Muktab	P.O. Ichabpur, Kailahahar (N) Tripura
21.	Managing Committee Yeazakhora Pry. Madrassa	Vill Yeazakhora, KLS (N) Tripura
22.	Managing Committee Dewracherra Pry. Madrassa	Vill & PO Dewracherra, KLS (N) Tripura

1	2	3
23.	Managing Committee Kubjar Jr. Madrassa	Vill Kubjar Kailashahar (N) Tripura
24.	Managing Committce Tilabazar Islamia sr. Madrassa	Vill & PO : Tilabazar, KLS (N) Tripura
25.	Managing Committee Srinathpur Pry. Madrassa	Vill Srinathpur, Kailahahar, North Tripura.
26.	Managing Comittee Rangauti Jr, Madrassa	Vill & Po: Rangauti. Kailashahar North Tripura
27.	Managing Committee Hiracherra Pry. Madrassa	P. O. Hiracherra, Kailashahar North Tripura
28.	Managing Committee Ratacherra Pry. Madrassa	Ratacherra, Kailashahar, North Tripura

DHARMANAGAR

1	2	3
1,	Purba Panisigar Muktab	PO. Panisagar, Dharmanagar North Tripura
2.	West Panisagar Muktab	do
3.	Chamtila Muktab	P. O. Bilthai, DMN North Tripura
4.	Naidron Muktab	P. O. Padmabill, DMN, (N) Tripura
5.	Bilthai RU-Alia Madrassa	P. O Bilthai, DMN, (N) Tripura
6.	Kurti Sr.Madrassa	P. O. Kurti, Dharmanagar (N) Tripura
7.	Kalagangarpar, Islamia Sr. Madrassa	P. O. Kalagangarpar, DMN, (N) Tripura
8.	Daksin Raghna Jumtila Jr. Madrassa	P.O. Preamtala, DMN, (N) Tripura

1	2	3
9.	Rowa Muktab	P.O. Rowa, Dharmanagar, (N) Tripura
10.	Kalacherra Jr. Madrassa	P,O. Kalacherra, DMN (N) Tripura
11.	Fulbari Sr. Madrassa	P. O. Fulbari, DMN (N) Tripura
12.	Madhya Kalagangarpar Muktab	Vill & PO ; Kalagangarpar Dharmanagar, North Tripura
13.	East Baghan Jr. Madrassa	P. O. Preamtala. DMN (N) Tripura
14.	West Ichaitalgoan Madkinia Jr. Madrassa	P. O. Bakbaki, DMN (N) Tripura
15.	Paschim Jubrajnagar Jr. Madrassa	P. O. Jubrajnagar, Dharmanagar North Tripura

SADAR

1	2	3
1.	West Pratapgarh Kamalla Madrassa	P. O. West Pratabgarh. A.D. Nagar. Sadar
2.	Bhati Abhoynagar Furkania Madrassa	P. O. Bhati Abhoynagar. West Tripura
3.	Samsul-Ulum-Oaocha-Sr. Furkania Madrassa	Vill & PO : Indranagar, Sadar
4.	Furkania Madrassa	Vill & PO : North Jogendranagar Sadar, Tripura West
5.	Chhobania Madrassa	Vill-Rajnagar P.O. Bartala Agartala. Sadar
6.	Ratannagar Islamia Education Centre	Vill-Ratannagar P.O. Ranirbazar, Sadar

1	2	3
7.	North Chandrapur Gowcia Furkania Madrassa	P. O. Rashambagan, Sadar
8.	Jiraniakhala Madrassa	Vill-Jiraniakhala, Sadar
9.	Kamalia Madrassa Ashatul-Ulum	Majid Patti, Agartala
10.	Nogaon Krishnanagar Madrassa	Vill & PO: Noagoan, Sadar
11	Kalimura Madrassa	Vill-Kalimura, P.O Birendra Nagar, Sadar
12.	Jagaharimura Islamic Education Centre	Vill-Jagaharimura, College Tila Sadar
13.	South Ramnagar Madrassa	South Ramnagar, Sadar
14.	Mahammadia Fattohad Madrassa	Tripura Jute Mills Limited, Sadar
15.	Uttar Champamura Islamic Siksha Kendra	P O. Old Agartala, Sadar
16.	Nandan Nagar Furkania Madrassa	Nandan Nagar, Sadar
17.	Joypur Madrassa Unnayan Committee	Agartala, Tripura West
18.	Ramnagar Muslim Samity	Agartala, Tripura West
19.	Nayaniamura Minority Welfare Juba Samity	Agarlata, Tripura West
20.	Mohammadia Islamia Pry. Madrassa Committee	West Nowabadi, Agartala Sadar, West Tripura

BELONIA

I	2	3
1.	Islamia Qurania Madrassa	Vill. & PO. East Bagafa Belonia, South Tripura

KAMALPUR

1	2	3
1.	Mohanpur Arabic Muktab	Vill. Mohanpur, P. O. Kamalpur, Dhalai District

BISHALGARH

1	2	3
1.	Bishalgarh Islamia Jr Madrassa	Vill. Karaimura, PO. Bishalgarh, West Tripura
2.	National Education Society	Charipara, Bishalgarh, Tripura West
3.	Barjala Madrassa	Vill Barjala P.O. Bishramganj, Bishalgarh, Tripura West
4.	Uttar Charilam Islamia Jr Madrassa	Vill. Aralia PO. Charilam, Bishalgarh, West Tripura
5.	Kadamtali Jr Madrassa	PO. Brajapur, Bishalgarh, West Tripura
6.	Nowapara Jr Madrassa	Vill Nowapara, Bishalgarh, West Tripura.
7.	Nabinagar Islamia Jr, Madrassa	Vill & PO. Nabinagar, Bishalgarh, West Tripura
8.	No 2 Chandranagar Islamia Jr Madrassa	Vill & PO. No 2 Chandranagar, Bishaigarh, West Tripura
9.	Ghaniamara Jr, Muktab	PO. : N.C. Nagar Bishalgarh West Tripura
10.	Bastali Madrassa	Vill. Bastali, Bishalgarh, West Tripura
11,	Matinagar Eurkania Madrassa	Vill Matinagar, Bishalgarh, West Tripura

1	2	3
12.	Iman-Al-Gajjali-Basic Madrassa	Vill. No. 2 Chandranagar Bishalgarh, West Tripura
13.	Naraura Pry, Madrassa	Vill. Naraura, Bishalgarh West Tripura.
14,	Begam Asmatun Nesa Pry Madrassa	Vill. Laxmibil. Bishalgarh, West Tripura.

UDAIPUR

1	2	3
1.	Shalgara Jr Madrassa	P.O. Shalgara, Udaipur, Tripura (S)
2.	Hazrat Abu Bakkar Siddigia Madrassa	P.O. R. K. Pur, Udaipur, Tripura (S)
3.	Murapara Islamia Madrassa	Udaipur, South Tripura.
4.	Khilpara Qurania Madrassa	Vill. & PO. Khilpara, Udaipur, South Tripura.
5.	R.F. Dat ran Madrassa	PO. Abhani Raengpara, Udaipur, South Tripura.
6.	Darul Uium Islamia Madrassa	Vill. Rajdharnagar, Jamjuri, Udaipur, South Tripura,
7.	Dakahin Chandrapur Madrassa	Vili. & PO. Daksin Chandrapur, Udaipur, South Tripura.

AMARPUR

1	2	3
1.	Mailak Maktab	Vill Mailak, Amarpur, South Tripura.
2.	Rangkhang Jr. Madrassa	P.O. Rangkhang, Amarpur, South Tripura.
3.	Depachari Madrassa	P.O. Natunbazar, Amarpur, South Tripura.

Total Madrassa :—

1.	Sonamura—	38 Nos.
2.	Kailasahar—	28 Nos.
3.	Dharmanagar—	15 Nos.
4.	Sadar—	20 Nos.
5.	Belonia—	1 No.
6.	Kamalpur—	1 No.
7.	Bishalgarh—	14 Nos.
8.	Udaipur—	7 Nos.
9.	Amarpur—	3 Nos.
	Total—	127 Nos.

Admitted Starred Question No. 529

Name of M.L.A. :— Sri Joygobinda Deb Roy

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুর্গত মানুষ ও পরিবারকে দৈনিক যে হারে সাহায্য করার সরকারী সিদ্ধান্ত আছে তা কি যথেষ্ট ?

২। যদি যথেষ্ট না হয় তবে সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

৩। যদি পরিকল্পনা থাকে, তবে মাথা পিছু পরিমাণ কত ?

উত্তর

১। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুর্গত মানুষ ও পরিবারকে দৈনিক সরকারী নিয়ম অনুযায়ীই সাহায্য করা হয়ে থাকে।

২। এখনই এমন কোন পরিকল্পনা নেই।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 533 *

Name of Mamber :— Sri Sudhan Das

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Lobour Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য, রাজ্য সরকারের ন্যূনতম মজুরী রাবার বোর্ড শ্রমিকদের দিচ্ছে না ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে উক্ত ব্যাপারে দপ্তর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কি ?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে। রাবার বোর্ডে কর্মরত শ্রমিকরা সরকারের নির্দ্ধারিত ন্যূনতম মজুরী পাচ্ছেন।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 536

Name of M.L.A. :— Sri Sudhan Das.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries & Commerce Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৮-৯৯ইং সালে পি, এম, আর, ওয়াই এর মাধ্যমে কত বেকার যুবক যুবতীদের লোন দেওয়া হবে।

২। ব্লক ভিত্তিক কোন লক্ষ্যমাত্রা আছে কি ?

৩। ইহা কি সত্য কোন কোন ক্ষেত্রে লোন পেয়েও লাইসেন্সের জন্য ব্যবসা করতে পারছে না !

উত্তর

১। ১৯৯৮-৯৯ইং সালে মোট ১৩০০ জন বেকার যুবক যুবতীকে পি,এম,আর,ওয়াই এর মাধ্যমে লোন দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে।

২। না।

৩। সত্য নহে।